সুধন্বানন্দ

(সচিত্র পৌরাণিক গীতাভিনয়)

[ভূষণ দাসের যাত্রায় অভিনীত]

বুদ্ধলীলা, কালকেতু, তারকাসুরবধ প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীমতিলাল ঘোষ প্রণীত

কলিকাতা

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ এর পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩২০

মূল্য ১।৷০ টাকা

কলিকাতা
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীমনোরঞ্জন সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পাত্র

শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব, নন্দী, কালো (ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ, রাখালবালক) সিদ্ধ ও চারণগণ, শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চভাবের পঞ্চ মূর্ত্তি। রাজা হংস-ধ্বজ, সুধন্বা, সুরথ, মন্ত্রী, ভীম, অর্জ্জুন, বৃষকেতু, সাত্যকী, কামদেব (পাণ্ডব সেনাপতি), শঙ্খাচার্য্য (রাজ পুরোহিত), রমণলাল (বিদূষক), হরিদাস (সেনাপতি), নাগরিকগণ, সৈন্যগণ, মণ্ডল, রঞ্জনলাল (পাণ্ডবের অশ্ব-রক্ষক), চণ্ডাল বালকগণ, ভেরীবাদক, তুরীবাদক ইত্যাদি।

পাত্রী

নারায়ণী (রাণী), প্রভাবতী (সুধন্বার স্ত্রী), বিভাবতী (সুরথের স্ত্রী), কুবলয়া (রাজকন্যা, কুমারী), চুণী (চণ্ডাল কন্যা), বৃদ্ধা চণ্ডালিনী, গ্রাম্যবালিকা, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।



‘এই যে তুমি নীলকান্তমণি আমার”



সুধন্বা-বধ গীতাভিনয়

প্রথম অঙ্ক

মন্দাকিনী পুলিন

(সিদ্ধ ও চারণগণকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া ভক্তিভাববিহ্বল মহাদেবের প্রবেশ, এবং সম্মিলিত হরি সংকীর্ত্তন)

গীত

নব নীরদ নিন্দিত কান্তিধর।
রসসাগর নাগর ভূপবর॥
সুবঙ্কিম চারু শিখণ্ডশিখ।
ভজ কৃষ্ণনিধি ব্রজরাজ সুত॥
ভ্রূবিশঙ্কিত বঙ্কিম ইন্দ্রধনু।
মুখচন্দ্র বিনিন্দিত কোটী বিধু॥
মৃদু মন্দ সুহাস্যসুভাষ্যযুত।
ভজ কৃষ্ণনিধি ব্রজরাজ সুত॥

অলকাবলিমণ্ডিত ভালতল।
শ্রুতি দোলিত মাকর কুণ্ডলক।
কটি বেষ্টিত পীত পট্ট সুঘট।
ভজ কৃষ্ণনিধি ব্রজরাজ সুত॥
কল নূপুর রাজিত চারু পদ
মণি রঞ্জিত গঞ্জিত ভৃঙ্গমদ,
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাঙ্কিত পাদযুগ,
ভজ কৃষ্ণনিধি ব্রজরাজ সুত॥
সুরবৃন্দ সুবাঞ্ছ মুকুন্দ হরি।
সুরনাথ শিরোমণি সর্ব্বগুরু।
গিরিধারী মুরারী পুরারিপর,
ভজ কৃষ্ণনিধি ব্রজরাজ সুত॥

[সিদ্ধ ও চারণগণের প্রস্থান।

মহাদেব। হে নব নীরদ নিন্দিত কান্তিধর।
তব তৃষিত চাতকে শান্ত কর।
মম গম্য পথে তুমি কাম্য ধন
কর সাম্য পূর্ণ এ অদম্য মন॥

হরি, আমার প্রাণের তুষ্টি ইষ্টদেব! মানস মন্দিরের আরাধ্য বিগ্রহ! হৃদয়ের আনন্দদেব! আমার ষড় কমলের চিরগুঞ্জনশীল রসিক ভৃঙ্গরাজ! কোথায় তুমি? মহাদেবের মহাদেবতা! ব্রহ্মাণ্ড-সবিতা, সর্ব্বজনজনয়িতা, কোথায় তুমি, হে হৃদয়বিহারী হরি! কি বলে তোমায় ডাকি? তুমি সর্ব্ব কণ্ঠেশ্বর, সর্ব্ব স্বরের ভাষা, সর্ব্ব ভাষার শব্দ, সর্ব্ব শব্দের

বাক্য, সর্ব্ব বাক্যের পদ, সর্ব্ব পদের অর্থ। পদার্থ তুমি! জড় তুমি, চৈতন্য তুমি, স্থূল তুমি, সূক্ষ্ম তুমি, ক্ষিতি জল তেজ বায়ু ব্যোম তুমি, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ তুমি; তুমি শূন্য, তুমি এক, তুমি সর্ব্ব, তুমি সর্ব্বের সর্ব্বস্ব, সারসর্ব্বস্ব ধন! কোথায় তুমি? এস বক্ষের ধন! বক্ষে এস, কণ্ঠরত্ন কণ্ঠে এস, শিরোমণি! শিরে এস, এস হৃদ্‌পিঞ্জরের শ্যাম শুকপাখী পিঞ্জরে এস,—এস মনোমন্দিরের কাম্য দেবতা! মন্দিরে এস। প্রেম তুমি, মিলন তুমি, বিরহ তুমি। প্রেমে তোমায় হৃদয়ে দেখি! মিলনে তোমায় আধ অঙ্গে দেখি, বিরহে তোমায় বিশ্বময় দেখি। এস হে বিশ্বময় বিরাট পুরুষ! আমার এই ছোট হৃদয় টুকুর মধ্যে আমার হৃদয়ের মত ছোটটী হয়ে চিরনবীনকিশোর বালক বৃন্দাবন-দুলাল গোপাল হয়ে এস।

গীত

হে শ্যাম শশধর
মহিমার সুধাকর—
তাপিত হৃদয় মম, তৃষিত চকোর সম,
সুধা চাহে অবিরাম, সুধা বিতর॥
ভয় কি আর ভবরোগে,
তৃপ্ত হ'ব সুধাভোগে,
ভক্তি পূর্ণিমার যোগে, হৃদে বিহর॥
অঙ্গে অঙ্গ মিশে যাব,
আমি ছিলাম তুমি হব,
পাপ তাপ পাশরিব, হে মনোহর॥

(লীলাবিলাসময় হাস্যমুখে শ্রীকৃষ্ণের
সারথ্যবেশে প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। ভোলানাথ! তুমি আমায় তিরস্কার কচ্ছো! গালি দিচ্ছ! আমি অন্তরালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি। কেন, আমি তোমার কি করেছি?

মহাদেব। তুমি আমার না করেছ কি! তিরস্কার ক'র্‌বো না? আমার মস্তকে জটাভার দিয়ে তুমি চাঁচর চিকুর-গুচ্ছে শিখিপুচ্ছচূড়া পরেছ,' আমার কণ্ঠে গরল চিহ্ন দিয়ে তুমি কণ্ঠে কৌস্তুভ মণি পরেছ, আমায় বাঘছাল হাড়মালা দিয়ে তুমি পীতধড়া বনমালা পরেছ, আমায় শ্মশানবাসী করে তুমি রাজপ্রাসাদবাসী হয়েছ, আমায় ভূতনাথ করে তুমি নরনাথ হয়েছ, আমায় উলঙ্গিনী রণচণ্ডীর চরণসেবক করে তুমি নারীরাণী রাধার প্রাণবল্লভ হ'য়েছ, তুমি আমার না করেছ কি?

শ্রীকৃষ্ণ। আশুতোষ! আর আমায় তিরস্কার করতে হবে না, এই চেয়ে দেখ, আমি বনমালা পীতধড়া শিখিপুচ্ছচূড়া সে সব ফেলে দিয়েছি, আমার পদবৃদ্ধি হয়েছে। রাখাল ছিলাম, সারথি হয়েছি'। আগেকার সব ফেলে দিয়েছি।

মহাদেব। তবে কেন আমার নিকট এসেছ?

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি যে ডেকেছ, না এসে কি থাক্‌তে পারি?

মহাদেব। না, আমি তোমায় ডাকি নাই। আমি বনমালীকে ডেকেছি, মণিমুক্তামালীকে ডাকি নাই; আমি পীতবসনকে

ডেকেছি, রাজবসনকে ডাকি নাই ; আমি মুরলীধরকে ডেকেছি, অশ্বকশা-অশ্বরজ্জুধরকে ডাকি নাই ; আমি সেই বৃন্দাবনদুলাল গোপালকে ডেকেছি, আমি কুরুক্ষেত্ররণজয়ী অর্জ্জুনের সারথিকে ডাকি নাই—তবে তুমি এসেছ কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি সে নই ?

মহাদেব। সে হতে পার ; কিন্তু সে-রূপ নও।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি, আমি। তার আবার এরূপ সেরূপ কি ? আমি রূপ কোথা পাব ? আমার কোন রূপ নাই, আমি ত্রিভঙ্গবঙ্কিম শ্যাম, এরূপেরও কি কেউ বিদ্বেষী আছে ?

মহাদেব। আমিই আছি। আমিই বা ভাঙ্গড় ভোলা ক্ষেপানন্দ কেন ?—আর তুমিই বা মদনমোহন ভুবনমোহন রাধা-মোহন কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি বালক; তুমি বৃদ্ধ। তুমি আমি সমান ?

মহাদেব। সমান নও ? তবে সমান হতে এসেছিলে কেন ? কেন আধহর আধহরি হরিহর হয়ে আমায় মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়ে-ছিলে ?

শ্রীকৃষ্ণ। তবে কেন অভিমান তোমার, ভোলানাথ! তুমি আমি হরিহর মুহূর্ত্তের জন্য নয়! অনন্তকালের জন্য। হরিহর এক মূর্ত্তি এক শব্দ একটি ইকার মাত্র ভেদ।

মহাদেব। হরি! ঐ ইকার তোমার শ্রেষ্ঠতার চিহ্ন ? ঐ ইকারে তুমি এক অক্ষর অধিক, নইলে তুমি আমি এক। ইকারং পরমানন্দকুসুমচ্ছবিং ইকারং মরমেশানি স্বয়ং কুণ্ডলীমূর্ত্তিমান্।

হে কুণ্ডলীকুণ্ডলধারি! তুমি স্বয়ং ইকার, ইকার না থাকিলে তুমিও হর আমিও হর।

শ্রীকৃষ্ণ। ভাল আজ হতে আমি ইকার ত্যাগ কর্‌লাম।

মহাদেব। তুমি না হয় আমার জন্য ইকার ত্যাগ ক'র্‌লে, কিন্তু তোমার ত্রিভঙ্গবঙ্কিম ঠাম, তোমার হাসিরাশি রাধিকা, তোমার পুলিনে নিকুঞ্জবিহার, এরাত ইকার ত্যাগ কর্‌তে পারবে না। কেন আমায় ছলনা কচ্ছো, এ অভিমান আমার যুগযুগান্তরে যাবে না।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন যাবে না? অভিমানের কারণ আমায় বল, আমি কারণ দূর করি; তাহলে অভিমান দূর হবে।

মহাদেব। তবে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দেও। হরি! সেই ভক্তবাঞ্ছিত বৃন্দাবনবেশ ত্যাগ করে এ শত্রুলাঞ্ছিত সারথিবেশ কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। ভক্তের জন্য, ভক্তের কার্য্যসাধনের জন্য। বর্ত্তমান যুগে নরলোকে আমার প্রধান ভক্ত নররূপী-নারায়ণ; নরনারায়ণ অর্জ্জুনের জন্য আজ আমি সারথিবেশ ধরেছি।

মহাদেব। বর্ত্তমান যুগে নরলোকে অর্জ্জুন কি তোমার প্রধান ভক্ত?

শ্রীকৃষ্ণ। আমাগতপ্রাণ ভক্ত আমার অনেক আছে। বৃন্দাবনে গোপগোপী, মথূরায় অক্রূর, কুরুক্ষেত্রে পঞ্চপাণ্ডব, ভীষ্ম বিদুর, দ্বারকায় উদ্ধব। ভক্ত আমার অনেক আছে কিন্তু অর্জ্জুনের মত আত্মত্যাগী ভক্ত আমার আর কেহই নাই।

মহাদেব। কোন্ কার্য্যে অর্জ্জুন সর্ব্বাপেক্ষা আত্মত্যাগী, অর্জ্জুন কি তোমার জন্য রাজ্যসংসার ত্যাগ করেছে ? বিষয়-বাসনা ত্যাগ করেছে ?

শ্রীকৃষ্ণ। বিষয়সংসার ইহকালের জন্য। পুণ্যধর্ম্ম পরকালের জন্য। অর্জ্জুন আমার জন্য ইহকাল পরকাল উভয়ই ত্যাগ করেছে। ভক্তেরা আমার তৃপ্তির জন্য পুণ্য ধর্ম্ম সঞ্চয় করে; কিন্তু অর্জ্জুনের মত, আমার তৃপ্তির জন্য, পুণ্যপাপধর্ম্ম-অধর্ম্ম উভয় কর্ম্মফলে আত্মত্যাগী আর কেহই নাই। অর্জ্জুনের মত 'যথানিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি' এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করে এমন আত্মত্যাগ কেহ কর্ত্তে পারে নাই।

মহাদেব। তুমিও অর্জ্জুনের জন্য যা করেছ, অন্য কোন ভাগ্যবান ভক্তের জন্য তা কর নাই। কুরুক্ষেত্রে অসংখ্য ক্ষত্রিয়-বীরের বিরুদ্ধে অর্জ্জুনের রথের সারথি হয়ে দাঁড়িয়েছ, অর্জ্জুনকে সুভদ্রা দান করে সখার গৌরব বৃদ্ধি করেছ, কিন্তু হরি! আমার তো পিতৃরাজ্য লাভের জন্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আবশ্যক নাই। তবে আমার নিকট সারথি সেজে এসেছ কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমায় অর্জ্জুনের গৌরব—ভক্তের গৌরব দেখাতে সারথি-বেশে এসেছি।

মহাদেব। বৃন্দাবনলীলার অবসানে বৃন্দাবনের রাখাল-বেশ ত্যাগ করেছিলে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অবসানে সারথি-বেশ ত্যাগ কর নাই কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হইয়াছে কিন্তু কুরুক্ষেত্রের

নায়ক অর্জ্জুনের গৌরব বৃদ্ধি এখন শেষ হয় নাই, অর্জ্জুনের নরত্ব দূর করে তাকে দেবত্ব দান করব এই আমার ইচ্ছা, অর্জ্জুনের মনে কৃষ্ণভক্তির দর্প সঞ্চার হয়েছে, তার সেই দর্প চূর্ণ করতে হবে।

মহাদেব। দর্প বাড়াতেও তুমি, চূর্ণ করতেও তুমি! কি উপায়ে তার দর্প চূর্ণ হবে?

শ্রীকৃষ্ণ। হস্তিনাপতি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধযজ্ঞ করছেন, অর্জ্জুন অশ্বরক্ষা করতে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করবে, অর্জ্জুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের হস্তে অর্জ্জুন পরাজিত হবে। শেষে বিপন্ন অর্জ্জুনকে জয়দান করতে আমি এই সারথিবেশে অবতীর্ণ হব, তখন তার দর্প চূর্ণ হবে। এই আমার ইচ্ছা।

মহাদেব। এই না বল্লে অর্জ্জুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্ত সংসারে কেহ নাই। আবার বল্‌ছ সেই অর্জ্জুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের হস্তে অর্জ্জুন পরাজিত হবে, সে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কে?

শ্রীকৃষ্ণ। ভদ্রাবতী নগরের রাজা হংসধ্বজের যুগল কুমার সুধন্বা সুরথ, অর্জ্জুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্ত না হলেও তারা পরম বৈষ্ণব। আমি তাদের পরা ভক্তি শিক্ষা দিব, সে শিক্ষায় তারা অর্জ্জুন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হয়ে যুদ্ধে অর্জ্জুনকে পরাজিত করবে।

মহাদেব। কি উপায়ে শিক্ষা দান করবে?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি ছদ্মবেশে নিরাশ্রয় দরিদ্র বালক মূর্ত্তিতে তাদের আশ্রয় গ্রহণ করব। আমারই সঙ্গবাসে তাদের পরা ভক্তি শিক্ষা লাভ হবে।

মহাদেব। শঠচক্রীশিরোমণি! ভক্তের গৌরব বৃদ্ধি করতে এত আয়োজন। আমি তো চিরকাল এই জানি, ভক্ত ভগবানকে ভজনা করবে, পূজা করবে, সেবা করবে, আর ভগবান ভক্তকে করুণাকণাদানে রক্ষা করবেন। এ সারথি-বেশ, এ ছদ্মবেশ, এ নিরাশ্রয় বালকমূর্ত্তি, এ গুপ্ত কৌশল—এত আয়োজন কেন? হায় অর্জ্জুন তুমি ধন্য! আমি আজ জানলেম যে ভগবান্ অপেক্ষা ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ ভবনাথ! আমি বলছি ভগবান্ অপেক্ষা ভক্ত শ্রেষ্ঠ এই নিত্যতত্ত্বসার সত্য কখনও ভুল না।

মহাদেব। তবে যাও ভগবান, আজ হতে তোমায় অবসর দিলাম। আর হরিহর হয়ে তোমায় ধরে রাখব না। আমায় যেমন শিক্ষা দিলে, ত্রিজগতেও তেম্নি প্রচার কর যে ভগবান অপেক্ষা ভক্ত শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমার আর একটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে।

শ্রীকৃষ্ণ। বল।

মহাদেব। সুধন্বা সুরথ অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হবে? বসুন্ধরা এমন দুর্ল্লভ ভক্তরত্নযুগল হারা হবেন! এ বিধানের উদ্দেশ্য কি?

শ্রীকৃষ্ণ। উদ্দেশ্য অতি মহৎ! পৃথিবী এখন দ্বাপর যুগে অর্দ্ধপুণ্যহারা হয়ে পাপতাপময়ী হয়েছেন, সুতরাং এ পৃথিবী সুধন্বা সুরথের যোগ্য বাসস্থান নয়। তাদের সেই স্বর্গীয় হৃদয় দেব আত্মা, ঘৃণিত মানবশুক্র-শোণিতের দেহে থাকতে পারে

না। আমার ইচ্ছা তারা দেবমূর্ত্তিতে দেবলোকে বাস করুক। নরলোক নরমূর্ত্তি তাদের জন্য নয়।

মহাদেব। স্বর্গধামে কোন্ লোকে তারা বাস করবে?

শ্রীকৃষ্ণ। শিবলোকে। তারা পরম বৈষ্ণব, বৈষ্ণব-দেবতা বৈষ্ণবগুরু সদাশিবের সঙ্গবাসে তাদের নিষ্কাম বৈষ্ণবধর্ম্ম আরও উন্নত হবে।

মহাদেব। আর—ভগবন্! আমিও কৃতার্থ হব, পরম বৈষ্ণবযুগলের সম্মিলনে হরিহারা হরিহরের হরিংহারা-অংশ পূর্ণ হবে।

শ্রীকৃষ্ণ। ভবনাথ! ভক্ত আমার বুকের ধন। তাদের দূরে রেখে আমি স্থির হতে পারি না, ইচ্ছা হয় দিবানিশি বুকের ধন বুকে করে রাখি।

মহাদেব। (সহাস্যে) তাহলে রাধা কোথায় যাবেন?

শ্রীকৃষ্ণ। রাধা যে আমার আধা, রাধা আমি অভিন্ন।

মহাদেব। রাধা তোমার আধা, আমি তোমার আধা, ভক্ত তোমার সব, তাহলে আর তোমার রইল কি?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমারই বা আছে কি? হরগৌরী হয়ে গৌরীকে আধা দিয়েছ, হরিহর হয়ে আমাকে আধা দিয়েছ, তোমারই বা আছে কি?

মহাদেব। আমার তুমি আছ, আমার নাই কি?

শ্রীকৃষ্ণ। মিথ্যাকথা, তুমি আমার চেয়ে কালীকে অধিক ভালবাস, তুমি তার পদতলে থাক।

মহাদেব। মিথ্যাকথা, আমি কালীর পদতলে থাকি না, কালী আমার বক্ষঃস্থলে থাকেন। আমার বক্ষে কালী ভগবতী, হৃদয়ে কাল কালসোণা তুমি, আমার নাই কি ? আমার সবই আছে।

শ্রীকৃষ্ণ। আর ঢাক্‌লে হবে না। (সহাস্যে) ছিঃ প্রকৃতির পায়ের তলে পুরুষ! সে পুরুষের কপালে আগুন ; সে পুরুষ আমি হলে শ্মশানে বসে বিষ খেয়ে মরি।

মহাদেব। (সহাস্যে) পায়ের তলে থাকি সত্য, কিন্তু তোমার মত কখনো পায়ে ধরি নাই।

শ্রীকৃষ্ণ। অনন্ত শয়নে লক্ষ্মী যে আমার পদসেবা করে-ছিলেন, সেটা বুঝি দেখ্‌তে পাওনি ? পায় ধরাটা মনে আছে, পায় ধরানটা বুঝি মনে নাই ?

মহাদেব। লক্ষ্মী তোমার পদসেবা করেছিলেন, তাইতে তোমার এত গৌরব ? আমার কি সে গৌরব নাই মনে কর ? কুমারী গৌরী পিত্রালয়ে—যেখানে রমণীর অধিক গৌরব প্রকাশের স্থান, সেই পিত্রালয়ে বসে, বিল্বমূলে বিল্ব-দলে আমার পদযুগল পূজা করেছিলেন, জান ? কার গৌরব অধিক ? তোমার, না আমার ?

শ্রীকৃষ্ণ। কথা কি জান, আশুতোষ! যে যখন দায়ে পড়ে সে তখন পায় ধরে, দায় ফুরালে প্রতিশোধ দেবার জন্য সে আবার ফিরে পায়ে ধরায়। প্রমাণ দেখ—তুমি যে ভিক্ষা করে ভগবতীকে অন্ন দান করছ, সেই তুমি একদিন ক্ষুধার জ্বালায় কাশীধামে

যেয়ে 'অন্নং দেহি অন্নপূর্ণে' বলে সেই তাঁরই কাছে অন্ন ভিক্ষা করেছিলে। আশুতোষ! দায় বড় বালাই।

মহাদেব। স্বামী স্ত্রীর নিকটে আহার চাইবে তাতে আর দোষ কি? অন্নপূর্ণার নিকটে অন্ন ভিক্ষায় দোষ কি? তুমিও কি তাঁর নিকটে কখনও ভিক্ষা গ্রহণ কর নাই? মনে করে দেখ দেখি।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি কোন জন্মে কখনও ভিক্ষা করি নাই। ভিক্ষাবৃত্তি তৃণাদপি লঘীয়সী। ওসব নীচ প্রবৃত্তি আমার কখনও নাই।

মহাদেব। বল্‌ব? তোমার উচ্চ প্রবৃত্তির কথা বল্‌ব? মনে করে দেখ দেখি সেই কশ্যপের গৃহে তোমার বামন মূর্ত্তির উপনয়নের দিনে তোমার ভিক্ষার ঝুলিতে কে অগ্রে ভিক্ষাদান করেছিল?

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি তিনকালের বুড় গঙ্গাধর! তোমার মরণ নাই, কেবল স্মরণ আছে, আমারত কিছুই মনে হয় না। তবে এই মাত্র মনে হয় যে সেই উপনয়নের দিন কে একজন মা হয়ে এসে আমায় আগে ভিক্ষা দিয়েছিলেন, আর তাতেই বা দোষ কি? পিতা আমার দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁর জন্য যদি আমি ভিক্ষা করে থাকি, তাতে দোষ কি?

মহাদেব। আমার অপেক্ষা দরিদ্র কেহ জগতে আছে? তবে আমার অন্নভিক্ষায় দোষ কি?

শ্রীকৃষ্ণ। মিথ্যা কথা! তুমি দরিদ্র! ভিক্ষা করা তোমার

ছল মাত্র। তুমি তোমার অতুল ধনসম্পদ গোপনে ভারে ভারে স্তরে স্তরে কুবেরের ভাণ্ডারে লুকিয়ে রেখেছ, কুবেরের ভাণ্ডারের অত ধনসম্পদ কার ? আমি জানি না ? আমাকে কি নিতান্তই তের বৎসরের বালক পেয়েছ ? পাছে আমাদের কাকেও অংশ দিতে হয় এই ভয়ে ছল করে লোক দেখান ভিক্ষা কর। তুমি কৃপণ, কৃপণের গুরু মহাকৃপণ ; যে কৃপণ সে প্রবঞ্চক, অন্যকে প্রবঞ্চনা না করলে ধন সঞ্চয় করা যায় না।

মহাদেব। আমি কৃপণ ! আর তুমি ?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি কি ?

মহাদেব। তুমি চোর।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে তুমি আমায় ভয় কর না কেন ? কৃপণের ত প্রধান ভয় চোরকে।

মহাদেব। ভয় করি বৈ কি। কখন কখনও আমার ভাণ্ডার হতে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহামূল্য রত্নটিকে চুরি কর।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহামূল্য রত্ন কি আমি ত কখনও দেখিনি।

মহাদেব। (শ্রীকৃষ্ণের মুখ ধরিয়া) আমার হৃদয় ভাণ্ডারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহামূল্য রত্ন এই যে তুমি নীলকান্তমণি আমার ! (শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণ) এস কৃপণের ধন ! কৃপণের হৃদয়-ভাণ্ডারে এস। আমি কৃপণের মত, হে নীলকান্তমণি ! তোমায় কৃপণের ধনের মত, চিরদিন হৃদয়ে ধরে রাখব, বিবেক-জ্ঞান আমার দিবানিশি প্রহরী হ'য়ে থাক্‌বে আর তোমায় হারাব

না। অর্জ্জুনের অশ্বরক্ষার দিগ্বিজয় যুদ্ধে তোমায় সারথি হতে যেতে দোব না, সে যখন বিপন্ন হয়ে তোমায় ডাক্‌বে তখন তোমায় ছেড়ে দিব, সে একাকী নিজের কৃতিত্ব দেখাক্, এস।

[শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া মহাদেবের প্রস্থান।

গীত

মনোময় হয়ে মম মনে বিহর।
বিরহে না দহে যেন প্রাণমন নিরন্তর ॥
পাগল ভিখারী আমি,
ভিখারীর ধন তুমি,
এস এস অন্তর্য্যামি, অন্তরে বিরাজ কর ॥
ভোলারে ভুলাতে কেন,
ছলনার আয়োজন,
চাতক আমার মন, তুমি নবনীরধর ॥





দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ভদ্রাবতী নগরের সীমান্ত বনপ্রদেশ

(একাকী অশ্বরক্ষক রঞ্জনলালের প্রবেশ)

রঞ্জনলাল। (স্বগতঃ) প্রথম যৌবনকালে একদিন আমি এক গণৎকারকে আমার কোষ্ঠীপত্র দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "ঠাকুর! বল দেখি আমার কি রোগে মৃত্যু হবে?" গণৎকার ঠাকুর অগাধ পণ্ডিত, গভীর চিন্তা করে কোষ্ঠীপত্র দেখতে লাগলেন, এপিঠ ওপিঠ উপর নীচ ঝেড়ে ঝুড়ে দেখে বল্লেন, "চুপ রোগে তোর মৃত্যু হবে।" চুপ রোগ আবার কি? এ রোগের নাম ত কখনো শুনিনি। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম "চুপ রোগ কি ঠাকুর?" ঠাকুর অগ্নিশর্ম্মা হয়ে বল্লেন, "মোর বাক্যার্থং তুই বুঝতে পারিস্‌নি। লোকে মরেছে কি চুপ্‌ করেছে।

আর তুই চুপ ক'রেছিস্ কি মরেছিস্। চুপ রোগে তোর মরণ হবে, যা।" তখন বুঝলাম যে চুপ করে থাক্‌লে আমার মৃত্যু হবে। সেই হতে ভয়ে আর চুপ করে থাকি না, থাক্‌তে পারি না। থাক্‌লেই ঐ রোগের সঞ্চার হয়, পেটের ভিতর পাক দিতে থাকে। সেইজন্য প্রাণের ভয়ে, কেও কিছু মনে করো না, সেইজন্য প্রাণের ভয়ে আমার সঙ্গে আমি একা একা কথা কই। এই সংসারে যার কেউ সঙ্গী নাই, সে কি বোবা হয়ে থাক্‌বে? যার ঘরে মানুষ নাই, সে পাখী বিড়াল পুষে তার সঙ্গে কথা কয়। আমিও একা একা কথা কইব। মন! কথা কও। এখানে কেউ নাই, আমার সঙ্গে কথা কও।

প্রশ্ন। তুমি কে?

উত্তর। আমার নাম রঞ্জনলাল বাহাদুর।

প্রশ্ন। নিবাস কোথায়?

উত্তর। হস্তিনাপুরে, মন! তোমায় বেশী কষ্ট পেতে হবে না, একবার একটু নেড়ে দাও, আমি এখন বক্‌তেই রইলাম। আমার নাম রঞ্জনলাল বাহাদুর, নিবাস হস্তিনাপুরে; হস্তিনাপতি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ কর্‌ছেন, অশ্বের সঙ্গে ভীমার্জ্জুন দিগ্বিজয় কর্‌তে এসেছেন; অনেকে অশ্ব ধরেছিলেন, সকলেই রওয়ানা হয়েছেন, এখন দেশে দেশে খুঁজে বেড়াই, (সুরে) "কে পারে যাবি আয়, অর্জ্জুন আছেন পাকামাঝি নাইক কোন দায়", ও কে আস্‌ছে ঐ (দূরে দেখিয়া) যেই হোক্ আসুক্, দুটো কথা বলে বাঁচব।

(জনৈক কৃষকের প্রবেশ)

রঞ্জন। কে তুমি?

কৃষক। আজ্ঞে আমার বাপের নাম নারাণ দাস, আমরা দুই ভাই, বড় রাজবাড়ীতে সিপাইগিরি কাজ করে, এই মূলোর মত গোঁপ, গালপাট্টা দাড়ি, বড় বড় ভাঁটার মত চোক, তার নাম কৃষ্ণদাস, ছোট আমি চাষবাস করি। এই এখন ধান ক্ষেত দেখ্‌তে যাচ্ছি, আমার নাম হরিদাস, আমার একটী ব্যাটা ছেলে, দাদার একটী ব্যাটা ছেলে, আর একটী মেয়ে ছেলে, আমরা চাষী গোপ, শূদ্র, নিবাস আমাদের ভদ্রাবতী রাজ্য।

রঞ্জন। আরে থাম ভাই থাম, একটু বিশ্রাম করে নাও, সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে ফেল্লে যে।

হরিদাস। কি জান মশাই! আপনি হচ্ছ বিদেশী, চেহারা দেখে তাই বোধ হচ্ছে, আপনি আমাদের দেশে এসেছ, কষ্ট করে বার বার কেন জিজ্ঞাসা করবে? আমি একবারেই বলে ফেল্লাম, ভাল হয়নি কি?

রঞ্জন। ভাল, তোমাদের দেশে এসব নাম এত কেন? হরি, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, নারায়ণ, এসব নাম কেন? আমাদের দেশে ওসব নামের চলন নাই।

হরি। মহারাজ আমাদের পরম বৈষ্ণব, তাঁর কঠিন আদেশ রাজ্যমধ্যে সমুদায় প্রজা, স্ত্রী কি পুরুষ আপন আপন ছেলে মেয়ের কৃষ্ণ, বিষ্ণু, রাধা, লক্ষ্মী এই সব নাম রাখ্‌বে। রাজ্যের সমুদায় প্রজাই বৈষ্ণব।

রঞ্জন। তোমাদের রাজার নাম কি ?

হরি। মহারাজের নাম হংসধ্বজ, রাজ্যের নাম ভদ্রাবতী, মহারাজের দুই পুত্র, বড় রাজকুমার সুধন্বা, ছোট রাজকুমার সুরথ ছোট সেনাপতি, একটী রাজকুমারী, এখনো বিয়ে হয় নাই, তার নাম কুবলয়া, বড় রাণীর নাম প্রভাবতী, অপর ছোট রাণীর নাম বিভাবতী, মহারাণীর নাম নারায়ণী, আর—তাঁর—

রঞ্জন। থাম ভাই, আমার পরিচয় শোন, মহারাজ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, যিনি এখন হস্তিনাপুরের মহারাজ, ভারতের সম্রাট, তিনি—

হরি। ভারতের সম্রাট ? যুধিষ্ঠির রাজা ভারতের সম্রাট ? আমরা ত শুনেছি মহারাজ দুর্য্যোধন ভারতের সম্রাট, যুধিষ্ঠির কে ?

রঞ্জন। ওরে ভাই থাম, দুর্য্যোধন কোথায় ? তিনি দেশে গেছেন। দাদাকে কর্ম্মভার দিয়ে তিনি দেশে গেছেন ! তাঁর দাদা যুধিষ্ঠির এখন ভারতের সম্রাট।

হরি। মহারাজ দুর্য্যোধন দেশে গেছেন ? তাঁদের দেশ কোথায় ?

রঞ্জন। সে দেশ এদেশে নয় ভাই, এদেশে নয়। নদী পার হয়ে যেতে হয়, বড় সূক্ষ্ম সেতু, পড়লে হাবু ডুবু।

হরি। ভাল তাই হল, দুর্য্যোধন মহারাজ দেশে গেছেন, যুধিষ্ঠির এখন ভারতের সম্রাট, তারপর—

রঞ্জন। ভারত সম্রাট যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন। তাঁরা পাঁচ ভাই—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ;

যুধিষ্ঠিরের নিকট নকুল সহদেব আছেন, ভীমার্জ্জুন অশ্বের সঙ্গে দিগ্বিজয় কর্‌তে এসেছেন। যিনি অশ্ব ধর্‌বেন, তিনি সেই দুর্য্যোধনের দেশে যাবেন, অনেকে ধরেছিলেন, অনেকে গেছেন। ভাই! তোমাদের মহারাজের সংসারটী উত্তম সাজান। হংসধ্বজ ভদ্রাবতীর রাজা, নারায়ণী রাণী, সুধন্না সুরথ যুগল কুমার, কুবলয়া রাজ কুমারী, প্রভাবতী বিভাবতী রাজ পুত্রবধূ দুটী। আহা! চাঁদের বাজার! সোণার সংসার! আমার বোধ হয় এরাই অশ্ব ধরে দুর্য্যোধনের দেশে যাবেন।

হরি। তোমার এ অনুমান কেন?

রঞ্জন। জান কি ভাই! তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের একজন সারথী আছেন, তিনি মত্ত হস্তী, এমন সাজান বাগান তাঁর চোখে সহ্য হবে না, একবার দেখতে পেলেই ভেঙ্গে চুরমার করবেন।

হরি। ভাই! তুমি যে কে তা এখনো জান্‌তে পারিনি, তুমি তাদের কে?

রঞ্জন। আমি কে, তা জান না? কি আশ্চর্য্য, আমি বর্ত্তমানে তাঁদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাবীর রায় রঞ্জনলাল বাহাদুর।

হরি। তোমার কি কর্‌তে হয়?

রঞ্জন। সেই যে অশ্বমেধের অশ্ব, সেই অশ্বের রক্ষক আমি, রঞ্জনলাল অশ্বরক্ষক।

হরি। তুমি অশ্বরক্ষক? না অশ্ব তোমার রক্ষক?

রঞ্জন। অশ্ব আমার রক্ষক হবে কেন? সে কি কথা?

হরি। কার পেছনে কে যায়?

রঞ্জন। অশ্বের পিছনে আমি যাই!

হরি। তবেই হলো! তুমি তার পিছনে যাও, যে যার পেছনে যায় সে তার অনুচর! ব্যাকরণ পড় নাই কি?

রঞ্জন। হুঁম! তোমারও দেখ্‌ছি আমার মত রোগ আছে!

হরি। রোগ আছে বৈকি মশায়। দেহ থাক্‌লেই রোগ থাকে!

রঞ্জন। তোমার কি রোগ?

হরি। আমার কি রোগ!

রঞ্জন। কি রোগ তোমার?

হরি। ঐ কি রোগই আমার। ঐ কিই আমার রোগ। যা দেখি তাই মনে হয় "কি"। প্রথমে তোমায় দেখে ভাবলাম এটা কি? আবার বুঝলাম মানুষ, কি মানুষ? বিদেশী। তার পরের 'কি' দিলাম তোমায়। তুমি বল্লে 'আমি পাণ্ডবের অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্বরক্ষক নাম রঞ্জনলাল।' এখনও অনেক "কি" বাকি আছে! পুঁথি বেড়ে যায়, আমারও কাজের সময় বয়ে যায়! আমার "কি" লয়ে আমি ক্ষেতে যাই। দেখি "কি" হয়েছে, "কি" কর্‌তে হয়।

রঞ্জন। এত বৃষ্টি, এত রৌদ্রে ক্ষেতে যেয়ে ভিজে পুড়ে মর কেন? চাষ বাসে বড় কষ্ট। এ ছেড়ে অন্য কাজ কর না কেন? এত রৌদ্র বৃষ্টি কি মানুষে সইতে পারে?

হরি। মহাশয়ের পেছনে কেউ ছাতা ধরে বেড়ায় নাকি?

রঞ্জন। তা না বেড়াক! তবুও এ কাজে অনেক সুখ।

হরি। সুখ অনেক না থাক্, দুটী আছে। ঘোড়ার চাট্, আর মুনিবের চোক্ রাঙ্গানী।

রঞ্জন। আমার সে সব কোন ভয় নাই। আমি ঘোড়ারও কাছে যাই না, মুনিবেরও কাছে যাই না। দুইয়েরই দূরে থেকে সেবা করি। ভাই হরিদাস! মুনিব আর ঘোড়া দুইই সমান। ফাঁক পেলে চাট্ মারতে কেউ ছাড়ে না।

হরি। তবে দাদা! ঘোড়ার সেবা ছেড়ে আমার সঙ্গে বলদের সেবা কর্‌বে এস না কেন। আচ্ছা দাদা! ঘোড়া যদি মুনিবের মত হয়, তবে আমার বলদ কার মত?

রঞ্জন। বলদ তিন প্রকার! চাষার বলদ, চিনির বলদ, আর কলুর বলদ। চাষার বলদ হচ্ছেন বাড়ীর কর্ত্তারা, খাটুনী তাদের, ভোগ অন্যের। চিনির বলদ হচ্ছেন যিনি কৃপণ, আজন্ম বইলেন চিনির ভার, ভোগ কর্‌লেন ধূলো মাটী, চিনি লুট্‌লেন অন্য লোকে। আর কলুর বলদ হচ্ছেন সেই শ্রেষ্ঠ বলদ তিনি, যার ঘরে দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্য্যা। তরুণী ভার্য্যা স্বয়ং ঘানী গাছ, ঘানী গাছের লক্ষণ সমস্ত বলবার সময় নাই, বলদ সেই চক্র-বেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন; এক পাও বাইরে যাবার শক্তি নাই। চোকে ঠুলি কিছুই দেখতে পায় না। কে আসে কে যায় কে কি করে কিছুই দেখতে পায় না। নামেও বলদ কাজেও বলদ, সকল বলদের শ্রেষ্ঠ বলদ তিনি।

হরি। (সহাস্যে) দাদার বুঝি ঐ শেষের দশা! বলি গৃহিণী প্রথম না দ্বিতীয় পক্ষের?

রঞ্জন। যদিও তিনি দ্বিতীয় পক্ষের, কিন্তু তিনি সতী লক্ষ্মী।

হরি। হুঁম! দাদা! ওরি নাম চোকে ঠুলি। কিন্তু বড় ভাল ঠুলি, যার চোখে পরিয়েছে সেও জানে না যে তার চোখে কি!

। ওকথা বলনা ভাই! সতীনিন্দায় মহাপাপ। আমি বলদ হলে কি এতদূর প্রবাসে আস্‌তে পারি!

হরি। তা কেন আস্‌তে পারবেনা? মনে কর কলু যদি গরীব না হয়ে ধনী গৃহস্থ হয়, তাহলে একটার যায়গায় পাঁচটা পুষতে পারে। কোনটা এই মাঠে চর্‌ছে, কোনটা ঘরে জাব খাচ্ছে, কোনটা শুয়ে নেজ নাড়চে, আর কোনটা বা গাছে ঘুর্‌ছে। দাদা! আমি বুঝতে পেরেছি তোমার এখন চরে খাবার পালা।

রঞ্জন। দুর্ শালা! খাঁটী চাষা! আমার কথার মর্ম্ম তুই বুঝ্‌বি কি? আমি না আগে তোকে বলদ চিনিয়ে দিলাম, তবে না তুই আমায় বলদ বলে গাল দিলি! দুর্ শালা! অসভ্য চাষা।

হরি। না দাদা! রাগ ক'র না! তুমি ঘোড়ার সহিস আর আমি চাষা, চাষাই আগে বলদ চেনে, নইলে কি এতক্ষণ এত ভক্তি করে তোমার সঙ্গে আলাপ কচ্ছি! দেখছি যদি আমার কোন কাজে আসে।

রঞ্জন। হাঁরে শালা! এত সাহস, আমায় পরিহাস?

হরি। চটোনা দাদা! গণ্ডগোল করোনা, এই বল্লে ভায়া

এই বলছ শালা। ভাই, আর শালা, এই দুটো জিনিষে আমাদের এদেশে গণ্ডগোল চলে না। দেশের গণ্ডগোল বিদেশে এনোনা। দাদা! বেশী বাড়াবাড়ি করোনা ? হাতে এই কাস্তে দেখতে পাচ্ছ ত ?

রঞ্জন। আমার হাতে চাবুক দেখতে পাচ্ছ ত ?

হরি। চাবুকে কি হবে ? পিঠে একটা দাগ হবে ? এই ত ? কিন্তু এই যে বাঁকা অর্দ্ধচন্দ্র কাস্তে মশাই, ইনি মনে কল্লে অব্যর্থ কাজ করে বসেন। পিঠের দাগ দুদিনে মিলে যাবে, কিন্তু কাস্তের কীর্ত্তি কাটা নাক কাণ ত আর গজাবে না। দাদা! গণ্ডগোল করো না, গণ্ডগোল কর না। চেপে যাও, আপোষ কর। কেন মিছে সূর্পণখা হয়ে পালে মিশে চলাচলি কর্‌বে। আপোষ কর, আমি আগে রাজি।

রঞ্জন। আমিও রাজি।

হরি। দাদা! (হস্ত ধারণ)

রঞ্জন। ভাই !

হরি। বহুত আচ্ছা, বল দাদা! অনুমতি কর, আমায় এখন অনুমতি কর কি কর্‌তে হবে !

রঞ্জন। তুমি চতুর, বুদ্ধিমান তোমার সঙ্গে আলাপ করে বড় সন্তুষ্ট হয়েছি। আমার নিতান্ত ইচ্ছা তুমি আমার সহচর হয়ে আমার সঙ্গে থাক, তোমায় আমার সহকারী পদে নিযুক্ত করব। তোমার অর্থের কোন চিন্তা থাকবে না; এক মাসেই তোমার বার মাসের উপার্জ্জন হবে।

হরি। ওঃ তাহলে আমি একজন রাজকর্ম্মচারী হব। দাদা! আমি যে চাষা। আমায় সে কাজ সাজবে কেন? দেখে লোকে হাসবে যে!

রঞ্জন। হাস্‌বে কে? চিন্‌তে পাল্লে ত? যাতে কেউ চিন্‌তে না পারে, যাতে সহজেই ভদ্রলোকের মত হতে পার, আমি তার ব্যবস্থা করে দিব।

হরি। কি ব্যবস্থা দাদা! প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা?

রঞ্জন। প্রায়শ্চিত্ত নয় ভায়া! পরিচ্ছদ। আমি তোমায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, উত্তম পরিচ্ছদ দিব, তুমিও একটু ফিটফাট্ ভাবে থেকো, কেউ চিন্‌তে পার্‌বে না।

হরি। দাদা! পরিচ্ছদে কি চাষা ঢাকা পড়ে?

রঞ্জন। চাষা ত চাষা, পরিচ্ছদে অনেক চামার কসাই ঢাকা পড়ে। পরিচ্ছদের গুণে অনেক ইতর ভদ্র হয়, অনেক ভদ্র ইতর হয়। কত স্বর্ণতন্তুনির্ম্মিত নয়নমোহন মণিমরকত-খচিত অসংখ্যবর্ণপ্রভাময় মহামূল্য রাজদুর্লভ পরিচ্ছদের মধ্যে কত চাষার, কত নীচ, কত নীচ অস্পৃশ্য চামারের দেহ ঢাকা আছে। আবার কত পুরাতন, জীর্ণ, শতধাছিন্ন, গলিত, কীট-দষ্ট, শীর্ণ বসনখণ্ডের মধ্যে কত মহাপুরুষের, দেব পুরুষের স্বর্ণকান্তি পবিত্র দেহ ঢাকা আছে।

হরি। দাদা! পরিচ্ছদে আমার দেহ নয় ঢাকা পড়্‌ল, কিন্তু আমি ত ঢাকা পড়্‌ব না। আমি যখন কেটা, সেটা, নাওয়া, খাওয়া বল্‌তে আরম্ভ কর্‌ব, তখন তো লোকে ধরে ফেল্‌বে।

রঞ্জন। সেজন্য ভেবনা, আমি তোমার শিক্ষক রইলাম, দুদিনেই শুধ্‌রে নেব, তুমি তত অশিক্ষিত নও, তোমার কথাবার্ত্তা অনেকটা ভদ্রলোকের মত।

হরি। দাদা! সেটা আমার গুণ নয় দোষ; চাষার ষোল আনা চাষা থাকা উচিত। কোন জিনিষের ভেজাল ভাল নয়। ওকথা থাক্‌ দাদা। তোমরা যখন, এদেশ ছেড়ে চলে যাবে তখন আমার চাকুরীর কি হবে?

রঞ্জন। তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে, যত দিন বাঁচবে তোমার চাক্‌রী বজায় থাক্‌বে।

রঞ্জন। ভাল, যজ্ঞের অশ্ব লয়ে যদি এই ভদ্রাবতীর মহারাজ হংসধ্বজের সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ বাঁধে, তাহলে আমি তখন কি করে চাক্‌রী করব!

রঞ্জন। এ কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছো কেন? যখন যার অন্ন খাবে তখন তার পক্ষ হবে।

হরি। সাত পুরুষের অন্নের সঙ্গে দুদিনের অন্ন সমান হবে? চাষবাস ছেড়ে, স্ত্রী পুত্র সংসার ছেড়ে, সামান্য অর্থের জন্য প্রবাসী হব? তোমাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধকালে মহারাজ হংসধ্বজের মাথায় লাঠী মারব? দাদা! এ যে বড় দুঃসাধ্য চাকুরী, পারব কি?

রঞ্জন। পারবে বই কি। উপস্থিত ক্ষেত্রে সে সব তর্কের মীমাংসা হবে। এখন আমার সঙ্গে এস, তোমায় তোমার কাজ বুঝিয়ে দেই গে।

হরি। দাদা! একটু অগ্রসর হও, আমি আমার এই চাষার সাক্ষী কাস্তে খানা, কোন যায়গায় রেখে আসি, নেহাৎ চাষা হাতে করে ভদ্রলোকের ভিতরে যাওয়া ভাল নয়।

রঞ্জন। ভাল, তাই এস। কিন্তু আমার দেখা কোথায় পাবে জানত?

হরি। জানি বই কি! ঘোড়ার পিছনে, আস্তাবলের খাটি ঘরে, চোরাই দানা বিক্রীর সময় মুদীর দোকানে, যেখানেই থাক, আমি খুঁজে নেব, সেজন্য ভেবনা, অগ্রসর হও, আমি এখনি যাচ্চি।

[রঞ্জনের প্রস্থান।

হরি। (স্বগতঃ) এ চাকরী ছাড়া হবে না, উত্তম সুযোগ, খুব সম্ভব, এই যজ্ঞের অশ্ব ধরে মহারাজ হংসধ্বজ পাণ্ডবের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, আমি যুদ্ধকালে এই সুযোগে পাণ্ডব সৈন্য জয় করব। পাণ্ডবদের গুপ্ত যুদ্ধ-মন্ত্রণা ভেদ করব। এ চাকুরী ছাড়া হবে না, উত্তম সুযোগ।

[প্রস্থান।

২য় গর্ভাঙ্ক

ভদ্রাবতী রাজ্যের সীমান্ত বনপথ

(কামদেব এবং বৃষকেতুর প্রবেশ)

কাম। ভাই বৃষকেতু! আমার অনুরোধ রক্ষা কর, যুদ্ধ-কালে প্রণয়-প্রসঙ্গ বিস্মৃত হও। অস্বাভাবিক অনুষ্ঠানে অমঙ্গলের

সম্ভাবনা। ভেবে দেখদেখি, কি ভয়ানক গুরুতর কার্য্যভার তুমি গ্রহণ করেছ ? এই অগণ্য পাণ্ডব সৈন্যের অগ্রভাগে যুক্ত সেনাপতি তুমি আর আমি, মধ্যভাগে যাদব সেনাপতি মহাবীর সাত্যকী আর শেষভাগে স্বয়ং ভীমার্জ্জুন। যজ্ঞাশ্ব রক্ষার জন্য দিগ্বিজয় উপলক্ষে আমাদের পক্ষে যেরূপ যুদ্ধসজ্জা হয়েছে, প্রতিরোধকারী রাজাদের সঙ্গে, যে সব মহাযুদ্ধ হয়েছে কিম্বা হবে, সেই যুদ্ধ তুমি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অপেক্ষা, লঘু মনে কর না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উদ্দেশ্য রাজ্যপ্রাপ্তির বাসনা, আর বর্ত্তমান যুদ্ধের উদ্দেশ্য ধর্ম্মের জয় ঘোষণা। ভাই! আমার কথা রাখ। প্রণয় প্রসঙ্গের ঔদাস্য অবসাদ ত্যাগকর, উপস্থিত কর্ত্তব্যের উদ্যম অধ্যবসায়ে হৃদয় পূর্ণ কর।

গীত

ভুলোনা কভু ভুলোনারে জীবনের ব্রত।
যত কুমারীরে দেখ বিশ্বজননীর মত॥
যে উদ্দেশ্য সুসাধনে,
এসেছ সর্ব্বস্ব পণে,
সেই ধ্যান ধর মনে, হও কর্ম্মযোগে রত॥
পাণ্ডবের কীর্ত্তিশশী,
আজি তার পৌর্ণমাসী,
দিয়ে কলঙ্কের মসি, করোনা তায় কলঙ্কিত॥

বৃষকেতু। (সহাস্যে) যে আজ্ঞে ভট্টাচার্য্য মহাশয়! (করযোড়ে) ক্ষমা করুন, বক্তৃতা সম্বরণ করুন, একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন হয়েগেছে; আর কেন? আমি ভ্রমস্বীকার কচ্ছি, ত্রুটি স্বীকার কচ্ছি, ক্ষমা করুন; ছি-ছি! কি অন্যায় কর্ম্ম করেছি, মহাশয়ের নিকট প্রেমপ্রসঙ্গ! ওহো! কি অশ্লীল—কি অশ্লীল! কি কুরুচি, কি কুরুচি; কর্ণ বধির হও!

কাম। কি ভাই! আমার কথা কি পরিহাস বিবেচনা কর্‌লে?

বৃষকেতু। পরিহাস নয়তো কি? ভাই! তুমি আমার সমবয়স্ক কিশোর যুবাপুরুষ; তোমায় প্রাণের মত ভালবাসি। স্বয়ং কামদেব তুমি। তোমার কাছে কখন আমি কোন বিষয় গোপন করেছি? আমার হৃদয়ের কোন অংশ কি তোমার অজ্ঞাত আছে? রাগ করোনা ভাই! সত্য কথা বলি শোন, যুদ্ধে আমি অনভ্যস্ত নই। দ্বাদশ বৎসর অতিক্রম করেই অস্ত্র ধারণ করেছি, কত কত দিবা রাত্রি অশ্বপৃষ্ঠে যাপন করেছি, গৃহ সংসারের সঙ্গে পিতামাতার ভালবাসার স্নেহের আনন্দ আজ যেন বোধহয় যুগ যুগান্তর ভোগ করি নাই। যুদ্ধ আমাদের দৈনিক কর্ম্ম, নিত্য কর্ত্তব্য; ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করে যে ব্রত অবলম্বন করেছি, কার্য্যক্ষেত্রে কর্ম্মমুহূর্ত্তে, সে ব্রত কি প্রকারে পালন কর্‌তে হয় সে শিক্ষা অস্ত্রশিক্ষার সঙ্গেই লাভ করেছি। তুমি মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র; তুমি আমায় সব শিক্ষাই দিতে পার, কিন্তু আমি কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন নই। প্রণয়-

প্রসঙ্গ, প্রণয়ের দেবতা কামদেবের সম্মুখে করেছি, সম্মুখযুদ্ধে কোন সম্মুখীন শত্রুর সম্মুখে করি নাই!

কাম। ও হরি! তুমি যে এককথায় সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে ফেল্লে। কি কথার কি উত্তর! একি আদিরস-না বীররস? একি প্রেমোন্মত্ততা, না যুদ্ধোন্মত্ততা? 'সখি! আমায় ধর ধর', না—'ধর অস্ত্র হও অগ্রসর', ভাই এটি কোন্ রস?

বৃষ। এটি আনারস।

কাম। আনা রস? নিজের নয়? কোত্থেকে আনা—রস?

বৃষ। আমার আনা—রস নয়, তোমার ফুলধনু ফুলশর থেকে আনা রস।

কাম। আমার ফুলধনুঃশর ত বহুদিন হতে অচল হয়ে পড়ে আছে।

বৃষ। অচল কেন? চালোনা কেন?

কাম। কার উপর চালাব বল।

বৃষ। কেন? উপযুক্ত পাত্র খুঁজে পাওনি? কুরুক্ষেত্রে সমবেত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী প্রাণীর মধ্যে কি এক জনও পুরুষ ছিল না?

কাম। ওরে ভাই! পুরুষত সবই, তবে পাত্রাপাত্র বিচার নাই কি? কার উপর ফুলশর চালাব? ভীষ্মের উপর? না দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, বিদুরের উপর?

বৃষ। কেন? কুরুরাজ দুর্য্যোধন?

কাম। জ্ঞাতিহিংসা-বিষাক্ত হৃদয়ে ফুলশর বিদ্ধ হয় না।

বৃষ। মহারাজ যুধিষ্ঠির ?

কাম। তিনি পুণ্যশ্লোক ধর্ম্মরাজ।

বৃষ। মহাবীর অর্জ্জুন ?

কাম। পিতৃসখা পিতৃস্থানীয়।

বৃষ। ভীমসেন ?

কাম। হর-কোপানলে ভস্মীভূত হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছি, আবার কি ভীমের গদাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পাতালে রসাতলে যেতে বল ?

বৃষ। তবে বুঝি আমার মত দুর্ব্বল নইলে তোমার বিক্রম প্রকাশ পায় না ?

কাম। তোমার রূপ আছে, যৌবন আছে, হৃদয় আছে, অস্ত্রশস্ত্র সবই আছে। তুমি আমার উপযুক্ত সমযোগী যোদ্ধা।

বৃষ। তবে এস আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।

কাম। না সেটা ভাল দেখায় না, এক ব্রতে দুজন ব্রতী, এসময় গৃহবিচ্ছেদ ভাল নয় ; বরং তোমার সেনাপতি হয়ে এক সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি, বল তোমার বিপক্ষ কে ?

বৃষ। ভদ্রাবতীর মহারাজকুমারী।

কাম। কে ? কুবলয়া ? তুমি তাকে কি সুযোগে দেখ্‌লে ?

বৃষ। তুমি তার নাম কি কোরে জান্‌লে ?

কাম। ত্রিভুবনে আমার অপরিচিত যুবক যুবতী কেহ নাই। তুমি বল, তুমি তাকে কি উপায়ে দেখলে ?

বৃষ। ভাই! ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের নীতি অনুসারে আমি নিশ্চিত বুঝতে পেরেছিলাম যে, এই ভদ্রাবতীর রাজপুরে যজ্ঞাশ্ব ধৃত হবে। সেই উপলক্ষে যুদ্ধও হবে। সুতরাং ভদ্রাবতী নগর পরিদর্শন আবশ্যক বিবেচনায় ছদ্মবেশে রাজধানী প্রবেশ করেছিলাম। প্রবেশ কোরে দেখলাম, রাজপুরীর পুরোভাগে বিষ্ণুমন্দির মার্জ্জনা কর্‌ছেন, এক সাকারা মহিমময়ী দেবীমূর্ত্তি। শুনলাম তিনিই মহারাজকুমারী কুবলয়া, মরি! মরি! কি জগৎদুর্ল্লভ রূপরাশি। রাজকুমারী কুবলয়া সত্যই যেন সৌন্দর্য্য-সরোবরের লাবণ্যসলিলে যৌবন হিল্লোলে ভাসমানা লীলাবিলাসময়ী কুবলয়রূপিণী, চারুচরণচুম্বিত চাঁচরচিকুরজাল যেন শোভার তরঙ্গে দোলায়িত। আয়ত চল লোচনযুগলে যেন প্রেমবিদ্যুৎজ্যোতি বিস্ফুরিত হ'চ্ছে। রক্তিম বিম্বাধরে যেন অনুরাগের সুধাবিন্দুসম মুক্তাপাঁতিনিন্দিত দশনরাজি ঢাকা রয়েছে! আর—

কাম। আর না। ঐ বিম্বাধর পর্য্যন্তই থাক। আর অধঃপাতে যেয়ে ঢলাঢলি ক'র না।

বৃষ। কেন ভাই! এ কল্পনা-কল্পিত রূপ নয়! এ যে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট রূপ!

কাম। প্রত্যক্ষ দৃষ্ট রূপ কখনই নয়। তখন কি তোমার নয়নে দৃষ্টিশক্তি ছিল? মোহের মোহিনীতে অন্ধ হ'য়ে ছিলে।

বৃষ। কেন?

কাম। প্রেমের সহস্রলোচন। আর মোহ অন্ধ। প্রেম একগুণকে শতগুণ দেখে। মোহ অন্ধ হ'য়ে সবই গুণময় ভাবে। প্রেমের পরিণতি ভালবাসা, আর মোহের পরিণাম ইন্দ্রিয়লালসা।

বৃষ। তবে কি ভাই! আমার এত সাধের হৃদয়ে পোষা ভাবটী প্রেম নয়?

কাম। না। প্রেম নয় মোহ, মোহ! প্রেম কাকেও চায় না। প্রেমকে সবাই চায়। প্রেম নিজের গুণে নিজে পরিতৃপ্ত, আর মোহ সর্ব্বদাই অতৃপ্ত।

বৃষ। তাহ'লে ত পৃথিবীতে প্রেম নাই। প্রেমচাঁদ স্বর্গেই থাকেন।

কাম। ব্যঙ্গ নয় ভাই। প্রেম পৃথিবীতে অতি দুর্ল্লভ। পুরুষের হৃদয়ে প্রায় নাই। রমণী হৃদয়ে কদাচিৎ আছে। সে প্রেম কাকেও চায় না। প্রেমকে সবাই চায়।

বৃষ। প্রেম কাকেও চায় না?

কাম। চায় বৈকি! প্রেম প্রেমকেই চায়। কিন্তু চুপ কর ভাই! আর প্রেম প্রেম ক'র না। লোকে শুনে মনে ক'রবে কি? তুমি না হয় প্রেমের জ্বালায় ক্ষেপে উঠেছ, কিন্তু ভদ্রলোকে শুন্‌লে ব'লবে, কি অশ্লীলতা, কি কুরুচি।

বৃষ। কে ব'ল্‌বে, যে ব'ল্‌বে সে ভণ্ড।

কাম। ভণ্ড কাকে বলে ভাই?

বৃষ। যার বাইরে নন্দন কানন, ভিতরে নরককুণ্ড,

আমি তো কোন ভণ্ডের কাছে বলছি না, তোমার কাছে বলছি।

কাম। তা হ'লে শুনে যাও, আমি ব'লে যাই। প্রেম প্রেমকেই চায়। তুমি যেমন তাকে চাও, সে যদি তেমনি তোমাকে চায়, তবে তাকে বলে প্রেম।

বৃষ। তা হ'লে কুবলয়াই প্রেমিকা। আমি মোহমুগ্ধ অসার, অবোধ। ভাল বল দেখি ভাই! তা হ'লে বর্ত্তমান নারীসমাজে কোন্ নারী প্রধানা প্রেমিকা?

কাম। তোমার আমার মাতৃস্বরূপা পাণ্ডবকুলমহারাণী দ্রৌপদী সতী। তাঁর পঞ্চস্বামী সত্ত্বেও তিনি মহাসতী। তাঁর স্বর্গীয় হৃদয় প্রেমের মহাসাগর। পাণ্ডব-পঞ্চ-মহানদের বেলা-ভূমি পরিপূর্ণ ক'রে তাঁর প্রেম-নীররাশি প্রবাহিত হচ্ছে, তবুও সে মহাসাগরের হ্রাস বৃদ্ধি নাই। তাঁর মহাহৃদয়ে ইন্দ্রিয়-ভোগ-লালসা নাই। জননীবৃত্তি তাঁর ইচ্ছানুবর্ত্তিনী। সেইজন্য তিনি তাঁর পঞ্চ স্বামীকে স্বামি-প্রেমের উপহার স্বরূপ মাত্র পঞ্চ পুত্র দান ক'রেছেন। এক পুত্রই ধর্ম্মপুত্র। অন্য পুত্র ইন্দ্রিয় লালসার কর্ম্মফল মাত্র। তিনি ইন্দ্রিয় লালসাবতী হ'লে বহু পুত্রের জননী হ'তেন। তিনি নারী সমাজের প্রধানা প্রেমিকা। সেইজন্য প্রেমের দেবতা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখী।

বৃষ। প্রেমের দেবতা কে?

কাম। মোহের দেবতা আমি। সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন, স্তম্ভন আমার পঞ্চ ফুলশর।

বৃষ। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের কোন ধনুঃশর আছে ?

কাম। ধনুঃশর নাই, তিনি প্রেমময় মুরলীধারী; প্রেমে মধুর ভাব, মোহে মত্ত ভাব।

বৃষ। দূর হ'ক্, আমি ও প্রেম চাই না। আমার মোহই ভাল; এস ভাই, আমার সেই মোহের মোহিনী প্রতিমা কুবলয়াকে জয় কর্‌তে হবে, তুমি আমার সেনাপতি। তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর, ফুলশর সন্ধান কর।

কাম। আমি প্রস্তুত আছি, কোথাও যেতে হবে না, এইস্থান হতেই আমার শর সন্ধান স্থির হবে। কিন্তু তুমি ভাই! পরিণাম চিন্তা কর। তোমার পশ্চাতে নায়িকা সম্মুখে যুদ্ধ, তোমার পশ্চাতে সম্মোহন-মোহিতা উন্মাদিনী কুবলয়া বাহু প্রসারিত করে তোমায় আলিঙ্গন কর্‌তে আস্‌চে, আর সম্মুখে মহাবীর সুরথ সুধন্বা তোমার বক্ষ লক্ষ্য ক'রে অস্ত্র ত্যাগ কর্‌ছে। তুমি তখন কোন্ দিক রক্ষা কর্‌বে ? আদিরস ? না বীররস ? কোন্ দিক ?

বৃষ। তুমি ফুলশর সন্ধান কর না কেন—দেখা যাক্ কি হয় ?

কাম। দেখ্‌বো কি ? আমার ফুলশর অব্যর্থ, তাকি তুমি জান না ?

বৃষ। সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বজনেই কি অব্যর্থ ?

কাম। আমার ফুলশর মাত্র দুইজনের নিকট ব্যর্থ হবে, সে দুইজন পিতা আর মাতা, অন্যত্র চিরদিন অব্যর্থ।

বৃষ। এ ক্ষেত্রে বোধ হয় সে সন্দেহ নাই, তুমি শর সন্ধান কর।

কাম। সন্দেহ তোমার নাই, কিন্তু আমার আছে, বোধ হয় রাজকুমারী কুবলয়া প্রেমিকা, কুমারী, সতী।

বৃষ। যে কুমারী সে আবার প্রেমিকা অপ্রেমিকা কি? সতী অসতী কি?

কাম। তুমি ইন্দ্রিয়লালসাপরায়ণ, মোহমুগ্ধ অন্ধ। তুমি কুমারী প্রেমিকা সতীর মর্ম্ম বুঝ্‌বে কি? প্রেমিকা কৃষ্ণ-প্রেমে প্রেমিকা। সেই পরম স্বামী কৃষ্ণপ্রেমে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করে সেই চিরকুমারী প্রেমিকা সতী স্বামী-প্রেমে বিভোর হ'য়ে আছে। কি ছার, ক্ষুদ্র নর—তার কাছে তুমি! চেয়ে দেখ ভাই! কে আস্‌ছে ঐ।

(অশ্বরক্ষকের বেশে হরিদাসের প্রবেশ)

হরি। (উভয়কে নমস্কার)।

বৃষ। তুমি কে?

হরি। আমি হরিদাস, বাস ভদ্রাবতী নগরে, কৃষি ব্যবসায়ী; সম্প্রতি আপনাদের যজ্ঞাশ্ব রক্ষকের অস্থায়ী অনুচর।

বৃষ। অনুচর?—না ভদ্রাবতীরাজের নিযুক্ত গুপ্তচর?

হরি। না মহাশয়! আমরা পরম বৈষ্ণব মহারাজ হংস-ধ্বজের প্রজা, আমাদের রাজ্যে মিথ্যা প্রবঞ্চনা ছল চাতুরী নাই। আপনারা তাঁর রাজ্যে অতিথি, আপনাদের সঙ্গে তাঁর

কোন যুদ্ধবিগ্রহ নাই। তবে আপনাদের এত গুপ্তচরের ভয় কেন ?

বৃষ। তুমি কেন এসেছ ?

হরি। আমার প্রভু অশ্বরক্ষক রঞ্জনলালের অনু-সন্ধানে।

বৃষ। কেন তার কাছে কি প্রয়োজন ?

হরি। অশ্বটি ছুটে একটু দূরে গিয়েছিল, তিনি ব্যস্ত হ'য়ে সন্ধান কর্‌ছিলেন, আমিও সন্ধানে গিয়েছিলাম, দেখে এলাম অশ্বটী ভদ্রাবতী নগরের সীমানার মাঠে চরে বেড়াচ্চে। তিনি ব্যস্ত হ'য়ে অনর্থক ঘুরবেন, তাই তাঁকে সংবাদ দিতে এসেছি।

বৃষ। তুমি রাজ সংসারের সকলকে জান ?

হরিদাস। জানি বৈকি মশায়! ভদ্রাবতীনগরে আমাদের বহু পুরুষের বাস। মহারাজ হংসধ্বজ, মহারাণী নারায়ণী, জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সুধন্বা, কনিষ্ঠ সুরথ, রাজকুমারী কুবলয়া। রাজ পুত্রবধূ দুটির নাম প্রভাবতী আর বিভাবতী। এঁরা দুজনও সহোদরা ভগিনী।

কাম। (স্বগতঃ) আমরি! কি আনন্দধাম সোণার সংসার। পিতঃ! ভগবন্! শ্রীবাসুদেব! সকলই তোমার ইচ্ছা "বাসুদেব সর্ব্বমিতি।"

বৃষ। রাজকুমারী কি বিবাহিতা ?

হরি। না তিনি অবিবাহিতা।

বৃষ। অবিবাহিতা ? তবে কি তিনি সর্ব্ব কনিষ্ঠা ?

হরি। না, তিনি সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা। চব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রম। তিনি চিরকুমারী ব্রত ধারণ ক'রেছেন। মহারাজ অনেকবার তাঁর বিবাহের আয়োজন ক'রেছিলেন ; রাজকুমারী কিছুতেই বিবাহ কর্ত্তে স্বীকার করেন নাই, শেষবারে ব'ল্লেন,—বাবা ! কেন বৃথা আমার বিবাহের আয়োজন ক'রছেন ? আমি অনেক পূর্ব্বে মনোমত স্বামীকে আত্মসমর্পণ ক'রেছি। সে স্বামী আমার সেই জগতের স্বামী শ্রীকৃষ্ণ। অন্যকে বরণ ক'রলে আমি দ্বিচারিণী হ'ব। বলপূর্ব্বক কন্যাকে ভ্রষ্টা দ্বিচারিণী করা পিতার কর্ত্তব্য নয়। মহারাজ সেইদিন নিরস্ত হ'য়েছেন। তিনিই এই ভদ্রাবতীনগরের বৈষ্ণব ধর্ম্মের গুরুদেবী। তাঁর মুখে হরি-কথা শুন্‌লে নাস্তিকের পাষাণ হৃদয়ও গলে যায়।

বৃষ। রাজকুমারী কি গৈরিক বসন তুলসীমালা তিলক চন্দন ধারণ করেন ?

হরি। কিছু মাত্র না। সে সব কিছু না। তিনি রাজ-কুমারীর মত বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার পরেন। সুগন্ধি কস্তুরীকুঙ্কুমে অঙ্গ মার্জ্জনা করেন। কপালে সিন্দুর পরেন, ঠিক—সধবার মত বেশ ভূষা।

বৃষ। (জনান্তিকে কামদেবের প্রতি) আমার বোধ হয় এর ভিতর কোন গূঢ় রহস্য আছে। (প্রকাশ্যে হরিদাসের প্রতি) তোমাদের রাজকুমারী কি কোন স্বতন্ত্র পুরীতে একা-কিনী বাস করেন ?

হরি। মহাশয়! অসন্তুষ্ট হবেন না। যদি অভয় দেন, তা'হলে আমি একটা কথা বলি।

বৃষ। নির্ভয়ে মুক্ত কণ্ঠে বল। সত্য কথায় ভয় কি?

হরি। আপনারা বড়লোক, উচ্চবংশে জন্ম। সর্ব্ববজয়ী পাণ্ডবসেনার সেনাপতি। রূপে গুণে আমার চোখে দেবতার মত। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের কথা! মহারাজ হংসধ্বজ, রাজকুমার সুরথ, সুধন্বা, যাঁরা আপনাদের সমান ব্যক্তি, তাঁদের কারও কোনও কথা জিজ্ঞাসা না ক'রে একটা কুলকুমারীর কথা অত খাঁটিনুটি জিজ্ঞাসা ক'রছেন কেন? মনে করুন যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তি আপনাকে চিন্‌তে না পেরে আপনার কন্যা কি ভগিনীর বিষয় এইভাবে জিজ্ঞাসা করে, তা হ'লে আপনি কি মনে করেন? কুলকুমারী সকলেরই সমান।

বৃষ। (সক্রোধে) কি বর্ব্বর! (অসি স্পর্শ)

হরি। এই বুঝি আপনার অভয় দেওয়া!

কাম। (হরিদাসের প্রতি) শোন বাপু! আমি তোমায় সত্য কথা বলি,—আমি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র! ইনিও তাঁর পুত্র স্থানীয়। যে নারী কৃষ্ণ প্রেমের প্রেমিকা, তিনি আমাদের মাতা। আমরা তাঁর সন্তান। সন্তানে মায়ের কথা জিজ্ঞাসা ক'রছে তাতে কোন দোষ নাই। সেজন্য কিছু মনে ক'রনা! তুমি যদি সম্প্রতি ভদ্রাবতী রাজপুরীতে যাও, রাজকুমারী কুবলয়া মাতার সঙ্গে দেখা হয়, তবে তাঁকে আমাদের প্রণাম দিও। যাও বাপু! তুমি স্বকার্য্যে প্রস্থান কর।

হরি। ধন্য! ধন্য! মহাশয়! ক্ষমা করুন, আমি চাষা মূর্খ! ছাই ঢাকা আগুন চিনতে পারি নাই।

[উভয়কে প্রণাম ও প্রস্থান।

কাম। ভাই! অঙ্গরাজকুমার! এই জন্যই ব'লে-ছিলাম, যে বোধ হয় কুবলয়া আমার মাতৃস্বরূপা। তাঁর প্রতি ফুলশর সন্ধানের ক্ষমতা আমার নাই। পাপ চিন্তার ফল হাতে হাতে ভোগ করা হ'ল, এখন উদ্দেশে তাঁকে প্রণাম কর। (উদ্দেশে প্রণাম)

বৃষ। ক্ষমা কর ভাই! মনে মলিনতা থাক্‌তে প্রণাম ক'রতে পারবনা। আমাকে কিছুদিন সময় দাও।

কাম। সময়ের অপেক্ষা ছল মাত্র। বহুদিনের বৃক্ষ এক মুহূর্ত্তের ঝড়ে পতিত হয়।

(সাত্যকির প্রবেশ)

সাত্যকি। বৎস বৃষকেতু! পুরোবর্ত্তী সৈন্যগণের কুশল ত? তোমাদের দুজনের কুশল ত?

কাম ও বৃষকেতু। (প্রণাম)

বৃষ। আপনার আশীর্ব্বাদে আমাদের সকলেরই সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল।

সাত্যকি। দেখ বৎস! তোমাদের দু'জনকে এক সঙ্গে দেখলে প্রাণে বড় আনন্দ হয়। মনে হয় বিধাতা যেন সুখ আর আনন্দের দুইটী সজীব প্রতিমূর্ত্তি গ'ড়ে আমাদের সঙ্গে দিয়েছেন। কেন দিয়েছেন তাও বলি,—আমরা যুদ্ধ সজ্জার, যুদ্ধ যাত্রার,

যুদ্ধ ক্ষেত্রের অসহ্য শ্রান্তিতে শান্তি লাভ ক'রব ব'লে। (উভয়ের চিবুক ধরিয়া) এই দুইটীকে সুখ আর আনন্দ, এই দুইটীকে আমাদের সঙ্গে দিয়েছেন, কিন্তু বিধাতা বুঝ্‌তে পারেন নাই— নিষ্ঠুর ক্ষত্রিয়জাতির সম্মুখে সুখ আনন্দ কেন ? সুখ আনন্দ গৃহীর গৃহের বস্তু। আমাদের মত যুদ্ধজীবী নরহন্তা দৈত্যের শ্মশানের বস্তু নয়। ক্ষত্রিয়ের বাহু আছে, হৃদয় নাই।

বৃষ। আর্য্য! আপনি একজন শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় হ'য়ে ক্ষত্রিয়ের নিন্দা ক'রছেন ?

সাত্যকি। কুমার ! প্রাণের নিতান্ত যন্ত্রণায় নিন্দা করছি, একবার ভেবে দেখ দেখি, ক্ষত্রিয় জাতির কি অবিচার ? পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে লক্ষ্মীরূপিণী রুক্মিণীর গর্ভে যাঁর জন্ম, যিনি স্বয়ং রতিপতি কামদেব আজ প্রদ্যুম্নরূপে অবতীর্ণ, তিনি কিনা পথে পথে অনাহারে অনিদ্রায় ভ্রমণ ক'রছেন ! আর তুমি—

বৃষ। আমি কি ; আমার কথা ছেড়ে দিন।

সাত্যকি। কেন বৎস ! তোমার প্রাণ কি পাণ্ডবের পক্ষে এত সুলভ ? পাণ্ডবের এখন স্নেহের বস্তু যদি কিছু থাকে, তবে সে তুমি, সেই তোমার কি দুর্দ্দশা দেখ, এমন ভীষণ কুরুক্ষেত্র সমরে প্রাণ রক্ষা পেয়েও নিস্তার নাই। আর এ পোড়া যুদ্ধেরও শেষ নাই। স্বয়ম্বরে যুদ্ধ, অজ্ঞাতবাসে যুদ্ধ, রাজ্যলাভে যুদ্ধ, দিগ্বিজয়ে যুদ্ধ, পুণ্য ধর্ম্মের জন্য যজ্ঞ ক'রবে তাতেও যুদ্ধ। (উভয়ের হস্ত ধারণ করিয়া) কৃষ্ণকুমার ! কর্ণকুমার ! তোমরা উভয়ই আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর।

কাম ও বৃষকেতু। কি বলুন ?

সাত্যকি। তোমরা আজ হতে বর্ত্তমান যুদ্ধযাত্রায় নিবৃত্ত হও। আমিই একাকী অগ্র ও মধ্য উভয় সৈন্যভাগ রক্ষা ক'রব।

কাম। ক্ষমা করুন! এ অনুরোধ রক্ষা ক'র্‌তে পারব না। আপনিই বরং হস্তিনায় যজ্ঞস্থানে ফিরে যান।

সাত্যকি। কেন কুমার ?

কাম। আপনারা অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত থাক্‌তে আর কেহ অশ্ব ধরবে না। ইতি পূর্ব্বে যাঁরা ধরেছেন তাঁরা জানতেন না যে ভীমার্জ্জুন সাত্যকি অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত। এখন সর্ব্ব দেশেই জেনেছে; আর কেহই অশ্ব ধরবে না। তা হ'লে ত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের গৌরব বৃদ্ধি হবে না। আমাদেরও খেলার সাধ পূর্ণ হবে না।

বৃষ। (কামের প্রতি) আমি বলি ভাই! তুমি ফিরে হস্তিনায় যাও। তুমি সবে মাত্র ফুল ছেড়ে লোহা ধ'রেছ; ননীর হাতে ব্যথা পাবে সোণার অঙ্গে রক্তপাত হবে, মা কাঁদ্‌বে; তুমি দাদা ফিরে যাও।

কাম। আর তুমি একজন বিখ্যাত মহাবীর তুমি থাক; ভীমার্জ্জুনের কষ্ট হবে না। অহো! কুরুক্ষেত্র মহাসমরে কত ভয়ানক মহাযুদ্ধ ক'রে কত মহারথীকে পরাজিত ক'রেছিলে; আমি প্রত্যক্ষ সাক্ষী। ওঃ! একদিন প্রচণ্ড গদাঘাতে মহাবীর ভীমসেনের পাদুকা ধূলিশূন্য ক'রেছিলে। মহারথী অর্জ্জুনের কিরীটে রণস্থলের একটি মক্ষিকা ব'সেছিল, তুমি অব্যর্থ শরা-

যাতে সেই মক্ষিকাকে উড়িয়ে দিয়েছিলে। আর একদিন এই যাদব সেনাপতি মহাশয়ের উত্তরীয়ের প্রান্তসূত্র প্রচণ্ড খড়গাঘাতে ছিন্ন ক'রেছিলে। আর বীর কে ? কার কথাই বা ব'লব। অভিমন্যু ? তাকে ত দুর্ব্বল বালক ব'লে তাচ্ছিল্য ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলে না, তুমি উপস্থিত থাকলে কি আর সপ্তরথিগণ বারবার পলায়ন করত ? অষ্ট রথীর সঙ্গে প্রথম যুদ্ধেই তার মৃত্যু হ'ত। মহাবীর ! তুমি একাই অশ্ব রক্ষায় নিযুক্ত থাক। ভীমার্জ্জুন সাত্যকি প্রদ্যুম্ন হস্তিনা ফিরে যাক্।

সাত্যকি। মরি ! মরি ! তোমাদের ভালবাসার কলহ শুনতে অতি মধুর ! দেখ্‌তে অতি সুন্দর ! এস বৎস ! আমিই মধ্যস্থ হ'য়ে তোমাদের বিবাদ ভঞ্জন ক'রছি। কর্ণকুমার ! প্রদ্যুম্ন মহাবীর ! তবে স্বাধীনভাবে প্রধান সেনাপতি হ'য়ে যুদ্ধ না ক'রলে তার বীরত্ব কীর্ত্তি দিগ্‌ব্যাপিনী হয় না। প্রদ্যুম্ন কিশোর বয়সেই দুর্জ্জয় শম্বরাসুরকে বধ ক'রেছিলেন। (কামদেবের প্রতি) কৃষ্ণকুমার ! বৃষকেতুর বীরত্ব জগদ্বিখ্যাত। হাসি মুখে নিজ দেহ দ্বিখণ্ড ক'রে শ্রীকৃষ্ণকে দান ক'রেছিলেন। এমন আত্মত্যাগী বীরপুরুষ জগতে অতি দুর্লভ।

(ভীমার্জ্জুনের প্রবেশ)

কাম ও বৃষকেতু। (ভীমার্জ্জুনকে প্রণাম)

ভীম। (বৃষকেতুর হস্তধারণ)

অর্জ্জুন। (কামদেবের হস্ত ধারণ এবং মস্তকে হস্তাবমর্ষণ)

ভীম। দেখ সাত্যকি! যে যার স্নেহের পাত্রের হস্ত ধারণ ক'রেছে। প্রদ্যুম্ন অর্জ্জুনের সখাপুত্র, সেই জন্য অর্জ্জুন আগে তাকে সস্নেহ সম্ভাষণ ক'রছে। আর এই বালকটা ওঁর প্রধান শত্রু কর্ণের পুত্র কি না? তাইতে এর এই বিশ্রী মুখখানির দিকে (বৃষকেতুর মুখ ধরিয়া) একবার চাইতেও ইচ্ছা হচ্ছে না। কলির আসতে একটু বিলম্ব আছে ব'লে পক্ষপাতকে আগে পাঠিয়েছে।

গীত

যাহারে হেরিলে, লৌহ শিলা গলে,
তব বজ্র হৃদি কখনও গলে না।
দয়ার সাগর, তুমি রত্নাকর
সাগরের জল অনলে জ্বলে না॥
কত যে কুসুম অকালে তুলেছ,
তুলে পুনঃ তারে অনলে দহেছ,
সে সব দাহন, ভুলেছ এখন
যাদের জ্বলেছে তারা ত ভুলে না॥
পিতৃহীন ঐ বালকের পানে,
চাহিলে বেদনা জাগে না কি প্রাণে,
এহেন রতন, বংশের কেতন, সদা সকলের মিলে না॥
কুসুম কুমারে যুদ্ধ দাবানলে,
কিবা তৃপ্তি পাবে অনলে দহিলে,
নীরবে সহিছে, অনলে দহিছে,
তবু মনোভাব প্রকাশ্যে বলে না॥

কাম। (ভীমের প্রতি) আর্য্য! আপনি যা অনুমান ক'রছেন তা নয়। স্নেহ সম্ভাষণ নয়। আমি ওঁর সারথীপুত্র কিনা, তাই অনুগ্রহ ক'রে দয়া ক'রে আমায় আগে সম্ভাষণ ক'রেছেন।

ভীম। তুমি চতুররাজের পুত্র কি না, পিতার প্রধান গুণ চাতুরী পুত্রে ক্রমশঃ বিকাশ পাচ্ছে।

অর্জ্জুন। কথার উত্তর না দিয়ে আর সইতে পারি না। দেখ ভাই সাত্যকি! দাদা আমার গদা শিক্ষা উত্তমরূপে ক'রেছেন, বাণ শিক্ষা তত করেন নাই কেন, তার কারণ কি জান?

সাত্যকি। না ভাই, আমি জানি না। তোমাদের কারণ তোমরাই জান।

অর্জ্জুন। না জান তো শোন, বলি; দাদার কথার বাণ আছে। রসনা ধনুকে বাক্য বাণ চালনা অতি উত্তমরূপে শিক্ষা করেছেন। ওঁর ওই বাণ-যুদ্ধে যে কোন মহাবীর সম্মুখীন হবে তাকে ক্ষত বিক্ষত হতে হবে।

ভীম। ভাই অর্জ্জুন! কথার বাণ অপেক্ষা কার্য্যের বাণ বড় মর্ম্মভেদী; আমার কথায় বাণ, তোমার কার্য্যে বাণ।

অর্জ্জুন। 'আমার কোন্ কার্য্যের বাণ কার বুকে আঘাত ক'রেছে!

ভীম। এই সম্মুখেই দেখিয়ে দিচ্ছি। এই বালকটাকে এমন ভয়ানক দিগ্বিজয় যুদ্ধে এনেছ কেন? এর মুখখানির দিকে চেয়ে দেখ দেখি, কর্ণবধের কথা মনে পড়ে কি না!

অনুতাপের আগুনে প্রাণটা জ্বলে যায় কি না! তা তোমার প্রাণ জ্বলবে কি? পাষাণ আগুনে জ্বলে না, পাষাণ দেবতার সঙ্গবাসে প্রাণে পাষাণত্ব পেয়েছ!

অর্জ্জুন। কুমার বৃষকেতুকে যুদ্ধে আনা কি পাষাণ প্রাণের কাজ হ'য়েছে?

ভীম। রাম! পাষাণ প্রাণের কেন? ননীর প্রাণের কাজ! ভবযন্ত্রণার কাজ হ'তে এর পিতাকে মুক্তি দান ক'রেছ, এর একমাত্র কনিষ্ঠ সহোদর বৃষসেনকে মুক্তি দান ক'রেছ, শেষ মাত্র এইটি; এই বা কোন্ অপরাধে মুক্তি পাবে না? জীবের মুক্তিদাতার সখা ত তুমি। জ্যেষ্ঠাগ্রজ দেব কর্ণ যে পরলোকে ব'সে জলপিণ্ড পাবে সেও ত ভাল দেখায় না। (বৃষকেতুর প্রতি) যাও বাবা! তোমার ননীর প্রাণ পিতৃব্যের কাছে যাও। ওঁকে পাষাণ প্রাণ বলা আমার ভুল হ'য়েছে, উনি সুশীতল স্নেহ সলিলের মহাসাগর। যাও বাবা! ঐ সুশীতল মহাসাগরের শীতল জলে স্নান ক'রে পিতৃশোকের জ্বালা জুড়াও গে যাও।

বৃষ। (ভীমের প্রতি) তাত! আমি পিতার বিনিময়ে, পিতা অপেক্ষা স্নেহময় পিতৃতুল্য পাঁচজনকে পেয়েছি, আমার মত ভাগ্যবান্ কে?

অর্জ্জুন। দাদা! আমি বলপূর্ব্বক নিজের ইচ্ছায় কুমারকে এই বর্ত্তমান যুদ্ধে আনি নাই। ধর্ম্মরাজের ইচ্ছা, অশ্বমেধযজ্ঞ পূর্ণ কর্‌তে যে কেহ সাহায্য কর্‌বে সে,ই কর্ম্মানুযায়ী অশ্বমেধের ফল ভোগ কর্‌বে। তিনিই কুমারকে পাঠিয়েছেন, তিনিও আবার

স্বাধীনভাবে এ কাজ করেন নাই, কুমারের মাতা পূজনীয়া পদ্মাবতীর আদেশে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা কুমারকে যুদ্ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত করা। বর্ত্তমানে তুমি, আমি, সাত্যকি বই আর কে বৃষকেতুকে যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষাদান করে। দুদিন পরে এই বালকের হস্তে অঙ্গরাজ্য রক্ষার ভার পড়্‌বে। ধর্ম্মরাজের ইচ্ছানুসারে অঙ্গরাজ্য পূর্ব্বাপেক্ষা এখন চতুর্গুণ বিস্তৃত, অঙ্গরাজ্যের যুবরাজ কুমার বৃষকেতু এখন কোথায় আছে তা জান? ভীমার্জ্জুন সাত্যকির কোলে, ত্রিভুবনে কার এমন বাহুবল অছে যে একটী সূচিকার অগ্র দিয়ে তার কেশস্পর্শ করে? তার মৃত্যুভয় দূরে থাক্, অর্দ্ধবিন্দু রক্তপাতেরও ভয় নাই। আর সত্য কথা বলি, দাদা! হেস না, কুমার বৃষকেতুকে হস্তিনায় রেখে এলে আমি এই দূর প্রবাসে স্থির হয়ে যুদ্ধ করতে পার্‌তেম্ না।

ভীম। সত্যই কি কুমারকে তুমি ভালবাস?

অর্জ্জুন। বাসি।

ভীম। কেন?

অর্জ্জুন। ওর ঐ সুন্দর মুখখানি—একখানি নির্ম্মল দর্পণ, ঐ দর্পণে একটী ছবির ছায়া দেখি।

ভীম। কোঁন্ ছবির ছায়া?

অর্জ্জুন। অভিমন্যুর! অভিমন্যুর!

ভীম। (সরোদনে) ভাই পাষাণরে! এখনো সেই মুখ খানি তোর মনে আছে?

অর্জ্জুন। দাদা! পাষাণের দাগ শীঘ্র মুছে না।

ভীম। কিন্তু ভাই! তোর মুখ দেখ্‌লে মনে হয় না যে সে মুখ তোর মনে আছে, সেই পরম সুন্দরকে ভুলবার উপায় তোর এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বস্তু আছে, নবীনকিশোর। চিরকিশোর, কৃষ্ণ কিশোরের মুখ দেখে তুই সেই সুন্দর কিশোরের মুখ ভুলেছিস্‌। ভাইরে! আমি যে ভুল্‌তে পারি নাই। আমি সেই দিন হতে, যেদিন হতে পাণ্ডবের অন্তঃপুরে চির অমাবস্যার প্রকাশ, সেই দিন হতে অমি একদিনও হাসি নাই, একদিনও বালকের মুখ পানে তাকাই নাই, একদিনও পূর্ণিমার চন্দ্র দেখি নাই, একদিনও ফুটন্ত পদ্ম দেখি নাই, আর একদিনের তরেও অন্তঃপুরে প্রবেশ করি নাই! পাছে উত্তরার মুখ দেখ্‌তে হয়! ভাইরে! তবুও ভুল্‌তে পারি নাই।

অর্জ্জুন। কেমন করে ভুল্‌বে দাদা! তুমি যে তাকে তার মাতা পিতা ভদ্রার্জ্জুন অপেক্ষাও ভালবাস্‌তে।

ভীম। কেন বাস্‌তেম তা জান? ভাই! আমি আকৃতিতে হস্তী, ক্রোধে মহিষ, প্রতিজ্ঞায় গণ্ডার, কিন্তু প্রকৃতির স্নেহ ভালবাসায় আমি কিশোর বালক। সেই স্নেহ ভালবাসা এ জীবনে আমার সেই একমুখী, তাকে বই এ জীবনে আর কাকেও ভালবাসি নাই। আমার সমুদয় স্নেহ ভালবাসা; চোকের জল, কণ্ঠের রোদন, সব লয়ে আমায় অচল পাষাণ করে রেখে সে আমার চলে গেছে।—যাক্‌ চলে যাক্‌,—আমার স্নেহ ভাল-বাসা কোথায় যাবে; তাত সে লয়ে গেছে।

বৃষ। (ভীমার্জ্জুনের প্রতি) দেব! আপনারা ঐ হৃদয়-

ভেদী প্রসঙ্গ ত্যাগ করুন, আমার দিব্ব্য ওপ্রসঙ্গ ত্যাগ করুন। অশ্রুজলে অশ্বমেধযজ্ঞের অমঙ্গল হবে, দিগ্বিজয়ে যুদ্ধে বিঘ্ন ঘট্‌বে।

ভীম। ভাই অর্জ্জুন! আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি ধর্ম্মরাজের বর্ত্তমান অশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্দেশ্য কি?

অর্জ্জুন। উদ্দেশ্য জ্ঞাতিবধ পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

ভীম। তিনিতো স্বহস্তে একটিও জ্ঞাতি বধ করেন নাই। তুমি মাত্র একজন জ্ঞাতি বধ ক'রেছ। পিতামহ ভীষ্ম। কিন্তু সে পাপের দায়ী তুমি নও, কেননা তিনি ইচ্ছামৃত্যু। সমুদয় জ্ঞাতি বধ তো আমি স্বহস্তে করেছি। আমার পাপে আমি দায়ী। একের প্রায়শ্চিত্তে অন্যের পাপ খণ্ডন হবে কেন?

অর্জ্জুন। ধর্ম্মরাজের মুখে শুনেছি, অশ্বমেধ যজ্ঞে মহা-পুণ্য লাভ হয়, মহাধর্ম্ম সঞ্চয় হয়।

ভীম। লক্ষ লক্ষ নরহত্যা ক'রে, সহস্র সহস্র সধবা সতীকে বিধবা ক'রে, শত শত মাতা পিতাকে পুত্রহীন ক'রে পুণ্য লাভ, ধর্ম্ম সঞ্চয়? মহারাজের পুণ্য ধর্ম্মের অভাব কি? মূর্ত্তিমান পুণ্যময় পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গবাসে থেকে, তিনি স্বয়ং ধর্ম্মের অবতার ধর্ম্মরাজ হ'য়ে তবুও তাঁর পুণ্য ধর্ম্মের অভাব ঘুচল না? তোমরাই তো বল যে "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম"। আবার এখন বলছ যে অশ্বমেধে মহা ধর্ম্ম। কোন্‌টা যে পাপ অধর্ম্ম, আর কোন্‌টা পুণ্য ধর্ম্ম, তাতো আমি আজন্ম চিন্তা করেও চিন্তে পারলাম না। ঐ দুঃখে ঐ ক্ষোভে

পুণ্য ধর্ম্মের ধারেও যাই না। পাপের ভার মাথায় করে বেশ আছি।

সাত্যকি। দাদা ভীমসেন! আমারও ঐ মত। পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম চিন্তা ক'রে মন অস্থির করি কেন? বিধাতা যে পথ দেখিয়ে দেবেন সেই পথে যাব। আমরা ভ্রান্ত জীব, আমরা কি? বিধাতা-বাজীকরের হাতের পুতুল বৈ ত নই। সেই বাজীকর কর্ম্ম সূত্র ধ'রে যে দিকে টানেন, ভ্রান্ত পুতুল সেই পথে যায়। তর্কে তত্ত্ব লাভ হয় না। সরল জ্ঞানের দীক্ষাগুরু! সরলপ্রাণ ভীমসেন! তুমি সরল কথায় বুঝিয়ে দাও;—পাপ পুণ্য কাকে বলে।

গীত

বল শুনি বল, পাপ পুণ্য ফল,
কিম্বা কর্ম্মফল শ্রেষ্ঠ কোন্ ফল
চতুর্ব্বর্গ ফল, সফল বিফল,
কেন হয় বল, এ কার কৌশল॥
যে কর্ম্মে আমার ফলে পুণ্যফল,
সেই কর্ম্মে অন্যে পায় পাপ ফল,
এই যে পাপপুণ্য, ক্ষেত্র ভেদে ভিন্ন.
কেমনে বুঝিব সুফল কুফল॥
নরহত্যা পাপে প্রজা পাপী হয়,
লক্ষ নরহন্তা রাজা পুণ্যময়,
কিসে পাপ হয়, কিসে পুণ্য ক্ষয়.
বুঝিতে নারি বিচারে ঃ—

মহাপাপী কত তরে অবহেলে,
কত পুণ্যবান্ দুঃখানলে জ্বলে,
এই অন্ধকারে, অন্ধ করে নরে,
ভ্রমে ভ্রমে মন সাজিয়ে পাগল ॥

ভীম। ভাই সাত্যকি! আমার জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি সব এই গদার মধ্যে, আমার যেমন স্থূল দেহ, তেমনই স্থূল বুদ্ধি। এই স্থূল বাহুতে এই স্থূল গদা, ইনি আমার স্থূলগুরু। এই স্থূল গুরুর স্থূল উপদেশ যা পেয়েছি, তাই শোন ;—অনুরাগে পাপ, বিরাগে পুণ্য ; আসক্তি পাপ, অনাসক্তি পুণ্য। বিকার পাপ, স্বভাব পুণ্য। প্রবৃত্তি পাপ, নিবৃত্তি পুণ্য। সাত্যকি! আরও একটু স্পষ্ট করে বলি ; আমাদের হৃদয় একটি সরোবর, জ্ঞান তার জল। এক কথায় হৃদয় আমাদের জ্ঞান-বাপী, মন একটি পদ্ম। সে পদ্ম ফুট্‌লে তাতে ভক্তিমধু সঞ্চার হয় ; হ'লে ভগবান ভৃঙ্গ এসে সেই মধু পান করেন। এই মধু পানের নাম পুণ্য। যখন বিষয় ঝড় উঠে, তখন সেই জ্ঞান-জলে তরঙ্গ হয়, মন পদ্ম তরঙ্গে পড়ে হেলে দুলে বেড়ায়, ভগবান ভৃঙ্গ অস্থির হ'য়ে উড়ে পালায়। এই পলায়নের নাম পাপ, এই বই যদি অন্য প্রকার পাপ পুণ্য থাকে তবে তা চাই না।

(অশ্বরক্ষক রঞ্জনলালের প্রবেশ)

রঞ্জন। (নমস্কারান্তে) মধ্যম পাণ্ডব মহাশয়! অশ্ব অদৃশ্য হ'য়েছে। লোক মুখে শুনলাম, অশ্ব ভদ্রাবতী নগরে প্রবেশ ক'রেছে। এখন আমার প্রতি কি অনুমতি হয়?

অর্জ্জুন। রঞ্জনলাল! আমার বোধ হয় অশ্ব ভদ্রাবতী-পুরীতে আবদ্ধ হ'য়েছে। তুমি এই মুহূর্ত্তেই যাত্রা কর। নগরে প্রবেশ কর; নিশ্চিত সংবাদ শুনে রাজসভায় উপস্থিত হ'য়ে রাজার মত জিজ্ঞাসা কর। তিনি বিনা যুদ্ধে অশ্ব প্রত্যর্পণ ক'রবেন না যুদ্ধ ক'রবেন। দৌত্য কার্য্যে তুমি শিক্ষিত, অধিক আর কি ব'লব, এখনি যাত্রা কর।

রঞ্জন। (প্রণাম ও প্রস্থান)

অর্জ্জুন। (কামদেবের প্রতি) বৎস প্রদ্যুম্ন! তোমাদের অগ্রভাগের সৈন্যগণ বিশেষ পরিশ্রান্ত আছে কি ?

কাম। না। তারা পরিশ্রান্ত হওয়া দূরে থাকুক, আজ কয়েক দিন যুদ্ধ বিরত থেকে যেন একটু চঞ্চল হ'য়েছে। অনুমতি করুন;—আমি অগ্রসর হই। সম্ভাবনীয় যুদ্ধের সংবাদ পেলে, সকলে সন্তুষ্ট হবে। ভাই বৃষকেতু দুদণ্ড আপনাদের কাছে থাক্।

অর্জ্জুন। ভাল তাই হউক্;—তুমি তোমাদের সৈন্যগণকে প্রস্তুত হ'তে অনুমতি দাওগে।

কাম। (প্রণাম ও প্রস্থান)

অর্জ্জুন। এস আমরাও যাই। যুদ্ধসজ্জার আয়োজন করিগে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ভদ্রাবতী নগরের গোচারণ প্রান্তর
(একাকী রাজ পুরোহিত শঙ্খাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্খ। (স্বগতঃ) জয় তারা ! জয় ধূমাবতী ! জয় ছিন্নমস্তা ! জয়, জয় মা সর্ব্ববিদ্যাময়ী তারা ! তারা ! ! তারা ! ! ! অহো ! 'নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে'। বিশ্বামিত্র ত্রিবিদ্যা সাধনায় অসিদ্ধ হ'য়েও পুরাণ শাস্ত্রে ইনি বিখ্যাত। আর আমি সেই ত্রিবিদ্যা সাধনায় সিদ্ধ পুরুষ হ'য়েও এখনও জনসমাজে অপরিচিত। কারণ, সৃষ্টির প্রথম কালে দু'চার জন মাত্র পণ্ডিত সাধক ছিলেন। সিদ্ধ পুরুষ দুএকজন মাত্র ছিলেন। সাধক মাত্রই সিদ্ধ নন্। তা হ'লেও দু'চার জনই পুরাণ শাস্ত্রে বর্ণিত হ'য়েছেন। এখন সৃষ্টির মধ্যকাল, কত শত সাধক, কত শত সিদ্ধ পুরুষ জগতে বিচরণ ক'চ্ছেন, তার সংখ্যা নাই। সুতরাং আমি এখনও অপরিচিত। কিন্তু বিশ্বামিত্রে আর আমাতে অনেক প্রভেদ। তিনি সাধক ছিলেন, কিন্তু পণ্ডিত ছিলেন না ! সেই জন্য সিদ্ধ হন নাই। আমি সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সুতরাং সিদ্ধ পুরুষ হ'য়েছি। বিশ্বামিত্র সৃষ্টি স্থিতি লয়কে ত্রিবিদ্যা ভেবেছিলেন, কিন্তু বীজ স্বরূপা তারা ধূমাবতী ছিন্নমস্তাকে চিন্তে পারেন নাই ; বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার সৃষ্টির বিরুদ্ধাচারী ছিলেন। ব্রহ্মা কে ? বিধাতা বৈত নন্ ! কিন্তু সকলের মূল যে সেই বিষ্ণু, আমি সেই বিষ্ণুর বিরুদ্ধাচার সাধন কর্ব্ব। পৃথিবী হ'তে বৈষ্ণব ধর্ম্ম উচ্ছেদ করে শাক্ত ধর্ম্ম

প্রতিষ্ঠা ক'রব। ভণ্ড ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির নাকি ভারতের ধর্ম্মরাজ। ভারতবাসী ক্ষত্রিয়েরা কি এতই মূর্খ যে সেই কাপুরুষটাকে ধর্ম্মরাজ বলে, কি নীচ রুচি! যাক্, আমি এই বার ভারতের ভ্রম সংশোধন কর্ব্ব। বিষ্ণুর অংশ যে কৃষ্ণের সাহায্যে আজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ, সেই কৃষ্ণকে দ্বারাবতী হ'তে তাড়িত কর্ব্ব। পরে সেই বিষ্ণুকে পৃথিবী হ'তে দূর ক'রব। কিন্তু একটা ক্ষমবান রাজার সাহায্য আবশ্যক। এই হংসধ্বজকে আগে বৈষ্ণবধর্ম্মচ্যুত করে শাক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রব। ক্রমশঃ বিশাল মূর্ত্তি ধারণ করে ভারতের সর্ব্বদৃষ্ট সর্ব্বপ্রণম্য সর্ব্বপূজ্য হয়ে একচ্ছত্রী ধর্ম্মরাজ হ'য়ে বিরাজ কর্ব্ব।

(ধীরে ধীরে হরিদাসের নিজ বেশে প্রবেশ)

হরি। ওঃ হরি! একে? রাজ পুরোহিত মশাই যে! (প্রণাম) কতক্ষণ এখানে পদার্পণ হ'ল।

শঙ্খ। আগতোঽস্মি সম্প্রতাং প্রবাসাৎ। (দীর্ঘোচ্চারণ)

হরি। হাগার দোষে সাম্‌নে মুতে প্রায় ভাষাৎ। হুঁ! ঐ অং ফং আৎ-ফাৎ গুলি বাদ দিলে একরকম বুঝতে পারি।

শঙ্খ। কস্তং?

হরি। কাস্তে? এইতো আছে। (কাস্তে প্রদর্শন) কাস্তে কি হবে ঠাকুর?

শঙ্খ। অর্ব্বাচিন!

হরি। আর বাঁচিনে, কেন? কি অসুখ হয়েছে? ঠাকুর! আবার বাহ্যের দোষ নাকি?

শঙ্খ। দূরীভব।

হরি। দুয়েরই ভাব? বাহ্য প্রসাব দুয়েরই অসুখ?

শঙ্খ। বেল্লিক।

হরি। বেল্ শিখ্‌ব কেন? শিখ্‌লে কি হবে? খেতে হবে যে! বাহ্যের দোষ খেতে হবে যে ঠাকুর!

শঙ্খ। আঃ! তুই যে জ্বালাতন করলি ব্যাটা।

হরি। এই এখন পথে এস ত বাবা! ওসব অং বংয়ের ঢং ছেড়ে দিয়ে আগেকার ঢংয়ে এস। বলি প্রভু! এতদিন কোথা ছিলেন?

শঙ্খ। তীর্থবাসে ছিলাম বাবা। তিন বৎসরের পর আজ এসেছি।

হরি। এ বেশ কেন প্রভু! সে পূর্ব্বের বেশ কৈ? নামাবলী, তুলসীমালা, চন্দন তিলক কৈ? এ রক্তবস্ত্র, রুদ্রাক্ষমালা, রক্তচন্দন তিলক কেন?

শঙ্খ। আমার তীর্থগুরু আমায় শাক্তধর্ম্মে দীক্ষিত করেছেন।

হরি। (কৃত্রিম রোদনে) প্রভু! আর প্রভু কেন! গুরুদেব! আমাকেও ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত করুন। আর মোচ্ছবের চিড়ে দই খেতে পারি না। পেট্‌টা বিগড়ে গেছে। বাঁচাও গুরুদেব! খেয়ে বাঁচি। (করযোড়ে অবস্থান)

শঙ্খ। আমার পাদস্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা কর। কখনও গুরুআজ্ঞা অবহেলা করবে না।

হরি। (সত্বরে পাদস্পর্শ পূর্ব্বক হস্তোত্তোলন) এই আপনার পাদস্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা ক'রছি, এজীবনে কখনও গুরুআজ্ঞা অবহেলা ক'রব না।

শঙ্খ। নিকটে এস হরিদাস! কর্ণে মন্ত্রদান করি।

হরি। (কর্ণ দান)

শঙ্খ। (কর্ণের নিকট মুখ দিয়া মন্ত্র দান)

হরি। যদি ভুলে যাই গুরুদেব ?

শঙ্খ। এই ভাবে দশদিন ব'লে দিব ?

হরি। এখন আজ্ঞা করুন ;—আমায় কি ক'রতে হবে ?

শঙ্খ। স্থির হ'য়ে শোন ; হরিদাস, আর হরিদাস কেন ? আজ হ'তে তোমার গুরুদত্ত নাম তারাদাস। শোন তারাদাস! আমি গুরুদেবের নিকট শাক্তধর্ম্মে দীক্ষিত হ'য়ে তারা, ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা, এই ত্রিবিদ্যা সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রেছি। জ্ঞানে সিদ্ধ হয়েছি, কিন্তু কর্ম্মে এখনও সিদ্ধ হতে পারি নাই। জ্ঞানে মাতৃকা ভাবে সাধনা করেছিলাম। এখন কর্ম্মে নায়িকা ভাবে সাধনা ক'রতে হবে। জ্ঞানে জ্ঞানময়ী অশরীরী মাতৃকা-মূর্ত্তি ধ্যান ক'ত্তে হয়। আর কর্ম্মে শরীরী নায়িকা মূর্ত্তি দশেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ গোচরীভূত ক'রে সাধনা কত্তে হয়। সুতরাং এই কর্ম্ম সাধনায় তিনটি মানবী নায়িকা আবশ্যক। একটি বিধবা, একটি সধবা, একটি কুমারী।

হরি। গুরুদেব! এই কথা, সেজন্য ভাবনা কি ? আমি আজই সংগ্রহ ক'রে দেব।

শঙ্খ। কোথায় পাবে ?

হরি। কোথাও যেতে হবে না। আমাদের পাড়াতেই পাব। আমার খুড়োর এক খুড়ী আছেন। পঁচাশি বৎসর পেরিয়েছেন, তবুও মত্তে চান্‌না। সারারাৎ কেশে কেশে আমায় ঘুমুতে দেন্‌না। এইটি বিধবা। সধবাটি স্বয়ং আমার স্ত্রী। বাড়ীতে পা দিইছি কি অম্নি নাকি স্থুর ধ'রে দিলে—এনাই, ওনাই, তানাই ; বড় জ্বালায়। আর আমার ভাগ্নের একটি তিন বৎসরের মেয়ে আছে, অবশ্য এখনও কুমারী ধর্ম্মে আছে। আমি দেখতে গেলে আমার পেছু পেছু তাড়িয়ে আসে। বলে, ওবল্ অন্তা কাপল্ দে। ওবল্ আন্তা কাপল্ দে! এই তো হলো আপনার বিধবা, সধবা, কুমারী, তিন্‌টি। আপনারও কাজে লাগুক, আমিও বাঁচি।

শঙ্খ। (উচ্চ হাস্যে) হা! হা! হা! তারাদাস! ওসব হ'লে আর ভাবনা ছিল কি ? ওসবকে নায়িকা বলে না।

হরি। তবে কাকে বলে ?

শঙ্খ। অপুত্রবতী যুবতী।

হরি। আহা কি কষ্টের সাধনা! গুরুদেব! তিন প্রকার নায়িকা কেন ?

শঙ্খ। তারা সধবা, ধূমাবতী বিধবা, আর ছিন্নমস্তা কুমারী।

হরি। গুরুদেব! আপনি স্বয়ং যা হয় একটা করুন। আমা হতে হবে না।

শঙ্খ। নায়িকা আমার স্থির আছে। কিন্তু সংগ্রহ কত্তে পরিশ্রম স্বীকার ক'ত্তে হবে।

হরি। কোথায় স্থির আছে ?

শঙ্খ। তুমি মন্ত্রশিষ্য ; তোমায় ব'লতে দোষ নাই। মহারাজ হংসধ্বজের রাজ সংসারে।

হরি। কে কে ?

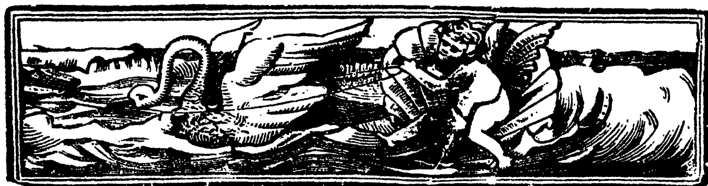
শঙ্খ। কুবলয়া, প্রভাবতী, আর বিভাবতী।

হরি। (আন্তরিক যন্ত্রণার সহিত) গুরুদেব ! গুরুদেব ! প্রভাবতী বিভাবতী দুজনাই যে সধবা।

শঙ্খ। (উত্তেজিত ভাবে) একজনকে—যে কোন প্রকারে হ'ক একজনকে বিধবা কত্তে হবে। তারাদাস ! গৃহে যাও, আমিও যাই। সুদীর্ঘ প্রবাসের পর সংসার দর্শন করিগে।

[প্রস্থান।

হরি। (অত্যন্ত যন্ত্রণাব্যঞ্জক ভাবে উভয় হস্তে বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরন পরে আশ্চর্য্য ভাবে অঙ্গুলিসঙ্কেতে শঙ্খকে নির্দ্দেশ এবং নানাবিধ ক্রোধ ও প্রতিহিংসা-ব্যঞ্জক ভঙ্গি প্রদর্শন) আরে ভণ্ড কামুক ! যদি হরির কৃপায় আর দশটা দিন বেঁচে থাকি তবে দেখব তুমি কেমন সিদ্ধ হয়েছ। তোমায় আধ সিদ্ধ করে পুড়িয়ে মারব। তোমার পা ছুঁয়ে দিবিব ক'রেছি। গুরুআজ্ঞা পালন করব। যাই গুরুআজ্ঞা পালন করিগে, উঃ ! প্রাণটা বড় জ্বল্‌ছে।



তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ভদ্রাবতী রাজসভা

(মহারাজ হংসধ্বজ ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজা। তাই বা কেন হবে! বৈরাগ্যে কর্ত্তব্য জ্ঞানের হানি কেন হবে। বরং সে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হবে। কর্ম্মে বৈরাগ্য, কর্ম্ম কাপুরুষের লক্ষণ। কামনায় যার বৈরাগ্য জন্মেছে, অথচ কর্ম্মে অনুরাগ আছে, সেই মহাপুরুষ ধন্য! তিনিই প্রকৃত ধর্ম্ম-বীর। মন্ত্রী! আমি সে পথে এখনও অগ্রসর হতে পারি নাই, সে পথের সম্বলও কিছু সঞ্চয় করতে পারি নাই। তোমরা বলবে আমি বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুগামী হয়ে রাজকার্য্যে ঔদাস্য প্রকাশ করি! না মন্ত্রী! তা নয়। আমি নিষ্কাম বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম এখনও বুঝতে পারি নাই। তবে এই জানি এই ভদ্রাবতী রাজ্য আমাদের কারও নয়—সেই রাজ রাজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের। তিনিই তাঁর বিশ্বরাজ্যের এক এক অংশের ভার আমাদের এক এক জনকে, অর্পণ করেছেন।

গীত

ভবে তবে কেন বল সব আমার।
সর্ব্বেশ্বর যিনি, সর্ব্বস্ব যে তাঁর,
তুমি তুমি নও আমার, আমি নই তোমার,
ভোগের অধিক আর নাহি অধিকার॥
পান্থশালা সম সংসারে এসেছ,
দু'দিনের তরে যা কিছু পেয়েছ,
আমার বলো না, করো না ছলনা,
কিছুই রবেনা হ'লে অন্ধকার।
দাসত্ব, রাজত্ব, নীচত্ব, মহত্ত্ব,
কিছু নহে সত্য, কিছু নহে নিত্য,
বৈরাগ্য মাহাত্ম্য, কে জানে সে তত্ত্ব,
মায়াবদ্ধ এ সংসার।
রাজ্যধন জন ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার,
স্বধর্ম্ম পূজার এসব উপচার,
পূজা সাঙ্গ হ'লে, দিতে হবে ফেলে,
নির্ম্মাল্যের কিবা প্রয়োজন আর॥

মন্ত্রী। রাজন্! আমার মনের ধারণা এই যে, যে যার ধর্ম্ম পালন কল্লে, তাতেই তাঁর মুক্তি লাভ হয়। ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রধর্ম্ম-পালনে অবশ্যই মুক্তি আছে।

রাজা। আমি আমার নিজ ধর্ম্ম,—রাজধর্ম্ম বা ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম যাই বল, আমার নিজধর্ম্মে কি কখনও বৈরাগ্য বা ঔদাস্য প্রকাশ করেছি? বোধ হয় না। আমি আমার রাজপরিচ্ছদ

রাজদণ্ড ত্যাগ করে গৈরিক বসন নামাবলী তিলকচন্দন দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ কচ্ছি না, রাজকার্য্য ত্যাগ করে ধ্যান যোগে মগ্ন হয়ে থাকি না ; তবে কথা কি জান মন্ত্রী ! শ্রীকৃষ্ণের নামটী বড় মধুর, রসনায় আপনা হতেই উচ্চারিত হয়। তাঁর রূপটী বড় সুন্দর ! হৃদয়ে এসে আপনি উদয় হয়। তাই সেই সুন্দর রূপটী মনে হলে মধুর নামটী যেন আপনি মুখে আসে, তায় দোষ কি মন্ত্রী।

মন্ত্রী। মহারাজ ! আমি আপনার ভক্তি পথের, দস্যু নই, আমিও সে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরের অন্ধ দর্শক নই। আমি আপনার মন্ত্রী, আপনার ছায়া, তবে সত্য কথা মুক্তকণ্ঠে বলি। এই ভদ্রাবতী রাজ্য আমার হৃদয়। লোকে যেমন হৃদয়ে ব্যথা পাবার ভয়ে সর্ব্বদা সাবধান, আমিও তেমনি আপনার রাজকার্য্যে বৈরাগ্যের ভয়ে সর্ব্বদা সাবধান।

(বিদূষক রমণলালের প্রবেশ এবং রাজার সম্মুখে নীরবে দণ্ডায়মান)

রাজা। এস বয়স্য !

রমণ। এসেছিত।

রাজা। কেমন আছ ?

রমণ। এই দাঁড়িয়ে আছি।

রাজা। ব্রাহ্মণী ভাল আছেন ?

রমণ। আমার চোকের সাম্‌নেত ভাল থাকেন তবে আমি বেরিয়ে এলে কেমন থাকেন, তা তিনি জানেন। আর তাঁর ধর্ম্ম জানেন।

রাজা। কেন ব্রাহ্মণীতো তোমায় ভক্তি করেন।

রমণ। করেন, পেটের জ্বালায়।

রাজা। ছিঃ বয়স্য! অমন সতীলক্ষ্মীকে উপহাস কর? তুমি মহাপাপী।

রমণ। মহাপাপী না হ'লে কি আর রাজা মহারাজারা ভালবাসেন?

রাজা। পাপীকে ভালবাসা সাধুর লক্ষণ।

রমণ। তা হ'লে আপনি একজন সাধু!

রাজা। তোমার নিকট সাধু বইকি, সহস্রবার।

রমণ। ভাল আপনি সাধু, আপনি আমায় ভালবাসেন। কিন্তু ব্রাহ্মণী আমায় ভক্তি করেন বল্‌ছেন কেন?

রাজা। তিনি তোমায় ভক্তি করেন বই কি? তিনি যে একজন সাধ্বী।

রমণ। বেশ, আপনি সাধু, আর আমার ব্রাহ্মণী সাধ্বী, বাঁচলাম মহারাজ! আজ হতে তাঁর ভাত কাপড়ের ভার আপনাকে বইতে হবে।

রাজা। অবশ্য বইব, অন্নের ভার আমার, কিন্তু বস্ত্রের ভার তোমার বইতে হবে।

রমণ। তা কি কর্‌বো, কাজেই বইতে হবে।

মন্ত্রী। দেখ রমণলাল! রাজবুদ্ধির গাম্ভীর্য্য দেখ। তুমি এতক্ষণ কত কথার চতুরালী কচ্ছিলে শেষে মহারাজের এক কথায় ভেসে গেলে।

রমণ। কেন ?

মন্ত্রী। বস্ত্রের ভার বহন করে কে ?

রমণ। গর্দ্দভ অর্থাৎ গাধা।

মন্ত্রী। এস, পথে এস দাদা !

রমণ। পথেত এসেই আছি, আমি গাধা না হলে মহারাজ আমাকে এত যত্ন করে পুষ্‌বেন কেন ? ভদ্রাবতীর মহারাজ হংসধ্বজ বই আর গাধা পুষ্‌বে কে ? গাধা আর অন্য কার কাজে আস্‌বে ?

রাজা। দূরহ বাঁচাল।

রমণ। দূর হ'তে হবে না, চুপ ক'রে বসে থাকি। ঐ দেখুন এক কিম্ভূত কিমাকার কে আস্‌ছে।

(রাজ পুরোহিত শঙ্খাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্খাচার্য্য। (হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক) মহারাজের সুখ স্বাস্থ্য অক্ষয় হ'ক। রাজলক্ষ্মী অচলা হ'ক।

রাজা। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) আসুন প্রভো ! আজ তিন বৎসর পরে আপনার চরণ দর্শন করলাম, আপনার তীর্থ যাত্রার কুশল তো ?

শঙ্খ। মহারাজের মঙ্গলে আমার মঙ্গল, আমার তীর্থ যাত্রার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল।

রাজা। আপনার বিপরীত বেশ ভূষা দেখ্‌ছি কেন ? নামাবলী তুলসী মালা তিলক চন্দনের পরিবর্ত্তে রক্তবস্ত্র রুদ্রাক্ষমালা রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক কেন ?

শঙ্খ। মহারাজ! তীর্থবাসে গুরুদেবের চরণ দর্শন পেয়ে তাঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছি। গুরুদেব আমার শক্তি উপাসক শাক্ত। সেইজন্য আমায় তিনি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দান করেছেন। ধর্ম্মবিষয়ে তিনি বড় সাম্যবাদী, সম্প্রদায়-গত বিদ্বেষ তাঁর আদৌ নাই।

মন্ত্রী। প্রভু! বৈষ্ণবযাজন বিষয়ে আপনার গুরুদেবের মত গ্রহণ করেছিলেন, আপনি তাকে জানিয়েছিলেন কি, যে ভদ্রাবতীর মহারাজ হংসধ্বজ আমার যজমান।

শঙ্খ। গুরুদেবের মত গ্রহণ না করেই বা আমি শাক্ত মতে দীক্ষিত হব কেন? তিনি বল্লেন সর্ব্ব ধর্ম্মের মূল এক। নাম ভেদ মাত্র। বিকারশূন্য হয়ে শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য, গৌর যে কোন মতাবলম্বীর যাজন করো, কোন দোষ হবে না।

রাজা। মন্ত্রী! সেজন্য কোন চিন্তা নাই, আমি অনেক স্থানে দেখেছি, তবে মন্ত্রগুরু ভিন্ন মতের হলে, বড় মনো-বিকারের কারণ হয়। প্রভু! আপনার গুরুদেব কি গৃহী না সন্ন্যাসী?

শঙ্খ। তিনি সন্ন্যাসাশ্রমী গৃহস্থ। যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ; গত তিনবৎসর তাঁরই অনুগামী হয়ে তীর্থ ভ্রমণ করেছি।

মন্ত্রী। অন্য কোন গুরুদত্ত বিদ্যালাভ করেছেন কি?

শঙ্খ। মন্ত্রীবর! সে কথা অন্য সময় বল্‌ব। প্রকাশ্য রাজসভায় সে প্রসঙ্গ করা কর্ত্তব্য নয়।

রমণ। অপ্রকাশ্যের মধ্যে আপনারা তিন জন, আর

প্রকাশ্যের মধ্যে আমি একা এক জন। ভাল, পেটের বিদ্যা পেটে থাকাই ভাল, পুরোহিত মহাশয়! একটা কথা বল্‌বো? বিরক্ত হবেন না ত? আপনার এই নূতন শাক্ত মতটাকে গায় না মাখ্‌লে হয় না? ধর্ম্ম ত মনের বস্তু, মনে রাখ্‌লে ত হয়। যদি গায় মাখ্‌তে হয় তবে আমার এক ব্যবস্থা শুনুন; গুরু সম্মুখে আর যজমান পশ্চাতে। সেই জন্য বলি সম্মুখে রক্তবস্ত্র রুদ্রাক্ষাদি পরিধান করে পশ্চাদ্‌ভাগে নামাবলী তুলসী চন্দন ধারণ করুন না। আপনার দু'দিক্ বজায় রবে।

শঙ্খ। দেখ বিদূষক! তোমার অন্নদাতার কুলপুরোহিত তোমার পরিহাসের পাত্র নয়।

রাজা। ক্ষান্ত হও রমণলাল! পরিহাসের কি পাত্রাপাত্র নাই?

রমণ। পাত্রও চাই, অপাত্রও চাই, যাহোক্ রাজ আজ্ঞা। চুপ!

(রজ্জু হস্তে একটী কিশোর বয়স্ক রাখাল বালকের ব্যস্তভাবে প্রবেশ)

রাখাল। দোহাই মহারাজ! রক্ষা কর! রক্ষা কর! না জেনে একটী বড় অন্যায় কাজ করে ফেলেছি। মনে বড় ভয় পেয়েছি, মহারাজ! তোমার শরণাগত হলাম, মহারাজ! আমায় রক্ষা কর। আমার কেউ নাই রাজা! তুমি আমায় রক্ষা কর।

রাজা। (স্থির দৃষ্টিতে বালকের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সস্নেহে) ভয় কি ভয় কি বালক! স্থির হও! স্থির হও! স্থির হয়ে এক একটী করে সমুদায় বিবরণ আমায় সবিশেষ বল,

ভয় কি ? আমি তোমায় শরণাগত বলে গ্রহণ কচ্ছি। নির্ভয়ে বল, আমার আশ্রয়ে তোমার ত্রিভুবনে কোন শত্রুর ভয় নাই। বল,—

রাখাল। রাজা! আমরা দশ বার জন রাখাল গোচারণের মাঠে গরু চরাচ্ছিলাম, কোথা থেকে একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের মত ঘোড়া এসে মাঠে পড়ল, গরুগুলি ভয়ে উভনেজে হাম্বারবে পালাতে লাগল। দু'পাঁচটা গরুকে চাট মেরে পা ভেঙ্গে দিয়েছে, আহা! তাদের কান্নার মত ডাক শুনে আমার বুক ফেটে যেতে লাগল, রাজা! মনে হলে এখনো আমার কান্না পায়। (করতলে মুখ ঢাকিয়া রোদন)

রাজা। কেঁদ না বালক! আমার কথা রাখ, তারপর কি বল।

রাখাল। তার পর রাজা! আমি গরুগুলির কষ্ট দেখ্‌তে না পেরে ঘোড়াটাকে ধরে ফেল্লাম।

রাজা। তুমি বালক। অত বড় ঘোড়া কি করে ধ'রলে ? মনে ভয় হ'ল না ?

রাখাল। রাজা! গরু ঘোড়াকে আমার ভয় হয় না। পরে সেই ঘোড়া ধরে নিয়ে রাজা! তোমার কাছে জানাতে এসেছি ; পথে সকলেই ব'লতে লাগ্‌ল যে ওরে, এ ছেলেটা করেছে কি! এ যে পাণ্ডবদের যজ্ঞের ঘোড়া। এখনই একে দেখতে পেলে এক বাণে বিঁধে ফেলবে এখন। রাজা! শুনে আমি ভয়ে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে রাজবাড়ী পানে ছুটে

এলাম, কিন্তু ঘোড়া আমার পেছু ছাড়লে না। যত তাড়িয়ে দি তত আমার পেছু পেছু আসে। আমি ভয়ে বাঁচি না। কি সর্ব্বনাশ হবে জানি না। শেষে ঐ সুমুখে আম গাছে বেঁধে রেখে এসেছি। রাজা! আমায় রক্ষা করবে ত? ঘোড়া ত ছেড়ে দিলে যাবে না। পাণ্ডবদের ভয়ে আমায় তাড়িয়ে দেবে না ত?

রাজা। তোমার কোন ভয় নাই বালক! আমি আমার ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের নামে সত্য প্রতিজ্ঞা ক'রে বলছি, তুমি আমার শরণাগত। আমি কোন শত্রুর ভয়ে তোমায় ত্যাগ করবো না। কিন্তু সাবধান! তুমি যেন আমার বিনানুমতিতে রাজপুরীর বাহিরে যেও না।

রাখাল। না রাজা! আমি বাইরে যাব না। তুমি না ব'ল্লে আমি আজ হ'তে রাজপুরীর বাহিরে এক পাও যাব না।

রাজা। তোমার হস্তে ঐ রজ্জু কিসের?

রাখাল। এই দড়ী দিয়ে ঘোড়া বেঁধেছিলুম, এখন ঘোড়াটাকে একটা লম্বা লতা দিয়ে আম গাছে বেঁধে রেখে এসেছি। সেই সরু লতার বাঁধনেই সে থাকবে। কোথায়ও যাবে না। আমি বুঝতে পেরেছি রাজা, সে ঘোড়াটা নিশ্চয়ই ছেলে ধরা ঘোড়া। এই দড়ী গাছটী আমি যার গরু চরাই তাঁর। রাজা! তুমি এই দড়ী গাছটি নাও। তাঁকে পাঠিয়ে দিও। আর আমার দশা তাকে জানিও। তিনি যেন ব্যস্ত না হন।

তাঁর গরুগুলি কোথাও যাবে না। এতক্ষণ ঘরে গেছে। রাজা! তুমি দড়ী গাছটী নাও, তাঁকে পাঠিয়ে দিও, ধর।

রাজা। (রজ্জু গ্রহণ)

রমণ। (স্বগতঃ) সাবধান মহারাজ! ঐ হাতে দড়ী দিলে, নিশ্চয়ই এর কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে। ছেলেটা নিতান্ত ছেলে মানুষ নয়। কিন্তু যা হোক ছেলেটির মুখখানি বড় সুন্দর। কথাগুলি বড় মধুর। কথা কইব না ভাল ক'রে দেখি।

শঙ্খ। (স্বগতঃ) এ বালক নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী। রাখালের কখনও এত রূপ সম্ভবে না। কেমন মনটা চঞ্চল হ'চ্ছে। যাই গৃহে যেয়ে বিশ্রাম করি। বহুদিনের পর্য্যটন ক্লেশের শান্তি আবশ্যক। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! অনুমতি হয়ত, একবার গৃহে যেয়ে বিশ্রাম করি। পথ পর্য্যটনে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত আছি।

রাজা। উত্তম। আপনার সায়ং সন্ধ্যা আজ রাজান্তঃপুরেই হবে; সকলকে তীর্থাশীর্ব্বাদ করবেন।

শঙ্খ। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রী! একবার যাও অশ্বটীকে উত্তম অশ্বশালায় সযত্নে সুরক্ষিত করবার অনুমতি দাও গে।

মন্ত্রী। (প্রস্থান)

রমণ। (স্বগতঃ) মহারাজের মনটা একটু ব্যস্ত দেখছি।

এখন যাওয়া যাক। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! পাণ্ডবের যজ্ঞাশ্বের কেমন মূর্ত্তি—একবার দেখে আসি।

[প্রস্থান।

রাজা। বালক! এখন মন স্থির হয়েছে ত? এখন এখানে অন্য কেহ নাই। আমার সঙ্গে একবার প্রফুল্ল মুখে কথা কও। দেখি ঐ সুন্দর মুখ খানি প্রফুল্ল হ'লে আরও কত সুন্দর দেখায়। তোমার নাম কি বালক?

রাখাল। আমার নাম কালো।

রাজা। তোমাদের দেশ কোথায়?

রাখাল। মধুপুর। সেই যমুনার তীরে।

রাজা। তুমি কি জাতি?

রাখাল। আমার ক্ষত্রিয়ের ঘরে জন্ম। বাবা বড় কাঙ্গাল ছিলেন, আমায় পালতে পাল্লেন না। এক জন আহিরী গোপ-রাজাকে আমায় বিলিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে প্রথমে বেশ সুখে ছিলাম। শেষটা বড় কষ্ট দিতে লাগ্‌লো, তাই সেখান থেকে চলে এলাম। এখানে সেখানে অনেক ঘুরে শেষে রাজা তোমার রাজ্যে এসে বৈষ্ণব হয়েছি। একজন বৈষ্ণব গৃহস্থের গরু চরাই। আর সেই খানে থাকি। রাজা! আমার আপনার বলে কেউ নাই।

গীত

পরিচয় দিয়েছি কত তবুত কেও চেনে না।
(আমি) ভালবাসার কাঙ্গাল বলে, কেহ ভালবাসে না॥

ভালবাসা পাব বলে, ভালবাসি বিনা মূলে,
আমি খুঁজে বেড়াই, যেচে বিলাই,আমায় দিতে কেউ জানে না॥
সদা স্নেহভাবে মোরে যে ভাবে মনে,
পুত্র হয়ে থাকি তারই ভবনে ;—
অযতনে (আমি) দূরে থাকি বনে বনে ॥
আমি, বালকের প্রেম বড় ভালবাসি,
তাই রাখালের সঙ্গে মিশি ;—
(সবায়) নিজ সম দেখি, ভাই বলে ডাকি,
সখা সনে সুখে থাকি ॥
কত, স্নেহ বাধা ভার ধরেছি শিরে আমি ;
কত, বিনা দানে পার করেছি নীরে আমি ;—
আমি, বিলাইতে প্রেম, শিখাইতে প্রেম,
কত যাই কত আসি ॥
(আমি) পরের তরে, কত সয়েছি—
কত যে আঘাত প্রাণে কত বার পেয়েছি ;
পাষাণের ঢাকা দিয়ে ঢেকে রেখেছি ;—
আমার কালবরণ, দুঃখের দাহনে আমার
কালবরণ ; গোচারণ করে আমার কালবরণ ;
কালীদহের বিষে আমার কালবরণ ॥
যমুনার তীরে এক আহিরী কিশোরী।
কিশোর বলিত আমায় গরব করি ॥
(আমি ভুলিতে পারিনে) (সে যে কত ব্যথা
দিয়াছিল ভুলিতে পারিনে) (মান অভিমান তার
ভুলিতে পারিনে)

বিদায় লয়েছি তার চরণে ধরি ॥
এ সব খেলা সাঙ্গ হ'লে, শুয়ে থাকি অতল জলে,
একজন কুমারী পায় ধরি জাগায় তবু ঘুম ভাঙ্গে না ॥

রাজা। তুমি আমাদের কাছে থাক্‌বে ?

রাখাল। থাকবো, যদি ভালবাসো। তাহ'লে কেন থাক্‌ব না ? আমি ভালবাসার বড় কাঙ্গাল। আমার ভালবাসার কেউ নাই।

রাজা। তোমায় দেখে ভালবাসে না এমন পাষাণ কি কেউ আছে ?

রাখাল। আছে রাজা ! অনেক আছে। আমি ভালবাসা অনেক খুঁজে দেখেছি। কিন্তু মনের মতন কোথায়ও পাই না।

রাজা। যদি আমার কাছে মনের মত পাও !

রাখাল। তবে তোমার কাছে চিরকাল থাক্‌বো। কিন্তু রাখালের মনের মত ভালবাসা কি রাজবাড়ীতে আছে ?

রাজা। আছে। আমার বাড়ী রাজার বাড়ী নয়। তোমার স্বজাতি বৈষ্ণবের বাড়ী।

কালো। তবে দেখি রাজা ! রাখাল পর্য্যন্ত নামতে পারে কিনা ? রাজা ! আমায় দেখে তোমার ভালবাসতে ইচ্ছা হয় কেন ?

রাজা। তোমার মূর্ত্তিখানি চক্ষু জুড়ান বড় সুন্দর। তোমার কথাগুলি কর্ণ জুড়ান বড় মধুর। বিশেষতঃ তোমার

বুদ্ধি টুকু মরি! মরি! অতি প্রাণভরা অতি মনোরম! তোমায় দেখলেই যেন হৃদয়ে স্নেহবাৎসল্যের সমুদ্র উথলে উঠে।

কালো। তবে আমায় কোলে কর রাজা।

রাজা। তুমি আমায় রাজা ব'লে ডাকলে আমি তোমায় কোলে ক'রব না। রাজা কি রাখালকে কোলে করে?

কালো। তবে কি ব'লে ডাক্‌ব?

রাজা। তোমার ইচ্ছা।

কালো। (সকরুণে) বাবা! বাবা! আমার কেউ নাই, আমায় কোলে কর।

রাজা। এস! বাবা এস। কোলের রত্ন কোলে এস। একি বাবা! চোখে জল কেন?

কালো। রাজার কোলে কাঙ্গাল রাখাল ভেবে আনন্দে চোখে জল আসছে বাবা। আমায় কোলের রত্ন ব'লছ কেন বাবা! তোমার তো আমার চেয়েও ভাল আর ও দুটী নিজের রত্ন আছে, তবে আমায় কেন রত্ন ব'লে কোলে ক'রছ?

রাজা। বাবা! আমার সূর্য্যকান্তমণি আর চন্দ্রকান্তমণি দুটী রত্ন আছে। কিন্তু নীলকান্তমণি একটী অনেকদিন হ'তে সন্ধান ক'রছি, আজ সেই সন্ধানের ধন নীলকান্তমণি! তোমায় বিনা সন্ধানে কুড়িয়ে পেয়েছি। তাই বাবা! তোমায় কোলে করি নাই। হৃদয়ে ধরেছি। কালো!!

কালো। বাবা! বাবা!! (রাজার কণ্ঠধারণপূর্ব্বক মুখের নিকট মুখ আনয়ন)

রাজা। বাবা! নীলকান্তমণি! আরও দু একটি কথা কও। বড় মধুর কথা তোমার।

কালো। বাবা! তোমাদের এই রাজপোষাক—আমায় কখনও পরাবে না বল?

রাজা। কেন বৎস! এই পরিচ্ছদে তোমার এত আপত্তি কেন? রাখাল বেশে রাজসংসারে তোমায় সাজবে কেন? লোকে দেখলে ব'লবে কি?

কালো। ব'লবে রাজবাড়ীর রাখাল! তা যা বলে বলুক, আমার বেশে আমি থাকব। বাবা! দুদিনের জন্য রাজপোষাক পরে মন গরম ক'রব কেন? আবার যদি আমায় মাঠে যেয়ে গরু চরাতে হয়, তবে তখন যে আর আর রাখালেরা রাখালের গায়ে রাজপোষাক দেখলে হাসবে। কেন বাবা! এবেশে কি আমায় ভাল দেখায় না?

রাজা। অতি সুন্দর দেখায়। তুমি এই বেশেই থেকো। কিন্তু আমরা প্রতিদিন তোমায় সাজিয়ে দেবো।

কালো। তা দিও। ভাল কথা। বাবা! তোমাদের বাড়ীতে আমাকে কি কি করতে হবে ব'লে দাও।

রাজা। কিছুই করতে হবে না। কেবল আমাদের কোলে কোলে থাকতে হবে।

কালো। তাকি হয়? দিন রাত কোলে কোলে থাকলে যে দুদিনেই পুরানো হ'য়ে যাব। সে হবে না বাবা। আমার যে কাজে প্রাণ চায়, আমি তাই করতে পাব, তাই বল।

রাজা। তুমি কি কি কাজ কর্‌তে জান ?

কালো। আমি গরু চরাতে জানি, ঘোড়া চালাতে জানি, ভার বইতে জানি, নৌকা বাইতে জানি, গান গাইতে জানি, নাচতে জানি, আরও কত জানি।

রাজা। আরও যে কত জান তা বুঝতে পাচ্ছি।

কালো। কি বুঝতে পাচ্ছ বাবা ? কি জানি বল না ?

রাজা। পাষাণ গলাতে জান নয় ?

কালো। (সহাস্যে) পাষাণ গলাতে বোধ হয় পারি না। তবে পাষাণ চাপাতে পারি। পারি না বাবা ?

রাজা। হুঁম্! ক্রমে বুঝতে পাচ্ছি। তা এখন আমার কোলে উঠে এই ভাবে অন্তঃপুরে রাণীর কাছে যেতে হবে চল।

কালো। (সহাস্যে) হাঃ! হাঃ! হাঃ! ছেলেরা মায়ের কোলে উঠে বাবার কাছে যায়, আর আমি বাবার কোলে উঠে মায়ের কাছে যাচ্ছি। কুড়িয়ে পাওয়া ছেলের সব উল্‌টো চলন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ভদ্রাবতী রাজান্তঃপুর

প্রভাবতীর প্রকোষ্ঠ

(প্রভাবতীর হস্ত ধারণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বলা কুবলয়ার প্রবেশ)

কুবলয়া। গাও প্রভা! গাও ;—

বঁধুহে! মরকত মুকুর হিয়া হামারি।

তুয়ারূপ কাল ছবি সতত নেহারি ॥

প্রভা। (উক্ত পদদ্বয় সুরে গীত)

কুবলয়া। গাও প্রভা !

নব জলদ ভানু, কিশোর শ্যাম তনু
বেণু বাদন মনোহারী।
শ্রীমুখ ভাতি যিনি, শারদ চন্দ্রমা
হাস বিলাস বিহারী ॥
কিবা চারু চিকুরজাল, ছোড়ি অলকাদল,
মণ্ডিত শিখি পাখা চূড়ে।
চাহনি কি ভঙ্গিম, মৃদুল বঙ্কিম
ভাব কি জানত মূঢ়ে ॥
মালা মালতী গলে, পীত বসনে দোলে
চাঁদিমা চপলা যেন মাধুরী।
নূপুর রব শুনি বঁধুয়া মনে গণি
(বঁধু) হাম জানিনু আজি পিয়ারী ॥

প্রভাবতী। (উক্ত পদ সুরে গীত)

কুবলয়া। (বিহ্বল ভাবে) প্রভা রে ! ঐ যে মুক্তারাজীর মত ঘর্ম্ম বিন্দু তোমার ললাটে দেখা দিয়েছে। শ্রান্ত হয়েছ ভাই ! সে কপটের কাল কুটীল ভাব তোমার সরল হৃদয়ে সইতে পারবে না। একটু বিশ্রাম কর। আমি দাসী ; সেই নিষ্ঠুরের আমি দাসী। সাধ ক'রে কপটের ভার আমি হৃদয়ে ধরেছি। আমার ভার আমিই বইব।

নাথ হে! বঁধু হে!

শ্যাম সুন্দর প্রেম মন্দর

গতি মন্থর বঁধু হে!

দলিতাঞ্জন রূপে গঞ্জন

দুখ ভঞ্জন বঁধু হে!

এস হে এস হে নাথ, আসন পেতেছি হৃদে

মুছেছি কালিমা বিন্দু বঁধু হে!

তোমায় পড়িলে মনে, চেয়ে থাকি চাঁদ পানে

উথলে প্রেমের সিন্ধু বঁধু হে!

প্রভারে! সে যে কি রূপ, সে রূপের কি যে জ্যোতিঃ তা কোথাও দেখতে পাবে না। সেরূপ জ্যোতি চন্দ্রে নাই, সূর্য্যে নাই, চপলায় নাই, অনলে নাই। তবে আছে কোথায় জান? যার রূপের জ্যোতি তারই কাছে। তাকে দূরে দেখি, নিকটে দেখি, হৃদয়ে দেখি। হৃদয়ে দেখে হৃদয়ে ধ'রে রাখি। মনে হয় যেন হৃদয়ের ধন হৃদয় ছেড়ে যাবে না, কিন্তু সে নিষ্ঠুর যখন যায়, তখন আর ধরে রাখতে পারি না।

প্রভাবতী। দিদি! তোমার নারী দেহ, নারী জন্ম, নারী জীবন, আমাদের নারী সমাজের জন্য নয়। যেন নন্দনের মন্দার কুসুম তুমি আমাদের অন্তঃপুরোদ্যানে এসে ফুটেছ। যেন নারায়ণ পূজার ফুল এনে কে বালক বালিকার খেলার ঘরে রেখেছে! আমরা এ ফুলের রূপ রস গন্ধ কি বুঝবো দিদি? যে দেশের ফুল, সেই দেশের লোক বুঝে, সেই দেশের

লোক জানে। তুমি যেন কোন পুণ্যের দেশে যাচ্ছিলে :— পথের মাঝে আমাদের দেখে আমাদের ভালবাসার মায়ায় দুদিনের জন্য আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়েছ। দিদি! সত্যই বলছি, তুমি ভুলে এসেছ।

কুব। প্রভারে! আমি ভুলে আসি নাই। আমি এসে ভুলেছি। ভুল ঘুচলে আবার আমার পথে আমি যাব। তোমার পথে তুমি যাবে, যার পথে সে চলে যাবে।

প্রভা। আমায় দিদি! তোমার পথের সঙ্গিনী কর। তোমার পথ বড় সুন্দর, বড় প্রশস্ত।

কুব। স্নেহের প্রভা! যার জন্য যার দেখান পথে আমি যাচ্ছি, যাকে পাব ব'লে আমি এই পথে এসেছি, যার অভাবে আমার অভাব, সে অভাব তো তোমার নাই।

প্রভা। তোমার সে অভাবের ভাব কে?

কুবলয়া। আমার শ্যাম। সেই আমার অভাব, সেই আমার ভাব।

প্রভা। আমার সে অভাব নাই কেন?

কুবলয়া। তোমার শ্যাম ত তোমার কাছেই আছেন।

প্রভা। কে আমার শ্যাম? ও মা! সে কি?

কুবলয়া। তোমার স্বামী তোমার শ্যাম। শ্যামই স্বামী, স্বামীই শ্যাম।

প্রভা। শ্যাম আর স্বামী যদি একই হন; তবে দিদি!

তুমি এতদিন নিষ্ফল শ্যাম সাধনা কচ্ছো কেন! বিবাহ কর;—স্বামী সেবা কর, তোমার শ্যাম সাধনা সফল হবে।

কুবলয়া। প্রভা! শ্যাম আর স্বামী এক হ'লেও আমার চোখে বস্তু আর ছবি। যে বস্তু না বুঝতে পারে, সে ছবি দেখে বস্তু নির্ণয় করে। পরে বস্তু নির্ণয় করা হ'লে, ঐ ছবিতেই বস্তু নিরূপণ ক'রে, বস্তুর সাধনা কর্‌তে হয়। আমি যখন বস্তুর ভাব বুঝতে পেরে বস্তুসাধনা কচ্ছি, তখন আর আমার ছবির আবশ্যক কি? যখন একত্ব বুঝেছি তখন আর দ্বিত্ব কেন?

প্রভা। দিদি! দ্বিত্ব তাহ'লে আমার আছে, আমি তাহ'লে দ্বিচারিণী?

কুব। দুর হাবি! হ'তে চা'স, হ'গে যা। আমায় আবার সাক্ষী রাখছিস্ কেন?

প্রভা। তুমি সর্ব্বদা কাছে থাক, সবই জান।

কুব। দেখ প্রভা! আমি আর তোদের কাছে আস্‌ব না।

প্রভা। কেন দিদি! আমরা কি অপরাধ ক'রেছি?

কুব। অপরাধ অন্য কিছু নয়, তোমরা নিজে নিজে সর্ব্বদা নৃত্যগীত, রঙ্গ-পরিহাস ল'য়ে সদানন্দে থাক,—আর আমি কাছে এলে কেবল পুরাণ শাস্ত্রের পুরান কাসুন্দির হাড়ী খুলে বসো। কেন ভাই! আমার প্রাণ কি এতই নিরানন্দ? এত নীরস? তোমাদের আনন্দে কি আমি কেহ নই?

প্রভা। (দূরে বিভাবতীকে আসিতে দেখিয়া) দিদি! ঐ দেখ বিভা আসছে। তোমার অভিমানের যত অনুযোগ ওর

কাছেই কর, ইনিই এখন আমার সংসার-রাজ্যের সঙ্গীত বিভাগের গৃহিণী।

বিভা। (মৃদু মৃদু হাসিমুখে প্রবেশ করিতে করিতে) আমি সব শুনেছি, আমারই কথা হচ্ছিল? না? আমারই নিন্দা কুৎসা হচ্ছিল, না? আমি সকল সময় কেবল হাসি, আমি অস্থির, কারো সেবা শুশ্রূষা করি না, কেমন? এইকথা হচ্ছিল? না? আমি কার কি ক'রেছি?—সকলে কেবল আমারই কথা নিয়ে আছে। (কৃত্রিম রোদনচ্ছলে চোকে অঞ্চলদান)

প্রভা। (সস্নেহে বিভার কণ্ঠ বাহু দ্বারা বেষ্টন) তুই আর কারো চোখে মধু হ'তে পারিস্, কিন্তু আমার চোখে বালি—এ সংসারে মাত্র তুই।

বিভা। (কৃত্রিম ক্রোধে) কেন?

প্রভা। কেন? আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছিস্? তোর লজ্জা নাই। ছেলেবেলা মা বাবার কাছে ছিলাম, সেখানে মা বাবার ভালবাসার ভাগ নিয়ে আমার সঙ্গে ভাগাভাগি কর্‌তিস্;—আবার এখানে শ্বশুর বাড়ী এসেছি, শ্বশুর শাশুড়ীর ভালবাসার ভাগ নিতে এখানেও আমার সঙ্গে এসেছিস্। সেখানেও ভাগাভাগি—এখানেও ভাগাভাগি,—তুই আমার চোখের বালি।

বিভা। (ব্যগ্রভাবে প্রভাবতীর নিকট গমন এবং দুই হস্তে তাহার চক্ষু বিস্তার করিয়া) তাইত, এ যে চোখভরা বালি,

হায় হায়! কি করি! (ফুৎকার) ফুঃ যা বালি উড়ে যা! আমার আজ্ঞে উড়ে যা! (কিঞ্চিৎ পশ্চাদপসরণ পূর্ব্বক) দিদি! চোখের বালি উড়ে গেছে? না আবার ফু!! দেব?—

প্রভা। (বিভার বামগণ্ডে তর্জ্জনী দ্বারা মৃদু আঘাত করিয়া) আমার চোখে বালি থাকবে! বালিতে আমার চোখ ভ'রে যাক্, বালিতে আমার চোক কানা হোক্, তোর তাতে কি রে? তুই আমার কে?—

বিভা। (সাদরে প্রভার কণ্ঠ ধরিয়া) দিদি! আমি তোমার বিভা।

প্রভা। গীত

(আমার) সোণার কমল কলি,
কোলে আয়রে হৃদয় জুড়াই।
এক মৃণালে যুগল কমল,
কেমন দেখায় সবায় দেখাই॥

বিভা। (প্রভার মুখ ধরিয়া)

গীত

সোণার কমল তোমায় বলি
আমি ছোট কুন্দ কলি,—
স্নেহে দেখো, ছায়ায় রোখো,
অকালে যেন না শুকাই।

(সহসা নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

নর্ত্তকীগণ। গীত

যুগল কমল শোভে এক মৃণালে ঐ
লাবণ্য সলিলে দোলে রূপ হিল্লোলে ঐ।
প্রফুল্ল কমল আঁখি
ভাবে দোঁহে দেখ দেখি,
কে কার রূপে অধিক সুখী তাই সুধালে ঐ॥ (উপবেশন)

প্রভা। চির্দিন কি কলি রবে, রবি হেরে ফুট্‌তে হবে,
সূর্য্যমুখী কমল সবে, সূর্য্য করে হৃদয় বিলাই।

নর্ত্তকীগণ। যুগল কমল লীলা স্নেহময় বিলাস।
দুজনা দুজনে হেরে মৃদু মৃদু হাস।
হেরেছি সই কত শোভা,
কত মুনি মনোলোভা,
প্রভাসনে শোভে বিভা শোভার আবাস॥ (উপবেশন)

বিভা। গীত

রবির তরে ফোটে হৃদয়,
তবু রবি কেন নিদয়,
কমল-জীবন-বারি শুকায়,
এ বেদনা কারে জানাই॥

নর্ত্তকীগণ। গীত

নলিনী সলিলে ভাসে, আকাশে তপন,
যত দূরে তত বাড়ে প্রেম আকিঞ্চন॥

অভিমানে রবিকর, তবু যদি নাহি হের,
রবি কর নিরন্তর করে বিতরণ॥

কুবলয়া। (স্বগত) আ মরি আনন্দময় বঁধু হে, এই আনন্দই তোমার লীলা! মরি! যেন রামকৃষ্ণের যুগল প্রকৃতি রেবতী রুক্মিণী, একাসনে ব'সে আছে। বঁধুহে! বিশ্বময় তুমি, তুমিময় বিশ্ব, এ আনন্দ সুধাপানের পিপাসা ত মিটল না। (নর্ত্তকীগণের প্রতি) তোমরা একটি গাও। বিভা! তুমি আগে গাও।

নর্ত্তকীগণ। গীত

কেন বঁধু প্রাণ দিলে সযতনে নাও না।
(আমি) মুখ পানে চেয়ে থাকি তুমি ত ফিরে চাও না॥
শ্যাম নীরদ রূপ দেখি, তাপিত তৃষিত এ চিত চাতকী,
প্রেম ভালবাসা, প্রাণের পিয়াসা, লুকান আমার আছে কি—
তব প্রেম লাগি, আপনা তেয়াগী, তুমিময় সব দেখি।
বঁধু দাসী বলে, পদতলে, তবু স্থান দাও না॥
রূপবিহীন গোপবালা, কাতরা অধীরা বিধুরা সরলা,
সব রূপ লয়ে, রূপময় হয়ে, কেন কর রূপের ছলনা,—
রূপ বিনিময়ে, প্রেম ধন দিয়ে, জুড়াও জীবন যাতনা,—
কেন, হৃদয়কদম্বমূলে মুরলি বাজাও না।

(পরস্পরের বাহু বেষ্টিত হইয়া হাস্যমুখে
সুরথ সুধন্বার প্রবেশ)
(প্রভাবতীর ইঙ্গীতে নর্ত্তকীগণের প্রকোষ্ঠান্তরে প্রস্থান
এবং বিভাবতীর সলজ্জভাবে প্রভাবতীর নিকট অবস্থিতি)

সুরথ। (সুধন্বার প্রতি) দাদা! তাই যদি হবে, তবে বিধাতা আমাদের দশটা ইন্দ্রিয় দিয়েছেন কেন, সুধু মনটী দিলে ত হতো, সুধু মনে মনে ভগবানের রূপ ল'য়ে যদি দিন কেটে গেল, তবে আর আর কাজ কর্ম্ম কখন কর্‌বো?

সুধন্বা। ভাই হাতে কর্ম্ম, মনে ভগবান, দুই ল'য়ে সুখে দিন কাটাও; মন রাজা, ইন্দ্রিয়গণ তাঁর দাস দাসী। রাজবাড়ীতে যখন সম্রাট এসে অতিথি হন, তখন সম্রাট রাজার কাছে থাকেন। দাস দাসীরা, দাস দাসীদের কাছে থাকে। সেই জন্য মনে ভগবান থাকেন, হাতে কর্ম্ম থাকে।

সুরথ। দাদা! ভগবানের কথা অত সাদা কথায়, বোঝা যায় না। দু একটা অনুস্বার বিসর্গ দিয়ে শাস্ত্রের শ্লোক বল। আমি না হয় মূর্খ। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে মিলে অভ্যাস নষ্ট কর কেন?

সুধন্বা। (সুরথের মুখ ধরিয়া) মুর্খ ভাইটী আমার! তোমায় দেখ্‌লে যে আমি সনক সনাতন শুকদেবকে ভুলে যাই। ভাই! মনে ভক্তিকে রাখ। অন্তরেন্দ্রিয়ে জ্ঞানকে রাখ, আর বাহ্যেন্দ্রিয়ে কর্ম্মকে রাখ, তা হ'লে তখন রাজরাজেশ্বর ভগবান তোমার রাজান্তঃপুর রাজসভা সর্ব্ব রাজ্যে এসে বিরাজ কর্‌বেন। এখন বুঝেছ?

সুরথ। বুঝ্‌লাম বটে! কিন্তু আমার রুচির বাইরে গেল।

সুধন্বা। কি রুচি! কি সংস্কার তোমার ভাই!

সুরথ। আমি বলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম ক'রেই যাই। 'কি

ভগবান! কে ভগবান! কোথায় ভগবান!' এ সব ভেবে মর্‌বার আবশ্যক কি? কত ভগবান আমাদের সুমুখে রয়েছেন, তবে আবার ভগবান কেন?

সুধন্বা। কে কে ভগবান ভাই?

সুরথ। এ ধারণা। বাবা ভগবান, মা ভগবান, দিদি ভগবান, তুমি ভগবান, আমার ভগবানের অভাব কি?

সুধন্বা। মরি! মরি! ছদ্মবেশী শুকদেব ভাইটী আমার। কথাটী সত্য কিন্তু এরা বিভিন্ন অংশ আর তিনি একা পূর্ণ অংশ ল'য়ে পূর্ণ ধর্‌তে হয়।

বিভাবতী। (কুণ্ঠিতভাবে কুবলয়ার প্রতি) চল না দিদি! তোমার সেই দিনকার, বৃন্দাবনের রূপকথা শুনাবে চল না! (কুবলয়াকে বেষ্টন পূর্ব্বক উভয়কে লইয়া)।

প্রভাবতী। দেখ দেখি! কি অত্যাচার! একটু আনন্দ আমোদ কচ্ছিলাম্ প্রাণে সইল না। কেমন আনন্দের বাজার বসিয়েছিলাম! জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, শ্লোক, শাস্ত্র, অস্ত্র সস্ত্র, ল'য়ে দুই জন এসে উপস্থিত হ'লেন, আমার বাজার ভেঙ্গে গেল।

সুরথ। (জিব কাটিয়া) হায়! হায়! কিঁ পরিতাপ! কি অনুতাপ! কি প্রতাপ! কি রৌদ্রতাপ! বুধরাণি ঠাকুরাণি! ক্ষমা করুন এই চুপ কর্‌লাম। চুপ! সব চুপ! (অধরে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী স্পর্শ করিয়া) রে হরিণ! চুপ! রে বনতরু! বনলতা! বন্যজীব! চুপ! রে ভৃঙ্গ চুপ!

প্রভা। দেখ তুমি বড় অশ্লিষ্ট হ'য়েছ! তোমায় শাসন কর্‌তে হবে! তুমি আমার নিকট এসেছ কেন?

সুরথ। (করযোড়ে) আজ্ঞে একটু আবশ্যক আছে! দাদার একটি জিনিস হারিয়েছে, তাই খুঁজ্‌তে এসেছি।

প্রভা। কি হাঁরিয়েছে?

সুরথ। দাদার বাম পায়ের বিনামাখানা হারিয়েছিলেন। তা এখানে এসে পাওয়া গেছে। এখন আমি আসি।

প্রভা। কৈ! বিনামা কৈ? দেখি?

সুরথ। এই যে তুমি! তুমি আমার দাদার বাম পায়ের বিনামা!

প্রভা। ডান পায়ের খানি কৈ?

সুরথ। সেখানি কি হারায়! যে পায়ের বিনামা সেই পায়ে থাকে!

প্রভা। তা হ'লে সেখানি বুঝি তুমি! কেমন?

সুরথ। হাঁ! হাঁ! দুশবার। হাঁ!

সুধন্বা। (স্বগত) আমরি! কি আনন্দময় দৃশ্য! গৃহ বিবাদে কত সংসার উৎসন্ন হয়। কিন্তু এমন নির্ম্মল আনন্দের গৃহ বিবাদ যে সংসারে আছে, সে সংসার ইন্দ্রের বৈজয়ন্ত ধাম অপেক্ষা সুখ-শান্তিময় স্থান! (প্রকাশ্যে সুরথের প্রতি) ভাই, এ তোমার কেমন শিষ্টাচার প্রভাবতীকে প্রণাম কল্লে না।

প্রভা। আমিও তাই বল্‌বো ভাব্‌ছিলাম। দেবর তুমি আমায় প্রণাম কল্লে না।

সুরথ। দুজনেই লাগ্‌লে! হা ভগবান! আমার দিকে কেউ নাই! (প্রভাবতীর প্রতি) দেখ তুমি আমার প্রধান শত্রু! তোমায় দেখ্‌লে আমার রাগ হয়! তাইতে মাথা হেঁট হ'তে চায় না।

প্রভা। আমি তোমার শত্রু! ও মা সে কি কথা?

সুরথ। আমার সমুদয় সম্পদৈশ্বর্য্যের অর্দ্ধাংশ তুমি বল-পূর্ব্বক অধিকার ক'রেছ, তুমি আমার সম্পদে আমায় বঞ্চিত ক'রেছ। তুমি আমার শত্রু নও! আমার পিতা মাতার ভালবাসা, আমার ভ্রাতা ভগিনীর ভালবাসা, আমার ষোল আনা সম্পদ ছিল। তুমি এসে তার অর্দ্ধাংশ দখল ক'রেছ। তুমি আমার ঘোর শত্রু! তোমায় আবার প্রণাম কর্‌বো!

প্রভা। সে সম্পদ তোমার একা নিজের মনে ক'রেছ নাকি? আমি আমার প্রাপ্য ধন অধিকার ক'রেছি! আর যদিও তাতে দোষ হ'য়ে থাকে, তা হ'লেও আমি তার চতুর্গুণ মূল্যের সম্পত্তি তোমায় বিনামূল্যে দিয়েছি।

সুরথ। কি দিয়েছ তুমি?

প্রভা। কি দিয়েছি জান না? আমার হৃদয়ের আধখানা দিয়ে গড়ান, শারদ পৌর্ণমাসীর জ্যোৎস্না দিয়ে ধোয়ান, স্বর্গের সুধা মাখান, আমার প্রাণেরও অধিক স্নেহের ভগিনী বিভাবতী তোমার গৃহলক্ষ্মী, তোমার অঙ্কলক্ষ্মী। বিভাবতী সেই চতুর্গুণ মূল্যের সম্পত্তি।

সুরথ। (সহাস্যে) ওহো ! হো ! গৃহলক্ষ্মী ! পদসেবার দাসী আবার গৃহলক্ষ্মী।

প্রভা। ঐ পদসেবার দাসী আবার অঙ্কলক্ষ্মী, কণ্ঠমণি শিরোমণি সবই হবে। দেখ, তুমি যতই বল আমায় প্রণাম কত্তেই হবে। ভাল, বল দেখি, কি হ'লে তুমি আমায় প্রণাম কর ?

সুরথ। তুমি যদি তোমার ঐ বড় সাধের চুলের রাণা বুলিয়ে আমার দাদার পায়ের উপরে পড়ে ধূলা মাখ্‌তে পার, তবে আমি তোমায় যা হ'ক ক'রে একটা প্রণাম করি।

প্রভা। এই কথা। তা এই দেখ। (সুধন্বাকে প্রণাম)

সুধন্বা। চিরসুখিনী হও।

প্রভা। ও আশীর্ব্বাদ আমি চাই না, বল যে চিরসধবা হও।

সুধন্বা। চিরসধবা হও।

প্রভা। এখন দেখ দেবর। আমি কেমন সৌভাগ্যবতী আমি রাজ রাজেশ্বরী এখন আমায় প্রণাম কর।

সুরথ। তুমি নিতান্তই ছাড়বে না, তবে এই নাও। (প্রভাবতীকে প্রণাম এবং পদধূলি লইয়া ভঙ্গী পূর্ব্বক ধূলি ঝাড়িয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা শিরস্পর্শ) এস দেখি, এখন কি আশীর্ব্বাদ করে আমায় সন্তুষ্ট করবে, কর দেখি।

প্রভা। বিভাবতী যেন আমার চিরসধবা হয়।

সুরথ। স্বার্থপরায়ণা তুমি, ভগিনীর ইষ্ট কামনা কচ্চো। ও আশীর্ব্বাদ আমার মনোমত হল না।

প্রভা। তবে তুমি বলে দাও কি বলে আশীর্ব্বাদ কর্‌বো।

সুরথ। বল যে মহাপুরুষ সুধন্বাবীর রাজা রামচন্দ্র আর আমি তাঁর স্নেহের অনুজ লক্ষ্মণ।

প্রভা। ভাল তাই বল্লেম! তাহ'লে আমি কে বল দেখি।

সুরথ। তুমি! তবে শুন্‌বে? তুমি আমার মা জনক-নন্দিনী সীতা।

(সহসা বিভাবতীকে লইয়া কুবলয়ার প্রবেশ)

কুবলয়া। আর আমার সঙ্গে এই নন্দনবনের স্বর্ণলতা ঊর্ম্মিলা! আজ আমি আমার নারীজন্মের সাধ পূর্ণ ক'রে একটী স্বর্গের দৃশ্য দেবছবি দেখবো! আমার পার্থিব স্নেহ সমান দুই ভাগ করে, আর আমার পার্থিব মায়া সমান দুই ভাগ করে, দুইটি যুগল ছবি দেখ্‌বো। (সুধন্বা এবং সুরথের হস্তধারণ পূর্ব্বক) এই দুটি আমার পার্থিব স্নেহের ছবি! (উভয়কে পৃথক করণ এবং বিভাবতী ও প্রভাবতীর হস্তধারণ পূর্ব্বক) আর এই দুইটী আমার পার্থিব মায়ার ছবি! এস স্নেহের সঙ্গে মায়া এসে মিলিতা হও। (প্রভাবতীকে সুধন্বার বামপার্শ্বে এবং বিভাবতীকে সুরথের বামপার্শ্বে রক্ষা) দেখ রে নয়ন, এমন আনন্দ দৃশ্য, এমন স্বর্গের ছবি, এ পৃথিবীতে আর কোথায় ও আছে কি? হৃদয়ের ধন শ্যামসুন্দর হে! আমার এই যুগল চিত্র দুখানি যেন কখনও মলিন না হয়;—

গীত

এই যুগলে যুগল, হেমশতদল রূপে প্রেমে সুমিলন।
হেরে মণিময় মেলা মোহিত নয়ন॥
আমার সাধ হয় মনে, এ দুর্ল্লভ ধনে,
পূজি শ্যামধনের যুগল চরণ॥
এ সাজান ডালি, পদে দিব তুলি, ঘুচিবে ভাবনাভার ;—
সখা, তোমার খেলার তরে সাজান সংসার ;
তোমার সকলি সুন্দর, হে শ্যাম সুন্দর, এ সুন্দরে তোমার
সৌন্দর্য্য সাধন॥
সুন্দর দরশনে, তোমায় পড়ে মনে, তুমিময় ভবধাম ;
যত সুন্দরতা তোমার রূপের পরিণাম ;
দেখো, যেন দয়াময়, মলিন না হয়,
এ পুষ্পাঞ্জলি করি চরণে অর্পণ॥

(সকলে কুবলয়াকে প্রণাম)

(অন্যদিক দিয়া রাখাল বালক কালোকে কোলে করিয়া
রাণী নারায়ণীর প্রবেশ)

রাণী। আমরি রে! আমার এ আনন্দের অন্তঃপুরে, অমরাবতীর নন্দন-কানন, কে সাজিয়েছে রে! পারিজাতের গায়ে কল্পলতা আর মন্দারের গায়ে কাম্যলতা জড়িয়ে আমার প্রাণের বাসনা পূর্ণ ক'রে কে এমন সাজিয়েছে রে!

কুবলয়া। আমি সাজিয়েছি মা।

(রাণীকে সকলে প্রণাম)

কালো। (রাণীর ক্রোড় হইতে অবতরণ করিয়া) মা! আমি এর চেয়েও ভাল করে সাজাতে জানি! আজ নয়, আর একদিন সাজাব মা! আমার সে সাজান দেখ্‌লে মা! তোর চোখে আর পলক পড়্‌বে না। আজ নয়! আর একদিন সাজাবই সাজাব।

কুবলয়া। এ ছেলেটি কে মা!

সুধন্বা। এ ছেলেটি কে মা?

প্রভাবতী। এ ছেলেটি কে মা?

সুধন্বা। (স্বগতঃ) সামান্য পরিচ্ছদে আবৃত এ দেবজ্যোতি বালকটী কে? এ ক্ষুদ্র দেহ-আধারে যেন রূপের রাশি ধরে না বলে উছ্‌লে উড়্‌ছে? (প্রকাশ্যে) মা! এ ছেলেটিকে কোথায় পেলে মা?

রাণী। বাবা! ছেলেটি নিরাশ্রয়! আশ্রয়ের জন্য রাজ-সভায় মহারাজের নিকট এসেছিল, একে দেখে এর কথা শুনে, মহারাজ আশ্রয় দিয়েছেন, পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন কর্‌তে মহারাজ স্বয়ং কোলে ক'রে এনে আমার কোলে দিয়ে গিয়েছেন? তোমাদের কাছে রেখে যাবার জন্য একে এখানে এনেছি। তোমরা একে আপন ভাইয়ের মত যত্ন ক'রো, ভালবেসো—এই মহারাজের আদেশ! বাবা চেয়ে দেখ দেখি! ছেলেটি যেন নিজেই আনন্দদুলাল! একে অন্তঃপুরে আন্‌বার পূর্ব্বেই আমার অন্তঃপুরে যেন আনন্দের হাট বসেছে! (বালকের প্রতি) বাবা আনন্দদুলাল! আমার এই আনন্দের

হাটে খেলা কর। তোমাদের এই আনন্দের হাটে এক পসরা মিষ্টান্ন পাঠিয়ে দিগে।

[প্রস্থান।

সুধন্বা। (বালকের মুখ ধরিয়া) বালক! তোমার নাম কি?

কালো। আমার নাম কালো, আমি তোমার ছোট ভাই! দাদা! রাজা রাণী আমার বাবা মা, তোমরা দুভাই আমার ভাই; এখনকার পরিচয় এই; আর আগেকার পরিচয় রাজসভায় বলেছি! আঃ! কি বিপদ! পরিচয় দিতে দিতেই যদি আমার দিন কেটে গেল, তবে আমি দাদা! তোমাদের ভাল ক'রে দেখ্‌বো কখন?

সুধন্বা। যাক! আর কেহ তোমায় পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌বে না! তুমি সুস্থির হও! ভাই! দাদার কোলে আস্‌বে?

কালো। না।

সুধন্বা। কেন?

কালো। এতক্ষণ আমায় কোলে কর নাই কেন? পরিচয় না জেনে কোলে কর্‌তে সাহস হয়নি, কেমন? আমি তোমার কোলে যাব না দাদা!

সুধন্বা। অভিমান হয়েছে ভাই; এস কোলে এস, যতক্ষণ কোলে করি নাই তার অধিক সময় তুমি কোলে থাকবে। এস! (কালোকে ক্রোড়ে ধারণ)

কালো। (সুধন্বার কণ্ঠধারণপূর্ব্বক) দাদা! আমার পরিচয়

জিজ্ঞাসা কচ্ছিলে কেন ? আমায় দেখে যেন আগেকার চেনা মুখ বলে বোধ হয় না কি ?

সুধন্বা। মায়াবি বালক ! সত্যই অনুমান করেছ, তোমায় যেন মনে মনে কোথায়ও দেখেছি।

কালো। মনে মনে দেখেছ ? চোখে চোখে কখনও দেখনি দাদা ?

সুধন্বা। না ভাই !

কালো। তবে আজ থেকে দেখ।

কুবলয়া। কালো ! শুধু দাদার কোলে থাকলে হবে না। আমাদের কাছে একবার এসো !

কালো। (সুধন্বার ক্রোড় হইতে অবতরণ করিয়া কুবলয়ার নিকটে গমন)

কুবলয়া। আমরা তোমার কে হই বল দেখি ?

কালো। (ক্রমান্বয়ে সুধন্বা সুরথ কুবলয়া, প্রভাবতী বিভাবতীর নিকটে যাইয়া) ইনি আমার দাদা ! ইনি আমার ছোট দাদা ! তুমি আমার সই। ইনি আমার রাণী সই। আর ইনি আমার ছোট সই ! কেউ রাগ করবে না ত ?

কুবলয়া। সকলকে, ইনি, ইনি বল্লে ! আর আমায় তুমি বল্লে কেন ?

কালো। তুমি যে আগেকার সই—আর এঁরা তার পরের সই।

প্রভাবতী। আমরা তোমার পরের সই ? যাও

তোমার সঙ্গে কথা কইব না! তোমার সঙ্গে আমাদের আড়ি!

কালো। (স্থরথের নিকট যাইয়া) দাদা! তুমি ত কই আমার সঙ্গে কথা কইলে না? আদর কর্‌লে না? কোলে কর্‌লে না? দাদা, তুমি কি আমায় ভালবাস না?

স্থরথ। বালক! ভালবাসা কি সহজ কথা! বিশেষতঃ তুমিত ভালবাসার পাত্র নও। তুমি আশ্রিত! তুমি দয়ার পাত্র! অনুগ্রহের পাত্র।

কালো। দাদা! দয়া অনুগ্রহ আমার অনেক আছে! ও সব আমি চাই না। আমি ভালবাসার কাঙ্গাল! দাদা! সত্যই কি আমায় ভালবাস্‌তে পারবে না?

স্থরথ। না বালক! এত সহজে ভালবাসা আমার স্বভাব নয়। আমি মনের সত্য কথা খুলে বল্‌ছি! আমি অযোগ্য পাত্রকে এত সহজে ভালবাস্‌তে পারি না।

কালো। তাহ'লে তুমি ভালবাস্‌তে পার্‌বে না?

স্থরথ। না কখনই না।

কালো। কখনই নয়! যদি এখন হতে ঠিক অষ্ট প্রহরের মধ্যে তোমায় আমি ভালবাসাতে পারি?

স্থরথ। অসম্ভব।

কালো। মনে অনুমান কর! যদি পারি, তাহ'লে কি হবে?

স্থরথ। তাহ'লে সত্য সত্যই তোমায় ছোট ভাইটীর

মত ভালবেসে, আজীবন তোমায় বুকে ধরে কোলে করে রাখবো।

কালো। তখন আমি যা বলি, তা শুন্‌বে?

সুরথ। শুন্‌বো।

কালো। সত্য?

সুরথ। সত্য! সত্য!! সত্য!!!

(বিদূষক রমণলালের প্রবেশ)

রমণ। (রাজকুমারদ্বয়ের প্রতি) যুবরাজ! রাজকুমার! তোমাদের দুজনাকে মহারাজ আহ্বান ক'রেচেন, একবার রাজ-সভায় চল।

সুরথ। ঠাকুরদাদা! ভারী গম্ভীর যে, মতলবখানা কি?

রমণ। মতলব আবার কি? মহারাজ ডেকেচেন চল, আমার সঙ্গে পরিহাস ক'র না। আমায় তোমরা অন্যায় সম্ভাষণ কর কেন? আমি মহারাজের বয়স্য, তোমাদের গুরুজন, ঠাকুর-দাদা বল কেন?

কুবলয়া। সে কি ঠাকুরদাদা! আজ আমাদের প্রতি বাম হ'লে কেন? তবে তুমি মাকে রাণীমা বল কেন? মা তোমায় বাবা বলে কেন?

রমণ। তুমি জিজ্ঞাসা কচ্ছ তবে বলি! আমার পিতা মহারাজের ঠাকুরদাদা হতেন। আমি সম্বন্ধে মহারাজের খুড়ো হলেও তাঁর সমবয়স্ক! এক সঙ্গে খেলা করেছি, সেই জন্য আমি তাঁর বয়স্য হলেও রাণী মাকে মা বলি।

কুবলয়া। তবে ঠাকুরদাদা নও কেন ?

রমণ। কে বল্লে ঠাকুরদাদা নই ?

কুবলয়া। এই তো তুমি সুধন্বা সুরথকে বল্লে, 'আমি তোমাদের ঠাকুরদাদা নই'।

রমণ। আঃ ক্ষেপী! এই কথাটা বুঝতে পারলে না, ওদের ঠাকুরদাদা নই বলেছি! তোমাদের ঠাকুরদাদা নই একথা কি বলেছি ?

কুবলয়া। কেন ওদের অপরাধ ?

রমণ। হ্যাঁ! ওদের ঠাকুরদাদা হ'তে ত ভারী আরাম। দুটী ভাই যখন ক্ষুরধার উলঙ্গ তরবারি ল'য়ে কালান্তক যমের মত মূর্ত্তি ধ'রে অথচ হাসতে হাসতে খেলা করে, তখন যদি আমি সেখানে ঠাকুরদাদাগিরি ক'র্‌তে যাই, আর হাসতে হাসতে আমার পেটে একটা খোঁচা মারে, তাহ'লে যে ঠাকুরদাদার গোঘাসি সব ছরকুটে যাবে।

সুধন্বা। তবে ঠাকুরদাদা! মহারাজ ডেকেচেন মিথ্যা কথা ?

সুরথ। মিথ্যা বই কি ? আমাদের রাজসভায় পাঠিয়ে দিয়ে উনি এখানে ব'সে কুঞ্জবিহার করুন। তা হবে না, এস ঠাকুরদাদা! আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। (হস্তধারণ)

রমণ। অ্যাঃ কর কি! কর কি! হাত ছাড়, বড় লেগেছে বড় লেগেছে, ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, উহু।

সুরথ। (অপ্রতিভভাবে হস্তত্যাগ)

সুধন্বা। এস সুরথ, বিলম্ব হচ্ছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রভাবতী। ঠাকুরদাদা! তুমি রইলে যে, ওদের সঙ্গে গেলে না কেন?

রমণ। ভাই! পাটা বড় কন্‌কন্ ক'রছে। একটু বিশ্রাম করে যাই। (উপবেশন)

আ মরি!

কুবলয় দলপ্রভা বিভা সনে খেলে,
চাঁদের কৌমুদী যেন ফুলদলে হেলে॥

ওঃ পাটা আরও যেন কন্‌কন্ কচ্ছে! ওঃ!

বিভাবতী। ঠাকুরদাদা! পাটা একটু টিপে দেব? (উপবেশনান্তর সজোরে রমণলালের পদ টেপন)

রমণ। উঃ পা ভেঙ্গে গেল, গেল! গেল! আর টিপতে হবে না ছাড়।

বিভাবতী। (পদ ছাড়িয়া) আর একটা কবিতা বল, নৈলে আবার পা টিপবো।

রমণ। আর টিপতে হবে না, এই ব'ল্‌চি—

সারথি সুরথরথী বিভাবতী-রথে।

(ক্ষণেক চিন্তা, উক্ত পদ পুনঃ পুনঃ পাঠ)

রথে, রথে—রথের মিল কি দিব? কবিতা যে বড় কঠিন হ'য়ে গেল, পদ মেলে না যে! রথে, সাথে, ভাতে, হাতে,—না ভাল মিল নয়—কি করি?—

বিভাবতী। কৈ ঠাকুরদাদা, শেষটুকু বল, নৈলে আবার পা টিপবো।

রমণ। পদ যে মিল্‌চে না ভাই! কি করি—

বিভাবতী। আমি যদি মিলিয়ে দিতে পারি প্রথম পদটী বল দেখি—

রমণ। সারথি সুরথরথী বিভাবতী-রথে।

বিভাবতী। (রমণের মুখ ধরিয়া) আর এই,—

বুড়ো ঘোড়া খোঁড়া হ'য়ে পড়ে আছে পথে॥

(সকলের হাস্য)

রমণ। তোমায় বরমাল্য দিব, নেবে?

প্রভাবতী। ঠাকুরদাদা! ক'নে যে বরকে বরমাল্য দেয়। তুমি বরমাল্য দেবে কেন? তুমি ক'নে?

রমণ। যা বল ভাই! আমি ক'নে আর তোমরা বর।

কুবলয়া। না ঠাকুরদাদা! আর দুঃখ ক'র না। তুমি বর হ'য়ে দাঁড়াও, আমরা তিন জনেই ক'নে হ'য়ে, তোমাকে সাতপাক ঘুরি।—কৈ। উঠ না! (হস্ত ধরিয়া উত্তোলন)

বিভাবতী। আমি বরের গলায় মালা দেব।

প্রভাবতী। আমি বরের মাথায় টোপর পরাব।

কালো। আমি নীরব হব।

বিভাবতী। বর! এই মালা পর।

(রমণলালের গলায় একছড়া সরু লৌহ-শৃঙ্খল পরান)

প্রভাবতী। বর! 'এই টোপর মাথায় পর!

(রমণলালের মাথায় কাগজের গাধার টুপী পরান)

কুবলয়া। (সজোরে শঙ্খনাদ)

বিভাবতী। (গলার শৃঙ্খল ধরিয়া) চল বর ছাঁদলাতলায় চল!

[শৃঙ্খল ধরিয়া বিভাবতীর প্রস্থান এবং পশ্চাতে রমণলালের প্রস্থান ও তৎপশ্চাতে সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ভদ্রাবতী রাজসভা

(মহারাজ হংসধ্বজ এবং মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ! পাণ্ডবের যজ্ঞাশ্ব এখনও অশ্বশালায় আবদ্ধ র'য়েচে! সে অশ্বের বিষয় কি কর্ত্তব্য স্থির ক'রেচেন?

রাজা। তোমার কি ইচ্ছা মন্ত্রি?

মন্ত্রী। আমার ইচ্ছা অশ্বকে বন্ধনমুক্ত ক'রে তাকে পাণ্ডব-শিবিরে যেতে দিন্।

রাজা। কেন? অশ্বের আহার কি বাসস্থানের কোন কষ্ট হ'চ্চে ব'লে?

মন্ত্রী। তা নয় মহারাজ! দিগ্বিজয়ী মহাবল পাণ্ডবের সঙ্গে বিনা কারণে বিরোধ উপস্থিত ক'রে আনন্দরাজ্য ভদ্রাবতীর শান্তি ধ্বংস করা আমার ইচ্ছা নয়।

রাজা। অশ্বকে মুক্তি দিলে তোমাদের ভদ্রাবতী রাজ্যের

শান্তি রক্ষা হ'তে পারে ; কিন্তু ভদ্রাবতী রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর আমি, আমার মনে শান্তি রক্ষা হবে না ত।

মন্ত্রী। কেন মহারাজ ?

রাজা। কেন ? তাই আবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌চ ? পাণ্ডবকে বলবান জেনে যদি আজ আমি প্রাণের ভয়ে যজ্ঞাশ্ব ত্যাগ করি, তাহ'লে সেই পাণ্ডবেরাই যে আমায় বিবরবাসী ভীরু ভেক ব'লে মনে ক'র্‌বে। ভারতের ক্ষত্রিয় সমাজ যে হংসধ্বজকে একদিন শ্রদ্ধা সম্ভ্রমের চক্ষে দেখেছিল, আজ যে তাঁকে তারা ঘৃণার চক্ষে দেখ্‌বে! তখন কি তোমরা ভদ্রাবতী রাজ্যের আনন্দ শান্তি ল'য়ে সুখে থাক্‌বে! আমার মানসিক শান্তি অপেক্ষা যদি রাজ্যের শান্তি প্রিয়তর মনে কর, অর্থাৎ রাজা অপেক্ষা যদি রাজ্যকে প্রিয়তর মনে কর, তবে মন্ত্রি, আমায় এই রাজসিংহাসন হ'তে বিদায় দাও, রাজকার্য্য হ'তে অবসর দাও। আমি একাকী বামহস্তে যজ্ঞাশ্বের রজ্জু, দক্ষিণহস্তে আমার তরবারি ধারণ ক'রে পাণ্ডববাহিনীর সম্মুখে যেয়ে দণ্ডায়মান হই! তোমরা রাজ্য ল'য়ে সুখে থাক। মন্ত্রি! মৃত্যু অনেক প্রকার, তার মধ্যে প্রধান মৃত্যু যশোহানি। জীবনও অনেক প্রকার, তার মধ্যে প্রধান জীবন যশঃরক্ষা। সরল ভাষায় বলি মন্ত্রি, বেঁচে থেকে মরা অপেক্ষা ম'রে চিরজীবী হওয়া ভাল।

মন্ত্রী। মহারাজ! নিজের যশঃকীর্ত্তি রক্ষার জন্য রাজ্যবাসী প্রজার শান্তি সুখ ধ্বংস ক'র্‌লে কি আপনার স্বার্থপরতা প্রকাশ পাবে না ? রাজার পক্ষে কি আত্মগৌরব অপেক্ষা রাজ্যগৌরব

প্রিয়তর নয় ? আপনি মহাবীর, মহাযোদ্ধা, এ কথা কি পাণ্ডবেরা অস্বীকার ক'র্‌বে ! আপনি নিজ বীরকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাজ্য ধ্বংস ক'র্‌লে সেই পাণ্ডবেরাও কি আপনাকে স্বার্থপর মনে ক'র্‌বে না ?

রাজা। না মন্ত্রি ! অন্যে মনে কর্‌তে পারে, কিন্তু পাণ্ডবেরা কখনই মনে কর্‌বে না ! পাণ্ডবেরা নিজ বীরকীর্ত্তি রক্ষার জন্য কুরুক্ষেত্র মহাশ্মশানে কুরুরাজ্য ধ্বংস করেছে। স্বজন বন্ধু পিতামহ গুরু ধ্বংস করেছে ! অধিক কি পরলোকের জলপিণ্ড স্থল নিজবংশও ধ্বংস করেছে ; সেই জন্য পঞ্চপাণ্ডব জগৎ-পূজ্য মহাবীর ! সেই জন্যই আমি প্যাণ্ডবের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে উৎসুক। উপযুক্ত বীরের সঙ্গে যদি যুদ্ধ কর্‌তে না পেলাম, তবে ক্ষত্রিয় জীবনের সার্থকতা কি ? আমার বীরকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠার বোধ হয় এই উত্তম সুযোগ। বোধ হয় এই সুযোগ উত্তম জেনে আমার ইষ্টদেব অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ রাখাল বালক মূর্ত্তিতে পাণ্ডবের যজ্ঞাশ্বের রজ্জু আমার হস্তে দান করেছেন ! তাঁর প্রদত্ত অশ্বরজ্জু আমি জীবন পণে গ্রহণ করেছি। নিরস্ত হও মন্ত্রি ! যে রাজ্যের স্বার্থ রাজার স্বার্থের সঙ্গে অভিন্ন নয়, সে রাজ্য—সে ভদ্রাবতী রাজ্য স্বর্গরাজ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হ'লেও আমি সে রাজ্য চাই না। সে স্বার্থপর রাজ্যের তুচ্ছ রাজসিংহাসনে আমি পদাঘাত করি। (সিংহাসনে পদাঘাত)

গীত

কেন রাজ্যধন, কেন সিংহাসন,
কেন পুত্র পরিবার।

পুণ্য যশোধন, না হ'লে অর্জ্জন,
সকলি অসার ॥
কীর্ত্তিরূপা দেবী যশের মন্দিরে,
সারাৎসারা তিনি অসার সংসারে,
যা কিছু আমার, রাজত্ব সংসার,
তাঁর পূজার উপচার ॥
ইহকালে কীর্ত্তি পরকালে পুণ্য,
যে করে সঞ্চিত সে পরম ধন্য,
পুণ্যকীর্ত্তি ভিন্ন, যত দেখ অন্য,
নগণ্য জীবন তার ঃ—
বিহর বিষয় বিলাস বিভ্রম, ব্রত পথে বিঘ্ন বড়ই বিষম,
অনাসক্ত জন, স্বাধীন পরম, সদাসুখী নির্ব্বিকার ॥

মন্ত্রী। ক্ষমা করুন মহারাজ, আপনার পৈত্রিক রাজসিংহাসন ধর্ম্মের আসন! পৈত্রিক ধর্ম্মে পদাঘাত কর্‌বেন না।

(সযত্নে সিংহাসনকে স্বস্থানে রক্ষা এবং সিংহাসনকে প্রণাম)

রাজা। আমি স্বেচ্ছায় অমঙ্গলকে আহ্বান করি নাই, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় মঙ্গলকে আহ্বান করেছি! আমার পৈত্রিক ধর্ম্মের রাজসিংহাসনে পদাঘাত করেছি! সত্যই পদাঘাত করেছি! পুনরায় দেখ্‌তে চাও ত পুনরায় পদাঘাত কর্‌তে পারি! কার জন্য পদাঘাত করেছি তা জান? যাঁর উপদেশে ধর্ম্মাধর্ম্মের ভেদজ্ঞান জন্মে, যাঁর তৃপ্তির জন্য ধর্ম্মের সাধনা কর্‌তে হয়, তাঁরই আদেশে—সেই ইষ্টদেব আমার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ভদ্রাবতীর সিংহাসনে পদাঘাত করেছি। আমার দুর্ল্লভ রাজ্যৈশ্বর্য্য,

রাম লক্ষ্মণের মত যুগ্ম পুত্র সুধন্বা সুরথ, ভক্তি মন্দাকিনীরূপা রাণী নারায়ণী, স্নেহের পুতুল কন্যা পুত্রবধূ, সকলে একদিকে,—আর আমার একমাত্র ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ একদিকে। ভদ্রাবতীর রাজসিংহাসন ত তুচ্ছ কথা! আমার ইষ্টদেবের তৃপ্তির জন্য আমি হেলায় বৈজয়ন্তের ইন্দ্রাসনে পদাঘাত করতে পারি।

মন্ত্রী। মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ মাত্র আপনার ইষ্টদেব নন! তিনি পাণ্ডবেরও ইষ্টদেব; ইষ্টদেব অপেক্ষাও প্রিয়তর প্রাণসখা! তিনি কি পাণ্ডবকে পরাজয় দান ক'রে আপনাকে জয় দান করবেন!

রাজা। নির্ব্বোধ বিষয়ী তুমি! তাঁর নিকট আবার প্রিয় অপ্রিয় কে? আমরা তাঁর সকলেই প্রিয়জন, তবে তিনি সকলের সমান প্রিয় না হ'তে পারেন। সূর্য্যদেব সকলকেই সমান দেখেন, কিন্তু আমরা তাঁকে সমান দেখ্‌তে পাই না। কেন না আমাদের মধ্যে কেহবা ক্ষীণ দৃষ্টি, কেহবা হীন দৃষ্টি। মন্ত্রি! জীবন রক্ষা বা মৃত্যুকে যুদ্ধের জয় পরাজয় বলে না। যশ অপযশকে জীবন মৃত্যু বলে।

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনার তর্কযুক্তি খণ্ডনের শক্তি আমার নাই, তবে একটী কথা আমাকে বুঝিয়ে দিন! আপনি পরম বৈষ্ণব, শ্রীকৃষ্ণ আপনার ইষ্টদেব। সেই শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত পাণ্ডবের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করলে, আপনার পাপ হবে না কি?

রাজা। আমি শ্রীকৃষ্ণসেবক বৈষ্ণব সত্য, কিন্তু অক্ষত্রিয় অহিন্দু বা অনার্য্য নই। কুরুপাণ্ডব পিতামহ ভীষ্মদেব কি

অবৈষ্ণব নাস্তিক ছিলেন? তবে কেন তিনি কৃষ্ণাশ্রিত, কৃষ্ণসখা, কৃষ্ণভগিনীপতি অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন? শোন মন্ত্রি! সার কথা শোন! ভক্তির পরম ধনকে কৃত্রিম শত্রুভাবে আহ্বান করলে শীঘ্র দর্শন পাওয়া যায়।

(ব্যস্তভাবে রাজপুরোহিত শঙ্খাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্খ। দেখ মন্ত্রি! তোমার উদ্দেশ্য ভাল নয়। তোমার অভীষ্ট ইষ্টমূলক নয়। কেন তুমি মহারাজের শ্রেষ্ঠ গন্তব্য পথ হ'তে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টায় আছ? এই কি অন্নদাতা প্রতিপালকের প্রতি কৃতজ্ঞতা! অন্যায় চেষ্টায় নিরস্ত হও।

রাজা। (পুরোহিতকে প্রণাম) পুরোহিত মহাশয়! স্থির হোন। আমার মন্ত্রীবরের প্রতি অন্যায় সন্দেহ ক'রে দোষারোপ করবেন না। মন্ত্রীবর কোন স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে আমায় যুদ্ধ বাসনা হ'তে প্রতিনিবৃত্ত কচ্ছেন না। এটি তাঁর প্রভুবাৎসল্যের আতিশায্য মাত্র, আপনি স্থির হয়ে আসন গ্রহণ করুন।

মন্ত্রী। রাজপুরোহিত মহাশয়! রাজনীতি শাস্ত্র আর ষষ্ঠী পূজার মন্ত্র একখানি গ্রন্থপাঠে শিক্ষা করা যায় না।

শঙ্খ। সাবধান মন্ত্রি! ব্রহ্মকোপ উত্তেজিত করো না। শুক্রাচার্য্য একজন প্রধান রাজনীতিশাস্ত্রপ্রণেতা, তা জান কি?

মন্ত্রী। তা জানি। আরও জানি যে, শুক্রাচার্য্য আর শঙ্খাচার্য্যে অনেক প্রভেদ।

শঙ্খ। যাক্, তুমি অহঙ্কারে জ্ঞানহীন হয়েছ। এখন

তোমার সঙ্গে আলাপ করা কর্ত্তব্য নয়। (রাজার প্রতি) মহারাজ! আমার সঙ্গে বর্ত্তমান কর্ত্তব্যের পরামর্শ করুন। সুরথ সুধন্বাকে রাজসভায় আহ্বান করা হয়েছে। বোধ হয় তারা আগতপ্রায়! যোগ্য পুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহের পরামর্শ করুন! বিচার কার্য্যের সময় মন্ত্রীর আর যুদ্ধের সময় সেনাপতির পরামর্শ গ্রহণ কর্‌তে হয়। সুধন্বা সুরথ আপনার সেনাপতি, তাঁদের মতামত অবশ্য গ্রাহ্য! ঐ যে তাঁরা এসেছেন।

(সুধন্বা ও সুরথের প্রবেশ)

উভয়ে। (পুরোহিত, রাজা এবং মন্ত্রীকে প্রণাম)

রাজা। আ মরি! আমার হৃদয়াকাশে যুগলমূর্ত্তি চন্দ্র সূর্য্যের এক সময়ে উদয়। এস আমার মধ্যাহ্ন সূর্য্য (সুধন্বার কণ্ঠ দক্ষিণ বাহুদ্বারা বেষ্টন) আর তুমি এস, আমার শারদ পূর্ণিমার ষোলকলার পূর্ণচন্দ্র!

দেখ চেয়ে বিশ্ববাসি, সৌভাগ্য আমার,
কার কোলে আছে হেন যুগল কুমার॥
একপ্রাণ দুই মূর্ত্তি বিশ্ব মনোলোভা।
কাকে ছেড়ে কাকে দেখি কে অধিক শোভা॥

সুরথ। বাবা! দাদা সূর্য্য, আমি চন্দ্র! সূর্য্য অপেক্ষা চন্দ্র ছোট! সূর্য্যের কিরণে চন্দ্রের কিরণ! হু! বাবা! দাদা বয়সে বড় ব'লে কি সকল বিষয়ে আমা অপেক্ষা বড়?

সুধন্বা। সুরথ! আমায় ঈর্ষা কর্‌চ! মনে হিংসা হয়েছে?

সুরথ। দাদা! তোমায় দেখে হিংসা না হয় কার?

তোমার রূপ দেখে অনঙ্গ দেবের মনে হিংসা হয়, তোমার গুণ দেখে স্বয়ং অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের মনেও হিংসা হয়! আমি ত কোন ছার!

সুধন্বা। (সুরথের চিবুক ধরিয়া) আর এই মূর্ত্তিখানি দেখ্‌লে যে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতারও মনে হিংসা হয়! বিধাতা তোমায় দেখে ভাবেন, এমন সৃষ্টি আর একটী কর্‌তে পার্‌লেম না কেন?

রাজা। বাবা, তুমি তোমার দাদা অপেক্ষা কিসে শ্রেষ্ঠ?

সুরথ। বাবা! দাদা আমার সর্ব্বগুণময়নিধি, সকল গুণে তিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমার মনে মনে এই বিশ্বাস, অস্ত্রচালনায় দাদা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নন।

রাজা। অসম্ভব! তুমি কার কাছে অস্ত্র শিক্ষা করেছ? মনে নাই কি? সুধন্বা যে তোমার অস্ত্রগুরু! গুরু অপেক্ষা শিষ্য শ্রেষ্ঠ! অসম্ভব!

সুরথ। দ্রোণাচার্য্য ত অর্জ্জুনের গুরু ছিলেন!

রাজা। কি অন্যায় কথা! অর্জ্জুন আর তুমি!

সুরথ। শুধু তা নয় বাবা! অর্জ্জুন অপেক্ষাও আমি শ্রেষ্ঠ! অর্জ্জুন! অর্জ্জুন কি? অর্জ্জুনের যদি কূটধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির, আর মহাবীর ভীমের মত ভাই না থাক্‌ত, যদি ইন্দ্রের মত উপপিতা, কৃষ্ণের মত সারথী-সখা, সুভদ্রার মত স্ত্রী, যদুবীর সাত্যকীর মত সেনাপতির অধীনে সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা না থাক্‌ত, আর রাজ্যের দায়ে প্রাণের দায়ে মানের দায়ে যুদ্ধ

করতে না হ'ত, তা হ'লে অর্জ্জুন কি ? আমা হ'তেও নিকৃষ্ট ! কি বল্‌বো বাবা ! যদি পরীক্ষা ক্ষেত্র পেতাম, তা হ'লে দেখাতাম যে কে শ্রেষ্ঠ, কে নিকৃষ্ট !

রাজা। বাবা সুরথ ! পরীক্ষা ক্ষেত্র সম্মুখে প্রস্তুত। আমি পাণ্ডবের যজ্ঞাশ্ব ধৃত করেছি। সুধন্বা ! ভদ্রাবতী রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ! পাণ্ডবের যজ্ঞাশ্ব আমাদের অশ্বশালায় আবদ্ধ ; অশ্ব প্রত্যর্পণ, আর যুদ্ধ কোনটী তোমার অভিমত ?

সুধন্বা। পিতঃ ! আপনি পিতা, আমি রাজ্যের সেনাপতি হ'লেও আপনার পুত্র। আপনি যেমন আমার অভিমত জিজ্ঞাসা কচ্ছেন, তেমনি আমি জ্যেষ্ঠ, সুরথ কনিষ্ঠ ; আমি একবার সুরথের মত জিজ্ঞাসা করি। ভাই সুরথ ! তোমার কি মত ?

সুরথ। আমার মত, দাদা ! আমার মত জিজ্ঞাসা কর্‌চ ? এই দণ্ডে এই মুহূর্ত্তেই যুদ্ধ ঘোষণা কর। তোমাদেরও যদি— বাবা আর তুমি তোমাদেরও যদি অন্য মত থাকে—কেননা দাদা, তুমি জ্ঞান চর্চ্চা কর, আর বাবা কৃষ্ণ ভক্তির সাধনা করেন— তোমাদেরও যদি অন্য মত থাকে, তবে একা আমি, আমি পিতৃ বিদ্রোহী ভ্রাতৃ বিদ্রোহী হ'য়ে, একা আমি পাণ্ডব বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর্‌বো, তাতেও যদি তোমরা বিরোধী, তাহ'লে আমি তোমাদের পাণ্ডব পক্ষীয় ভেবে—তোমাদেরও বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'র্‌বো। আমার বহুদিন বাঞ্ছিত পরীক্ষা ক্ষেত্র সম্মুখে বিস্তৃত। আমি প্রাণান্তেও এ সুযোগ ত্যাগ কর্‌বো না।

সুধন্বা। (সুরথকে আলিঙ্গন করিয়া) এস, প্রাণের ভাই, স্নেহের শিষ্য, হৃদয়ে এস।

গীত

জীবন দোসর, তুমি সংসার সহচর ;—
প্রকৃতির প্রতিবিম্ব, স্বভাবের সহোদর॥
ভগবানের ভালবাসা নরমূর্ত্তি ধ'রে,
মম ভাগ্যে ভাই তুমি এসেছ সংসারে,
অন্তরে অন্তরে একরূপান্তরে,—
অন্তর না হই যেন জনম জনমান্তর॥
এক ব্রত এক ধর্ম্ম একত্র সাধিব,
ভাই ভাই ভালবাসা, ভবে শিখাইব,
রঙ্গ সাঙ্গ হ'লে সঙ্গে চ'লে যাব,
দু'ভাইয়ের এ মিলন কি সুন্দর মনোহর॥

শঙ্খ। ধন্য, ধন্য, যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র।

(অশ্বরক্ষক রঞ্জনলালকে লইয়া রাখাল বালক কালোর প্রবেশ)

কালো। রাজা! তুমি পাণ্ডবের যজ্ঞের ঘোড়া ধ'রেছ? সেই ঘোড়া ছেড়ে দেবে, না যুদ্ধ করবে তাই জানতে এই পাণ্ডবের দূত এসেছে।

রাজা। (দূতের প্রতি) দূতবর! আপনি অশ্ব দিগ্বিজয়ের সেনাপতি ভীমার্জ্জুনকে আমার ক্ষত্রিয়োচিত সম্মান জ্ঞাপন ক'রে জানাবেন যে, ভদ্রাবতীরাজ্যের রাজা হংসধ্বজ তাঁদের অশ্ব আবদ্ধ রেখেছেন। বিনা যুদ্ধে অশ্ব প্রত্যর্পণ করতে ইচ্ছুক

নন্। একথা আমার অহঙ্কারের বিজ্ঞাপন নয়, ক্ষত্রিয়বীরোচিত চির প্রথার সংবাদ। পাণ্ডববীরগণকে আমার সসম্ভ্রম নমস্কার জানাবেন। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রি! তুমি পাণ্ডব দূতবরকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা আপ্যায়ন ক'রে বিদায় কর গে যাও। (দূতের প্রতি) দূতবর! আপনি এখন যেতে পারেন।

রঞ্জন। (স্বগত) দূতের এত আদর কেন? এত সম্মানের আলাপ কেন? নিশ্চয়ই কোন কুঅভিসন্ধি আছে। হয়ত অন্ধকূপে বাসা দিয়ে কোঁড়ার ঘা আহার দেবে এখন। মধুসূদন রক্ষা কর! কি করি, ভেবে এলাম কি? আর হ'ল কি? ভেবে এলাম দু এক কথা ছেড়ে বল্‌বো। দু এক দণ্ড বীররসের বক্তৃতা ক'র্‌বো। তাত হ'ল না, এক কথায় মুস্‌তে দিলে; বীররসের কথা কইব কি? মুখে যে ভক্তিরসের সরবৎ ঢেলে দিয়ে মুখ মেরে দিলে। না, শুধু মুখে আমার সরবৎ খেয়ে যাওয়াটা উচিত নয়। দু এক বুলি ঝেড়ে দেখি, কপালে কি আছে! (প্রকাশ্যে) মহারাজ! আগু পেছু ভেবে কাজ কর্‌বেন, শেষে যেন অনুতাপ কর্ত্তে না হয়। ভীমার্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ! যা হবে তাত বুঝ্‌তে পেরেছেন। জল পিণ্ডের জন্য একটী রাজপুত্রকে ঘরে রেখে যাবেন। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রি মহাশয়! আপনি মাল্‌সা আর আতপ চালের আয়োজন আরম্ভ করুন।

সুধন্বা। দেখ দূত! দৌত্যকার্য্যে কখনও ইতর শ্রেণীর কোন দৈত্যকে নিযুক্ত করা হয় না। বোধ হয় শুনেছ, স্বয়ং

দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবের দূত হ'য়ে দুর্য্যোধনের রাজ-সভায় উপস্থিত হ'য়েছিলেন। মহারাজ রাজনীতির সেই নীতি অনুসারে তোমাকে সম্মান অভ্যর্থনা করেছিলেন। কিন্তু এখন আমার বোধ হচ্ছে, তুমি সে প্রকার ব্যক্তি নও। তোমার প্রভু পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে যুধিষ্ঠির বই আর কেহ কি রাজনীতি জানেন না ?

সুরথ। দাদা, আমার বোধ হয় এ লোকটা যজ্ঞাশ্বের অশ্বরক্ষক।

রঞ্জন। (স্বগত) এইবার চিনে ফেলেছে ? আর না পথ দেখি। (প্রকাশ্যে) মহারাজ ? তবে আমি এখন আসি।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। (অনুসরণ)

রঞ্জন। (নেপথ্যে) মন্ত্রিমশায়, আর আমার অভ্যর্থনা কর্‌তে হবে না, আমি এখন আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

সুধন্বা। তবে আগামী কল্যই যুদ্ধ ঘোষণা করা হোক ; পিতার কি মত ?

শঙ্খ। মহারাজ ! আগামী কল্য এক প্রহরের মধ্যে যুদ্ধ-যাত্রার অতি শুভক্ষণ।

রাজা। তবে সেই শুভক্ষণে যুদ্ধ যাত্রার জন্য নির্দ্দিষ্ট রইল। যাও কুমার, তোমরা সৈন্যসজ্জা ক'রে নগরময় ঘোষণা

কর যে, আগামী কল্য এক প্রহরের মধ্যে যিনি যুদ্ধযাত্রা না করবেন তিনি কঠিন রাজাজ্ঞায় দণ্ডিত হবেন।

সুধন্বা। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[সুধন্বা এবং সুরথের প্রস্থান।

রাজা। (কালোর প্রতি) কালো! বাবা, এতক্ষণ নীরবে রয়েছ কেন, আমাদের নীরস কথা শুনে সরস মুখ খানি যেন বিরস হয়ে গেছে। এস বাবা, কাছে এস!

কালো। যুদ্ধের কথা শুনে আমার ভয় হয়নি বাবা! তোমার পুরোহিত মহাশয়কে দেখলে ভয় হয়।

শঙ্খ। বালক, আমি তো তোমায় কখন কোন প্রকার কঠোর শাসন করিনি, তবে তুমি আমায় দেখে ভয় পাও কেন?

কালো। তুমি আমায় কেন শাসন করবে? তোমার আপনাকে শাসন কর। তোমার মনের মধ্যে যেন একটা যমপুরীর মত কি ঢাকা আছে তাই দেখে ভয় হয়। তুমি আমার দিকে চেয়ে দেখ না?

শঙ্খ। দেখ বালক! মহারাজের প্রশ্রয়ে অবিনীত হ'ও না। বালকের মুখে বৃদ্ধের কথা ভাল দেখায় না।

কালো। আর বামুনের মনে নরকের আগুণ বুঝি ভাল দেখায়, নয়?

শঙ্খ। (রাজার প্রতি) মহারাজ! যুদ্ধযাত্রায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে অনুপস্থিত যোদ্ধাগণের প্রতি, কি প্রকার রাজদণ্ডের ব্যবস্থা করবেন স্থির করেছেন?

রাজা। সর্ব্বসমক্ষে তারে অপমানিত করা।

শঙ্খ। অনেক অশিক্ষিত সৈন্য আছে, তারা অপমানের ভয় করে না।

রাজা। তাদের পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা যাবে।

শঙ্খ। না মহারাজ! তাহ'লে পক্ষপাত করা হবে। সাধারণের পক্ষে এক নিয়ম প্রবর্ত্তন করা নীতিসম্মত। যাঁরা শিক্ষিত, বুদ্ধিমান্, কর্ত্তব্যপরায়ণ তাঁরা কখনই রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন কর্‌বেন না। অতএব কোন এক প্রকার কঠোর আজ্ঞা প্রচার করুন;—তাহ'লে আজ্ঞা লঙ্ঘনের ভয় থাক্‌বে না।

রাজা। তবে কি প্রাণদণ্ড আজ্ঞা প্রচার করা যাবে?

শঙ্খ। না মহারাজ! প্রাণ গেলে তো সব ফুরিয়ে গেল। হয় তো অপরাধীর সংখ্যা অধিক হ'লে সৈন্য সংখ্যা হ্রাস হ'য়ে যাবে। বিশেষতঃ অধিকাংশ ক্ষত্রিয় সন্তান প্রাণদণ্ডের মৃত্যুকে ভয় করে না।

রাজা। তবে সে দণ্ড বিধি আপনি নির্ব্বাচন করুন।

শঙ্খ। প্রাণদণ্ড অপেক্ষা কোন প্রকার ভয়ঙ্কর দণ্ডের নির্ব্বাচন আবশ্যক। মহারাজের কি মত?

রাজা। আপনার নির্ব্বাচিত যে কোন দণ্ড আমি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি।

শঙ্খ। সে দণ্ড যে কোন ব্যক্তির প্রতি প্রয়োগ ক'র্‌তে পার্‌বেন তো? কারও সুন্দর মুখ দেখে, কারও দারিদ্র্য দেখে,

কারও শীর্ণ দেহ দেখে, কাকেও আত্মীয় স্বজন জেনে তখন হয় ত দয়ার সঞ্চার হবে। তখন তাকে ক্ষমা কর্‌বেন।

রাজা। না দেব! তা কর্‌বো না। প্রজারা রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারে; কিন্তু রাজা স্বয়ং রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন কর্‌লে মহাদোষ হয়। আমি আপনার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা কর্‌চি; আমি এ বিধি লঙ্ঘন কর্‌বো না।

শঙ্খ। তবে মহারাজ! প্রচার করুন, ভেরিবাদককে ঘোষণা কর্‌তে অনুমতি করুন যে, আগামী কল্য এক প্রহরের মধ্যে যিনি—আত্মীয় স্বজন, পুত্র ভ্রাতা, রাজ্যবাসী প্রজা যিনিই হন্, দিবা এক প্রহরের মধ্যে যুদ্ধ যাত্রা না করেন, তাকে তদ্দণ্ডেই কটাহপূর্ণ তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করা হবে। মহারাজ! বোধ হয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্‌তে পার্‌বেন না। আপনার প্রকৃতি অতি কোমল। বীরহৃদয়ের দৃঢ়তা নৈলে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা যায় না।

রাজা। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) ওঃ! কি নিষ্ঠুর! কি কঠোর দণ্ডবিধি! দেব! পরিহাস ক'রে আর আমার চিত্ত পরীক্ষা কর্‌বেন না। আপনি স্বয়ং ভেরিবাদককে আজ্ঞা দিয়ে রাজাজ্ঞা ঘোষণা করুন, আমি সৈন্যসজ্জা পরিদর্শন করিগে।

[প্রস্থান।

কালো। পুরোহিত মশাই! সুধু ভাজা হবে? ঝাল ঝোল কিছু হবে না? সেবার কষ্ট হবে না তো?

শঙ্খ। দেখ বালক! তোমার রসনা নিগ্রহের আবশ্যক। মহারাজের অনুগৃহীত ব'লে এতক্ষণ তোমায় ক্ষমা করেছি। আর নয়; এখনও বলি, ক্ষান্ত হও।

কালো। আমিও রাজপুরোহিত ব'লে তোমায় এতক্ষণ ক্ষমা করেছি, তুমিও ক্ষান্ত হও।

শঙ্খ। দু দিনের রাজানুগ্রহে নিজের রাখালত্ব ভুলো না। তোমার আবার ক্ষমতা কি?

কালো। রাজত্ব অপেক্ষা রাখালত্বে আমার গৌরব অধিক, তা জান? আমার ক্ষমতা কি তা জান ঠাকুর? তোমার ঐ পাষাণ বুকখানার মধ্যে কি কি লেখা আছে সব আমি পড়্‌তে পারি, শুন্‌বে?

শঙ্খ। শুনাও দেখি! না পার যদি ত উপযুক্ত শাস্তি দোব জান?

কালো। তুমি ছদ্মবেশী বামাচারী ভণ্ড শাক্ত, কেমন? নয়? তুমি বৈষ্ণবধর্ম্মবিরোধী; নয়? তোমার মনে ত্রিবিদ্যা সাধনের আশা আছে; সে ত্রিবিদ্যা তারা, ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা; নয়? তারা সধবা, ধূমাবতী বিধবা, ছিন্নমস্তা কুমারী। সেই ত্রিবিদ্যা সাধনার জন্য একটী সধবা, একটী বিধবা আর একটী কুমারী যুবতী চাই; নয়? ছলে সুধন্বাকে যুদ্ধযাত্রায় নিরস্ত ক'রে, তাকে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ ক'রে তুমি প্রভাবতীকে বিধবা কর্‌তে চাও; নয়? যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে সধবা বিভাবতী, বিধবা প্রভাবতী, আর কুমারী কুবলয়াকে উপভোগ ক'রে, ত্রিবিদ্যা

সাধনায় সিদ্ধি লাভ কর্‌তে চাও ; নয় ? হো-হো-হো (হাস্য) আমি বুঝি কিছু জানি না ? আরো বল্‌বো ? শুন্‌বে ?

শঙ্খ। (সোৎসুকে) বল, বল বালক ! কে তুমি অন্তর্য্যামি বালক ? বল—বল,—

কালো। শেষে ত্রিবিদ্যা সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে, বৈষ্ণব-ধর্ম্মসেবী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পরিবর্ত্তে নিজে তুমি শাক্তধর্ম্মসেবী ধর্ম্মরাজ শঙ্খাচার্য্য নামে ভারতে রাজত্ব কর্‌বে। কেমন, নয় ?

শঙ্খ। (কালোর হস্ত ধরিয়া) বল ছদ্মবেশি অন্তর্য্যামি দেবমূর্ত্তি বালক ! তুমি কে ?

কালো। আমিও তোমার মত একজন শক্তি উপাসকের শিষ্য।

শঙ্খ। তোমার গুরুর নাম কি ?

কালো। তারানন্দস্বামী।

শঙ্খ। তোমার ছদ্মবেশের উদ্দেশ্য কি ?

কালো। আমার উদ্দেশ্য কি শুনবে ? আমি এই রাজ্যের রাজপুত্র হ'ব। উদ্দেশ্য অর্দ্ধেক সিদ্ধ হ'য়েছে। এখন সুরথ সুধন্বা যদি এই যুদ্ধে মরে, তবেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। রাজা রাণীর যত স্নেহ ভালবাসার একা একেশ্বর হ'য়ে দিবানিশি রাজার কোলে থাকি। তাহ'লে রাজা রাণী কখনই আমাকে তাড়াতে পার্‌বেন না।

শঙ্খ। তাহ'লে এসো আমরা উভয়ে স্বার্থ বিনিময় করি।

কালো। বিনিময়ে তুমি আমার কাছে কি চাও ?

শঙ্খ। তোমাতে অদ্ভুত শক্তি আছে। তোমার সেই শাক্তির সাহায্য চাই। তোমার সহানুভূতি চাই। তোমার ভালবাসা চাই।

কালো। (নৃত্যসহ গীত)

ভালবাসা সবাই চায়,
মনের মত কেবা পায়,
না দিলে কি পাওয়া যায়,
দিতে তো কেউ জানে না।
লাভের আশা ছেড়ে দাও,
বিনামূলে বিকিয়ে যাও,
তবে যদি কিছু পাও,
যেচে তো কেউ দেবে না।
আমি দিন দিন কতদিন,
কত সেধে দেখেছি,
দশ দিয়ে এক ছেড়ে শূন্য পেয়েছি,
আমি ঠেকে শিখেছি।
ভালবাসা কিছুই নয়,
এ সংসার স্বার্থময়,
দেওয়া নেওয়া দুদিন রয়,
পরে কিছু থাকে না।

শঙ্খ। বালক! যদি সাধনায় সিদ্ধি পাই, তবে তোমার ঐ গান তখন শুন্‌বো। এখন এসো যাই। তুমি আগামী কল্য প্রত্যূষে রাজান্তঃপুরে যেয়ে প্রভাবতীকে আমার নাম

ক'রে বলো ; অন্ত দিবা একপ্রহর পর্য্যন্ত অত্যন্ত কুলগ্ন। ঐ কুলগ্নে যুদ্ধযাত্রা কর্‌লে মৃত্যু নিশ্চিত ! অতএব তিনি যেন কৌশলে সুধন্বাকে বেলা এক্ প্রহর পর্য্যন্ত তাঁর অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখেন। আমার উপদেশ। বলো—যেন অন্যথা না হয়। বালক, তুমি সেখানে উপস্থিত থেকে প্রভাবতীর সাহায্য করো। এস এখন যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।





চতুর্থ অঙ্ক

১ম গর্ভাঙ্ক

ভদ্রাবতী নগরের প্রান্তবর্ত্তী-প্রান্তর।

পাণ্ডব শিবির

ভীমার্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। দাদা! ইতি পূর্ব্বে যুদ্ধকালে বৈরাগ্য ত তোমার মনে কখনও দেখি নাই। আসন্ন যুদ্ধের সংবাদ মাত্র শ্রবণে তোমার হৃদয় উৎসাহপূর্ণ হ'য়ে অগ্নিশ্রাব বমনোন্মুখ ভূপৃষ্ঠের ন্যায় স্ফীত হ'য়ে উঠ্‌ত। বজ্রগম্ভীর হুঙ্কার শব্দের সঙ্গে দণ্ড নিষ্পীড়ন শব্দ সম্মিলিত হ'য়ে প্রবীণ বীরের হৃদয়ও কম্পান্বিত ক'র্‌ত। তোমার গদাধর হস্তের আস্ফোটনে বসুন্ধরা কম্পিতা হ'ত। সে উৎসাহ উদ্যম চাঞ্চল্য এখন তোমার কোথায় দাদা?

ভীম। ভুলে গেছি, বিলাসভোগে যুদ্ধের কথা ভুলে গেছি।

অর্জ্জুন। অসম্ভব।

ভীম। তুমি কি অনুমান কর ?

অর্জ্জুন। বোধ হয় নিষ্কাম বৈষ্ণবধর্ম্ম সাধনার জন্য অহিংসা-পরায়ণ হ'য়েছ।

ভীম। বৈষ্ণবধর্ম্মের ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ তোমার রথে বাঁধা। ধর্ম্মের সারাংশ তুমি আর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির গ্রহণ ক'রে আমার মাথায় অধর্ম্মের আবর্জ্জনা চাপিয়ে রেখেছ। তিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, তুমি নরনারায়ণ অর্জ্জুন, আর আমি রাক্ষস ভীম! আর কেন, এখন দিন কতক চুপ ক'রে থেকে রাক্ষস নামের কলঙ্কটা দূর করা যাক্।

অর্জ্জুন। তাহ'লে ত আমি অসহায়।

ভীম। কেন অসহায় ? আমি কোন্ কালে তোমার সহায় ? তোমার সহায় চিরদিন অসহায়ের সহায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আমি কে ? আমি ত নগণ্যের অগ্রগণ্য। তুমিই ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জয় ক'রেছ। পাণ্ডব সখা শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় তুমিই ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জয় ক'রেছ।

গীত

আর আমার সমরে সাধ নাই ;—
ও প্রসঙ্গ ক্ষমা দে ভাই ;—
ঘাতকের পাতক বৃত্তি (আমি) ভুলে যেতে চাই
এক মাতৃ গর্ভে জনম,
সবাই উত্তম আমি অধম,
ভাগ্য আমার এমন বিষম, কলঙ্ক সদাই ॥

প্রতিহিংসা প্রতিশোধে,
যা করি কর্ত্তব্য বোধে.
নাহি মম শত্রু বধে ধর্ম্মের দোহাই ॥

অর্জ্জুন। আমি কুরুযুদ্ধ জয়ের কিছুই করি নাই। বার্দ্ধক্য-জরা-জীর্ণ বৃদ্ধ ভীষ্ম আর দুর্ব্বল হবিষ্যান্নাহারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্যকে মাত্র আমি জয় ক'রেছি। তাতে আমার পুরুষকার কি? যে আমাদের শত্রু, যার জন্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, সেই দুর্য্যোধনকে শত ভ্রাতার সঙ্গে জয় ক'রেছ ত তুমি। স্বাবলম্বন-স্বাধীন বীর! তুমিই কুরুযুদ্ধের পাণ্ডব পক্ষের প্রধান নায়ক।

ভীম। তবে তুমি একজন প্রধান মহারথী কেন?

অর্জ্জুন। শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ।

ভীম। শ্রীকৃষ্ণ আমায় অতটা অনুগ্রহ করেন না কেন?

অর্জ্জুন। তোমার অন্যের অনুগ্রহের আবশ্যক নাই। তুমি বলবান। ভগবান দুর্ব্বলের বল!

ভীম। তুমি যদি দুর্ব্বল তবে কিরাতরূপী মহাদেবের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ ক'রেছিলে কোন্ সাহসে?

অর্জ্জুন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গগুণে প্রাণে শক্তির সঞ্চার হয়।

ভীম। আমার বিনা প্রতিযোগিতায় বিনা প্রতিজ্ঞায় শক্তি-সঞ্চার হয় না।

অর্জ্জুন। তবে কি বর্ত্তমান যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'র্‌বে না দাদা?

ভীম। তুমি কি আমায় ফুলের মালা গাঁথতে দেখ্‌ছ নাকি? বিরতি বিশ্রাম কি আমার শরীরে সয় না?

অর্জ্জুন। বীরের আবার বিশ্রাম কি ?

ভীম। আমি বীর নই। আমি শূর।

অর্জ্জুন। শূর আর বীরে প্রভেদ কি ?

ভীম। বীরের লক্ষ্য ঐশ্বর্য্য। আর শূরের লক্ষ্য প্রতিহিংসা। বর্ত্তমান যুদ্ধে হিংসা নাই প্রতিহিংসাও নাই।

অর্জ্জুন। প্রতিহিংসায় কি কোন দোষ নাই ?

ভীম। দোষ গুণ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, এ সব দেশ কাল পাত্র ভেদে বিচার ক'র্‌তে হয়। পিতৃরাজ্যাপহারী, দ্রৌপদীর অবমাননাকারী, মহাপাপী দুর্য্যোধনের সঙ্গে প্রতিহিংসা পরিচালনায় আবার দোষ গুণের বিচার কেন ?

অর্জ্জুন। তবে দাদা! পাণ্ডবের বীরত্ব কীর্ত্তির হিংসক সুধন্বা-সুরথের প্রতি প্রতিহিংসা পরিচালনায় পরাঙ্মুখ হ'তে ইচ্ছা কর্‌চ কেন ?

ভীম। কথা কি জান ভাই! কোন দেবপূজা বা যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় পুষ্পচন্দন, বিল্বদল, ধূপধুনা, নৈবেদ্য অনেক আয়োজন ক'র্‌তে হয়। কিন্তু পূজার শেষে পূজার স্থান মার্জ্জনা ক'রে, সমুদয় নির্ম্মাল্য লয়ে নদীর জলে নিক্ষেপ ক'র্‌তে হয়। আমি সেইরূপ একটি দেবপূজা, আর একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রেছিলাম। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা আমার দেবপূজা, আর দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিহিংসা সাধন করা, আমার সেই যজ্ঞানুষ্ঠান। আমার দেবপূজা যজ্ঞানুষ্ঠান শেষ হ'য়েছে। সুতরাং উদ্যম, উৎসাহ, অধ্যবসায়,

শৌর্য্য, বীর্য্য, চাঞ্চল্য এই সকল নির্ম্মাল্য ল'য়ে সাধনা-নদীর সিদ্ধি জলে নিক্ষেপ ক'রে হাত ধুয়ে ব'সে আছি।

অর্জ্জুন। দাদা! ভদ্রাবতী রাজসভা হ'তে আমাদের প্রেরিত দূত যদিও এখন ফিরে আসে নাই, তবুও বুঝ্‌তে পার্‌ছি যে ভদ্রাবতীর রাজা বিনাযুদ্ধে অশ্ব ত্যাগ ক'র্‌বেন না। তিনি স্বেচ্ছায় অশ্ব ধ'রে ভীত হ'য়ে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হবেন না। তাঁর পুত্র সুধন্বা-সুরথ উভয়ই প্রসিদ্ধ যোদ্ধা। সম্ভবতঃ তাদের সঙ্গেই প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ হবে। যদি প্রথম যুদ্ধে বৃষকেতু কামদেব সেনাপতি সাত্যকি পরাজিত হয়, তবে তখন কি আমাকে অগ্রে দিয়ে তুমি পশ্চাতে থাক্‌বে?

ভীম। দেখ ভাই! ভীমের দেহটা কদাকার ব'লে তার মনটা বিশ্রী নয়। তোমার অঙ্গে সম্মুখ শত্রু অস্ত্রাঘাত ক'র্‌বে, আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌বো? তবে জান কি ভাই! কুরুযুদ্ধে আমি কখনও তোমার পার্শ্বে থেকে যুদ্ধ করি নাই, কেননা যদি তোমার যশোহানি হয়। চিরদিন যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি আমি বিভিন্ন পার্শ্বে যুদ্ধ ক'রেছি। আজও তাই ক'র্‌বো। অগ্রে আমি পরাজিত হ'ব। আমি পরাজিত হ'লে শেষে তুমি যুদ্ধ ক'র্‌বে।

অর্জ্জুন। দাদা! সুধন্বা সুরথের হস্তে তোমার পরাজয় অসম্ভব। সে কল্পনা মনেও স্থান দিও না। তারা হয় ত বৃষকেতু কামদেবের হস্তে পরাজিত হ'য়ে পলায়ন ক'র্‌বে। ঐ যে—দূত ফিরে এসেছে।

(সাত্যকির সহিত অশ্বরক্ষকের প্রবেশ)

সাত্যকি। ভাই ভীমার্জ্জুন! ভদ্রাবতীর রাজসভা হ'তে দূত ফিরে এসেছে। হংসধ্বজ রাজা বিনা যুদ্ধে অশ্ব প্রত্যর্পণ ক'র্‌বেন না। অতএব যুদ্ধোদ্‌যোগে সৈন্য সজ্জা করা যাক্‌। আগামী কল্য দিবা দ্বিপ্রহরের মধ্যে সসৈন্য সুধন্বা সুরথ আমাদের শিবিরের সম্মুখীন হবে।

ভীম। যাও ভাই, সেনাপতি সাত্যকি! দ্বিগুণ উদ্যম উৎসাহে যুদ্ধ সজ্জা করগে; শত্রুকে বালক ব'লে উপেক্ষা ক'র না। ক্ষুদ্র কুসুমকোরকে বিষ কীট থাক্‌তে পারে। জলমগ্ন প্রস্তর খণ্ডেও অগ্নি লুকান থাক্‌তে পারে, ক্ষুদ্র গুল্মমূলেও বিষধর সর্প থাক্‌তে পারে।

সাত্যকি। না বীরবর! সে উপেক্ষা আমার নাই। আমি স্বচক্ষে অনেক বালক বীরের অতুল বীরত্ব প্রত্যক্ষ করেছি। আমাদের যদুবীর বালকগণের দুর্দ্দমনীয় বীরত্বে পৃথিবী টলটলায়মান। এস দূত! প্রতি শিবিরে যেয়ে সেনানিগণকে আহ্বান ক'র্‌তে হবে; এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

অর্জ্জুন। দাদা! আমার মনে যেন কেমন একটা প্রহেলিকা উদয় হ'চ্ছে। যে ভীমার্জ্জুনের বীরত্ব কীর্ত্তি-প্রভায় জগৎ জগদন্তর দিগদিগন্তর বিভাষিত, যাদের শর-ফলকে পৃথিবী বিদারিত, গিরিশৃঙ্গ বিচূর্ণিত, নভোমণ্ডল প্রতিফলিত, যাদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অষ্টদিকপালগণ ভীত, শমন শঙ্কিত, ইন্দ্রাদি

দেবগণ স্তম্ভিত, ভূতনাথ পশুপতি আনন্দিত; তাদের সঙ্গে, সেই ভীমার্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে দুইটি অপরিণত-দেহ বালক সগর্ব্বে অগ্রসর হচ্ছে। দাদা! বোধ হয় এই ঘটনার মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোন গূঢ় লীলাতত্ত্ব নিহিত আছে।

ভীম। আছে, আছে, থাক, থাক। তাতেই বা ভয় কি? ভয়ের শেষ সীমামাত্র মৃত্যু? ভীমার্জ্জুনের যদি মৃত্যু ভয় উপস্থিত হয়, তবে পৃথিবীর সমগ্র নরসমাজ তার পূর্ব্বে মৃত অবস্থায় পতিত হ'য়ে থাক্‌বে। যুদ্ধকালে ভগবানের নাম কেন? ভগবান কি আমাদের হৃদয়ে বাহুতে শক্তিরূপে বিরাজ ক'র্‌ছেন না? যখন দশেন্দ্রিয় অবশ হ'য়ে মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখনই ভগবানকে ডাক্‌তে হয়। দুর্ব্বলের বল ভগবান। আর তোমার আমার বল পুরুষকার।

(বৃষকেতু এবং কামদেবের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। এস বৎস যুগল কুমার! আজ তোমাদের বাহু-বল গৌরব প্রতিষ্ঠার একটি সুন্দর সুযোগ উপস্থিত। আগামী কল্য ভদ্রাবতী রাজকুমার সুধন্বা-সুরথ আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে আস্‌বে। প্রথম যুদ্ধ তোমাদের সঙ্গে। তারা তোমাদের সমবয়স্ক; সমানে সমানে যুদ্ধ বড় সুন্দর। দেখো যেন অন্যায় যুদ্ধ ক'র না।

বৃষকেতু। তাত! একি আপনার স্নেহের পরিহাস? তাদের সঙ্গে কি আবার যুদ্ধ ক'র্‌তে হবে? যুদ্ধের পূর্ব্বেই আমাদের দুই এক শর নিক্ষেপেই তারা রথের সঙ্গে দূরে

নিক্ষিপ্ত হ'বে। যুদ্ধই ক'র্‌তে হবে না, তার আবার অন্যায় যুদ্ধ কি ?

ভীম। বাবা! শত্রুকে অবজ্ঞা ক'র্‌তে নাই। সুধন্বা-সুরথ পরম বৈষ্ণব মহাযোদ্ধা। দৈববল বাহুবল উভয় বলে বলী। ভগবান কোথায় কি রত্ন লুক্কায়িত রেখেছেন তাকি তুমি আমি বল্‌তে পারি ? তারা রাজার পুত্র। সম্ভবতঃ সুশিক্ষিত পরিণামদর্শী। পাণ্ডবের চির বিজয়ের সংবাদ অবশ্য তারা শুনেছে। জেনে শুনে যখন তারা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছে, তখন নিশ্চয় জেনো তারা তোমার অনুমানানুযায়ী দুর্ব্বল নয়।

কামদেব। দুর্ব্বল না হয় বলবান হবে। তাই বলে কি ভীত হব ? যতই বলবান হোক, আমাদের নিকটে দুর্ব্বল ত ? একটা প্রকাণ্ড মহাবীর হ'লে বোধ হয় এতদিন তাদের নাম শুনতাম। আগুণ কখনও কাপড় ঢাকা থাকে না। সূর্য্যও কখন মেঘে ঢাকা থাকে না।

অর্জ্জুন। যা হোক, বৎস! অধিক বল্‌তে চাই না। যুদ্ধকালে উদ্ধতভাব স্বভাবসিদ্ধ। চিত্ত স্থির ক'রে, অস্ত্র চালন সংযত ক'রে, প্রথমে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'ও। যেন ক্রোধান্ধ হ'য়ে আত্মবিস্মৃত হ'ও না। আমাদের উপদেশ অগ্রাহ্য ক'র না। নিশ্চয়ই জেনো যে, তোমাদের অপেক্ষা আমরা অনেক অধিকবার বক্ষে অস্ত্রাঘাত সহ্য ক'রেছি, অনেক অধিকবার চন্দ্র সূর্য্যের উদয় অস্ত দেখেছি। আমরা

এখন ব্যূহ রচনার প্রথা নির্ব্বাচন ক'র্‌তে চল্লাম, তোমরা স্বকর্ম্মে উদ্‌যোগী হও গে।

[ভীমার্জ্জুনের প্রস্থান।

কামদেব। (বৃষকেতুর প্রতি) দেখ ভাই! গুরুজনের উপদেশে আজ আমার ভ্রান্তি দূর হ'য়েছে। অপরিচিত শত্রুকে উপেক্ষা ক'র্‌তে নাই। ভগবান কোন্ আধারে কত শক্তি নিহিত রেখেছেন, তা'কে বল্‌তে পারে? মহাবীর ধনঞ্জয় জানিতেন না একলব্যের মত একজন দ্রোণ শিষ্য বনের মধ্যে গুপ্তভাবে অস্ত্রসাধনা ক'র্‌ত!

[উভয়ের প্রস্থান।

গীত

ভাই, ভগবানের ভবধামে অসম্ভব কিছু নয়;
ছদ্মবেশে সত্যবস্তু গুপ্তভাবে ঢাকা রয়॥
বালুকার কণা সম ক্ষুদ্র বীজের ভিতরে,
কত মহাতরু দেখ কি ভাবে বিরাজ করে,
মহামূল্য রত্ন কত, হীরা মণি মরকত,
খনির অঙ্গার মাঝে জন্ম হয়॥
মহাপুরুষের দেহে প্রায় দেখি দীন বেশ,
গুণবান জনে কভু নাহি অহঙ্কার লেশ,
সার বস্তু আছে যার, নির্জ্জনে নিবাস তার,
কার্য্যকালে দেয় সত্য পরিচয়॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পাণ্ডব শিবিরের অন্যপ্রান্ত।

(রঞ্জনলাল ও হরিদাসের প্রবেশ)

রঞ্জন। ভাই হরিদাস! আজ এখন আমার কোন ঝঞ্ঝাট নাই। ঘোড়া এখন তোমাদের রাজার আস্তাবলে। এস! তোমায় দুএকটী উপদেশ দি।

হরি। দাও; কিন্তু আগে আমায় পরীক্ষা কর।

রঞ্জন। বল দেখি, কি উপায়ে শীঘ্র বড় লোক হওয়া যায়?

হরি। ভণ্ডামি ধর, মনে স্বার্থ ঢেকে রেখে, মুখে মিষ্ট কথার দোকান সাজিয়ে রাখ, দুদিনে বড় লোক হবে। প্রমাণ—ধৃতরাষ্ট্র। কিন্তু কাগজের খেলার ঘর। ঝড় বৃষ্টিতে দুদিনে উড়ে গেল। যদি ধীরে ধীরে চিরস্থায়ীভাবে বড় লোক হতে চাও, তবে যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ ব'লে যুধিষ্ঠিরের মত বার বৎসর পথে পথে বেড়াও—চিরস্থায়ী বড় লোক হ'তে পারবে।

রঞ্জন। বল ত সব চেয়ে বড় কি?

হরি। পরের দোষ।

রঞ্জন। সব চেয়ে ছোট কি?

হরি। নিজের দোষ।

রঞ্জন। এ সংসারে সব সমেত কয়খানা বুদ্ধি আছে জান?

হরি। বুদ্ধি মোট দেড় খানা। একখানা সম্পূর্ণ আমার।

আর আধখানা সকলের। ভাল, তুমি আমার একটি কথার উত্তর দাও দেখি ;—দেখি তুমি আমার কেমন গুরু ? বল ত—পাণ্ডবরাণী দ্রৌপদী মহাসতী, অথচ তাঁর পঞ্চস্বামী। ত্রিভুবনে এমন রীতি ত আর কোথাও শুনি নাই। এ বিবাহের উদ্দেশ্য কি ?

রঞ্জন। পঞ্চ পাণ্ডব নরলোকে পঞ্চদেবতা। সে দেবতার লীলা চাষায় বুঝ্‌তে পার্‌বে কেন ?

হরি। চাষা বুঝান সাদা কথায় বুঝিয়ে দাও! অবশ্য বুঝ্‌তে পার্‌ব।

রঞ্জন। ধর্ম্মপত্নী আর উপপত্নীতে কি প্রভেদ ?

হরি। ধর্ম্মপত্নী স্বামীর ধর্ম্মের সঙ্গিনী। আর উপপত্নী তার উপপতির কাম প্রবৃত্তির দাসী।

রঞ্জন। ধর্ম্মপত্নীর সঙ্গে কাম প্রবৃত্তির সম্বন্ধ না থাক্‌লে দাম্পত্য প্রেমের কি কোন অঙ্গহানি হয় ?

হরি। কিছু মাত্র না।

রঞ্জন। সেইজন্য কাম প্রবৃত্তির সম্বন্ধ না থাক্‌লে যেমন এক মাতার পঞ্চপুত্র, এক ভগিনীর পঞ্চভ্রাতা কোন দোষের বিষয় নয়, তেমনি এক স্ত্রীর পঞ্চস্বামী দোষের বিষয় নয়।

হরি। আদর্শ সুন্দরী দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চ পাণ্ডবের কাম প্রবৃত্তির সম্বন্ধ নাই ;—এ সত্য কথা যে কল্পনায় আসে না, গুরুদেব !

রঞ্জন। শোন বাপু! একটা গল্প বলি। দুজনা চাষায়

বলাবলি ক'র্‌চে ; ভাই ! কখনও রাজা দেখেছিস ? আর একজন বল্‌ছে ;—কেন দেখ্‌ব না ? সেই সেবার হরিণ মারতে এসে মোড়লদের পড়া ডাঙ্গায় দাঁড়িয়েছিল ;—ডান হাতে সোণার কাস্তে; বাম হাতে হাতীর দাঁতের পাঁচন বাড়ী, কাঁধে চন্দন কাঠের লাঙ্গল। তুমি আমি সেই চাষাদের মত পঞ্চপাণ্ডবের কথা রাজা দেখার মত বিচার করছি। ধ্রুব প্রহ্লাদ, রাম লক্ষ্মণ, ভীমার্জ্জুন কি তোমার আমার মত ? তারা আমাদের সীমানার বাইরে থাকে। একটি মাত্র বংশধর পুত্র স্বামীকে দান করা ধর্ম্মপত্নীর দায়ীত্ব। স্বামীও পুত্রকামনার সময় ইষ্ট চিন্তায় রত থাকেন। সেইজন্য যুধিষ্ঠিরের মত গুণবান পুত্র লাভ করেন। অন্য প্রবৃত্তি থাক্‌লে দুর্য্যোধনের মত পুত্র জন্মে। এক স্বামী ধৃত-রাষ্ট্রের ঔরসে গন্ধারীর গর্ভে শত পুত্রের জন্ম। আর পঞ্চস্বামী পঞ্চপাণ্ডবের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে মাত্র পঞ্চ পুত্রের জন্ম। এই কাম প্রবৃত্তির লেশমাত্র ছিল না ব'লে ভ্রাতৃবধূর গর্ভে ব্যাস-দেব সন্তান সৃষ্টি কোন দোষের বিষয় হয় নি। দেখ ! বুদ্ধিতে বড় বিষয়ের দোষ গুণ বিচার করা যায় না। ঐ প্রবৃত্তিটা নিয়েই যত দোষ গুণ। ঐ জন্যই মানুষ দেবতা হয়, দেবতা দানব হয়।

হরি। হুঁম্‌। তোমার পেটে নেহাত গোবর ভরা নয়। কিছু কিছু সারও আছে। এসব কথা কার কাছে শুনেছ ?

রঞ্জন। বিদুর মশায় নিষ্কর্ম্মা ব'সে থাকেন ;—তিনি বলেন, আমি শুনি। না শুন্‌তে চাইলেও নিস্তার নাই। বস্‌লে উঠ্‌বার যো নাই।

হরি। ভাল, তাঁর মুখে শোনা, আরও দুএকটা কথা বল, বেশ জ্ঞানের কথা শুন্‌লে শিক্ষা হয়। তোমাদের ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ কেন?

রঞ্জন। ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু, বিষয় আর বৈরাগ্য। বিষয় অন্ধ;—বৈরাগ্য শ্রীহীন পাণ্ডুবর্ণ। বিষয়ের স্ত্রী প্রবৃত্তিরূপা গান্ধারী, আর বৈরাগ্যের স্ত্রী নিবৃত্তিরূপা কুন্তী। বিষয়ের ঔরসে প্রবৃত্তির গর্ভে শতরূপ পাপের মূর্ত্তিতে শত ভ্রাতা দুর্য্যোধনের জন্ম। আর বৈরাগ্যের ঔরসে নিবৃত্তির গর্ভে পঞ্চাত্মক ধর্ম্মের মূর্ত্তিতে পঞ্চভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের জন্ম।

হরি। আজ সত্যই তোমার মুখে গুরুর মত কথা শুনেছি, আহা! কে সেই বিদুর নামে মহাজ্ঞানী পুরুষ। দেখা পাইত তাঁর চরণে আত্ম বিক্রয় করি।

রঞ্জন। তিনি ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুরুপাণ্ডবের বিদুর খুড়ো। কৃষ্ণ ঠাকুরকে খুঁদ খাইয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং যম রাজা। নিবৃত্তিরূপা কুন্তীদেবীকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন ব'লে কুরুযুদ্ধে পঞ্চপাণ্ডব কেউ মলো না। আর ধর্ম্মের কি মরণ আছে? তিনি বলেন,—পঞ্চপাণ্ডব—ধৈর্য্য, পুরুষকার, দৈব, জ্ঞান, আর বিবেক এই পঞ্চাত্মক ধর্ম্ম। যুদ্ধকালে স্থির যুধিষ্ঠির ধৈর্য্য; ভীমমূর্ত্তি মহাবল ভীমসেন পুরুষকার; পাপশূন্য শুভ্রবর্ণ নির্ম্মলতা অর্জ্জন ক'রে অর্জ্জুন হোয়েছেন দৈব; জ্ঞানের কুল নাই তাইতে নকুল; নকুল জ্ঞান আর দেবতার সহিত বিদ্যমান যিনি সহদেব বিবেক। এই পঞ্চাত্মক ধর্ম্মকে

আশ্রয় ক'রে আছেন, পুরুষ কৃষ্ণের সখী শক্তিরূপা কৃষ্ণা দ্রৌপদী।

হরি। তাহ'লে ত আরও বড় সুন্দর সম্মিলন হ'য়েছে। আমাদের মহারাজ হংসধ্বজ পরম বৈষ্ণব। বর্ত্তমান পাণ্ডব-সম্মিলন তাঁর মোক্ষ প্রাপ্তি। তিনি স্বয়ং রাজর্ষি জনকের ন্যায় নিষ্কাম বিষয়ী। তাঁর স্ত্রী—নিবৃত্তা প্রবৃত্তি। সুরথ সুধন্বা পুত্র দুটি—কর্ম্ম আর জ্ঞান। কন্যা কুবলয়া ভক্তি। বিভাবতী প্রভাবতী সাধনা আর সিদ্ধি। আর সেই রাখাল ছেলেটা যোগরূপী যোগেশ্বর। কি সুন্দর! আমরা ভদ্রাবতী রাজ্যবাসী কি ভাগ্যবান্। এ যুদ্ধের সুযোগ ত্যাগ করা হবে না। চল দাদা! যুদ্ধের উদ্‌যোগ করিগে।

রঞ্জন। না ভাই! যুদ্ধের কথা আর ব'ল না। এ সব সাত্ত্বিক কথার মধ্যে রাজসিক প্রসঙ্গ কেন?

হরি। দাদা! তুমি এত শাস্ত্র জান; তবে যুদ্ধের কথায় ভয় কেন?

রঞ্জন। ভাই হরিদাস! মনের কথা বলি শোন। এ যুদ্ধের এ কয়দিন চল নিকটে কোন তীর্থে যেয়ে সাত্ত্বিক কাজ ক'রে আসি। বেঁচে থাক্‌লে জীবনে অনেক কাজ ক'র্‌তে পার্‌ব। কিন্তু চুপ ক'রে মরে গেলে কি লাভ হবে বল? যুদ্ধের জয় পরাজয়ের পুরস্কার তিরস্কারের আমরা কেহ নই। সে সব বড় বড় বীর মহাশয়দের জন্য। তবে কেন আমরা এতদিনের খোরাক দেওয়া পুরাণো প্রাণটা টপ্ ক'রে

ছেড়েদি। আমাদের মত লোকের যুদ্ধ করা কেবল হুজুক্ বৈ ত নয়? তবে কেন আর এখানে চুপ ক'রে বসে থাকি। চল যাওয়া যাক্।

হরি। এই বুঝি দাদা! তোমার উপদেশ? সত্য ব'ল্‌তে কি দাদা! তুমি কখনই ক্ষত্রিয় নও। আমার বোধ হয় তুমি উড়িষ্যাবাসী।

রঞ্জন। ব্যঙ্গ ক'রনা ভাই, কাজের কথা বলি শোন। তোমাদের রাজসভায় দূত হ'য়ে গিয়েছিলাম। তোমাদের মহারাজ বড় মিষ্টভাষী। আমায় কেমন সম্ভ্রমের সঙ্গে অভ্যর্থনা ক'র্‌লেন! কিন্তু ছোট রাজকুমার বড় কর্কশভাষী। তিনি আমায় কিনা বল্লেন তুমি অশ্বরক্ষক। তাঁর সেই কথাটি মনে হ'লে প্রতিহিংসার ইচ্ছা হয়।

হরি। এইত দাদা মানুষের মত কথা। তোমার আগেকার কথা শুনে তোমার প্রতি আমার অশ্রদ্ধা হ'য়েছিল। যে মুখে এমন পণ্ডিত, সে মনে এমন মূর্খ! দাদা! প্রতিহিংসা কর। যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র লয়ে ছোট রাজকুমারের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র। সুযোগ পেলেই প্রতিহিংসা দেখিও দিও।

রঞ্জন। (স্বগতঃ) ছোট রাজকুমার চিন্‌লে "অশ্বরক্ষক"। আবার চাষাটাও চিন্‌লে যে "উড়িষ্যাবাসী"। তবে এখন মুখ সাপটা ছাড়া হবে না। কি জানি যদি আসল জিনিষ চিনে ফেলে। (প্রকাশ্যে) হরিদাস! তোমার পরামর্শ ভাল। এস ভাই! অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিগে।

হরি। সাবধান দাদা! যেন অন্য মত ক'র না। যদি পালাও, তবে আমি তোমার সব কথা মেজ পাণ্ডবকে ব'লে দিব। যেখানে যাও টিকি ধ'রে এনে মাথাটা টক্ ক'রে কেটে ফেল্‌বে।

রঞ্জন। (স্বগতঃ) আবার ব'ল্‌ছে "টিকি"। তবে কি চিনেছে নাকি? দূর হ'ক পালান হবে না। এ চাষাটা ভারি ধূর্ত্ত। যদি ব'লে দেয়। যাহ'ক ক'রে এ কয়দিন যুদ্ধের মধ্যে এক রকম ক'রে গাঢাকা দিয়ে থাক্‌ব। (প্রকাশ্যে) এস ভাই! যাওয়া যাক্।

[উভয়ের প্রস্থান।





পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

(ভেরীবাদক এবং তুরীবাদককে সঙ্গে লইয়া
শঙ্খাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্খ। তোমরা আপন আপন যন্ত্র উচ্চরবে বাদন কর।

বাদকদ্বয়। (তথা করন)।

শঙ্খ। আমি যেমন শিক্ষা দিয়েছি, সেই ভাবে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা পত্র পাঠ কর।

১ম বাদক। আগামী কল্য যিনি দিবা এক প্রহরের মধ্যে যুদ্ধ যাত্রা না ক'র্‌বেন, তাঁকে রাজসভার সম্মুখে তপ্ততৈলে নিক্ষেপ করা হ'বে।

শঙ্খ। হাঁ ঠিক হ'য়েছে। এই ভাবে ঘোষণা কর। এই ঘোষণা পত্র নাও। যিনি দেখ্‌তে চান, তাকে দেখাবে। আর একটি কথা ব'লে দি ; বিশেষরূপে স্মরণ রেখো। তোমরা বড় বধূ রাণী প্রভাবতীর অন্তঃপুরের দিকে ঘোষণা ক'র্‌তে যেও না। রাজাজ্ঞা ; সে দিকে যেও না।

গীত

বৈষ্ণব রাজার প্রজা ভাজা মজার হুকুম ভাই রে।
কৈম্যাছের প্রাণ কঠিন যে জন তারও নিস্তার নাই রে॥
রাজ-পুরোহিত যিনি,
ব্যবস্থা দিয়েছেন তিনি,
বদরসের বদ খেয়াল দেহে না রবে জানি ঃ—
ভাজা বীরে হাল্‌কা দেহে ক'র্‌বে জোর লড়াই রে॥

১ম বাদক। যে আজ্ঞে।

[তুরী ভেরী বাদন ও ঘোষণা বাক্য বলিতে বলিতে বাদকদ্বয়ের প্রস্থান।
অন্য দিক দিয়া কালোর প্রবেশ।]

কালো। (শঙ্খের হস্তধারণ পূর্ব্বক) ঠাকুর মহাশয়! একবার এদিকে এস না। তোমার একগিন্নি তোমায় ডাক্‌ছে। এস না একবার (হস্তাকর্ষণ)।

শঙ্খ। সে কি! আমার গিন্নি এখানে আমায় ডাক্‌বে কেন? আমার গিন্নি প্রকাশ্য রাজপথে এখানে আস্‌বে কেন? বালক! তুমি বোধ হয় ভুল করেছ। ব্যস্ততাক্রমে আমায় চিন্‌তে পার নাই। আমি রাজ-পুরোহিত আচার্য্য শঙ্খ।

কালো। আরে এস না ঠাকুর! আমি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, সবই চিনি। এস না।

[হস্তাকর্ষণপূর্ব্বক শঙ্খকে লইয়া প্রস্থান।
অন্যদিক দিয়া চণ্ডালকুমারী চুণীর প্রবেশ।]

চুণী। (স্বগতঃ) বেইমান বামুন গেল কুথারে? এই না

হোথ্যা খাড়া হ'য়ে ভেঁপু নিয়ে চিলাচ্ছিল ? একটিবার দেখা হ'য়ত হামার মতলব বজায় করি। হো ! হো ! কি বেইমান রে কি বেইমান ! বামুন ঘরে এত্তা বেইমান ! হামার জানের পুঁজি কেড়ে নিয়েছে। ফাঁকি দিয়ে হামার ধরম খেয়েছে। হো ! হো ! কত্তো মিঠা বুলি বোলে খোষামুদী ক'রেছিল ! এক কম্ চার গণ্ডা বছর হামার বয়স ছিল। কেছু বুঝতাম না। মা বাপ হামার ব'ল্‌তো, আহা ! এমন খোষ চেহারা পিয়ারের মেয়ে— একটা ভালা জামাই নিয়ে আস্‌বো ! দিনে দিন খুঁয়ে গেল, হামার বিয়া হ'ল না। বাঁদীর বাচ্ছা বেইমান বামুন হামায় দেখে কত্ত খোষামুদী ক'রে হামার ধরম খেলে। বলেছিল— তোকে বিয়া ক'রে বাম্‌নী ক'র্‌ব। ধনদৌলত চাঁদী সোণার গয়না দেবো। হামারে ফুসলে মশানে নিয়ে গেলো। জবাফুল নিলে, সরাব নিলে, মাস নিলে, হামারে সরাব পিলালে ;— হামার ধরম খেলে। ঐ রোজ থেকে আর দেখা মিলে না। আজ মিলেছে। ঐ ঐ সেই বেইমান আস্‌ছে। আগে মিঠা বোলি বোল্‌ব ; খোসামুদী ক'র্‌ব। জানের পীরিত্ দেখ্‌লাব। পিছু হামার মৎলব বজায় ক'র্‌ব।

(শঙ্খের হস্তধারণপূর্ব্বক কালোর প্রবেশ)

কালো। দেখ্‌ত ভাই চুণী ! এই তোমার সে বামুন কর্ত্তা কিনা ?

চুণী। (অধোমুখে) এছেলিয়াটি হামার জানের খপর সব

জানে। ওকে সব ব'লেছি। এখন এদের সাম্‌নে বামুনের সাম্‌নে একটু ভদ্দর আনা বুলি ব'ল্‌তে হ'বে। (প্রকাশ্যে) হাঁ ভাই। এহি হামার সে বাপ মায়ের জামাই। (শঙ্খের হস্তধারণ) এস দেখি হিয়ার মাণিক! পাঁজরার ধন! হামি পথে পথে ঢুঁরে ঢুঁরে দেয়ানা হ'য়ে গেছি। হামার দেমাগ্‌ সরম্‌ সব ঘুচে গ্যাছে। এস চাঁদ! মাণিক আমার ঘরে চল। এস বঁধু তোমায় সেই কালিয়া শ্যাম সাজাব। হামি তুয়ার পিয়ারী সেজে এমনি ক'রে গান ক'র্‌ব—

(গীত নৃত্য সহকারে)

শ্যাম দে দে দে দে মোরে তুহার ঐছন বাঁশী।
তোর বাঁশী, তোর হাসি, তোর ফাঁসী, তোর সবই ভালবাসি।
তু বাজাবি রাই ব'লে, হামি বাজাব শ্যাম ;
তু কাঁদিস কি, হামবি কাঁদি, দেখি কার কি দাম ;—
তোর নামে, তোর প্রেমে, তোর গুণে তোর হব কেনা দাসী।

শঙ্খ। চণ্ডালকুমারি! তুমি গৃহে যাও। আমি শ্মশান ক্ষেত্রে অমানিশীথে নায়িকা সিদ্ধির জন্য পঞ্চমকার সাধনা করেছিলাম, সেই দণ্ডে তোমাকে আবশ্যক হ'য়েছিল। এখন আর আমার তোমাকে আবশ্যক নাই। তুমি পঞ্চমকার সাধনার উপকরণ হ'য়েছিলে, তুমি একজন সাধক-ব্রাহ্মণের দ্বারা উপ-ভুক্তা হ'য়েছ। তোমার চণ্ডাল জন্ম পবিত্র হ'য়েছে। এখন শুদ্ধ চিত্তে গৃহে যাও।

চুণী। তুয়ারে ছেড়ে হামি একলা যাব? বামুন! হো!

হো! (হাস্য) আমি হাবি নই রে বামুন! হাবি নই। আচ্ছা, হামারা চণ্ডাল জনম পবিত্র হ'য়েছেত? তুত বল্লি। তবে কেন তু হামার সঙ্গে যাবি না বল? কেন হামারে তু বিয়া ক'র্‌বি না বল? তু বামুন! তু নায়িকা দেবতা সাধনা ক'রেছিলি—আয়, হামি চণ্ডাল। আয় হাম্ তোকে সাধনা ক'র্‌ব।

(শঙ্খের হস্ত ধারণ)

কালো। যাও না ঠাকুর! পথের মধ্যে আর ঢলাঢলি কর কেন? দেবী পূজার উপকরণ ব্রাহ্মণের ভোগ্য হবে না কেন? যাও না!

শঙ্খ। তুমি কি ব'ল্‌ছ বালক! আমি ব্রাহ্মণ কেমন ক'রে চণ্ডাল-সঙ্গ গ্রহণ ক'র্‌ব? জাতি নষ্ট, ধর্ম্ম নষ্ট, সম্ভ্রম নষ্ট হবে যে। একবারেই যে অধঃপাতে যাব।

কালো। এখনও যেতে বাকি আছে নাকি?

শঙ্খ। ছিঃ বালক! আমি ব্রাহ্মণ। তুমি আমায় ফেলে চণ্ডালের পক্ষ অবলম্বন কোচ্ছ?

কালো। আমি অনেক দিন হ'তে চণ্ডালকে ভালবাসি।

চুণী। (শঙ্খের হস্তাকর্ষণ) আয় না বামুন! হামার মাথার কিরে আয় না। তোকে দেখ্‌লে হামার বাপ মা বড় খুসী হবে; হামারবি ধরম বজায় থাক্‌বে, জান্ বজায় থাক্‌বে। আয় না—আয়। হামারে ধরমে পরাণে মারিস্ না! আয়। যাবি না? সরম্ লাগ্‌ছে! আচ্ছা, হামি জুলুম্‌সে লে যাব। (সজোরে হস্তাকর্ষণ) জানিস্ বামুন! হামি চণ্ডালের মেয়ে।

শূয়ারের মাস, বরার চর্ব্বি হামরা ফি রোজ খাই। আয়! তুকে জুলুম্ সে লে যাব।

[সজোরে শঙ্খের হস্তাকর্ষণ পূর্ব্বক লইয়া প্রস্থান।

কালো। (স্বগতঃ) এই এক খেলা হ'য়ে গেল। যাই, আরও কত খেলা রয়েছে খেল্‌তে হবে।

চণ্ডাল ব্রাহ্মণে হ'ল সুন্দর মিলন।
নিজে খে'লে নিজে হাসি কে বুঝে কেমন॥

[প্রস্থান।

২য় গর্ভাঙ্ক

ভদ্রাবতীর সীমাবর্ত্তী গ্রাম্য পথ।

(তিন জন নাগরিকের সহিত একজন মণ্ডলের প্রবেশ)

১ম নাগরিক। মেজ তালুই! সত্তি কি লড়াই হ'বে গা? আমার গাটা যেন কস্ কস্ ক'র্‌ছে। কেবল চাষ করি আর বোসে বোসে খাই। চুপ ক'রে ব'সে থেকে থেকে যেন বাতে ধরে গেছে।

২য় নাগ। আরে বাবা! ও কথা আর বল্লিস্ না। আমার ঢাল, খাঁড়া, বল্লম, তীর, সব জং ধ'রে গেল। মেজে ঘ'সে কত কাল সাফ্ কোরে রাখ্‌ব? মাঝে মাঝে দু' একবার রক্ত না মাখালে কি সাফ্ থাকে? আমাদের মহারাজ হয়েছেন যেমন বৈষ্ণব দেবতা—যুদ্ধের নাম গন্ধও নাই। আমরাত আর

তাঁর মত ষোল আনা বৈষ্ণব হ'তে পারি না। এই ত বৈষ্ণবের কাজ প্রায় সবই কর্‌ছি। একাদশীর উপবাস কর্‌ছি, তিলক চন্দন, সেবা কর্‌ছি। হরিনামের মালা জপ কর্‌ছি, কোন রকম মাংস খাই না, মৃগয়া করি না—আর কি ক'র্‌ব? বছরের মধ্যে দু একবার যুদ্ধ লড়াই না ক'রে কেমন ক'রে বাঁচি বল। বাপ ঠাকুরদাদার স্বভাব কি সহজে ছাড়া যায়? মা! শ্মশান-কালি! মা! এ লড়াইটা যেন শীঘ্র বাধে মা!

৩য় নাগরিক। দাদা! তুমি ভুল বুঝেছ। লড়াই বাধে না কেন, তা জান? বৈষ্ণব রাজার রাজ্যে প্রজায় প্রজায় দাঙ্গা হাঙ্গামা না বাধ্‌তে পারে; কিন্তু বাইরের শত্রুরা তো আর বৈষ্ণব নয়? রাজকুমার সুধন্বা সুরথ এ রাজ্যের সেনাপতি। তাঁদের ভয়ে বাইরের শত্রুরা এ রাজ্য পানে এগোয় না।

মণ্ডল। ঠিক বলেছিস্‌ মাধব! শুভক্ষণে অস্ত্র ধরেছিল তা'রা দুটী ভাই! যেন দেবতার বার, হঠাৎ কি হ'য়ে উঠ্‌লো। অন্যের বিশ বছরের শিক্ষা তাদের একমাসে হ'য়ে গেল। যে যুদ্ধে যায় সেই যুদ্ধেই জয়। ছোটটী আবার বড়টীর বাড়া। তার সমুখে এগুতে বড় রাজকুমারের ভয় হয়। কিন্তু বাবা! পাণ্ডবেরাও নাকি খুব বীর ব'লে শুনেছি। অনেক যুদ্ধ জয় করেছে।

১ম নাগ। যতই বীর হ'ক্‌ না কেন? আমাদের সুধন্বা সুরথের সমুখে কিছুতেই দাঁড়াতে পার্‌বে না। পাণ্ডবেরা নিজে দুই একজন হয়ত যুদ্ধ ক'র্‌তে জানে; কিন্তু তারা এমন ভাল রকম শেখান সৈন্য কোথায় পাবে?

মণ্ডল। সে আমাদের মহারাজের কৌশল। এমন শেখানর কৌশল কোন রাজ্যে নাই। বিশ ত্রিশ হাজার প্রজাকে সৈন্য সাজিয়ে দিয়ে, চার পাঁচ বৎসর শেখান হ'ল। পরে তাদের ছেড়ে আবার অন্য প্রজা বিশ ত্রিশ হাজার সাজিয়ে নেওয়া হ'ল। এই ভাবে রাজ্যের সব প্রজাকে যুদ্ধ শেখান হ'য়েছে। এমন কৌশল আর কোথাও নাই।

(বাদকগণের প্রবেশ এবং স্ব স্ব যন্ত্রবাদনপূর্ব্বক ঘোষণা পত্র পাঠ)

১ম বাদক। "আগামী কল্য যিনি দিবা এক প্রহরের মধ্যে যুদ্ধ যাত্রা না কর্‌বেন, তাকে রাজসভার সম্মুখে তপ্ত-তৈলে নিক্ষেপ করা হ'বে।"

৩য় নাগ। ওহে তুরী ভেরীওয়ালা! তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ কাকে বলে? তেলে ভাজা হবে? কেন? ভাজা সেপাই কি ভাল লড়াই করে? কোন মস্‌লা দেওয়া হবে না?

১ম বাদক। কি জানি মশাই! রাজার আজ্ঞা। আমাদের যেমন বল্‌তে ব'লে দিয়েছে তাই বল্‌ছি, আমরা অত শত বুঝি না।

[বাদকগণের প্রস্থান।

মণ্ডল। আরে ক্ষ্যাপা! ভাজ্‌বে কেন রে! মহারাজের কঠিন আজ্ঞা, যেন ভয়ে ভয়ে সকলেই ঠিক সময়ে প্রস্তুত হ'য়ে উপস্থিত হয়। সেই জন্য তপ্ত তৈলের ব্যবস্থা।

৩য় নাগ। আরে বাপু! এ ব্যবস্থা আর কখন শুনেছ

কি ? কারাগারে দেওয়া, প্রাণদণ্ড করা, রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, এই তো সাত পুরুষ হ'তে শুনে আস্‌ছি। তেলে ভাজার কথা ত কখন শুনি নাই। তার চেয়ে আগুণে পোড়ান তো ভাল। তেলটা বেঁচে গেল। বাপরে বাপ জ্যান্ত মানুষ ধ'রে তেলে ভাজবে, আবার ঠিক এক প্রহরের সময় যেতে হবে ; দেরি হ'লে তেলে ভাজ্‌বে ; হয় তো আগে গেলে গরম জলে সিদ্ধ কর্‌বে ; আমাদের ঘরে ত রাজবাড়ীর মত প্রহর বাজে না। মড়োলের পো ! মনটা যেমন কেমন খিঁচ্‌ড়ে গেল ; প্রাণের যুদ্ধ ক'র্‌ব কি, আগেই যেন মনটা খিঁচ্‌ড়ে গেল।

মণ্ডল। কেন কি হ'য়েছে রে ক্ষ্যাপা !

১ম নাগ। হবে আর কি, মনটার ভিতর যেমন কেমন অদল বদল কর্‌ছে ; এমন পরম বৈষ্ণব রাজা আমাদের, যাঁর রাজ্য মধ্যে অতি নীচজাতি হাড়ি ডোমেও পর্য্যন্ত একটু পাঁঠার মাংস গোপনে রাঁধ্‌তে পারে না, তাঁর রাজসভায় কি না মানুষ তেলে ভাজা হ'বে ? বাবা ! তেলে ভাজার নাম শুনে, আমার পেটে যেন অম্বল গুলিয়ে উঠ্‌ছে।

মণ্ডল। আমার বোধ হয় এ ব্যবস্থা মহারাজের নিজের নয়। মহারাজের পুরোহিত সেই বিট্‌লে বামুনটারি বোধ হয় এই ব্যবস্থা।

১ম নাগ। কেন হে মোড়ল ! মহারাজের কি কাণ্ড জ্ঞান নাই ? তিনি কি সেই দুষমুন বামুনটার হাতের পুতুল ? যেমন নাচায় তেম্নি নাচেন ? এমন সোনার চাঁদের মত দুটী উপযুক্ত

ছেলে র'য়েছে, তাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'র্‌তে পারেন না? মহারাজের সত্যই ভীমরতি হ'য়েছে।

২য় নাগ। বাবা! আমি এক কথা বলি শোন। বোধ হয় এ যুদ্ধের শেষ ফল ভাল নয়। ঐ পুরোহিত বামুনটা কখনই মানুষ নয়। ভূত কিংবা রাক্ষস দানব পুরোহিত সেজে এসে ব'সেছে। চিরকাল ওবেটার মতলব খারাপ। এতদিন পারে নাই, এইবার ধ'রেছে! ও বেটা কখনই বামুন নয়! ওকে মার্‌লে কখনই পাপ হবে না। এই যুদ্ধের পর যদি ফিরে আস্‌তে পারি তা হ'লে ও বিট্‌লে যেমন তেলে ভাজার ব্যবস্থা ক'রেছে, ওরেও তেম্নি মাটিতে পুঁতে ফেলে মার্‌ব। তোমরা সকলেই আজ এখানে দাঁড়িয়ে মোড়লের সাম্‌নে সত্য কড়ার কর।

সকলে। হাঁ সত্য! সত্য!! সত্য!!!

মণ্ডল। এস যাই। সময় মত যাবার উজ্জুগ করা যাগ্‌গে।

[সকলের প্রস্থান।

৩য় গর্ভাঙ্ক

রাজান্তঃপুর—বিভাবতীর প্রকোষ্ঠ।

(সুসজ্জিত বেশে সুরথের প্রবেশ)

সুরথ। (স্বগতঃ) ভালবাসার তিনটী মূর্ত্তি—ভক্তি,

প্রণয়, আর স্নেহ। গুরুজনে ভক্তি, সখা সখীকে প্রণয়, অনুজ বা সন্তানে স্নেহ। যেমন গঙ্গার ত্রিধারা; স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্ত্যে ভাগীরথী, পাতালে ভোগবতী। ভালবাসা আর গঙ্গা যেমন একই বিষয়। গঙ্গা পতিতপাবনী; ভালবাসাও পতিত-পাবনী। অনেক পতিত পাপী, অনেক পাষণ্ড নাস্তিক ভালবাসার স্পর্শগুণে উদ্ধার পায়। বিভাবতী আমার স্ত্রী, আমার ধর্ম্মপত্নী। আমি বিভাবতীকে ভালবাসি। তার স্বামি-ভক্তিময়ী সতী মূর্ত্তি দেখ্‌লে তাকে ভক্তি করি। তার রসময়ী নায়িকা মূর্ত্তি দেখ্‌লে মনে প্রণয় সঞ্চার হয়, তার সরলা সেবিকা মূর্ত্তি দেখ্‌লে তাকে স্নেহ করি। সুতরাং এক কথায় বল্‌তে হ'লে তাকে আমি ভালবাসি। আমি ব'লে নই। সংসারের সকল স্বামীস্ত্রীরই এই ভালবাসা। আমি ভালবাসার আড়ম্বর দেখাতে জানি না। এই গঙ্গারূপিণী ভালবাসার স্রোত আমার এতদিন মনের তটে আবদ্ধ ছিল। আজ যেন বোধ হচ্ছে, সেই স্রোতে বান এসেছে। তটভূমি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কারণ বিরহের ভয়ে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। আজ প্রবল শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে যাচ্ছি; হয় তো এ জীবনে বিভাবতীকে আর দেখ্‌তে পাব না। সেই বিরহের কল্পনায় বিভাবতীর মূর্ত্তি আজ যেন আমার হৃদয়ে দশভূজা মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হ'য়েছে। এই যে বিভাবতী আমার সত্য সত্যই যেন দশভূজা মূর্ত্তিতে উপস্থিত। পূর্ব্বাপেক্ষা পঞ্চগুণরূপ-লাবণ্য স্ফুর্ত্তিময়ী মূর্ত্তিতে উপস্থিত।

(হাস্যময়ী বিভাবতী মূর্ত্তিতে কালোর প্রবেশ)

বিভা। (সুরথের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) এসো আমার হৃদয় সরসীর মরালরাজ! আমার প্রাণচাতকীর নব জলধর! আমার মনচকোরীর পূর্ণ শশধর! আজ দশ প্রহর—সুদীর্ঘ দশ প্রহর পরে তোমাকে বিরলে পেয়েছি। ব'স নাথ. একটীবার স্থির হ'য়ে একদণ্ড ব'স। আমি আমার তৃষিত নয়নের আকুল পিপাসা পূর্ণ ক'রে একবার তোমার ভুবনমোহন মূর্ত্তিখানি ভাল ক'রে দেখি।

সুরথ। (সানন্দে) মরি! মরি! বিভাবতি! সত্যই ব'ল্‌ছি, আজ যেন তোমাকে দশগুণ রূপলাবণ্যময়ী, দশগুণ প্রেমস্ফূর্ত্তিময়ী বিভাবতীর মত দেখ্‌ছি! কেন বল দেখি সতি?

বিভা। আমার গুণ কি নাথ! তোমার ভালবাসা চখের গুণ! তোমার প্রেমময় হৃদয়ের গুণ। আমি তোমার যে বিভা, সেই বিভা।

সুরথ। (বিভার মুখ ধরিয়া) সত্যই কি তুমি আমার সেই বিভা? সেই মুগ্ধা, লজ্জাবতী অথচ ভক্তিময়ী, মৃদুচতুরা, সেই অর্দ্ধস্ফুট অধরে কম্পিত রসনায় স্বল্পভাষিণী অথচ কর্ণপথে অর্থস্পর্শিনী সুধামধুবাদিনী, তুমি কি সেই বিভা?

বিভা। হাঁ নাথ! আমি সেই বিভা।

সুরথ। কিন্তু সেই বিভা আজ যেন পূর্ণস্ফূরিতা, সেই মুগ্ধা আজ মোহিনী, সেই স্বল্পভাষিণী আজ সরলভাষিণী। যেন অষ্টমী তিথিতে পূর্ণচন্দ্র উদয় হ'য়েছে। বিভা! তোমার সুরথমোহিনীমূর্ত্তি আর কোন দিন দেখি নাই।

বিভা। আজ দেখাব ব'লে এতদিন ঢেকে রেখেছিলাম।

সুরথ। কেন ঢেকে রেখেছিলে প্রাণময়ি ?

বিভা। এতদিন তোমার নিকট আমি আমার মনের মত ভালবাসা পাই নাই।

সুরথ। আজ পেয়েছ বল ?

বিভা। হাঁ নাথ! আজ সম্পূর্ণই পেয়েছি! কিন্তু কতক্ষণ থাক্‌বে, আর কতক্ষণে যাবে তাই ভেবে দেখ্‌ছি।

সুরথ। এ ভালবাসা আমার চিরজীবন সমান পরিমাণে, সমান ভাবে সমান থাক্‌বে।

বিভা। সত্য ?

সুরথ। সত্য।

বিভা। আমার মাথায় হাত দিয়ে বল।

সুরথ। (বিভার মাথায় হাত দিয়া) সত্য! সত্য!! সত্য!!! এখন আমাকে প্রতিদানে কি দিবে দাও।

বিভা। তোমায় দুটী ভাল গান শোনাব ?

সুরথ। উত্তম কথা। তোমার গান কখন শুনি নাই, আজ এ জীবনের আশা পূর্ণ হ'বে।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

বিভা। (নর্ত্তকীগণকে ইঙ্গিত ও নর্ত্তকীগণের সহিত নৃত্য গীত)।

গীত

পাষাণ বিধি পাষাণ হ'য়ে
পাষাণে গ'ড়েছে তোমায়।
প্রেমিক যদি হ'তে তুমি নিশ্চয়—
তোমার থাকৃত হৃদয়॥
পাষাণ হ'তেও পাষাণ তুমি,
কত যে কেঁদেছি আমি,
গরল কি রয় ঢাকা সুধায়,
কুসুমে কি পাষাণ লুকায়॥

সুরথ। বিভা! এ গান তোমারই গান। আমায় শুনাবার জন্য তুমিই রচনা ক'রেছ। আর আমায় তিরস্কার ক'র্তে হবে না। আমি সত্যই বল্‌ছি—আমি তোমায় পূর্ব্বাপেক্ষা দশগুণ অধিক ভালবাস্‌ব।

বিভা। আর একটি শোন নাথ! আমার বড় সাধের গান আর একটি শোন।

(নর্ত্তকীসহ নৃত্য গীত)

আমি চতুরের আদরিণী।
সদা ভয় মনে তুষিব কি গুণে
নারী জাতি অবোধিনী॥
যদি ত্রুটী ঘটে বঁধু, আর কি হেরিব ও মুখ বিধু;
তুমি ভালবাসা দিয়ে, যাবে ভুলাইয়ে,

তুমি অমূল্য গুণনিধি কাঁদিতে রহিব শুধু :—
অকালে ভুলায়ে নিও নাহে বিধি ;—
তোমা ধনে পেয়ে, রাজেশ্বরী হ'য়ে
না হই যেন কাঙ্গালিনী ॥

সুরথ। বিভা! সন্দেহকে মনে স্থান দিও না। আমি শপথ করে বল্‌ছি, আমি তোমায় পূর্ব্বাপেক্ষা দশ গুণ অধিক ভালবাস্‌ব।

বিভা। যদি এখন আমার স্বভাব স্বরূপ ভিন্ন প্রকার হয়, তবুও তুমি আমায় এই ভাবে ভালবাস্‌বে ?

সুরথ। হাঁ, অবশ্যই বাস্‌ব। আমি কখনই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কর্‌ব না।

বিভা। চেয়ে দেখ দেখি, যদি এখন আমার এই রূপ এই ভাব হয় তা'হলে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন ক'র্‌বে কিনা ? (বিভাবতীর মূর্ত্তি পরিহারপূর্ব্বক রাখাল বালক কালোর মূর্ত্তি ধারণ) দেখ দেখি এইরূপে এই ভাবে আমায় ভালবাস্‌তে পার কিনা ?

সুরথ। (ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া) তুমি! তুমিই তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছ (সহাস্যে) আমিও আমার প্রতিজ্ঞা অবশ্যই রক্ষা ক'র্‌ব। এস ভাই! কালো! কোলে এস। (কালোকে ক্রোড়ে ধারণ) এখন তোমার আশা পূর্ণ, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে তো ? আজ হ'তে আমার ছোট ভাইটী হ'য়ে আমার কোলে থাক। দেখ, যেন সামান্য ত্রুটীতে আমাদের ফেলে পালিও না।

কালো। দাদা! আমার আশা পূর্ণ হ'য়েছে। তোমার ভালবাসা পেয়েছি। আজ আমার মুখখানির দিকে একবার স্নেহের দৃষ্টিতে ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি।

সুরথ। সুন্দর! অতি সুন্দর! সুন্দর হতেও সুন্দর! এতক্ষণ যে বিভাবতীর সুন্দর মুখখানি দেখাইলে তাহ'তেও সুন্দর!

কালো। তবে এতক্ষণ বিভাবতীকে পূর্ব্বাপেক্ষা দশগুণ অধিক ভালবাস্‌ছিলে তাহ'তেও অধিক আমায় ভালবাস্‌বে, বল।

সুরথ। হাঁ, বাস্‌ব! তোমার মুখের দিকে চেয়ে শপথ করে বল্‌ছি ভালবাস্‌ব।

কালো। আমি যা বল্‌ব তা শুন্‌বে?

সুরথ। এতদূর ভালবাসার যতদূর ক্ষমতা ততদূর শুন্‌বো।

কালো। সুধু শুন্‌লে হবে না। সেই কথা মত কাজ ক'র্‌বে বল।

সুরথ। হাঁ, অবশ্যই ক'র্‌ব।

কালো। দাদা! মানুষে কল্পতরু হয়, শুনেছ?

সুরথ। শুনেছি, বলি রাজা দান যজ্ঞ করে কল্পতরু হয়েছিলেন।

কালো। (সুরথের কোল হইতে নামিয়া) দাদা! আজ আমি তোমার সম্মুখে একটী খেলা ক'র্‌ব। কল্পতরু হওয়া

খেলা। আমি তোমার সম্মুখে যেন কল্পতরু হ'য়ে দাঁড়ালেম। তুমি যেন আমার কাছে কিছু চাইতে এসেছ। দাদা! তুমি কি চাও, বল।

সুরথ। ভাই কল্পতরু! আমি তোমার কাছে তিনটী বর চাই। প্রথমটী এখন ব'ল্‌ব, অপর দুইটী সুযোগ মত পরে ব'ল্‌ব।

কালো। প্রথমে কি বর চাও, বল।

সুরথ। তুমি বিভাবতী হয়ে, বিভাবতী আমার যেমন হ'য়েছিল, আমার বিভাবতীকে তেম্‌নি ক'রে দেখাও।

কালো। তার চেয়ে সুন্দর ভাবে দেখাব! দাদা! এ আমি তোমায় বর দান কচ্ছি না, বিভাবতীকে তুমি এতদিন যে ভাবে জান্‌তে, বিভাবতী তার অপেক্ষাও সুন্দর! আমায় বিভাবতী মূর্ত্তিতে যা দেখেছিলে, বিভাবতী তার চেয়েও সুন্দর! বিশ্বাস না হয়, এই দেখ—

(প্রকৃত বিভাবতীর প্রবেশ এবং সলজ্জভাবে অধোমুখে অবস্থান)

কালো। দাদা! ভাল কথা মনে হয়েছে, রাণী সই আমাকে ডেকেছে, একবার দেখা করে আসি। (বিভাবতীর নিকট যাইয়া) ছোট সই! আমি আসি।

[প্রস্থান।

সুরথ। বিভা! কালো যা বলে গেল, সে কথা সত্য। আমি এতদিন তোমায় ভাল ক'রে দেখি নাই। আজ দেখছি সত্যই বিভা আমার 'কল্পনা রাজ্যের মহারাণী; স্বপ্ন কাননের

বনদেবী ; আশা নদীর স্বর্গতরী ; শান্তি পূজার পদ্ম ফুল। বিভা! কেন তুমি আমায় এতদিন এইরূপে, এই মূর্ত্তিতে, এই স্ফূর্ত্তিতে দেখা দাও নাই? বল বিভা! সত্য বল।

বিভা। নারী জীবনের দেবতা আমার! আমি এতদিন জান্‌তাম যে, তুমি প্রভু আমি দাসী। তুমি গুরুদেব আমি শিষ্যা। তোমার সঙ্গিনী হ'বার সৌভাগ্য একদিনও মনে কল্পনা করতে সাহস করি নাই। তুমিও আমায় কখনও সে প্রশ্রয় দাও নাই। সে দিনও দিদির সাক্ষাতে তুমি আমায় বলেছিলে যে, "পদসেবার দাসী আবার গৃহলক্ষ্মী!" তোমার বাক্য আমার গুরু-বাক্য ; আমার গুরুবাক্য মাথায় করে পায়ের দাসী পায়ের তলে পড়ে আছি। এখন পায় রাখ, পাশে রাখ, সঙ্গে নাও—যা অনুমতি কর, তাই করব।

সুরথ। অনুমতি ক'র্‌ছি আমার পাশে এস।

বিভা। (সুরথের বামে যাইয়া দুই বাহুদ্বারা তাহার বাম-স্কন্ধ ধারণ) (এবং মুখ লুক্কায়ন)

সুরথ। (বামবাহুদ্বারা বিভার দেহ বেষ্টন পূর্ব্বক) বিভাবতি!

বিভা। আবার বিভাবতী? বল, বিভা।

সুরথ। বিভা! আমার দেবদত্ত বৈজয়ন্তী মালা এতদিন ধূলায় প'ড়ে ছিল ; আমি হৃদয়হীন, তাই হৃদয়ের ধন চিন্‌তে পারি নাই। আমার এ অপরাধ ক্ষমা করবে ত?

বিভা। মৃত্যুর পর পুণ্যবানের স্বর্গবাস লাভ হয়, কিন্তু

আজ আমার সশরীরে স্বর্গবাস লাভ হয়েছে, এখন কি আর আমার কারও কোন দোষ অপরাধ মনে আছে ?

সুরথ। কেন মনে নাই বিভা ?

বিভা। অধিক উচুতে উঠলে, নীচের বস্তু খুব ছোট দেখায়। সেই জন্য এখন কিছুই মনে নাই।

সুরথ। বিভা! আমি এতদিন মনে মনে অনুতাপ কর্‌তাম যে—

গীত

দিনে দিনে দিন ফুরায়ে গেল
মনোমত ধন এলনা।
আমি সুখের আশায়, বাঁধিনু হৃদয়,
সুখের সুযোগ হ'ল না॥
দেখি দিন শেষে নিজ ভ্রমবশে
সকলি আশার ছলনা।
আমি ভাবি পর দিন আসিবে সুদিন
মোহ নেশার ঘোর গেল না॥
কাল সলিলা নিয়তি লীলা
কেমনে বুঝিব বল না।
তুমি যে এমন অতুল রতন
এ ধারণা মনে ছিল না॥
গৃহ মাঝে যার হেন রত্নখনি
রত্ন আশা তার ছলনা।

ভ্রম ঘুচে গেল, হাতে রত্ন এল,
পূরিল সকল বাসনা।
অসত্যের ছলে সত্য ধন ভুলে
সুধা আশে বিষে কামনা।
হায়! আমার কুমতি, খেলায় নিয়তি,
যেন বালকের খেলনা॥

বিভা। হৃদয়-সর্ব্বস্ব! আমারও হৃদয়ের কথা শোন। যখন বালিকা ছিলাম, তখন সর্ব্বদা স্নেহ-সাগরে যেন ডুবে থাক্‌তাম। তখন সে বালিকা বয়সের মূল্য বুঝিতাম না। মনে মনে যৌবনের কল্পনা কর্‌তাম, ভাব্‌তাম স্নেহ অপেক্ষা প্রণয়ে অধিক সুখ। পরে যৌবনের প্রথমে দেখ্‌লাম যা যায় তা আর আসে না,—তখন তোমার মত মনে মনে অনুতাপ কর্‌তাম যে—

গীত

কেন শৈশব গেল, এ যৌবন এল
ফুরাইল সুখ সরলতা।
সেই ভালবাসাবাসি, প্রাণে প্রাণে মেশামিশি
কোথা সেই ভাব মধুরতা॥
বিমল স্ফটিক মণি, ছিল এ হৃদয় খানি
নাহি ছিল স্বার্থ মলিনতা;—
হায়, হায়, সব যেয়ে এল কুটিলতা॥
বালিকা ছিলাম যবে, ভালত বাসিত সবে
এখন আর দেখে না দেখাহ'লে

পাছে ভালবাসা চাই ব'লে বদন ফিরায়ে চ'লে,
অভিমানে ভাসি আঁখি জলে ॥
প্রেম ভালবাসা যত, সকলি ছায়ার মত,
সার মাত্র স্বার্থের মমতা।
স্বর্গ সুধা বিনিময়ে, হলাহল হাতে লয়ে
যথা যাই তথা নিষ্ঠুরতা ॥

সুরথ। অভিমানিনী বিভা! এখন বল দেখি, সে অভিমান এখনও আছে কি না? যে অভিমানে আবার বালিকা হ'তে চেয়ে ছিলে, সে অভিমান এখনও আছে কি না?

বিভা। সে অভিমানের বিষয় তুমি, কারণও তুমি, আবার প্রতিকারও তুমি। তুমি এখন আমার সম্মুখে ভালবাসার সমুদ্র, সেই অনন্ত সমুদ্রে আমার পূর্ব্বের অভিমান, ক্ষোভ, হুতাশনিশ্বাস সবই বিসর্জ্জন দিয়েছি; ও কথা যাক্, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা সব ভুলে যেয়ে বর্ত্তমানের সুখই আমার এখন জীবনের শান্তি সুধা। একটী কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো?

সুরথ। কি, বল।

বিভা। দেবপালিত পারিজাত তরুর গায় কি কখন বনলতা উঠে?

সুরথ। উঠে বই কি? কেন উঠ্‌বে না? সাধুসঙ্গে কার না বাসনা?

বিভা। (পূর্ব্ববৎ সুরথকে বেষ্টন করিয়া) তবে হে দেবতরু পারিজাত! এই আমি ক্ষুদ্র বনলতা তোমার বিভা, আমায় আশ্রয় দাও।

সুরথ। তোমার চোখে তুমি বনলতা, কিন্তু আমার চোখে তুমি আমার কাম্যবনে কল্পলতা।

বিভা। তোমার মুখখানি দেখে বোধ হচ্ছে, তুমি আমায় যেন কি বল্‌বে, কি বল্‌বে ; বল না ?

সুরথ। বিভা! সত্যই অনুমান ক'রেছ! পাণ্ডববীর ভীমার্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত, বোধ হয় শুনেছ ?

বিভা। হাঁ, শুনেছি, তোমরাও যুদ্ধে যাবে তাও শুনেছি।

সুরথ। আমি তোমার কাছে যুদ্ধ যাত্রার বিদায় নিতে এসেছি, বোধ হয় বুঝ্‌তে পেরেছ ?

বিভা। বুঝতে না পার্‌লেও অনুমান কর্‌তে পেরেছি।

সুরথ। তবে হাসি মুখে এখন আমায় বিদায় দাও।

বিভা। হাসি মুখে ? তাহ'লে কপট হাসি হাস্‌তে হবে, তোমার সঙ্গে কপটতা কর্‌বো ? পাপ হ'বে যে! যাত্রাকালে হাস্‌তেও নাই, কাঁদতেও নাই। নীরবে মনে মনে ভগবানকে ডাক্‌তে হয়।

সুরথ। তবে সন্তুষ্ট মনে বিদায় দাও।

বিভা। যাও নাথ! বিভার জীবনসর্ব্বস্ব ধন! নিশ্চিন্ত মনে হাস্‌তে হাস্‌তে যুদ্ধে যাত্রা কর। যুদ্ধে জয়লাভ করে, আবার তেমনি হাস্‌তে হাস্‌তে ফিরে এস।

সুরথ। বিভা! মনে বেদনা পাবে না ত?

বিভা। দেখ দেব! মনের সকল কথা মুখে আনা যায় না। আমি তোমায় বিশেষরূপে চিনি, তুমি কর্ত্তব্যপরায়ণ মহাপুরুষ; বর্ত্তমান যুদ্ধ যাত্রা, তোমার বর্ত্তমান মহাকর্ত্তব্য ব্রত। বিশেষতঃ তুমি জ্যেষ্ঠভ্রাতৃগত-প্রাণ, তিনি সেনাপতি হয়ে অগ্রগামী হবেন, এই সামান্যা অবলা বালিকা বিভার মত শত শত বিভা তোমার পায়ে ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌বে না। তুমি নিশ্চয়ই যুদ্ধ যাত্রা কর্‌বে, তা জানি; তবে কেন অনর্থক "যেওনা যেওনা নাথ! প্রাণে বড় ব্যথা পাব" বলে তোমার মন দুর্ব্বল ক'রে দিব? স্ত্রী স্বামীর সকল কার্য্যে প্রবল সহায়, তবে কেন আজ কর্ত্তব্য পথের কণ্টকরূপিণী হয়ে, তোমার মহাব্রতে বাধা দিব? তবে মনে বেদনার কথা বল্‌ছ?—তাকি জান না যে, বেদনা, যাতনা, রোদন, হতাশ নিশ্বাস, দুঃখ, ক্লেশ, তাপ এসব বিষয় যে বিধাতা রমণী-হৃদয়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন! আমাদের বস্তু আমাদের থাক্; তোমাদের বস্তু আনন্দ, উৎসাহ, উদ্যম, লয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে যাত্রা কর।

সুরথ। বিভা! আর তোমার সম্মুখে দাঁড়াতে পাচ্ছি না, বুকের ভিতর কেমন যেন একটা জলের তরঙ্গ, উপরে উঠে চোক দিয়ে বাইরে আস্‌তে চাচ্ছে! আর না! বিভা! আমি আসি—

বিভা। বুকের কবাট দিয়ে, ধৈর্য্যকে চেপে রেখেছি, কে যেন ভিতর হতে সজোরে আঘাত কচ্ছে। যাও নাথ! বিলম্ব

কর না, অবলার বুক বড় দুর্ব্বল! বিশ্বাস করো না! যাও, যাও নাথ!

সুরথ। (বিভার হস্ত ধারণ করিয়া) আসি বিভা!

বিভা। একটু দাঁড়াও। একটী পলকে দেখে নেই। (উভয় হস্তে সুরথের উভয় হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) ;—

গীত

প্রাণের যাতনা, লুকায়ে রাখিব
মনে বড় ছিল সাধ।
স্রোত না ফিরিল, দ্বিগুণ বাড়িল
ভেঙ্গে গেল বালির বাঁধ।
মনে ভাবি চেয়ে দেখি মুখ পানে
জলভার আসি চাপে দুনয়নে।
লুকাইতে চাই আপনা হারাই,
কে বুঝিবে এ বিষাদ॥
আমি জীবনের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে
তোমার চরণে এসেছি।
আশার অধিক রতন মাণিক,
না চাইতে সবই পেয়েছি।
তাই বলি আঁখি বারিহীন হও,
তাই বলি হৃদি স্পন্দ হীন রও,
ছেড়ে দিনু হাত, চলে যাও নাথ,
ক্ষম মম যত অপরাধ।

[বসনাবৃত নয়নে ভিন্নদিকে উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজ অন্তঃপুর প্রভাবতীর প্রকোষ্ঠ।

(একাকিনী প্রভাবতীর প্রবেশ)

প্রভাবতী। (স্বগতঃ) পুরোহিত মহাশয়ের উপদেশ অদ্য দিবা এক প্রহর পর্য্যন্ত কুলগ্ন, যুদ্ধযাত্রা নিষিদ্ধ। যুবরাজকে কৌশলে আমি আবদ্ধ করে রাখ্‌ব। অসম্ভব কথা তিনি বুঝ্‌তে পার্‌বেন না এমন কি কৌশল আমি জানি! কিন্তু তাকে যে কোন উপায়ে হ'ক ধরে রাখ্‌তেই হবে! কি উপায় এখন স্থির করি! পুরোহিত মহাশয় মহাপণ্ডিত, তাঁর ব্যবস্থা কখনই মিথ্যা হবে না। কালো যে এই আসি বলে চলে গেল, এখন আস্‌ছে না কেন? আহা! ছেলেটি বড় সুন্দর, বড় বুদ্ধিমান, বড় চতুর। দেখ্‌লে বোধ হয় যেন এ পৃথিবীর কেহ নয়। স্বর্গের কোন ছদ্মবেশী দেবকুমার! ঐ হাস্‌তে হাস্‌তে আস্‌ছে। এক মুহূর্ত্তও হাসি ছাড়া নাই।

(কালোর প্রবেশ)

কালো। কি হচ্ছে রাণী সই?

প্রভা। বসে বসে ভাব্‌ছি যে তুমি এলে কই।

কালো। কেন এত ভালবাস?

প্রভা। তুমি যে ভাই সদাই হাস।

কালো। না হয় সই যাহ'ক করে আজ একটু কাঁদি।

প্রভা। ঐ কাজটি ক'রো না ভাই আমি প্রতিবাদী।

কালো। সই ! ও সব কাব্য নাটক ছেড়ে দাও, সেই মদমত্ত বারণকে মৃণাল বন্ধনে বাঁধ্‌তে হ'বে, তার কি উপায় স্থির করেছ ?

প্রভা। উপায় আমার ভাই তুমি। তুমি আমার মন্ত্রণা-দাতা প্রধান মন্ত্রী। মন্ত্রী থাক্‌তে আমি ভেবে মর্‌ব কেন ?

কালো। তবুও মন্ত্রীকে সাহায্য কর্‌তে হবেত ? কি সাহায্য কর্‌বে বল, শুনে রাখি।

প্রভা। আমার যতদূর ক্ষমতা, তাই কর্‌ব। ভাণ্ডারে যা কিছু সঞ্চিত আছে সব ব্যয় কর্‌ব। তূণে যত শর রক্ষিত আছে সব সন্ধান কর্‌ব। বিধিদত্ত নারী দেহে যা কিছু সম্বল আছে সবই ডালি সাজিয়ে সম্মুখে ধর্‌ব।

গীত

স্বামী প্রেম আমার সাধনা।
এ সাধনা আমার এ জীবনে ;—
ভুলে দু'দিন গেলে আমার আর হবে না॥
শুভ যৌবনের দিনে, সাধ মম আয়োজনে,
রূপবনে ফুল চয়নে ;—
প্রাণের নৈবেদ্য সাজাব, সর্ব্বস্ব সঁপিব,
(যার প্রাপ্য ধন তার পদে দিব।)
(পদে জনম জীবন বিকাইব।)
বাসনা বিলাসে মন যাবে না॥
পুরুষ পূজার তরে, প্রকৃতি জীবন ধরে,
লীলা ভূমি ভব সংসারে ;—

সাঙ্গ হ'লে পরে, জন্ম জন্মান্তরে,
(স্বামী চরণ সুখে শিরে ধরে।)
(অন্য আশা আমার নাই অন্তরে।)
স্বামিপদ পূজা ভুলিব না॥

কালো। ডালি যে সাজিয়েছ, তাত দেখ্‌তেই পাচ্ছি।

প্রভা। কি দেখ্‌তে পাচ্ছ ভাই! বল না।

কালো। বস্ত্রালঙ্কারের ভাণ্ডার শূন্য করেছ! তাতেও মনের মত হয় নাই বলে, তার পরে আবার ফুলসাজে ফুলরাণী সেজে বসে আছ।

প্রভা। এখন আমার মন্ত্রীর সাহায্য মাত্র আবশ্যক।

কালো। ঐ দেখ রাণী সই! দাদা আস্‌ছেন।

(হাস্যমুখে যোদ্ধৃবেশে সুধন্বার প্রবেশ)

সুধন্বা। কে তুমি ভুবনমোহিনী আমার প্রভাবতী সেজে বসে আছ? অথবা প্রভাবতী আমার কার মনোমোহিনী সেজে বসে আছে!

প্রভা। তোমার প্রভাবতী, তার মনোমোহনের মনোমোহিনী সেজে বসে আছে।

সুধন্বা। আমার প্রভাবতীর মনোমোহন, কে সে ভাগ্যবান্?

প্রভা। ভাগ্যবতী প্রভাবতী যাঁর পদতলে, তিনি সেই ভাগ্যবান্। (প্রণাম)

কালো। দাদা! ধনুর্ব্বাণ অসি চর্ম্ম পরে তুমি আমার

রাণী সইয়ের কাছে এসেছ কেন ? সইয়ের কাছে তুই একটা খেলার কস্‌লত দেখাবে নাকি ?

সুধন্বা। কি ভাই কালো ! তুমি এখানে আছ ? প্রভাবতীর রূপ-জ্যোতিতে আমি তোমায় দেখ্‌তে পাই নাই।

কালো। অত আলোতে কি কালো দেখা যায় ?

সুধন্বা। (স্বগতঃ) প্রভাবতীর প্রকোষ্ঠে যেন একটী কেমন দৈবশক্তির বিকাশ দেখ্‌তে পাচ্ছি। প্রভাবতীর এমন মনো-মোহিনীমূর্ত্তি কখনো দেখি নাই। কালোর মুখ খানিতে এমন ঢল ঢল লাবণ্য বিকাশ পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ! সবই তোমার লীলা ! আজ যুদ্ধ যাত্রার বিদায়কালে কর্ত্তব্যের কঠিন বর্ম্মে হৃদয় ঢেকে রাখ্‌তে পার্‌ব না, এরূপ জ্যোতির্ম্ময় শক্তিশেলে নিশ্চয়ই বিদ্ধ হ'ব। বোধ হয় বজ্রনির্ম্মিত কবচ পর্‌তে হবে। (প্রকাশ্যে) প্রভাবতি ! আমি যুদ্ধ যাত্রায় প্রস্তুত, তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছি, আমায় বিদায় দাও।

প্রভা। (হাস্যমুখে) তা মহাশয় ! কষ্ট স্বীকার করে এতদূর এসেছেন কেন ? অনুমতি কর্‌লে পার্‌তেন বিদায়টা আমি রাজসভায় পাঠিয়ে দিতাম !

সুধন্বা। না প্রভা ! আমি তত ব্যস্ত হচ্ছি না, এখনও চারি দণ্ড সময় আছে।

প্রভা। গীত

ঐ চারিদণ্ড মম, চতুর্ব্বর্গ ফল সম,
একে একে প্রাণ মন, জুড়াবে আমার।

এই যে সাজান ডালি, উপহার দিব বলি ;—
যতনে রেখেছি ধর ভার ;—
চেয়ে মুখ পানে, বহে দুনয়নে,
পরম পুলক অশ্রুধার ;—
নাহি জানি কি পাষাণে
ঢাকিব চঞ্চল প্রাণে।
সইবে না বিরহ তোমার ;—
নাথ হে, বঁধু হে, যেন হে, এদেহে
না রহে জীবন সঞ্চার ;—
আর কেহ না কাঁদিবে, আর কেহ
না কাঁদাবে,
হাসি মুখে চলে যাবে শুধি প্রেমধার।

কালো। দাদা! যদি ধনুর্ব্বাণ তরবারি লয়েই দিনরাত থাক্‌বে, তবে এ স্বর্ণ মৃণালিনী এনে অন্তঃপুরে রেখেছিলে কেন? ছিঃ তুমি ঘোর বিষয়ী! ঘোর সংসারী! মহা নিষ্ঠুর!

সুধন্বা। আমার সে দোষের দণ্ড দাও ; ভাই কালো! আমি নতশিরে দণ্ড গ্রহণ কর্‌ব।

কালো। আমার তাহ'লে এই আদেশ যে তুমি এই চারি দণ্ডের শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমাদের কাছে থাক্‌বে।

সুধন্বা। হাঁ ভাই! তাই থাক্‌বো। কিন্তু আমার একটী সাধ পূর্ণ কর্‌তে হবে ভাই!

কালো। কি কর্‌তে হবে বল! যা বল্‌বে তাই কর্‌বো!

সুধন্বা। আমার অনেক দিনের অভিলাষ যে, ভাই কালো! তোমায় একবার বৃন্দাবনের কৃষ্ণ সাজাব। তোমার রাণী সইকে জিজ্ঞাসা কর সত্য কিনা? সে জন্য আমি চূড়া বাঁশী পর্য্যন্ত সংগ্রহ ক'রে রেখেছি। প্রভাবতি! চূড়াবাঁশী দিয়ে কালোকে আমার কৃষ্ণ সাজিয়ে দাও।

প্রভা। (তথা করণ)

কালো। (সাজিয়া) দাদা! এইত কৃষ্ণ সাজা হয়েছে, এখন আমায় কি কর্‌তে হবে বল।

সুধন্বা। কুঞ্জবিহারী কৃষ্ণের মত একবার তেম্‌নি ক'রে নেচে নেচে গান কর্‌তে হবে।

কালো। আমি যদি কুঞ্জবিহারী কৃষ্ণ হ'লাম, তাহ'লে কুঞ্জবিহারিণী রাধা হবে কে?

সুধন্বা। তোমার রাণী সই তোমার রাধা হবে।

প্রভা। তাহ'লে আয়ান ঘোষ কে হবে তা বুঝ্‌তে পেরেছ কালো?

কালো। হাঁ, তা আর কি হবে! উদ্দেশ্যত সাধন কর্‌তে হবে, সই!

প্রভা। গীত

রাই, এস রাই, ব'লে ঐ—
বাঁজিছে বাঁশরী,
প্রাণে বহিছে সুধালহরী॥

ফুলের বাধন ভুলিব ব'লে,
অচল চরণ চমকে চলে,
চল সখি, শ্যাম নিরখি, জুড়াই আঁখি
বিহ্বলা আমি কোমলা নারী ॥
যায়, সরম চলিয়ে যায়,
কুলদায়, মানদায় সকলি
ঘুচিল হায়!
যায় যায় প্রাণ আগে যেতে চায়।
বহিছে দেখ না উজান যমুনা
কেমনে পরাণ বুঝাব ;
কলঙ্ক আমার প্রেম-মণিহার
হৃদয়ে দোলাবে কিশোরী ॥

কালো। গীত (নৃত্য)

অধরে বাঁশরী, ব্রজপানে হেরি
রাই বলে বাজাই।
এই বৃন্দাবনে, কালিন্দী পুলিনে
তাই আমি আসি যাই ॥
বাঁশীতে তুলেছি তান,
মানিনী ভুলেছে মান,
স্বামী আদরিণী, কুল সোহাগিনী
পাগলিনী শুনে গান ;—
রাই ব'লে আমি বাঁশী ভালবাসি
সাধি বাঁশী দিবানিশি ;—

রাজার নন্দিনী কুল কলঙ্কিনী,
যে আমারে ভালবাসে চিরকাল,
তারে আমি প্রেম বিলাই ॥

সুধন্বা। আ মরি রে! সত্যই যেন বৃন্দাবন-বিহারী নটবর বনমালী আমার গৃহ-বৃন্দাবনে বিরাজ কচ্ছেন, প্রভা আমার সত্যই যেন রাধারাণী।

প্রভা। গীত

কালরূপ কি আর নাই,
বাঁকা ঠাম কি আর নাই ;—
সে হাসি কি আর নাই ;—
সে বাঁশী কি আর নাই।
এ সংসারে সবই আছে
(আমার) শ্যামের মত আর নাই ॥
যত রূপরাশি শ্যামসনে মিশি,
আঁখি পথে যায় প্রাণ মাঝে পশি,—
আঁখি ভুলিল, মন মজিল,
তরঙ্গে কুলের বাঁধ ভাঙ্গিল ॥
রাধাশ্যাম হবে নাম,
কলঙ্কের ভয় আর নাই ॥

সুধন্বা। (বিহ্বলভাবে) কি দেখ্‌লাম! কি শুন্‌লাম! একি সত্যই আমার সেই অন্তঃপুর! না—এ যে সেই বৃন্দাবন-তল-বাহিনী নীল-সলিলা কালিন্দী-পুলিন-বিরাজিত নিকুঞ্জ বন রে! বৃন্দাবন বিনা এই বীণা-বিনিন্দিত স্বর-সুধা লহরী ত

আর কোথাও নাই! (কালোর প্রতি) এস শ্যাম মুরলীধর! ভক্তজন মনোমোহন! গোপিকা হৃদিরঞ্জন! একবার তেমনি ক'রে ত্রিভঙ্গ হ'য়ে আমার সম্মুখে দাঁড়াও।

কালো। এই দাঁড়ালেম! (তথাকরণ) কিন্তু দাদা! ঐ অস্ত্রশস্ত্র ধনুর্ব্বাণগুলি ফেলে দাও, ওসব আমি দেখ্‌তে ভালবাসি না। কোমলে কঠিনে মিলন আমি ভালবাসি না। প্রেমের মধুর লীলায় হিংসার অস্ত্র শস্ত্র কেন?

সুধন্বা। (অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগপূর্ব্বক কালোর সম্মুখে জানু পাতিয়া কর যোড়ে)

নব নীরদ-নিন্দিত কান্তিধরং।
রসসাগর নাগর ভূপবরং।
শুভ বঙ্কিম চারু শিখণ্ডশিখং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজ-রাজসুতং॥
ভ্রু-বিশঙ্কিত বঙ্কিম শক্র-ধনুং
মুখচন্দ্র বিনিন্দিত কোটীবিধুং
মৃদুমন্দ সুহাস্য সুভাস্য যুতং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্॥

এ নয়নভরা রূপ নয়ন ভরে দেখি! যত দিন নয়নে জ্যোতি থাকে ততদিন নয়ন ভরে দেখি;—যশ, মান, ঐশ্বর্য্য, রাজত্ব, বীরত্ব, জয়, যুদ্ধ, বিগ্রহ দূরে যাও! যমুনার কালো জলে ডুবে যাও। আমি জন্মের সাধনা, হৃদয়ের বাসনা, আশার কামনা আজ পূর্ণ ক'রব। বালক রে! আগে যদি জান্‌তাম, আগে

যদি তুই বল্‌তিস্‌, তাহ'লে এতদিন তোকে আরও ভাল ক'রে দেখ্‌তাম। গাও ভাই, আর একটী গাও। আর একবার তেমনি ক'রে নাচ।

কালো। (নৃত্য) গীত

ভালবেসেছি, সবই দিয়েছি,
তবু ত ভালবাস না।
প্রেম ল'য়ে হাতে, যেচে বিলাইতে,
এত ডাকি তবু এস না॥
খুঁজে দেখি প্রেমে অভাব কার,
ঝরে সদা আঁখি গোপনে যার,
না চাইলে না ডাকিলে সঙ্গে ফিরি তার ;—
প্রেম যদি চাও, মায়া ভুলে যাও,
বিষম বিষয় বাসনা॥

(ব্যস্তভাবে সুরথের প্রবেশ)

সুরথ। দাদা! আর বিলম্ব ক'র্‌ছেন কেন? বেলা এক প্রহর ত উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, যুদ্ধ সজ্জা সমুদয় প্রস্তুত, যাত্রার সময় হ'য়েছে।

সুধন্বা। (সুরথের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) ভাই সুরথ রে! এখনি যেতে হবে? যাত্রার সময় হ'য়েছে? (ত্যক্ত অস্ত্রাদি গ্রহণ) ভাই কালো! তুমিও বল, দয়া ক'রে একবার বল, আমার যাত্রার সময় হ'য়েছে কি?

কালো। দাদা! এইবার তোমার যাত্রার ঠিক মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়েছে, মাহেন্দ্রযোগ উপস্থিত এখনই যাত্রা কর।

সুধন্বা। ভাই কালো! এই দেখ আমার সবই রইল, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, রাজত্ব, বৈভব, আমার সবই রইল। ভক্তি, প্রণয়, স্নেহ, মায়া আমার সবই রইল। কালো! সবই তোমায় সমর্পণ ক'রে গেলাম। প্রভাবতি! আমি যাই। আমার যাত্রার সময় হ'য়েছে। যে বিস্মৃতি পাষাণখনির অর্দ্ধেক অংশ নিয়ে আমি কবচের ন্যায় বুকে বেঁধে ল'য়ে চল্লাম;—তার অপর অর্দ্ধেক অংশ তুমি বুকে চাপান দিয়ে স্থির হ'য়ে ব'সে, আমার দীক্ষাগুরু কালোর কাছে বৈরাগ্য-মন্ত্র শিক্ষা কর! প্রভা! একবার আমার মুখের দিকে চাও। হাঁ, হ'য়েছে, তোমার নয়নের অমৃতরাশি নয়নভ'রে ল'য়ে চল্লাম। এখন হ'তে বিশ্ব-সংসারকে অমৃতময় দেখ্‌ব। আমার যাত্রার সময় হ'য়েছে, আমি যাই, এস সুরথ!

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রভা। কালো! এখন কি ক'র্‌ব! এখন কি দেখ্‌ব? এখন কি চিন্তা ক'র্‌ব! আমার যে সবই ফুরিয়ে গেল। কালো! যেন ভূমিকম্প হ'চ্ছে না?

কালো। ভূমিকম্প নয়; তোমার আত্মকম্প হ'চ্ছে।

প্রভা। কি করি তবে কালো!

কালো। আমার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখ।

প্রভা। (মুখ নিরীক্ষণ করিয়া) কালো! ভাই!

কালো। প্রভা! সই!

প্রভা। স্থির হ'য়ে দাঁড়াও! ভাই! স'রে যেও না।

কালো। এস সই! একখানি ভাল ছবি দেখাব এখন।

[প্রভাবতীর হস্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

ভদ্রাবতী রাজসভা

(রাজা, মন্ত্রী এবং পুরোহিতের প্রবেশ)

শঙ্খ। মহারাজ! আপনার সমুদায় সৈন্য, সমুদায় ক্ষত্রিয়-প্রজা, অস্ত্র ধারণক্ষম। অন্যান্য জাতীয় প্রজা সকলেই যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে রাজ-দুর্গের সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সমবেত হ'য়েছে। সকলেই যুদ্ধ যাত্রার জন্য চঞ্চল হ'য়েছে, কিন্তু আপনার সেনাপতি সুধন্বা-সুরথ এখনও উপস্থিত হ'ন নাই; যাত্রার নির্দ্দিষ্ট সময় দিবা এক প্রহর অতীত হ'য়ে আরও দুই দণ্ড অধিক হ'য়েছে।

মন্ত্রী। পুরোহিত মহাশয়! ছোট রাজকুমার নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বে উপস্থিত হ'য়ে যুবরাজকে সন্ধান ক'র্‌তে আবার অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রেছেন। বোধ হয় তাদের আগমনের আর অধিক বিলম্ব নাই।

শঙ্খ। মহারাজের ইচ্ছায়, রাজদণ্ড, রাজাজ্ঞা, রাজনীতি সবই পরিচালিত হবে। সুধন্বা-সুরথের বিশেষ ব্যস্ত হ'য়ে রাজসভায় আগমন করা কিম্বা যুদ্ধযাত্রা করার আবশ্যক নাই।

তাঁরা জানেন যে আমরা রাজকুমার। বিশেষতঃ মহারাজের স্নেহের পুত্র, রাজ্যের সেনাপতি, তাঁদের ত রাজদণ্ডাজ্ঞার ভয় নাই। দিবা এক প্রহরের মধ্যে অনুপস্থিত ব্যক্তিকে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করা হবে, এ দণ্ডাজ্ঞা দরিদ্র সৈন্যগণের প্রতি, দুর্ব্বল প্রজাগণের প্রতি। যুবরাজ কিম্বা রাজকুমারের প্রতি নয়। মহারাজ! আমি সেই জন্যই পূর্ব্বে ব'লেছিলাম, নিষেধ ক'রেছিলাম, আমার নির্ব্বাচিত দণ্ডাজ্ঞায় অনুমোদন ক'রবেন না। স্নেহ মমতার জন্য, মান সম্ভ্রমের জন্য, ধন সম্পদের জন্য, সকলেই—প্রজা হ'ন, রাজা হ'ন, সকলেই পক্ষপাত দোষে দোষী হন। মহারাজ! প্রকৃত প্রস্তাবে নিরপেক্ষ হওয়া বড় কঠিন।

রাজা। পুরোহিত মহাশয়! দুর্জ্জয় দিগ্বিজয়ী ভীমার্জ্জুন চালিত পাণ্ডবসেনার সহিত সম্মুখ যুদ্ধে যাত্রা করা, ভেবে দেখুন, কি ভয়ানক বিষয়। সুধন্বা-সুরথের মত পুত্রকে সেই যুদ্ধে বিদায় দেওয়া ভেবে দেখুন কি ভয়ানক বিষয়! আমার না হয় ক্ষত্রিয়ের কঠোর প্রাণ! কিন্তু আপনার ত ব্রাহ্মণের কোমল প্রাণ! মনে ভেবে দেখুন দেখি, রাণী নারায়ণীর প্রাণে, কন্যা কুবলয়ার প্রাণে, বধূমাতা প্রভাবতী বিভাবতীর প্রাণে, সুধন্বা সুরথকে বিদায় দিতে কি মর্ম্মদাহী, কি ভয়ানক যন্ত্রণা উপস্থিত হ'চ্ছে। পুরোহিত মহাশয়! আপনি পরম পণ্ডিত। নিজের মন দিয়ে একবার পরের মন কল্পনা ক'রে দেখুন দেখি,—আপনার যদি সুধন্বা-সুরথের মত দুটি পুত্র থাকৃত, আর আজ যদি

মৃত্যুকে সম্মুখে রেখে যুদ্ধযাত্রা কর্‌বার পূর্ব্বে আপনার নিকট বিদায় চাইতে আস্‌ত, তবে কি তখন আপনার হৃদয়কে আপনি আমার মত পাষাণে বাঁধতে পারতেন?

শঙ্খ। মহারাজ! দারা-পুত্র ইহকালের; ধর্ম্ম পরকালের। ইহকালের মায়ায় পরকালের ধর্ম্মরত্ন বিসর্জ্জন দেওয়া মানুষের কর্ম্ম নয়। মহারাজ! আমায় স্পষ্ট কথায় বলুন, যুবরাজ সুধন্বা—সমবেত সৈন্য মণ্ডলীর প্রধান সেনাপতি, সুধন্বা আজ রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রেছেন কি না?

রাজা। দিবা এক প্রহর কি সত্যই অতীত হ'য়েছে?

শঙ্খ। হাঁ মহারাজ! হ'য়েছে।

রাজা। মন্ত্রি! মানমন্দিরের সূর্য্য ঘটিকা যন্ত্র দেখে এসেছ ত? সত্যই কি আজ এত সকালে এক প্রহর বেলা হ'য়েছে? সূর্য্য দেব কি আজ এত চঞ্চলপদে আমার ধর্ম্ম পরীক্ষা ক্ষেত্রে উপস্থিত হ'য়ে সাক্ষী হ'তে আস্‌ছেন?

মন্ত্রী। মহারাজ! দিবা এক প্রহর অতীত হ'য়েছে।

শঙ্খ। অতীত হ'য়ে দুই দণ্ডের অধিক হ'য়েছে।

রাজা। পুরোহিত মহাশয়! তপ্ত তৈল কটাহ কোথায় স্থাপিত ক'রেছেন?

শঙ্খ। সমবেত সৈন্যমণ্ডলীর সম্মুখে ইষ্টক নির্ম্মিত উচ্চ বেদিকার উপর প্রজ্বলিত চুল্লি জ্বল্‌ছে। তার উপর তৈল কটাহ স্থাপিত করা হ'য়েছে।

রাজা। তৈল অধিক উত্তপ্ত হ'য়ে প্রজ্বলিত হ'লে

অগ্নিকাণ্ডের ভয় আছে। তার প্রতিষেধের ব্যবস্থা ক'রেছেন কি ?

শঙ্খ। তার সুব্যবস্থা করা হ'য়েছে। প্রতি দণ্ডে উত্তপ্ত তৈলের এক চতুর্থাংশ উত্তোলন ক'রে পুনরায় তাতে নূতন শীতল তৈল সংযোগ করা হচ্ছে। এই ভাবে তৈল বিনিময় ক'রে তাপের সমতা রক্ষা করা হচ্ছে।

রাজা। কটাহের আকার কত বড় ?

শঙ্খ। একজন পূর্ণবয়স্ক দীর্ঘ-দেহ ব্যক্তি কটাহতলে দণ্ডায়মান হ'লে বাহির থেকে তার মস্তক দেখা যায় না।

রাজা। আপনি কত দিন পূর্ব্ব হ'তে এসব আয়োজন করেছেন ?

শঙ্খ। মহারাজ! এ সব অনাবশ্যকীয় কথাপ্রসঙ্গ ত্যাগ করুন, আমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিন, আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধন্বা রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করেছে কি না ?

রাজা। তা লঙ্ঘন করেছে বই কি ? কিন্তু আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে, বোধ হয় সূর্য্য ঘটিকা যন্ত্রটী বিকৃত হয়েছে, নইলে এত সকালে এক প্রহর বেলা হওয়া অসম্ভব।

শঙ্খ। মহারাজ! ঘটিকা যন্ত্র বিকৃত হয় নাই, আমি বিশেষ-রূপে পরীক্ষা করেছি, বোধ হয় আপনার প্রতিজ্ঞা পালন ইচ্ছা বিকৃত হয়েছে। যাই হোক আমার জিজ্ঞাস্য এই যে যদি যুবরাজ সুধন্বার রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন প্রতিপন্ন হয়, তা'হলে তিনি মহারাজের প্রস্তাবিত, আমার নির্দ্ধারিত দণ্ড গ্রহণ করবেন কি না ?

রাজা। পুরোহিত মহাশয়! ক্ষমা করুন, আর আমার ধৈর্য্য পরীক্ষা কর্‌বেন না, আমি মানব, সহস্র গুণ সংযমী হ'লেও, আমি মানব, আমি দেবতা নই। কিম্বা চণ্ডাল জল্লাদও নই।

শঙ্খ। তবে কি আমি চণ্ডাল! মহারাজ! আপনার ধর্ম্ম রক্ষার জন্য, আপনার প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য; আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি। বলুন মহারাজ! কোন্ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আমার এত চেষ্টা? স্বীকার করি যে আপনার হৃদয়ে যন্ত্রণা উপস্থিত হচ্ছে, তাই বলি আপনি স্থির হ'য়ে থাকুন, যা কিছু কর্ত্তব্য যা কিছু উচিত আমি সমাধা কর্‌ব।

গীত

প্রতিজ্ঞা সুপালন, বীরধর্ম্ম হে রাজন্;—
ভবের ভ্রমে ভ্রান্ত জন, পায় না পরম পুণ্যধন;
হেলায় হারায় হিরণ্য রতন,
কাম কাচে করে প্রলোভন। হে রাজন্, হে রাজন্,—
কেবা কার পুত্র কেবা পিতা কার,
মোহিনী মায়ায় মোহিত সংসার,
তোমার আমার এ ভেদ বিকার,
ভুলে যাও ধর ধর্ম্মধন;—হে রাজন্, হে রাজন্।

(সুধন্বা ও সুরথের প্রবেশ)।

সুধন্বা
সুরথ } (রাজা, মন্ত্রী এবং শঙ্খাচার্য্যকে প্রণাম)

রাজা। এস বাবা! তোমরা শত্রুজয়ী সর্ব্বজয়ী হও!—

সুধন্বা। বাবা! আপনার মুখ খানি যেন আজ কেমন অপ্রসন্ন বলে বোধ হচ্ছে! কেন বাবা! যেন কোন দুঃসাধ্য নিষ্ঠুর কর্ম্মের কল্পনা মনে চাপা দিয়ে রেখেছেন।

রাজা। সুধন্বা! সুধন্বা!

শঙ্খ। সাবধান! মহারাজ! প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হবেন না, স্বধর্ম্ম চ্যুত হবেন না, কর্ত্তব্য-পালন ব্রত-ভঙ্গ কর্‌বেন না।

রাজা। স্থির হও ব্রাহ্মণ! ক্ষমতা বা অধিকারের সীমা অতিক্রম কর্‌বেন না। আমার নিজের রাজধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম আমি উত্তমরূপে জানি। একজন দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আমি উত্তমরূপে জানি।

সুরথ। বাবা! এ হিয়ালীর অর্থত বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। সত্বর মুক্তকণ্ঠে মনোভাব ব্যক্ত করুন।

রাজা। (শঙ্খের প্রতি) দেখ ব্রাহ্মণ! আমি স্বধর্ম্ম পালন কর্‌তে পারি কি না? (সুধন্বার প্রতি) সুধন্বা! বেলা কত হয়েছে বল দেখি?

সুধন্বা। এক প্রহর গত হ'য়ে তিন দণ্ড অধিক হয়েছে।

রাজা। গত কল্য আমার কি আজ্ঞা ছিল, জান?

সুধন্বা। জানি, ভদ্রাবতী রাজ্যবাসী অস্ত্রধারণ-ক্ষম ব্যক্তি মাত্রকেই অদ্য বেলা এক প্রহরের মধ্যে রাজধানীতে উপস্থিত হ'তে হবে, না হ'লে নির্দ্ধারিত রাজদণ্ডে দণ্ডিত হ'তে হবে।

রাজা। সে বিষয় তুমি জেনেও কেন তিন দণ্ড অধিক বিলম্ব করেছ?

সুধন্বা। সে রাজদণ্ড আমি নতশিরে গ্রহণ কর্‌ব, রাজ-আদেশ পিতৃ-আদেশ আমি নত-শিরে পালন কর্‌ব।

রাজা। প্রতিজ্ঞা কর্‌তে পার, সেই রাজদণ্ড যে কোন প্রকার হোক্, নত-শিরে পালন কর্‌বে ?

সুধন্বা। প্রতিজ্ঞা অবশ্য কর্‌তে পারি, কিন্তু—

শঙ্খ। কিন্তু আবার কি, রাজকুমার! কর্ত্তব্য পালনে আবার কিন্তু কি ?

সুরথ। ব্রাহ্মণ! তুমি স্থির হও, পিতার সঙ্গে পুত্রের কথা, রাজার সঙ্গে সেনাপতির কথা, রাজধর্ম্মের কথা; গ্রহ পূজা বা শান্তি স্বস্ত্যয়নের কথা নয়, তবে তোমার এ অনধিকার চর্চ্চা কেন ?

রাজা। কিন্তু কি, সুধন্বা ?

সুধন্বা। কিন্তু আমি জান্‌তাম না যে, আমি এতদূর কর্ত্তব্য-জ্ঞানহীন যে, প্রতিজ্ঞা ক'রে কর্ত্তব্য পালন কর্‌তে হবে;—যাহোক শুনুন পিতঃ! আপনার শ্রীচরণ সাক্ষী;—আমি প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, ব্রাহ্মণ, দেবতা, চন্দ্র, সূর্য্য, ধর্ম্ম কাকেও আমি সাক্ষী স্বরূপে আহ্বান কচ্ছি না। মন্ত্রি! আপনার শ্রীচরণ সাক্ষী, আমি প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, মহারাজ! আপনার প্রস্তাবিত, নির্ব্বাচিত রাজদণ্ড, যে কোন প্রকার হোক্, আমি নত-শিরে সে দণ্ড গ্রহণ কর্‌ব।

সুরথ। দাদা! একটু স্থির হউন, হৃদয়কে একটু বিশ্রাম দিন্। ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা, ক্ষত্রিয়ের বাক্য, বিশেষতঃ আপনার

বাক্য একবার অধরোষ্ঠের বাইরে এলে, আর খণ্ডন হবে না, আর তাকে প্রত্যাহার করা যাবে না।

সুধন্বা। ভয় কি ভাই! আমার জ্ঞানকৃত কোন পাপ নাই। স্বেচ্ছাকৃত কোন দোষ নাই। আমার কোন দণ্ডের ভয় নাই, মানুষে দণ্ড বিধান কর্‌তে পারে। কিন্তু ভাই! সর্ব্ব বিধানের বিধাতা ভগবানের ইচ্ছা বই জীবে কোন দণ্ড ভোগ করে না। (রাজার প্রতি) বলুন মহারাজ! কি দণ্ড নির্ব্বাচন, করেছেন?

রাজা। (স্বগতঃ) আজ সুধন্বা আমায় পিতৃসম্ভাষণ কচ্ছে না। রাজ-সম্ভাষণ কচ্ছে; কেন না আমি রাজা হ'য়ে সেনাপতির অপরাধের দণ্ড বিধান কচ্ছি।

সুধন্বা। মহারাজ! নীরব কেন? দণ্ড যতই কেন কঠোর হোক্ না, ন্যায়বান্ রাজার ন্যায় মুক্ত-কণ্ঠে বলুন,—আমিও কর্ত্তব্যপরায়ণ সেনাপতির ন্যায় নত-শিরে দণ্ড গ্রহণ করি।

রাজা। (স্বগতঃ) ভগবন্! বিধাতঃ! আমার বজ্রের হৃদয়, পাষাণের রসনা, লৌহের অধরোষ্ঠ দাও, আমি বিদ্যুদগ্নিময়, গরল-জ্বালাময়, বাক্য উচ্চারণ কর্‌বো! ওঃ বক্ষের অন্তস্তল হ'তে একটু কেমন গুরু গম্ভীর কম্পন উপস্থিত হচ্ছে। নারায়ণ! হৃদয়ে শান্তি দাও। এই ভীষণ কর্ম্ম মানব শক্তির সাধ্য নয়। (প্রকাশ্যে) সুধন্বা! ভদ্রাবতীর রাজসেনাপতি! গত কল্য রাজাজ্ঞা প্রকাশ করা হ'য়েছিল যে, যে কোন অস্ত্র-ধারণক্ষম ব্যক্তি অদ্য বেলা এক প্রহরের মধ্যে যুদ্ধ সজ্জায়

সজ্জিত হ'য়ে রাজদুর্গ প্রাঙ্গনে উপস্থিত না হবে, তাকে যে কোন প্রকার রাজনির্ব্বাচিত দণ্ড গ্রহণ করতে হ'বে। অদ্য সেই দণ্ড নির্ব্বাচন করা হয়েছে, রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনকারীকে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করা হবে।

সুরথ। (রাজার পদধারণ পূর্ব্বক মুখের দিকে চাহিয়া) পিতঃ! আর না, ক্ষান্ত হউন্! আপনার মস্তিষ্ক চিন্তাতাপে উত্তেজিত হয়েছে, ক্ষান্ত হউন্! আপনার শ্রীমুখ নির্ব্বর হ'তে সর্ব্বদাই স্নেহ সুধাধারা প্রবাহিত হ'ত, আজ যেন তরল অগ্নিময় গৈরিক স্রাব নির্গত হচ্ছে! ক্ষান্ত হ'ন্।

রাজা। (সুরথকে উঠাইয়া) সুরথ! বাবা সুরথ! আমার বর্ত্তমান অবলম্বন, ভবিষ্যতের আশা মাত্র তুমি! আজ তুমি আমায় অমন নূতন সম্ভ্রমসূচক সম্ভাষণ করছ কেন? তোমার সে স্নেহ তরল স্বচ্ছন্দ সুমধুর সম্ভাষণ কৈ?

সুরথ। পিতঃ! আজ আমি ভদ্রাবতী রাজসিংহাসন-উপ-বিষ্ট মহারাজ হংসধ্বজের সম্মুখে অপরাধী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পশ্চাতে কনিষ্ঠ সুরথ! আজ আমার মুখে সে স্নেহ তরল সম্ভাষণ শুনতে পাবেন কেন?

রাজা। তবে কি শুনতে পাব?

সুধন্বা। (সুরথের মুখে হস্ত দিয়া) ভাই! আমার বিশেষ অনুরোধ! এক মুহূর্ত্ত স্থির হও।

শঙ্খ। বৎস সুধন্বা! তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান, ক্ষত্রিয় কখনও প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে না। তুমি তোমার পিতার ঔরসজাত

উপযুক্ত জ্ঞানবান্ সন্তান, পিতার আদেশ লঙ্ঘন করো না। শাস্ত্রের উক্তি জানত? "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ"। আমি তোমাদের কুলপুরোহিত, আমার উপদেশ শোন। নিজের প্রতিজ্ঞা, পিতার আদেশ লঙ্ঘন ক'রে, মহা পাপপঙ্কে লিপ্ত হ'ও না।

সুরথ। মহারাজ! দাদা যদি রাজআদেশ প্রতিপালন না করেন, তবে তাঁর প্রতি কি ব্যবস্থা করা হবে?

শঙ্খ। সুরথ! তোমার দাদা যদি রাজআদেশ লঙ্ঘন করেন, তাহ'লে সর্ব্বসমক্ষে প্রহরীরা কিম্বা জহ্লাদগণ তাঁকে বলপূর্ব্বক তপ্ত-তৈল-কটাহে নিক্ষেপ কর্‌বে।

সুরথ। পুরোহিত! বলপূর্ব্বক আমার দাদার শরীর স্পর্শ করে, এমন বলবান্ প্রহরী আমাদের রাজদুর্গে কেহ আছে, জান?

শঙ্খ। একজন না হয় শত জন আছে।

সুরথ। লক্ষজন থাক্‌লেও আমি বলি, কেহ নাই।

শঙ্খ। বালক! ঔদ্ধত্য প্রকাশের অনেক সময় আছে, এখন স্থির হ'ও।

সুরথ। পুরোহিত! আর আমার হৃদয় চঞ্চল করো না, রাজসভায় রাজকার্য্য তোমা অপেক্ষা আমার অধিকার অধিক তা জান? তুমি প্রত্যহ রাজসভায় একবার এসে মহা-রাজকে আশীর্ব্বাদ করে দৈনিক পঞ্জিকার ফল শুনাবে, আর অন্তঃপুরে যেয়ে, ষষ্ঠী মনসা শীতলা পূজা ক'রে, মা মহারাণী প্রদত্ত

তণ্ডুল মিষ্টান্নে দিন যাপন করবে। রাজ-কার্য্যে তোমার অনধিকার চর্চ্চা কেন?

সুধন্বা। ভাই সুরথ! রাজাদেশ, পিতৃআজ্ঞার বিরুদ্ধে তর্ক বিতর্ক করে, আর মহারাজকে অসন্তুষ্ট করো না, আমি তোমায় সত্য কথা বল্‌ছি, এ দোষ আমার, আমার জ্ঞানকৃত, জ্ঞানকৃত দোষের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য কর্ত্তব্য, আমাকে কর্ত্তব্যচ্যুত করো না। আমি জ্ঞানকৃত পাপের ভার মাথায় ক'রে ঘৃণিত জীবন ল'য়ে লোক সমাজে মুখ দেখাতে পার্‌ব না। যদি রাজ-দণ্ডের এই বর্ত্তমান ব্যবস্থা না হ'ত, তাহ'লে হয় আমি উপস্থিত যুদ্ধে হত হতেম। মৃত্যুকে সম্মুখে করে ত যুদ্ধযাত্রা কচ্ছিলাম, তবে এ মৃত্যুতে বাধা কি? শত্রুর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যুতে পুণ্য আছে। আর রাজাদেশ, পিতৃআজ্ঞা পালনেও পুণ্য আছে। তবে ভাই! পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে কেন পাপের বৃদ্ধি কর্‌ব? পুরোহিত মহাশয়কে তুমি কটু কথা বলো না। ওঁর কোন দোষ নাই। মহারাজ এই বর্ত্তমান আপাতনিষ্ঠুর বিষয়ে স্বয়ং অনুমতি না দিতে পেরে পুরোহিত মহাশয়ের প্রতি এই কার্য্যের ভারার্পণ করেছেন। তুমি স্থির হ'য়ে আমায় বিদায় দাও। আমি সর্ব্বসমক্ষে উন্নতমস্তকে প্রতিজ্ঞা পালনে যাত্রা করি।

সুরথ। দাদা! জন্মের মত একটু দাঁড়াও! আমি মহা-রাজকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। (পুরোহিতের প্রতি) ব্রাহ্মণ! তুমি নীরবে থাক, নইলে বিপদ হবে। মহারাজ! রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনের পাপে যদি তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করতে হয়,

তবে রাজদ্রোহী আর ব্রহ্মহন্তা পাপীকে কি দণ্ডে দণ্ডিত ক'র্‌তে হয় ?

রাজা। একথা কেন জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ সুরথ ?

সুরথ। জিজ্ঞাসার কারণ এখনো বুঝ্‌তে পারেন নাই মহারাজ ? দাদায় এই তপ্ততৈলে মৃত্যু হ'লে পর সম্ভবতঃ আমাকে সেনাপতিপদে বরণ ক'র্‌বেন, আমি সে পদ এই আপনার সম্মুখে প্রত্যাখ্যান ক'র্‌ছি। আর আপনার কুল পুরোহিত পরম হিতৈষী এই ব্রাহ্মণকে আমি এই প্রকাশ্য রাজসভায় হত্যা ক'র্‌ব। শেষে এই ব্রহ্মরক্ত রঞ্জিত আমার এই তরবারি ত্যাগ ক'রে দাদার গলা ধ'রে দুভাই হাস্‌তে হাস্‌তে তপ্ততৈলে যেয়ে ঝাঁপ দিব !

রাজা। আমি তোমার পিতা, আমি যদি নিষেধ করি ?

সুরথ। আপনি যদি নিষেধ করেন, তবে আমার উত্তর এই যে—মহারাজ ! রাজদ্রোহী মহাপাপী পিতৃদ্রোহীও হ'তে পারে।

রাজা। তোমার কি পিতৃ-ভক্তি অপেক্ষা ভ্রাতৃ-ভক্তি অধিক ?

সুরথ। আমার পিতার ভদ্রাবতী রাজ্য আছে, কিন্তু আমার দাদা বই কেহ নাই। মহারাজ ! অনুমতি দিন্ আমি আমার পাপের অনুষ্ঠান করি। আর বিলম্ব সহ্য হয় না, দুই সহোদর এক পথে এসেছিলাম, আবার একপথে চলে যাই। (তরবারি নিষ্কাশন)

। (কম্পন)

রাজা। (স্বগতঃ) ওঃ! ভ্রাতা হ'য়ে ভ্রাতার জন্য এতদূর ক'র্‌তে প্রস্তুত, আর আমি পিতা হ'য়ে পুত্রের জন্য কি কর্‌লাম! তাকে জীবিত অবস্থায় তপ্তৈতেলে নিক্ষেপ কর্‌তে যাচ্ছি! পুত্রহত্যা ক'রে নিজের ধর্ম্ম পালন! হা ধর্ম্ম! আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমায় রক্ষা কর্‌তে পার্‌লেম না। আমি মানব, আমি সংসারী, আমি পুত্রের পিতা! তোমায় রক্ষা করা আমার সাধ্য নয়! যাও ধর্ম্ম! তুমি স্বর্গের দেবতাদের কাছে যাও। (সুধন্বাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রকাশ্যে) সুধন্বারে! আয়! এই দেখ আমি রাজসিংহাসন ত্যাগ কর্‌লাম! আর তোর রাজাজ্ঞাপালনের জন্য জীবন ত্যাগ ক'র্‌তে হবে না। যে রাজসিংহাসনে ব'সে এত শোচনীয় দৃশ্য দেখ্‌তে হয়, এত নিষ্ঠুর কার্য্য কর্‌তে হয়, পুত্রহত্যা কর্‌তে হয়, তোদের মত সর্ব্বগুণময় পুত্রহত্যা ক'র্‌তে হয়, সে রাজসিংহাসন আমি চাই না। আয়রে! আমার অস্থি মাংসে গড়া ক্ষুদ্র পুতুল দুটী! আয় তোরা বুকে আয়, তোদের লয়ে, যে দেশে রাজা নাই, যে বনে রাজ্য নাই, সেইখানে যাই। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রি! তোমাদের ভদ্রাবতীর রাজসিংহাসন রইল, আমি চল্লেম। (গমনোদ্যত)

মন্ত্রী। (পুরোহিতের প্রতি) ঠাকুর আর বিলম্ব কেন? এখন সিংহাসনে বসুন। শ্মশানে বসে যোগসাধনা করেছিলেন, এই মহাশ্মশানে বসে ভোগ সাধনা করুন। অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে ত?

শঙ্খ। না মন্ত্রি! এখনো বাকী আছে।

মন্ত্রী। তবে বিলম্ব কেন, সত্বর কার্য্য শেষ করুন।

শঙ্খ। (রাজার প্রতি) মহারাজ! ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করুন, ন্যায়বিহীন রাজার কোন ধর্ম্মে অধিকার নাই, অধার্ম্মিক রাজার স্নেহ মমতা সবই মিথ্যা, সবই স্বার্থপরতা, সবই ভণ্ডামী। আমি আপনার পুরোহিত, আমি বর্ত্তমান থাক্‌তে আপনাকে অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর্‌তে দেব না। আমি আমার কর্ত্তব্য কার্য্য প্রতিপালন ক'র্‌ব। যে কোন উপায়ে প্রতিপালন ক'র্‌ব। মহারাজ! যদি ব্রহ্মশাপের ভয় থাকে তবে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করুন, রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করুন। আর না হয় বলুন, দেখুন—এই আমি জলগ্রহণ কর্‌লাম, ব্রহ্মশাপের শক্তি জানেন ত? আপনার ন্যায় অধার্ম্মিক রাজাকে এখনি আমি সবংশে ভস্মীভূত কর্‌ব। (দণ্ডায়মান)

রাজা। (ব্যস্তভাবে) পুরোহিত মহাশয়! ক্ষান্ত হ'ন; আমার এমন ভুবন দুর্ল্লভ বংশধরযুগলের অমঙ্গল সাধন করবেন না। (সুধন্বার প্রতি) সুধন্বারে! আমায় উভয় বিপদ হ'তে রক্ষা কর। একদিকে পুত্রস্নেহ অপরদিকে ব্রহ্মশাপ,— আমায় রক্ষা কর। আমি পিতা হ'য়ে পুত্রের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা ক'র্‌ছি, আমায় রক্ষা কর বাপ!

সুধন্বা। (সুরথের প্রতি) ভাই! স্থির হও। তুমি একটু স্থির হও। পিতার হৃদয় বুঝ্‌তে পেরেছ ত?

সুরথ। হাঁ, দাদা! এতক্ষণে বুঝ্‌তে পেরেছি।

সুধন্বা। তবে আমার কথা রাখ, আমায় কর্ত্তব্যপালনে বাধা দিও না।

সুরথ। (নীরব)

সুধন্বা। (রাজার প্রতি) মহারাজ! পিতঃ! এই ভীষণ পরীক্ষার স্থল। স্থির চিত্তে বিচার করুন। রাজোচিত গাম্ভীর্য্য, জ্ঞানীজনোচিত ধৈর্য্য অবলম্বন ক'রে ন্যায়সঙ্গত বিচার করুন। পুত্র ইহকালের ধর্ম্ম পরকালের। বিশেষতঃ এক পুত্রের মায়ায় বংশ নষ্ট করবেন না। পুরোহিত মহাশয়ের নিস্বার্থ উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করুন। আপনি পরম বৈষ্ণব; সেই শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি হৃদয়ে চিন্তা করুন। হৃদয়ে শান্তি পাবেন, পুত্রের বিদায়কালীন প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

রাজা। (মুদ্রিত নয়নে অবস্থান)

সুরথ। দাদা! আমার একটী কথা রাখ। ক্ষত্রিয় প্রাণে অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু ভয় করে না। তপ্ততৈলে মৃত্যু বড় যন্ত্রণাদায়ক! বড় অসহ্য যন্ত্রণা! মনে হ'লেও যেন প্রাণ শিউরে উঠে! মৃত্যুইত বর্ত্তমান রাজদণ্ড? তুমি স্থির হ'য়ে দাঁড়াও। আমি সজোরে তোমায় অস্ত্রাঘাত করি! মৃত্যুই যদি উদ্দেশ্য, তবে ক্ষত্রিয়ের মত মরা ভাল নয় কি?

সুধন্বা। তাহ'লে ভাই! তোমাকে যে ভ্রাতৃহত্যা পাপে লিপ্ত হ'তে হবে।

সুরথ। আমার কোন পাপ পুণ্যের ভয় নাই। তোমার সঙ্গবাসে আমার পুণ্য, আর তোমার বিরহে আমার পাপ, এই

আমার বিশ্বাস। আর পাপই যদি হয়, তাহ'লেও আমি ভ্রাতৃ-বিরহ পাপ অপেক্ষা ভ্রাতৃহত্যা পাপকে অধিক ভয় করি না। এস দাদা! প্রস্তুত হও। (তরবারি নিষ্কাশন)

(সহসা কালোর প্রবেশ)

কালো। (রাজার গায় হাত দিয়া) বাবা! চোক বুঁজে কি দেখছ?

রাজা। (চোক ফেলিয়া) তোমার মত আর একজনকে দেখ্ছিলাম।

কালো। (সুরথের প্রতি) ছোট দাদা! তুমি আমার তিনটী কথা রাখ্বে বলেছিলে, একটী রেখেছ; আর দুটী বাকী আছে, আজ তার একটী কথা রাখ দাদা!

সুরথ। (অসিকোষস্থ করিয়া কালোকে সস্নেহে কোলে ধারণ) কালো! ভাই! তোকে কোলে ক'রে আজকার এই আগুণমাখা বুকখানা, যেন আমার জুড়িয়ে গেল, ভাই! আজ তুই রাজসভার এই দাবানলের সময় কোথায় ছিলি?

কালো। আমার কত কাজ, তা তোমরা জান্বে কি? কৈ দাদা! আমার কথা রাখ।

সুরথ। বল ভাই! আমি অবশ্যই প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্বো।

কালো। একটু অন্তরে চল, কাণে কাণে বল্ব।

সুরথ। (কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া) বল ভাই!

কালো। (সুরথের গলা ধরিয়া) ছোট দাদা! দাদা

আজ তপ্ততৈলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছেন, তুমি বাধা দিও না, নিষেধ ক'র না। বরং সন্তুষ্ট মনে তাঁকে বিদায় দাও।

সুরথ। কালোরে! তা পার্‌ব কি? এমন দেবতার মত ভ্রাতার বিরহ সহ্য কর্‌তে পার্‌ব কি?

কালো। আমার মুখের দিকে একবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখ দেখি? দাদা! আমিও ত নূতন ভাই! দুভাই ছিলে, আবার তুমি আমি দুভাই হ'ব। কেমন দাদা! আমায় কি ভাইয়ের মত দেখায় না?

সুধন্বা। পিতঃ! আমার প্রার্থনা রক্ষা করুন, আবার নয়ন মুদ্রিত করুন, মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের রূপ ধ্যান করুন, তিনি আপনাকে উভয় বিপদ হ'তে মুক্ত ক'র্‌বেন।

রাজা। (নয়ন মুদ্রিত করিয়া অবস্থান)

সুধন্বা। (সকলের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে প্রস্থান)

সুরথ। (কালোর প্রতি) ভাই কালো! তোমার একথাটীও রাখ্‌লেম, কিন্তু ভাই! আমায় একটী ভিক্ষা দিতে হ'বে।

কালো। কি ভিক্ষা চাও দাদা?

সুরথ। ভাই! তুমি বড় চতুর, তোমার বুদ্ধি অমানুষিক। তুমি কোন কৌশলে আমার দাদাকে তপ্ততৈল হ'তে রক্ষা ক'র্‌তে পার?

কালো। তা পারি। যদি তুমি আমাকে বিশ্বাস কর।

সুরথ। আমি তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, তুমি অসাধারণ কৌশলী তা আমি জানি।

কালো। তবে আমায় ছেড়ে দাও, আমি যাই।

[বেগে প্রস্থান।

রাজা। (নয়ন উন্মীলন করিয়া চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক) কৈ ? আমার সুধন্বা কোথায় ? মন্ত্রি ! আমার সুধন্বা কোথায় ? পুরোহিত মহাশয় ! আমার সুধন্বা কোথায় ?

শঙ্খ। মহারাজ ! সুধন্বা কর্ত্তব্যপরায়ণ ধর্ম্মবীর ; পিতা পুত্র উভয়ের প্রতিজ্ঞা পালন ক'র্‌তে, মায়ার বন্ধন ছিন্ন ক'রে তিনি তপ্ততৈলে আত্ম বিসর্জ্জন দিতে গেছেন।

রাজা। চলে গেছে ! অনলকুণ্ডের সম্মুখ হ'তে—নন্দনের সুকোমল পারিজাত কুসুম—তুমি দূরে চলে গেছ ? যাও ! বাবা সুধন্বারে ! আমার এই নরকানলপূর্ণ হৃদয় হ'তে সে তপ্ততৈলের কটাহ অনেক শীতল ! যাও ! বাবা ! হৃদয় জুড়াও গে। (উন্মত্তের ন্যায় পুরোহিতের প্রতি) ব্রাহ্মণ ! তোমার নির্ব্বাচিত রাজদণ্ড প্রতিপালিত হ'য়েছে তো ? আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা হয়েছে ত ? বল, বল ব্রাহ্মণ ! তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'য়েছে ত ? বল, ব্রাহ্মণরূপী তুমি যে কেহ হও, বল, তোমার স্বার্থ সিদ্ধ হয়েছে ত ? এখন পাণ্ডব যুদ্ধে কে আমার সেনাপতি হ'য়ে যাত্রা ক'র্‌বে বল ? সুরথ আমার অস্ত্রত্যাগ ক'রেছে। আমি ত প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বিনাযুদ্ধে অশ্বত্যাগ ক'র্‌ব না। ব্রাহ্মণ ! এক প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছ ত ? এখন এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর। কথা কও ; নীরব কেন ?

শঙ্খ। (নীরবে অবস্থান)

রাজা। মন্ত্রি! একবার যাও সুধন্বাকে দেখে এস!

মন্ত্রী। কি দেখ্‌তে যাব মহারাজ! আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র, সুরথের অগ্রজ সহোদর, প্রভাবতীর স্বামী সুধন্বা, ভারতের মহাবীর পার্ব্বতীকুমার কার্ত্তিকেয়ের মত সুধন্বা, সে সুধন্বা তপ্তৈতেলে পড়ে কি প্রকারে হস্ত পদের আক্ষেপ বিক্ষেপ প্রকাশ ক'র্‌ছে, তাই দেখ্‌তে যাব? মহারাজ! আমি এ জীবনে অনেক নৃশংস কার্য্য দেখেছি, অনেক দৈত্যের, অনেক চণ্ডালের, অনেক পশুর অনেক নৃশংস কার্য্য দেখেছি, কিন্তু এমন সুধন্বাকে এমন তপ্তৈতেলে পোড়ান কখন দেখি নাই।

গীত

ভদ্রাবতী ভাগ্যশশী সুপ্ত তপ্ত তৈল মাঝে।
শান্তি সতী কুমুদ্বতী বদন ঢাকিল লাজে॥
গভীর তিমিরে, আবরিল ক্রমে ধীরে,
যা কিছু সুন্দর ছিল অন্তরে বাহিরে;—
ধূর্ত্তের স্বার্থের তরে, ধর্ম্ম গেল দূরে,
ভণ্ড কৌশলে ছলে, সেজেছে সাধুর সাজে॥

(স্বগতঃ) ধর্ম্ম সাক্ষী! প্রতিজ্ঞা করলাম্, যে ব্যক্তি এই কার্য্যের পরামর্শদাতা তাকে সমুচিত শাস্তিদান না ক'রে যদি আমি গণ্ডুষ মাত্র জলগ্রহণ করি, তবে সে জল শূকরের মূত্র। (স্বগতঃ) মহারাজ! রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য। সুধন্বাকে দেখে আসি।

(মণ্ডলের সহিত নাগরিকগণের যোদ্ধ্‌ বেশে প্রবেশ)

১ম নাগরিক। (রাজাকে প্রণাম করিয়া) মহারাজ! আমাদের সেনাপতি যুবরাজ কোথায় ?

২য় নাগরিক। (উত্তেজিত ভাবে) যুবরাজ কোথায় ?

৩য় নাগরিক। (উত্তেজিত ভাবে) যুবরাজ কোথায় ?

৪র্থ নাগরিক। (উত্তেজিত ভাবে) যুবরাজ কোথায় ?

মণ্ডল। (শঙ্খের প্রতি) বামুন ঠাকুর! আমরা চাষা, নরহত্যা ব্রহ্মহত্যা বুঝি না। তেলে ভাজা না কি তোমার ফন্দি! সে ফন্দির প্রতিশোধটা এখন আমাদের হাতে নাও দেখি ঠাকুর!—(শঙ্খের প্রতি সকলের ভল্ল উত্তোলন)

শঙ্খ। মহারাজ! রক্ষা করুণ, অসভ্য পশুদের হস্তে প্রাণ যায়!

সুরথ। ভয় কি ব্রাহ্মণ! তপ্ততৈল নয়, ভয় কি ?

রাজা। মণ্ডল! রাজসভায় ব্রহ্মহত্যা ক'র না। যুবরাজকে তোমাদের আমি তপ্ততৈলে নিক্ষেপ করেছি, আমারই আজ্ঞায় যুবরাজ তপ্ততৈলে প্রাণত্যাগ করেছেন, ঐ উত্তোলিত অস্ত্র আমার বক্ষে আঘাত কর। এ আবৃত যন্ত্রণা অপেক্ষা প্রকাশ্য আঘাত ভাল।

সুরথ। মণ্ডল! স্থির হও। ঐ দেখ উন্মাদিনী মা আমার 'হা পুত্র' রবে রাজসভা বিদারণ ক'র্‌তে আস্‌ছেন। স্থির হও।

(মণ্ডল ও নাগরিকগণের অস্ত্রস্কন্ধে অধোমুখে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান)

(অশ্রুমতী প্রভাবতীর হস্তধারণ করিয়া উন্মাদিনী বেশে রাণীর প্রবেশ)

রাণী। মহারাজ! আমার পুত্র, প্রভাবতীর স্বামী, সুধন্বা কোথায়?

রাজা। তপ্ততৈলে।

রাণী। কেন? কার আজ্ঞায়?

রাজা। দৈত্যের আজ্ঞায়।

রাণী। কে সে দৈত্য?

রাজা। আমি, আমি,—

রাণী। কেন? তার কি পাপ? গোহত্যা করেছে? ব্রহ্ম-হত্যা করেছে? স্ত্রীহত্যা ক'রেছে? না পিতৃ মাতৃ কারো কোন মহাপাপে তার প্রতি এই দণ্ডাজ্ঞা? কোন্ দেশে, কোন্ রাজার রাজনীতিতে এ দণ্ডের ব্যবস্থা আছে? কোন্ শ্মশান রাজ্যে, কোন্ পিশাচ রাজার শাস্ত্রে তপ্ত তৈলে পুত্র পুড়িয়ে মারবার ব্যবস্থা আছে? (সুরথের প্রতি) সুরথ! তুমিও এখানে এইভাবে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখ্‌ছ?

সুরথ। হাঁ মা! দেখেছি! বজ্রাঘাতদগ্ধ তরুর ন্যায় এই স্থানে অচল হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছি! এই শুষ্ক আগুনভরা চোক দুটী দিয়ে স্পষ্টভাবে দেখেছি!—দেখেছি—সেই ভদ্রাবতী রাজ্যাকাশের মধ্যাহ্ন সূর্য্য, রাজ্যবাসী প্রজাগণের আরাধ্য বিগ্রহ, আমাদের রাজপুরীর মঙ্গলময় দেবতা, মা! তোমাদের জলপিণ্ড

দাতা, আমার শিক্ষাগুরু মহাপুরুষ সুধন্বাদেব তপ্ত তৈলের কটাহে আত্মবিসর্জ্জন দিতে গেলেন !

রাজা। রাণি ! উন্মাদিনী হ'য়ে ক'র্‌ছ কি ? তুমি আমার অর্দ্ধরাজাসনের অধিকারিণী, তোমার সভা প্রবেশের অধিকার আছে। কিন্তু অন্তঃপুরবাসিনী কুললক্ষ্মী মা প্রভাবতীকে প্রকাশ্য রাজসভায় এনেছ কেন ?

রাণী। মহারাজ ! আমার প্রভাবতী সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ্য রাজসভায় তোমার নিকট একটি কথা জিজ্ঞাসা ক'রে স্বকর্ণে তাহার উত্তর শুন্‌তে এসেছে।

রাজা। কি কথা রাণি !

রাণী। প্রভাবতী তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছে, সে তার সীমন্তের সিঁদূর মুছ্‌বে কি না ? সে তার হস্তের কঙ্কণ ভাঙ্গ্‌বে কি না ? পট্টবসন ছেড়ে শ্বেত বসন পর্‌বে কি না ? মহারাজ ! প্রভাবতী অনুমতি চাইতে এসেছে।

রাজা। এস বজ্র ! আমি বক্ষ বিস্তার ক'রে বসে আছি। এ জ্বালা আর সইতে পারি না। হা নারায়ণ ! সকলি তোমার ইচ্ছা !

(ভেরীবাদককে লইয়া মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ ! ভেরীবাদকের প্রতি রাজাজ্ঞা ঘোষণা প্রচারের কি প্রকার আদেশ ছিল ? যুবরাজের পুরীর নিকটবর্ত্তী-স্থানে ঘোষণা প্রচার নিষেধ ছিল কেন ? বলুন, পুরোহিত মহাশয় ! এভার আপনি গ্রহণ ক'রেছিলেন।

শঙ্খ। সর্ব্বত্র প্রচারের আদেশ ছিল, এখন যদি সে অন্য কথা বলে, সেজন্য আমি দায়ী নই। হয়ত সে তোমার দত্ত উৎকোচ গ্রহণে মিথ্যা কথা ব'ল্‌তে পারে।.

মন্ত্রী। বৎসে প্রভাবতী! তুমি রাণী মায়ের নিকট বল, যে তোমার প্রতি পুরোহিত মহাশয়ের কি আদেশ ছিল।

প্রভাবতী। মা! গতকল্য পুরোহিত মহাশয় আমায় উপদেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যে, আগামী কল্য দিন একপ্রহর পর্য্যন্ত অতি কুলগ্ন, যুবরাজকে এক প্রহরের মধ্যে যেন যুদ্ধযাত্রা ক'র্‌তে না দেওয়া হয়, সেইজন্য আমার সম্মুখে কালো তাঁকে গান গেয়ে ভুলিয়েছিল!

শঙ্খ। মিথ্যা কথা! যুদ্ধ যাত্রাকালে যুবকযুবতীর প্রণয় বিহারে মুগ্ধ অবস্থায় বিলম্ব হ'য়েছে, এখন আত্মদোষ গোপনের জন্য এই কৌশল চক্র।

রাণী। কি ব্রাহ্মণ! মা কুললক্ষ্মী আমার মিথ্যাবাদিনী? তোমার মত শত শত ব্রাহ্মণ মিথ্যাবাদী হ'তে পারে, স্বর্গের দেবতারা মিথ্যাবাদী হ'তে পারেন, কিন্তু আমার প্রভাবতীকে যিনি মিথ্যাবাদিনী বলেন, তিনি নিশ্চয়ই চণ্ডালের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেছেন।

রাজা। বুঝেছি! বুঝেছি ব্রাহ্মণ! সুধন্বাকে তপ্ততৈলে নিক্ষেপ করতে তোমার বহু পূর্ব্বে আয়োজন ছিল্। আমার মন্ত্রীর প্রখর বুদ্ধির সম্মুখে তোমার চক্র কৌশল কখনই গুপ্ত থাক্‌তে পার্‌বে না। এখন ব্রাহ্মণ! সত্য কথা বল;— তোমার ঐ পৈশাচিক কার্য্যের উদ্দেশ্য কি?

(সুসজ্জিত সেনানী বেশে হরিদাসের প্রবেশ)

হরিদাস। উদ্দেশ্য আমি জানি, আর রাখালবালক কালো জানে।

শঙ্খ। এ কি বাবা তারাদাস! তোমার সেনানী বেশ কেন?

হরি। গুরুদেব! ব্রাহ্মণের চণ্ডাল বেশ কেন?

শঙ্খ। কে চণ্ডাল?

হরি। অন্নদাতা প্রতিপালক পিতৃস্থানীয় প্রভুর পুরনারীর পবিত্রতা ধ্বংসকর্ম্মী ভণ্ড ব্রাহ্মণকে আমার জ্ঞানশাস্ত্রে চণ্ডাল বলে। আশ্রয়দাতার, পিতৃপিতামহক্রম বংশ পরম্পরার আশ্রয়দাতার, ভোগ্য সম্পদলোভী নরাধমকে আমার অভিধানে চণ্ডাল বলে। রে চণ্ডাল! আমার গুরুদেব সুধন্বার মত শ্রেষ্ঠ মানবরত্নকে যে জল্লাদ কৌশলে হত্যা ক'র্‌তে পারে, সে চণ্ডাল নয়ত কি?

শঙ্খ। দেখ বাপু! আমি যদি তোমাকে বিশ্বাস ক'রে আত্মপ্রকাশ না ক'র্‌তাম, তাহ'লে তুমি আজ এমন বাহাদুরী ক'র্‌তে পার্‌তে না।

হরি। তবে কি নিঃস্বার্থ শিষ্যপ্রেমে বদ্ধ হ'য়ে মনের সুন্দর ছবিখানির ঢাকা খুলেছিলেন! অহো! এমন মহাপুরুষ গুরুর ভাগ্যবান শিষ্য আমি!—শোন্—

শোন ভণ্ড! ভদ্রাবতী-সেনাপতি আমি।
পাণ্ডবের সৈন্য চর্চ্চা করিবার তরে

কৃষকের ছদ্মবেশ ধ'রে গিয়েছিনু
পাণ্ডব শিবিরে। পথে দেখা তোমা সনে।
তেঁই মম গুরুলাভে তারাদাস আমি।
একচ্ছত্রী ভারতের সম্রাট্ যে জন
তার শিষ্য যুবরাজ তারাদাস আমি!
সেই হেতু ভদ্রবেশ চাষার শরীরে।
তুমি রাজা হবে, যুবরাজ হব আমি।
যোগাইব রাজসুখ নব আয়োজনে।
—নিতি নিতি নব পঞ্চমকার সাধনা।
দেখাইব আজি তার অনুকল্প রূপ,—
লাঞ্ছনা পীড়ন আর উত্তম প্রহারে।
কারাবাস নির্ব্বাসন এ পঞ্চমকার।
যোগাইব তব সুখ সাধনার তরে।
হায়রে বিধাতঃ! কি অদ্ভুত সৃষ্টি তব!—
ব্রাহ্মণের উচ্চ শুক্র শোণিত মিলনে
চণ্ডাল জনম লভে ব্রাহ্মণের বেশে!
নিঃস্বার্থ নিষ্কাম শুদ্ধ নিষ্ঠাচারী দ্বিজ
কুল পুরোহিত কিবা প্রবৃত্তি তাঁহার!
প্রতিপালকের বংশ উচ্ছেদ কামনা।
অন্নদাতা পিতা যিনি, যাঁর পুরনারী
কন্যা ভগ্নী সমা! কিবা সম্ভোগ লালসা!—
—সে সবার প্রতি! হায়! যুগকাল ধর্ম্ম!

দ্বাপর কলির এই সংযোগ সময় !
চন্দ্র হ'তে প্রবাহিত গরলের ধারা !
কলির ব্রাহ্মণ হবে কুল পুরোহিত !
স্বার্থপর মিথ্যাবাদী লোভী প্রতারক
লম্পট বেশ্যান্নভোজী, মদ্যপায়ী
কলির ব্রাহ্মণ হবে কুল পুরোহিত !
পুরোহিত এই শব্দে কিবা মহাভাব,
কত মহা পবিত্রতা আছে সুনিহিত ;
সেই পুরোহিত হবে দৈত্যে পরিণত !
আর্য্যধর্ম্মগুরু সিদ্ধবাক্ সত্যবাদী
নরমূর্ত্তি নারায়ণ ব্রাহ্মণ স্বরূপ।
কি পরিবর্ত্তন তার যুগ ধর্ম্ম বশে !
সে নিষ্কামভাব ! সেই মহা উদারতা,
কলিযুগ যোগে সব লুপ্ত হবে কালে।
সর্ব্বশোষকের মূর্ত্তি কলির ব্রাহ্মণ !

শঙ্খ। হরিদাস ! এ সব কথা এখন ছেড়ে দাও। ভুলে যাও। যতই হোক্, আমি তোমার দীক্ষা গুরু, আমায় রক্ষা কর। আমি বড় বিপদে পড়েছি।

হরি। কি বিপদ হ'তে রক্ষা চাহ গুরুদেব !
ভদ্রাবতী রাজবংশ এখনও রয়েছে
বর্ত্তমান ? সুধন্বার—তপ্ত তৈলে মৃত
সুধন্বার দ্বিতীয় মূরতি মহাবীর

স্থরথ এখনো আছে জীবিত সবল ?
কি মহা বিপদ তব ! রাণী নারায়ণী
যুগল পুত্রের শোকে বক্ষ বিদারিয়া
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কেন না হারায় প্রাণ ?
যুগল পুত্রের শোকে রাজা হংসধ্বজ
কেন নাহি পশিয়াছে দুর্গম কাননে ?
(আহা !) কি মহা বিপদ তব ! বিধবা বালিকা
রাজবধূ নিরাশ্রয়া যুগল ভগিনী
সহ কুবলয়া, পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃ হীনা
কেন না সাধিছে তব ইন্দ্রিয় লালসা
পদ বিলুণ্ঠিতা দাসী বেশে দিবানিশি !
(আহা !) কি মহাবিপদ তব ! কতক্ষণ আর
ধরে ধৈর্য্য ব্রাহ্মণের দয়ামাখা প্রাণে !
রে চণ্ডাল ! মহাভার জীবন তোমার,
মহাভার পৃথিবীর বিপদ স্বরূপ
তব। চাহ যদি এবে রক্ষা পাইবারে
এস রক্ষা করি এই শাণিত কৃপাণে !—(অস্ত্রোত্তোলন)
গুরু আজ্ঞা পালনের মাহেন্দ্র সুযোগ।
(আঘাতোদ্যম এবং আত্মসম্বরণ)

রাজা। হরিদাস ! ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য কি বল ?

হরি। ইনি জ্ঞানযোগে, তারা, ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা এই ত্রিবিদ্যা সাধন করেছেন, এখন কার্য্যযোগে সেই সাধনা স্পর্শ

ক'রে সিদ্ধি লাভ ক'র্‌বেন। তারা সধবা, ধূমাবতী বিধবা, আর ছিন্নমস্তা কুমারী। সুধন্বার তপ্তৈতেলে মৃত্যু হ'লে,বিভাবতী সধবা, প্রভাবতী বিধবা আর কুবলয়া কুমারী এই তিন জনকে উপভোগ ক'রে ইনি কর্ম্মযোগে সিদ্ধ হ'য়ে আপনার রাজসিংহাসন অধিকার ক'রে ভারতে একছত্রী ধর্ম্ম রাজা হবেন!

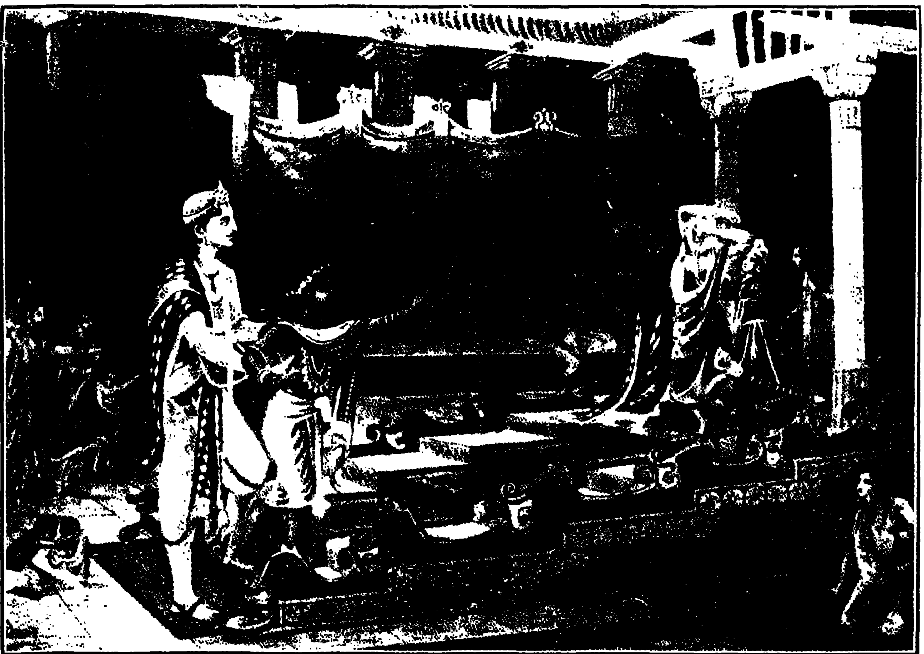
রাণী। মহারাজ! তাহ'লে সুধন্বা আমার সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ?

রাজা। হাঁ রাণি! সুধন্বা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, দোষী আমি! অন্ধ আমি! বধির আমি! অজ্ঞান আমি! আমিই স্বহস্তে পুত্র হত্যা করেছি, এখন যাই রাণি! কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব! সেই তপ্ততৈলে ঝাঁপ দিয়ে সুধন্বাকে কোলে ক'রে বসিগে যাই! আমায় কেহ বাধা দিতে পার্‌বে না! যাই,— নারায়ণ! বৈষ্ণবের পরিণাম দেখ। (বেগে গমনোদ্যম এবং রাণী ও সুরথ কর্ত্তৃক উভয় হস্তধারণ)

(পট্ট বসন এবং পুষ্পসাজে সজ্জিত সুধন্বার হস্ত ধারণপূর্ব্বক গীত গাইতে গাইতে কালোর প্রবেশ।)

কালো। গীত

চেয়ে দেখ নয়নে, বৈষ্ণবের পরিণাম,
অনল শীতল, যার পরশনে।
ঐ দেখ অধরে সুহাসি বিহরে
অমৃত সঞ্চারে তৃষিত মনে।
কুসুম হারভার ভূষিত দেহ, প্রলয় অনলে কুসুমে করে স্নেহ;
হরি হরি হরি হরি মধুর কীর্ত্তনে;—



"ধর রাজা ধর ধর, তব সুত গুণধর।"

সুধন্বাবধ—১৯৪ পৃষ্ঠা।

বিহরে দেবভাব নয়ন নন্দনে ;—
ধর রাজা ধর ধর,তব সুত গুণধর,শোধিত নব কাঞ্চনে।
অগ্নি শুদ্ধ হেন আভাময় রূপ,ধর আলিঙ্গনে দুর্ল্লভ ধনে॥

[দ্রুত পদে কালোর প্রস্থান।

রাজা। বাবা! সুধন্বা! তোমার যে অপরাধ আমি ক্ষমা ক'র্‌তে পারি নাই, সে অপরাধ সর্ব্বগ্রাসী অনলও তোমায় ক্ষমা করেছে। অনল হ'তে মহা অনল, আমার এই হৃদয় খানির মধ্যে জ্বল্‌ছে! আয় বাপ! কোলে আয়! তোর স্পর্শে অনল শীতল হয়! আমার এই বংশগ্রাসী অনল শীতল কর্‌তে হবে। আয় কোলে আয়!—(সুধন্বাকে ক্রোড়ে ধারণ)

মন্ত্রী। মহারাজ! ব্রাহ্মণরূপী এই চণ্ডালকে শাস্তি দান করুন। আমরা আর অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌ছি না।

রাণী। (রাজার ক্রোড় হইতে সুধন্বার হস্ত ধারণপূর্ব্বক উত্তোলন) বাবা! কে তোমায় সেই অনলময় তপ্তৈল হ'তে রক্ষা করেছে বল দেখি! কোন্ দয়ার রাজ্যের মহাপুরুষ তিনি? এ স্বার্থপর পৃথিবীতে, এ নিষ্ঠুর দেশে, এ নির্দ্দয় রাজ্যে, এ পাষাণ রাজসভায় তিনি কেন এসেছিলেন? মাতায় যাকে মৃত্যুমুখী যুদ্ধে বিদায় দিতে পারে, পিতায় যাকে অনলে দাহন কর্‌তে পারে, তাকে দয়া কর্‌তে এসেছিলেন, কে তিনি দয়ার অবতার মহাপুরুষ বাবা!

সুধন্বা। মা! সে মহাপুরুষ অন্য কেহ নয়, একটী বালক! মা! আমরা এত দিন তাকে ভাল ক'রে চিন্‌তে পারি নাই।

আমাদের সেই পালিত রাখাল বালক কালো! তপ্তৈতেল কটাহে যখন পতিত হ'লাম, তখন বোধ হ'ল যেন তুষার শীতল জলে যেয়ে অবগাহন কর্‌লাম, চেয়ে দেখি যার কোলে ব'সে আছি সে আমার ভাইটী সেই কালো। আমায় বল্লে, দাদা! আর বাইরে যেও না, আমার কোলে থাক। বাইরে বড় তাপ! একটু পরে আবার বল্লে, না দাদা! চল যাই মা বাবা বড় কাঁদ্‌বে! শেষে আমার পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন ক'রে এই ফুলের সাজে সাজিয়ে দিয়েছে। মা! কালোকে এখন চিন্‌তে পেরেছ কি?

রাজা। বাবা! কালোকে আমি আগে কোলে করেছি, আমি আগে চিনেছি, কিন্তু কেমন যেন তার মায়ায় মোহিত হ'য়ে যেতাম। কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার অবসর দিত না। (রাণীর প্রতি) রাণি! সুরথ সুধন্বাকে ল'য়ে অন্তঃপুরে যাও। এ অমঙ্গলসূচক যাত্রা পরিবর্ত্তন ক'রে, নূতন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে যাত্রার আয়োজন ক'রে দাও গে যাও। আর চঞ্চল বালক কালোকে দেখ্‌তে পেলে ধ'রে রেখো, ছেড়ে দিও না।

গীত

ঢল ঢল তার নয়ন চাহনি চাহিতে নয়ন ঝরে।
সুমন্দ সুহাসি সুন্দর অধরে, তরঙ্গে ধরে না ধরে॥
তার সুধাধার বদন কমলে স্বর্গছবি খেলা করে।
তারে ধরি ধরি, আখি যত মনে করি, সে লুকায় লীলা ভরে॥

হাসি হাসি মুখখানি তার,
যখনি নিরখি ;—
মনোহরা ভুবনভরা রূপে ডুবে থাকি
যেন নন্দ দুলাল।
যশোদার প্রাণাধার নন্দ দুলাল।
ও সেই বৃন্দাবন প্রাণ মাতান নন্দ দুলাল।
মনে করি বুকে ধরি লুকাইয়ে রাখি ;—
তিল মাত্র তার মুখ না হেরিলে, শূন্য হেরি ঘরে পরে।
আমি জানি না আমার কি হ'বে নিয়তি কালো যদি যায় দূরে ॥

রাণী। এস সুরথ! এস সুধন্বা! এস বাবা! আমরা অন্তঃপুরে যাই।

[সুধন্বা এবং প্রভাবতীর হস্তধারণপূর্ব্বক রাণীর প্রস্থান।

সুরথ। (ধীরে ধীরে শঙ্খের নিকট গমন)

মন্ত্রী। মহারাজ! দুষ্টদমনে অনুমতি দিন।

রাজা। ব্রাহ্মণ দুর্ব্বল, তাকে আর শারীরিক যন্ত্রণা দিও না।

হরিদাস। কে ব্রাহ্মণ মহারাজ? স্বীকার করি ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ! চণ্ডাল হত্যায়ও পাপ! কিন্তু আমার মতে ব্রাহ্মণ-রূপী চণ্ডালকে হত্যা কর্‌লে কোন পাপ নাই। বরং পুণ্য আছে।

সুরথ। হরিদাস!

হরিদাস। রাজকুমার।

সুরথ। এ বিষয় মহারাজ স্পষ্ট অনুমতি দিতে পার্‌বেন না। আমি অনুমতি দিচ্ছি—মহারাজের সম্মুখে ব্রহ্মহত্যা করো না। সে তপ্তৈতেল কটাহ এখনও প্রস্তুত আছে। পুরোহিত মহাশয়কে সসম্ভ্রমে লয়ে যাও। ঊর্দ্ধপদে হেট মুণ্ডে, সেই তপ্তৈতেলে একবার কটিদেশ পর্য্যন্ত অবগাহন করিয়ে লয়ে এস। সাবধান! দেখো যেন কোন যত্ন অভ্যর্থনার ত্রুটী না হয়।

হরিদাস। (শঙ্খের প্রতি) গাত্রোত্থান করুন গুরুদেব! অধম আমরা ভজন পূজন জানি না। ভক্তবৎসল! ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

মণ্ডল। সেনানী মহাশয়! একটু দেরী কর; আগে আমরা একটু খুঁচিয়ে দি। রাগে হাত কস্‌ কস্‌ কচ্ছে। (নাগরিক-গণের প্রতি) লাগরে তোরা; না হয় ছ মাস ফাটকে থাক্‌বো! লাগা ভাই!

(মণ্ডলের সহিত নাগরিকগণের ভল্ল উত্তোলন এবং মার মার শব্দে শঙ্খের প্রতি আঘাত উদ্যম)

রাজা। (ত্রস্তভাবে ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দেহদ্বারা শঙ্খের দেহ আবরণ) বাবা মণ্ডল! ক্ষমা কর, আমার আদেশ, ব্রাহ্মণকে ক্ষমা কর। আমার সম্মুখে ব্রহ্মহত্যা ক'র না।

মণ্ডল। মহারাজ! সম্মুখে না হয় একটু দূরে ল'য়ে গিয়ে কাজটা সেরে আসি। (শঙ্খের হস্তধারণ)

রাজা। না, মণ্ডল! ভদ্রাবতী বৈষ্ণবের রাজ্য। এরাজ্যে কখনও ব্রহ্মহত্যা হয় নাই, ব্রহ্ম রক্তে রাজ্য কলুষিত ক'র না।

(বৃদ্ধা চণ্ডালিনীর সহিত চুণী এবং চণ্ডাল বালকগণের প্রবেশ)

(শঙ্খ ব্যতীত সকলের দূরে অবস্থান)

(শঙ্খকে বেষ্টন পূর্ব্বক চুণী এরং চণ্ডাল বালকগণের নৃত্য গীত)

গীত

চুণী। এহি মিল গিয়ারে, হামার বামুন বর।
বালকগণ। এয়েছে সোণার মাণিক বহিনী মোদের
কাহে ভাবিস্ পর॥
চুণী। কাহে জানে দাগা দিয়ারে,
টুট গিয়া মোর হিয়ারে ;—
সকলে। তুয়ে ঘরকা আদমী ঘরমে চল না
বোল্ না কিস্‌কাতর॥
চুণী। ধরম লিয়ে হামার ছাড়িস্ না
নেই যাব বুলি বলিস্ না।
সকলে। ওরে আয়না ভাই সবতি মিলি হাত পাকরকে ধর॥

বৃদ্ধা চণ্ডালিনী। রাজা! হামার একটো নালিশ আছে। এহি চুণী হামার নাতিনী হোয়, হামার বেটাকো বেটী। এর যখন পহেলা ভরা উমের, তখন রাজা! তুহার এই পুরুত বামুন হামার চুণীকে একরোজ ফুস্‌লে নিয়ে গেল, চুণী হামার বড় সিধা বোকা। বামুন যো কিছু বল্লে চুণী তা শুনলে।

রাজা। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) ব্রাহ্মণ! এও শুন্‌তে হ'ল; তুমি কত পূর্ব্ব হ'তে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়েছ ?

শঙ্খ। মহারাজ! আমি নায়িকা সিদ্ধির জন্য শ্মশানে

পঞ্চমকার সাধনা করেছিলাম। এই চণ্ডাল কন্যা সেই শেষ মকার সাধনার উপকরণ ! ওর চণ্ডাল দেহ পবিত্র হ'য়েছে।

বৃদ্ধা চ। আচ্ছা ! হামি বি তোরে পবিত্র করবো। (রাজার প্রতি) রাজা ! বামুন চুণীকে ফুস্‌লে শ্মশানে নিয়ে গেল, কত মিঠে' বাদ বল্‌লো, বল্লে চুণি ! তোকে বিয়ে ক'রে বাম্‌নী কর্‌বো, সোনা চাঁদীর গয়না দোব, ধন দৌলত দোব। চুণী ভুলে গেল। ধরম দিয়ে ঘরে এল। বামুন সেহি রোজকে ফেরার ছিল। একরোজ চুণী জুলুমকে হামারা ঘরে লিয়ে গেছিলো। বামুন বল্লে যে, রাজার সংহে কার লড়াই চল্‌বে, হামি রাজার মঙ্গল পূজা কর্‌তে যাব। ওহি বুলি শুনে, রাজা ! তুহার নাম, তুহার কাম শুনে হামি ছাড়িয়া দিনু। রাজা ! আজ ত হামি কিছুতেই ছাড়্‌বো না ! তু বোল্‌ রাজা ! হামি ঘরে লিয়ে যাই। নেহিত হামার চুণীর ধরম, জাত, জান, জনম সব চলে যাবে। বোল্‌ রাজা ! হুকুম দে।

রাজা। এ ঘটনা সত্য ব'লে আমার বোধ হচ্ছে। বৃদ্ধা তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার চুণীর স্বামীকে নিয়ে যেতে পার।

বৃদ্ধা চ। চুণি ! বামুন তোহার দেহ পবিত্র করে দিয়েছে, তুবি বামুনের জাত জনম পবিত্র করে দে ! লে, লে, এই লে ! (হস্তস্থিত বস্ত্রাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র স্থলী প্রদান)

চুণী। (স্থলী গ্রহণপূর্ব্বক বন্ধন মুক্ত করিয়া) খাও ত মাণিক ! হামার এই মেওয়া খাও ত। (বালকগণ কর্ত্তৃক শঙ্খের উভয় হস্ত ধারণ ও' চুণী বলপূর্ব্বক শঙ্খের মুখে মেওয়া

দান এবং খাইয়ে দেওয়া) আহা! দেখ ত মাণিক! কৈছন মিঠা মেওয়া! ওহি বুড়ি হাপন হাতে বানায়া।

শঙ্খ। একি! একি! একি খাওয়ালি আমায় চুণি?

বৃদ্ধা চ। কছু নয়রে বামুন! খারাপ চিজ্ নয়। শূয়ারের মাংস! হামি হাপন হাতে বেনিয়েছি। খা, ভাই! খা, তু ত হামার হাপনার লোক! খা, ভাই! খা। হামার চুণীর দেহ পবিত্র করেছিস্, হামি তোর জাত জনম সব পবিত্র ক'রে দিনু। এখন চল্, লে চুণি! লে চল্!

[চুণী এবং বালকগণ শঙ্খের হস্ত ধরিয়া বলপূর্ব্বক লইয়া প্রস্থান।

রাজা। দেখ মন্ত্রি! দেখ সুরথ! একটী অস্ত্রাঘাতে রাজদণ্ড দেওয়া অপেক্ষা এ দণ্ড, এ প্রায়শ্চিত্ত কত গুরুতর! উচ্চ ব্রাহ্মণ শুক্র শোণিতে জন্ম গ্রহণ ক'রে আজীবন চণ্ডালের সহবাসে কাটাতে হবে। "এই সেই ব্রাহ্মণ চণ্ডাল" ব'লে লোকে যখন ওর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কর্‌বে, তখন সেই এক একটী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ এক একটী শূলাঘাতের মত ওর হৃদয়ে বিদ্ধ হবে না? (হরিদাসের প্রতি) হরিদাস! তুমি একবার আমাদের দূত হ'য়ে পাণ্ডব শিবিরে ভীমার্জ্জুনের নিকট যাও। বলো যে, সুধন্বার অগ্নি শুদ্ধির জন্য যুদ্ধ যাত্রার একটু বিলম্ব হয়েছে। সে জন্য ভদ্রাবতী রাজ হংসধ্বজ ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌ছেন! তাকে আর এক প্রহর সময় দেওয়া হোক্।

হরিদাস। যে আজ্ঞে।

[প্রণাম ও প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রি! সভা ভঙ্গ হোক্। (সুরথের প্রতি) সুরথ! একটু অপেক্ষা কর।

[রাজা এবং সুরথ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রাজা। সুরথ! এ যুদ্ধের আমার প্রধান উদ্দেশ্য কি জান?

সুরথ। জানি বাবা! ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম পালনের জন্য।

রাজা। সেটী গৌণ উদ্দেশ্য। মুখ্য উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণ দর্শন।

সুরথ। সেই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের কি কর্ত্তব্য উপদেশ দাও বাবা!

রাজা। সুরথ! আমার শ্রীকৃষ্ণ সাধনার ফলে সুধন্বা সুরথ আমার পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর তা আমি নিশ্চিত জানি। তোমাদের দু-ভাইকে পরাজয় করা ভীমার্জ্জুনের সাধ্য নয়। শুন্‌লাম অর্জ্জুন সারথী শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবের সঙ্গে এ যুদ্ধে আসেন নাই। তোমরা দুভাই এমন ভাবে যুদ্ধ কর্‌বে যে, সত্বরই যেন শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুনের রথে অবতীর্ণ হ'তে হয়। একথা সুধন্বাকে বলো, আর দু ভাই তোমরা এক সঙ্গে যুদ্ধ করো না, প্রত্যেকের বীরত্ব গৌরব ভিন্ন ভাবে সম্পূর্ণ মাত্রায় রেখো। এই আমার উদ্দেশ্য। এই আমার উপদেশ। চল বাবা! অন্তঃপুরে যাই। সুধন্বার অগ্নি পরিশুদ্ধ হেমকান্ত দেবমূর্ত্তি যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব্বে আর একবার দর্শন করি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।



ষষ্ঠ অঙ্ক

১ম গর্ভাঙ্ক

ভদ্রাবতীর সীমান্ত প্রান্তর

পাণ্ডব শিবির—বহির্ভাগ

(একাকী ভীমের প্রবেশ)

ভীম। (স্বগতঃ) দেবীরূপা কুন্তীদেবী কীর্ত্তিতা ভারতে,
সেই এক দেবী গর্ভে লভিনু জনম,
পঞ্চ সহোদর মোরা। জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ,
মধ্যম রাক্ষস ভীম, তৃতীয় অর্জ্জুন
নররূপী নারায়ণ। চতুর্থ ধীমান,
সুবুদ্ধি নকুলবীর। আর সর্ব্বানুজ
সহদেব দূরদর্শী ভবিষ্যৎ জ্ঞানী।
কেহ দেব কেহ বা মানব ভাই সবে ;—
আমি সুধু রাক্ষসের নামে অভিহিত।
রাক্ষস ভীমের নামে সবে ঘৃণা করে।

কেন এ কলঙ্ক মম ? অন্যায় সমরে
কভু কারে না বধিনু। ছল প্রতারণা
কভু নাহি জানি। ধর্ম্মরাজ নাম যাঁর
রাজসূয় অশ্বমেধ শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি যাঁর ;—
তাঁর মুখে "অশ্বত্থামা হত" শব্দ কেন ?
নর নারায়ণরূপী অজেয় অর্জ্জুন,—
শ্রীকৃষ্ণ সারথী যার, সেই মহারথী,
কৌশলে বধিল—তারে অন্যায় সমর
নাহি বলিবারে পারি ভ্রাতৃকীর্ত্তিবলে—
কৌশলে বধিল বৃদ্ধ ভীষ্ম পিতামহে,
অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্যে, নরনারায়ণ তিনি।
আমি স্থূলবুদ্ধি ভীম চিরদিন,
সূক্ষ্ম তত্ত্ব কিছু নাহি জানি। প্রতিহিংসা
সাধিবার তরে—রজঃস্বলা দ্রৌপদীরে
লাঞ্ছিতা করিলা সভামাঝে যেইজন,—
অন্যায় সমরে শিশু বধিলা যেই জন,—
প্রতিহিংসা সাধিবার তরে, তার সনে,
সম্মুখ সমরে, স্পষ্ট দিবালোকে আমি
বধি তারে বক্ষঃরক্ত ক'রেছিনু পান,
এই সে কারণে আমি, রাক্ষস অধম !—
জানিলাম ন্যায় সরলতা এ সংসারে
কেহ না আদরে। যদি কুরুকুল মাঝে

শত ভ্রাতা দুর্য্যোধন সনে জন্ম লভি
এমন বীরত্ব দেখাতাম কুরুক্ষেত্রে,
মহারথী ব'লে মোরে পূজিত সকলে,
ভীমের রাক্ষস নাম না বলিত কেহ।
স্থান ভেদে স্বাতি জল ভিন্ন শক্তি ধরে।
আমি যারে বলি সরলতা ;—নিষ্ঠুরতা—
নাম যার চতুর সমাজে ; ন্যায়ধর্ম্ম
আমি যারে বলি, পৈশাচিক নির্দ্দয়তা
নাম যার চতুর সমাজে ; মম ধর্ম্ম সেই ;—
আজি হ'তে তারে লুকায়ে রাখিব,
অনেকে যে পথে যায় সেই পথে যাব।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। মধ্যমাগ্রজ! বীরত্বের হিমাচল মূর্ত্তিতে এখানে একাকী দাঁড়িয়ে কি চিন্তা ক'র্‌ছ ? আসন্ন যুদ্ধের পূর্ব্বে এমন স্থিরভাব যেন নিরুৎসাহতার লক্ষণ ব'লে বোধ হয়।

ভীম। ভাই! যুদ্ধ কিম্বা অন্য যে কোন বিষয়ে হোক্ চঞ্চলতা আমার স্বভাব নয়। জীবনে দু'দিন মাত্র চঞ্চল হ'য়েছিলাম। একদিন কুরুসভায় কৃষ্ণার বস্ত্রহরণের দিন, আর অভিমন্যুর মৃত্যুর দিন।

অর্জ্জুন। দাদা! অদ্য দিবা দেড় প্রহরের মধ্যে সুধন্বার যুদ্ধদানের কথা ছিল, এখনও ত তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে

না। সৈন্য কোলাহল বা রণবাদ্য কিছুইত শোনা যাচ্ছে না। এর কারণত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

ভীম। ভাই অর্জ্জুন! সকলের অবস্থা সমান নয়। তাদের অবস্থা ত তোমার আমার মত নয়। তাদের মাতা, পিতা, স্ত্রী, ভগ্নী, আত্মীয় স্বজন আছে। তাদের যুদ্ধ যাত্রার বিদায় গ্রহণ কালে একটু বিলম্ব হ'তে পারে। তারা আমাদের মত পাষাণের দেশের লোক নয়। তাদের সংসারে ভক্তি, প্রণয়, স্নেহ, মায়া, মমতা, ভয় সবই আছে। তাদের অশ্রুজল আছে, দীর্ঘ নিশ্বাস আছে, রোদন আছে, তারা আমাদের মত নয়। আমরা অষ্টম বৎসরে অস্ত্র ধারণ ক'রেছি, আজও ত্যাগ ক'র্‌তে পারি নাই। জীবনে কখন সুনিদ্রা, স্বচ্ছন্দ আহার, নিশ্চিন্ত ভ্রমণ, আনন্দ সম্ভাষণ, কাকে বলে জানি না। আমরা ঘাতুকের মত খড়্গ তুলে দাঁড়িয়ে আছি; তারা হন্যমান নিরীহ জীবের মত আস্‌ছে। তাদের আস্‌তে বিলম্ব হ'তে পারে, ব্যস্ত হ'ও না ভাই!

গীত

পরের বেদনা ভাই রে ভেবে দেখ আপন মনে।
নয়নে দুঃখের ধারা সমান বহে সর্ব্বজনে॥
ভদ্রাবতী রাজা রাণী
আজি পাগল পাগলিনী।
কত যাতনা না জানি, সহিছে তাদের প্রাণে॥
আমাদেরও যেমন ছিল হৃদয় ভরা পুত্রধন;—
তাদেরও তেমনি দুটি ভুবন মনোমোহন;—

ব্যথা আছে যার প্রাণে,
সেই পরের ব্যথা জানে,
ভেবে দেখ অনুমানে, দহে তারা কি দাহনে॥

অর্জ্জুন। আমার বোধ হয় ভদ্রাবতীরাজ ভীত হ'য়ে যুদ্ধে নিরস্ত হ'য়েছেন।

ভীম। না ভাই! অমন কথা ব'ল না, একজন ক্ষত্রিয় রাজাকে অমন ঘৃণার চোকে দেখ্‌তে নাই। আমরা পিতৃরাজ্যের দায় পড়ে ভারতে পরিচিত হ'য়েছি। একজন দুর্দ্দান্ত দস্যুও সাধারণে পরিচিত হ'তে পারে। খাণ্ডব অপেক্ষা বৃহত্তর বন পৃথিবীতে অনেক আছে, কিন্তু দাবানলের জন্য খাণ্ডব সাধারণে পরিচিত। গন্ধরাজ মল্লিকা অপেক্ষা কত সুগন্ধি ফুল কত দুর্গম বন মধ্যে ফুটে থাকে তা কে জানে? অতল সাগর গর্ভে কত মহামূল্য রত্ন আছে তা কে জানে? দেখ, কে একজন দূত আস্‌ছে; বোধ হয় ভদ্রাবতীর দূত।

(হরিদাসের প্রবেশ)

হরি। (ভীমার্জ্জুনকে প্রণাম) আমি কি পাণ্ডব মহারথী ভীমার্জ্জুনের সম্মুখে এসেছি?

ভীম। হাঁ দূত! তোমার বক্তব্য সংবাদ বল।

হরি। মহাপুরুষ! আপনাদের নিকট ভদ্রাবতীরাজ হংসধ্বজের সানুনয় প্রার্থনা;—তাকে যুদ্ধ যাত্রার জন্য আর এক প্রহর অতিরিক্ত সময় দিন।

ভীম। কেন দূত! যুদ্ধ যাত্রার কি কোন বিঘ্ন ঘটেছে?

হরি। যুবরাজ সুধন্বার অগ্নিশুদ্ধির জন্য কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটেছে, অন্য কোন বিঘ্ন নয়।

ভীম। অগ্নিশুদ্ধি কেন?

হরি। মহারাজ হংসধ্বজের রাজ পরিবারস্থ, রাজ্যস্থ সকলেই পরম বৈষ্ণব। বিশেষতঃ যুবরাজ একজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। দৈহিক অসূচি কিম্বা কোন প্রকার অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য তাঁর অগ্নিশুদ্ধি করা হ'য়েছে।

ভীম। কি উপায়ে অগ্নিশুদ্ধি হ'ল?

হরি। তপ্তৈতল কটাহে নিক্ষেপ ক'রে।

অর্জ্জুন। তোমাদের যুবরাজ সুধন্বা বেঁচে আছেন ত?

হরি। পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থদেহে দেব কান্তিতে সকলকে মুগ্ধ ক'রেছেন।

অর্জ্জুন। কি কৌশলে উদ্ধার পেয়েছেন?

হরি। হরি ভক্তি আর হরি নামের কৌশলে।

অর্জ্জুন। শরীরের কোন স্থানে দগ্ধ ক্ষত হয় নি ত?

হরি। না মহাশয়! তাঁর কণ্ঠের কুসুম মালাও কোন প্রকার বিবর্ণ বা গন্ধহীন হয় নাই।

অর্জ্জুন। অসম্ভব কথা, বিশ্বাস হয় না।

হরি। আপনার বিশ্বাস বা অবিশ্বাসে তাঁদের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তাঁরা এক প্রহরকাল সময়ের প্রার্থী মাত্র। তাঁদের সেই প্রার্থনা পূর্ণ ক'রে আমায় বিদায় দিন।

অর্জ্জুন। দূত! তোমাকে যেন কখনও দেখিছি ব'লে বোধ

হচ্ছে। তুমি আমাদের অশ্বরক্ষকের অনুচর হ'য়ে একদিন এসেছিলে না ?

হরি। হাঁ মহাশয়! সত্য। আপনার অনুমান সত্য।

অর্জ্জুন। এখন দেখ্‌ছি তোমার সেনানীর বেশ। পাণ্ডবের যজ্ঞাশ্বরক্ষকের অনুচর, আর ভদ্রাবতী রাজ্যের সেনানী, এর মধ্যে কোন্‌টী তুমি সত্য ?

হরি। আমি ভদ্রাবতী রাজ্যের সেনাপতি যুবরাজ সুধন্বার অধীনস্থ দশ সহস্রী সেনানী ; আপনাদের সৈন্যচর্চ্চার জন্য ছদ্ম-বেশে অশ্বরক্ষকের অনুচর হ'য়ে ছিলাম।

অর্জ্জুন। সে প্রতারণার জন্য এখন তুমি দণ্ডনীয়।

হরি। যুদ্ধের পূর্ব্বে ছদ্মবেশে শত্রু-সৈন্য চর্চ্চা করা যুদ্ধ নীতিবিরুদ্ধ নয়। সেই সময় যদি আপনারা আমার কৌশল ভেদ কর্‌তে পার্‌তেন তা হ'লে আমি অবশ্যই দণ্ডনীয় হতাম ; বিশেষতঃ বর্ত্তমানে আমি দূত, আমি এখন সর্ব্ব প্রকার দণ্ডের বহির্ভূত।

ভীম। দূত! সময় অতীত হ'য়ে যাচ্ছে। তোমাদের মহারাজকে বল্‌বে, আমরা আরও এক প্রহর অপেক্ষা কর্‌বো। ঐ নির্দ্দিষ্ট এক প্রহরের পরে আমরা তোমাদের রাজপুরী আক্রমণ করব।

হরি। যে আজ্ঞে! (প্রণাম ও প্রস্থান)

অর্জ্জুন। দাদা! তপ্ত তৈলকটাহে সুধন্বার অগ্নিশুদ্ধি কি তোমার বিশ্বাস হয় ?

ভীম। অবিশ্বাস কর্‌বারও কোন কারণ নাই। বিশেষতঃ সুধন্বা পরম বৈষ্ণব। কুরুসভায় দুষ্ট দুঃশাসন একবসনা দ্রৌপদীর বসন এক প্রহর কাল আকর্ষণ ক'রে পর্ব্বত প্রমাণ স্তূপাকার ক'রেছিল, তবুও দ্রৌপদীকে বিবসনা কর্‌তে পারে নাই। এ ঘটনা অন্যের হ'লে তুমি বিশ্বাস কর্‌তে কি? কাম্যবনে দ্রৌপদীর স্থলীর এক কণা শাকান্নে ষষ্ঠী সহস্র শিষ্যের সহিত দুর্ব্বাসার ক্ষুধাতৃপ্তি; এ ঘটনা অন্যের হ'লে তুমি বিশ্বাস কর্‌তে কি? তোমার জয়দ্রথবধের সৈন্য চারি দণ্ড বেলা শেষ থাক্‌তেও সন্ধ্যা হ'য়েছিল; এ ঘটনা অন্যের হ'লে তুমি বিশ্বাস কর্‌তে কি? তবে সুধন্বার এ অগ্নি-শুদ্ধি তুমি বিশ্বাস কর না কেন?

অর্জ্জুন। দাদা! পাণ্ডব সখা শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পাণ্ডবের সকল অসম্ভবই সম্ভবে।

ভীম। ভাই! এ তোমার ভুল ধারণা। শ্রীকৃষ্ণ মাত্র পাণ্ডবের নয়, ভক্ত মাত্রেরই—তিনি সকলেরই। ইন্দ্রপ্রস্থে দাঁড়িয়ে সূর্য্যের দিকে চেয়ে ভাব্‌তেম, এ সূর্য্য ইন্দ্রপ্রস্থের। আবার ভদ্রাবতীতে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছি এ সূর্য্য ভদ্রাবতীর। কিন্তু সূর্য্য তিনি এক, অদ্বিতীয়। এ কথার সময় এখন নয় ভাই! চল সৈন্যের অগ্রভাগ পরিদর্শন ক'রে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বৃষকেতু এবং কামদেবের প্রবেশ)

কামদেব। বল ভাই, অঙ্গরাজকুমার! এখন বল

দেখি কুমারী কুবলয়াকে দেখে তোমার মনে কি ধারণা হয়েছে ?

বৃষকেতু। ভাই ! ক্ষমা কর। আমি আমার নিজের চরিত্র অপেক্ষা কোন উন্নত চরিত্রের যুবক যুবতী কখনও দেখি নাই। সেই জন্য কোন দেব দেবীর কল্পনা কর্‌তে পারি না। আমার পূর্ব্ব সংস্কার দূরীভূত হয়েছে। অহো ! কুমারী কুবলয়া সত্যই পূজনীয়া দেবী। অদ্য প্রত্যুষে দেখ্‌লাম, ভদ্রাবতী নগরের বিষ্ণুমন্দির প্রাঙ্গনে নির্ম্মাল্য হস্তে দণ্ডায়মানা। যেন সদ্য ক্ষীরোদ সাগর মন্থন সমুদ্ভূতা অমৃত সৌন্দর্য্যময়ী ক্ষীরোদ কুমারী রমা ! আমার মনের নরককুণ্ড যেন ক্ষীরকুণ্ডে পরিণত হ'য়ে গেল ! হরি ! হরি ! কি নির্ব্বিকার সহৃদয় সম্ভাষণ ! নয়নের সরল দৃষ্টিতে যেন পুণ্যময় অমৃত তরঙ্গ খেলা কর্‌ছে। রূপে, সৌন্দর্য্যে, ভাষায়, সহৃদয়তায় যেন সুরলোক গৌরবপূর্ণ দেব-ভাব স্ফূরিত হচ্ছে !

কামদেব। দেখে তোমার কি মনে হল ?

বৃষকেতু। দেখে মনে হ'ল যে, আমি পাপ চিন্তাকে মনে কল্পনা ক'রেও মহাপাপ সঞ্চয় করেছি। ক্রমে অনুতাপের আগুনে পুড়ে চিত্ত শুদ্ধি হ'ল; তখন আরও মনে হ'ল যে, হায় ! আমরা কি ভয়ানক স্বার্থপর, নির্দ্দয় ! ধর্ম্মের ভাণ করে, এমন পুণ্য ধর্ম্মের দেবী প্রতিমা যিনি, তাঁর না জানি কত স্নেহের পুতুল সহোদর দুটীর প্রাণ নষ্ট কর্‌বার জন্য কত না চেষ্টা, কত না আয়োজন কচ্চি ! আহা ! একটী বৃক্ষের

তিনটী ফুল—একটীর স্বর্গীয় সৌরভে মুগ্ধ হ'য়ে মস্তকে ধারণ কচ্চি। আর দুটীকে নখে ছিন্ন ক'রে অনলকুণ্ডে নিক্ষেপ কচ্চি। হা! মানব! তুমি স্বার্থসিদ্ধির জন্য সব কর্‌তে পার।

কামদেব। ভাই! আজ যে শিক্ষা লাভ কর্‌লে, যেন চিরদিন মনে থাকে। সুন্দর রূপ দেখ্‌লেই মনে ক'র না যে, সে রূপ বিধাতা তোমার জন্য সৃষ্টি ক'রেছেন। ভাই! এ প্রসঙ্গের এখন বিরাম দাও। ভদ্রাবতী হ'তে দূত এসেছে, আসন্নযুদ্ধের কি নূতন সংবাদ এনেছে, চল শুনে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অশ্বরক্ষক রঞ্জনলালের প্রবেশ)

রঞ্জন। হায়! হায়! বড় ঠকিয়েছে রে! বড় ঠকিয়ে গেছে! হরিদাসকে প্রথমে দেখে মনে ক'রেছিলাম সে সত্যই চাষা। ও বাবা! এখন দেখি একজন প্রকাণ্ড সেনাপতি সেজে উপস্থিত। আমি ভাবতাম, আমার মত চতুর কেহ নাই। আমি গুরুমহাশয় সেজে তাকে কত উপদেশ দিয়েছিলাম, কত গম্ভীর হ'য়ে বল্লাম। হায়! হায়! সব মাটি ক'রে গেল! এখন ভীমার্জ্জুনের কাছে মুখ দেখাই কেমন ক'রে? যখন আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌বেন যে, তুমি গুপ্তচরকে আশ্রয় দিয়েছিলে কেন? তখন কি বল্‌বো! একটা কোন মতলব স্থির ক'রে রাখা যাক্। (ক্ষণেক চিন্তা) হুঁম্,—ঠিক হয়েছে। ভীমার্জ্জুন জিজ্ঞাসা করলে বল্‌ব যে, সে তাদের কোন সেনাপতি নয়। আমার প্রেরিত গুপ্তচর। ছদ্মবেশে সেখানে সেনাপতি সেজে আছে।

যুদ্ধের সময় আমাদের পক্ষে এসে মিশ্‌বে। আর যদি জিজ্ঞাসা করেন ;—"তুমি এই দুই দিন কোথায় ছিলে ?" তখন বল্‌ব একটু অসুখ হয়েছিল। অন্তঃশীলে অসুখের নাম কর্‌ব—যেমন মাথা ধরা, হাত পা কন্‌ কনানি, পেটে বেদনা। আমার চাতুরী ধরে কে ? আমার চেয়ে যে বেশী চতুর সে কখনও বাইরে বেড়ায় না—জামাই আদরে লোহার ঘরে বাস করে। (দূরে দেখিয়া) এই যে সেনাপতি মহাশয় আস্‌ছেন ! কোথাও যেতে বলে বুঝি।

(সাত্যকীর প্রবেশ)

সাত্যকী। কে ও ? রঞ্জনলাল ? বেশ হয়েছে। দূরে ভদ্রাবতী পুরীর দিকে সৈন্যকোলাহল, রণবাদ্য শোনা যাচ্ছে। তুমি একবার যাও ত। অগ্রবর্ত্তী হ'য়ে দেখে এস। কোন উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে উঠে বিশেষ অনুধাবন ক'রে দেখে এস—কত সৈন্য। সৈন্যের মধ্যে কত পদাতিক, কত অশ্বারোহী, কত গজারোহী, কত রথারোহী ! সত্বর ফিরে এসে আমাকে সংবাদ দিবে।

রঞ্জন। যে আজ্ঞা।

[বেগে প্রস্থান।

সাত্যকী। (স্বগতঃ) সুধন্বা সুরথকে যেরূপ সামান্য শত্রু ব'লে মনে ক'রেছিলাম, তারা সেরূপ সামান্য নয়। স্থির আয়োজন, ধীরগতি, বৃথা আড়ম্বর নাই। শত্রুর সহিত ভদ্রোচিত সুসভ্য ব্যবহার। রূপ গুণবান, সুশিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন, ভগবদ্ভক্ত। সৈন্যগণ প্রত্যেকে সুশিক্ষিত। এ শত্রু সহজ

নয়। নিশ্চয়ই দুর্জ্জয়। আমাদের অতি সতর্কতার সহিত যুদ্ধ কর্‌তে হবে। আমরা আক্রমণকারী ; তারা আক্রান্ত। তারা পরাজিত হ'লে তাদের গৌরব হানি হ'বে না। কিন্তু আমরা জয়লাভ কর্‌লেও আমাদের কৃতিত্ব নাই। আমরা যজ্ঞাশ্ব উদ্ধারের জন্য, পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার জন্য যুদ্ধ কর্‌ব ; আর তারা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের নীতি অনুসারে স্বদেশ রক্ষার জন্য, আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ কর্‌বে। তারা জন্মভূমির গৌরব রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধে আস্‌ছে। দুর্দ্দমনীয় বেগে নিশ্চয়ই আস্‌ছে।

(বেগে রঞ্জনলালের পুনঃ প্রবেশ)

রঞ্জন। সেনাপতি মহাশয়! শত্রু সৈন্য ক্রমে অগ্রসর হচ্ছে। বাণযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে! মহাশয়! শত্রুসৈন্যের কি আশ্চর্য্য শিক্ষা! আমাদের সৈন্যেরা যখন বাণ ছাড়্‌ছে, তখন তারা তাদের সেনানীর একটি মাত্র সঙ্কেতে সকলেই জানু পেতে ব'সে প'ড়্‌ছে। বসেই অম্নি বাণ ছাড়্‌ছে। আমাদের পুনরায় বাণ যোজনা কর্‌তে না কর্‌তেই তারা নিমিষের জন্য চার পাঁচ শত গজ এগিয়ে আস্‌ছে। আমাদের বাণ কাজেই ব্যর্থ হচ্ছে ; আর তাদের বাণ অব্যর্থ হয়ে আমাদের সৈন্যগণকে হৃত আহত কর্‌ছে। তাদের সৈন্যের অগ্রে সুধন্বা, পশ্চাতে সুরথ। সুধন্বা রথে ব'সে আছে। কোন উদ্বেগ নাই। হাসি হাসি মুখে ধনুর্ব্বাণে হাতও দিচ্ছে না। তার ভাব ভঙ্গী দেখে বোধ হয় যেন বর বিঁয়ে কর্‌তে আস্‌ছে।

সাত্যকী। রঞ্জন! শীঘ্র যাও! এই যুদ্ধারম্ভ সংবাদ ভীমার্জ্জুনকে জানাও গে। শীঘ্র যাও! তীর বেগে যাও!

রঞ্জন। যে আজ্ঞা।

[বেগে প্রস্থান।

(বৃষকেতু এবং কামদেবের প্রবেশ)

বৃষকেতু। সেনাপতি মহাশয়! সৈন্যের অগ্রভাগে যুদ্ধারম্ভ হ'য়েছে। আমাদের দু'জনকে অগ্রসর হ'তে অনুমতি দিন।

সাত্যকী। আর অর্দ্ধ দণ্ড অপেক্ষা কর। শত্রুসৈন্যকে আরও একটু অগ্রসর হ'তে দাও। এই অবকাশে আমি দু একটি উপদেশ দি—বিশেষরূপে মনে রেখো—সুধন্বা তোমাদের সম্মুখীন হ'লে তোমরা প্রথমে কোন অভদ্রোচিত কিম্বা উত্তেজিত আলাপ ক'র না। সুধন্বা যে ভাবে যুদ্ধ কর্‌তে চায়, তাকে সেই ভাবে যুদ্ধ দান ক'র্‌বে। সহসা অযথাভাবে উত্তেজনার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র না। তা হ'লে অস্ত্রসন্ধান ভুলে যাবে। আর ঘোর যুদ্ধের সময় শরীরের শোণিত যতই কেন উষ্ণ হ'ক না, যতই কেন ভয়ানক বেগে যুদ্ধ কর না; কিছুতেই যেন অন্যায় যুদ্ধ ক'র না। শত্রু নিরস্ত্র হ'লে, শ্রান্ত হ'লে, বিমুখ হ'লে কিম্বা পলায়ন কর্‌লে আর তাকে অস্ত্রাঘাত ক'র না। এই উপদেশ পালনে যদি পরাজিত হও, সেও ভাল, তবুও অন্যায় যুদ্ধ ক'র না। পাণ্ডবনামে কলঙ্ক দিও না। যাও,—ধীরে ধীরে অগ্রসর হও। আশীর্ব্বাদ করি—প্রথম জয় তোমরা লাভ কর।

গীত

আশীর্ব্বাদ করি যেন বস জয়লক্ষ্মী কোলে।
কল্যাণ কুসুম বৃষ্টি হয় যেন রণস্থলে॥
হাসি সম্ভাষণ করো শত্রু সনে,
অন্যায় কৌশল নাহি রেখো মনে,
স্বজন সমান ভেবো শত্রুগণে;
বীর ভাগ্যে ভালবাসা প্রাপ্ত হয় শত্রু দলে॥
শত্রুর সম্মুখে আপনা ভুলো না।
পরাজয় ভয়ে ক'রনা ছলনা,
ক্ষুদ্র হ'লেও শত্রু সামান্য ভেব না;—
জয় কিম্বা পরাজয় কর্ম্ম অনুসারে ফলে॥

কামদেব। দেব! ক্ষমা করুন। একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—আজ যেন আপনাকে একটু চঞ্চল দেখ্‌ছি। যুদ্ধের পূর্ব্বেত আপনাকে কখনও চঞ্চল দেখি নাই। আমাদের অপেক্ষা আপনি বহুদর্শী, দূরদর্শী; আপনি কি কোন ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা কর্‌চেন? না, আমাদের কোন দুর্ব্বলতার চিহ্ন দেখেছেন? যুদ্ধ করা এখন আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য; সুতরাং যুদ্ধই ক'র্‌ব। জয় পরাজয় ভগবানের হস্তে সমর্পণ ক'রেছি। এখন আমরা হাস্‌তে হাস্‌তে যুদ্ধে যাই।

[উভয়ের প্রণাম ও প্রস্থান।

সাত্যকী। আমিও যাই। আমার মধ্যভাগ সুরক্ষিত ভাবে সজ্জিত করিগে।

[প্রস্থান।

(রঞ্জনলালের পুনঃ প্রবেশ)

রঞ্জন। (স্বগতঃ) দেখে শুনে ইচ্ছা হয়, আমি একবার যুদ্ধ করি। যারা যুদ্ধ করে তাদের কত আদর কত যত্ন! বৃষকেতু আর কামদেব—এখনও পূর্ণ যুবা পুরুষ নয়! মরি মরি! কি সুন্দর পরিচ্ছদ! কিবা রত্নখচিত সুবর্ণের ভূষণ! আমিও যদি অশ্বরক্ষক না হ'য়ে, ওদের মত একজন যোদ্ধা হ'তাম, তা হ'লে আমায় ভীমার্জ্জুন কত যত্ন ক'রে, ঐ প্রকার বসন ভূষণে সাজিয়ে, অমনি সম্মান সম্ভ্রম ক'রে আপ্যায়িত কর্‌তেন! কিন্তু তা'হলে কি হয়! সেই যে, সেই কথাটা! যখন মনে হয়, তখন সুখের সাধ মিটে যায়! বুক শুকিয়ে যায়! এত যত্ন, আদর আপ্যায়ন, এত স্বর্ণরত্নের বসন ভূষণ, এত উদ্যম উৎসাহের হাসিভরা সুধানন, তখন সে সব ভুলে যেতে হয়! সেই যে, সেই কথাটা! যদি একটা, মনে কর যদি একটা বাণ—ভাঙ্গা ভোঁতা নয়, যদি একটা সুতীক্ষ্ণ বাণ এসে এই বুক খানিতে আমূল বিঁধে যায়, তখন! তখন অত সাধের বসন ভূষণ রক্তের কাদায় মাখামাখি হ'বে। সেই রমণীভুলান যৌবনের কটাক্ষভরা পটলচেরা চোখ দু'টিতে তখন চৌদ্দভুবন অন্ধকার দেখ্‌তে হবে! আহা! আজ ঐ চোখ! চোখ নয়, যেন নয়ন—যে নয়নের জ্যোতিঃ জ্যোতিভঙ্গিমায় আজ বরাঙ্গনা কামিনীকুল পাগলিনী, তখন সেই নয়ন দুটি চোখ হ'য়ে যাবে। কামিনীকুলের পরিবর্ত্তে বায়স পেচক শকুনি গৃধিনীকুল পাগলিনী হ'য়ে এসে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে তুলে

খাবে! আজ যে বাহুবলের গর্ব্বভরে বক্ষ স্ফীত ক'রে যুদ্ধে যাচ্ছে, তখন সেই বাহুযুগলের পরিণাম কি হবে, তা ভাব দেখি? শৃগাল কুকুরে, ভাগাভাগি ক'রে দু'জনে দুখানি ল'য়ে, নির্জ্জনে ব'সে, দুই পায়ে চেপে ধ'রে, কাণ হেলিয়ে, মুখ বাঁকিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে! না বাবা! অমন ক'রে বেঘোরে মর্‌তে পার্‌ব না। যুদ্ধ কর্‌তে পারি, বীর হ'তে পারি, কিন্তু অমন ক'রে মর্‌তে পার্‌ব না বাবা! ঐ যে কা'রা আস্‌ছে! ও বাবা! এ যে শত্রু সৈন্য এতদূর অগ্রসর হয়েছে! একটু গা ঢাকা দিয়ে থাকি, ওরা চলে যাক্! (বনান্তরালে লুক্কায়িত হওন)

(শ্রেণীবদ্ধভাবে সমগতিতে কতিপয় ভদ্রাবতী সৈন্যের প্রবেশ)

১ম সৈ। (২য় সৈন্যের প্রতি) ভাই নরসিং! এই ত পাণ্ডব শিবিরের নিকটে অগ্রসর হ'য়েছি! এতক্ষণ যুদ্ধ ক'রে শত্রুসৈন্যের বলবিক্রম কি বুঝ্‌তে পেরেছ?

২য় সৈ। শত্রুসৈন্য সুশিক্ষিত নয়। সেনাপতিরা সকলেই সুশিক্ষিত বীর। একথা স্বীকার করি।

১ম সৈ। আমাদের সুধন্বা সুরথ অপেক্ষাও কি তারা শ্রেষ্ঠ বীর?

২য় সৈ। না, তা কখনই নয়। সুধন্বা সুরথ এখনও অস্ত্রধারণ করেন নাই। তবুও আমরা এতদূর অগ্রসর হয়েছি। শত্রুসৈন্য আমাদের গতিরোধ কর্‌তে পারে নাই।

১ম সৈ। তবে এতক্ষণ আমরা কা'র পরাক্রমে এতদূর অগ্রসর হয়েছি?

২য় সৈ। দশসহস্রী সেনাপতি হরিদাসের পরাক্রমে। হরিদাস আজ সমুদয় ভদ্রাবতী সেনার পরিচালক।

১ম সৈ। দেখ ভাই নরসিং! রাজার অবিচার দেখ! আমি পনর বৎসর পূর্ব্বে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হয়েছি, আর হরিদাস মাত্র পাঁচ বৎসর অস্ত্রধারণ ক'রে আজ সে সমুদয় সেনার সেনাপতি! আমরা তার আজ্ঞাবহ! যা ছিলাম তাই—সেই পদাতিক সৈন্য, এখনও আছি। অস্ত্র ধ'রে কি হরিদাস আমার সম্মুখে দাঁড়াতে পারে? কেবল রাজকুমারদের প্রিয় পাত্র—আজ তার এতদূর পদোন্নতি! ভাই! এ পক্ষপাত নীরবে সহ্য করা বড় কঠিন! সহ্য কর্‌লেও পাপ হয়! এস! আজ আমরা সকলে মিলিত হ'য়ে অস্ত্রত্যাগ করি।

২য় সৈ। তুমি এ কাজের অগ্রণী হ'তে পার্‌বে?

১ম সৈ। কেন পার্‌ব না? অবশ্য পার্‌ব। তোমাদের সকলের মুখপাত্রস্বরূপ হ'য়ে যা' বল্‌তে হয়, আমিই ব'ল্‌ব। যা' কর্‌তে হয় আমি ক'র্‌ব।

২য় সৈ। উত্তম।

(হরিদাসের প্রবেশ)

হরিদাস। (১ম সৈন্যের প্রতি) কি ভাই মুরারি! বড় শ্রান্ত হ'য়েছ? একি? মুখে অসন্তুষ্টির চিহ্ন কেন? যুদ্ধকালে যোদ্ধার মস্তক নত কেন? স্ফীত বক্ষ নমিত কেন? উলঙ্গ তরবারি স্কন্ধচ্যুত কেন? তরবারির অগ্রভাগ ভূমি স্পর্শ ক'রেছে কেন? ইচ্ছাপূর্ব্বক এ সব অমঙ্গলের চিহ্ন ধারণ ক'রেছ কেন?

১ম সৈ। মুক্তকণ্ঠে স্পষ্ট কথা শুন্‌লে অসন্তুষ্ট হ'বে না ত?

হরি। কিছুমাত্র না! বরং সন্তুষ্ট হ'ব।

১ম সৈ। সেনাপতি হরিদাস! আজ তুমি সেনাপতি। তবে শোন সেনাপতি,—সত্য কথা বলি। ভদ্রাবতী সৈন্য-দলের মধ্যে অধিকাংশ সৈন্য তোমা অপেক্ষা পুরাতন। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা নূতন। তুমি মাত্র পাঁচ বৎসর অস্ত্র ধ'রেছ। কিন্তু তুমি রাজকুমারদের প্রিয় পাত্র ব'লে আজ তোমার এতদূর পদোন্নতি। ভদ্রাবতী রাজের এইটি স্পষ্ট পক্ষপাত। আমরা পক্ষপাতী রাজার জন্য আধুনিক সেনাপতির অধীনে যুদ্ধ ক'র্‌তে অনিচ্ছুক। আজ তোমার নিকট অস্ত্রত্যাগ ক'র্‌তে প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি।

হরি। (ক্ষণেক নীরব হইয়া) মুরারি! একথা একদিন পূর্ব্বে বল নাই কেন? কিম্বা এই যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বল নাই কেন? যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবল শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে যদি এখন তোমরা অস্ত্রত্যাগ কর তাহ'লে তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতা হ'বে না কি? রাজবিদ্রোহিতা হ'বে না কি?

১ম সৈ। উপায় নাই! ভবিষ্যতে না হয় সে পাপের ফলভোগ ক'র্‌ব।

হরি। ভবিষ্যতের ফল ভবিষ্যতে ভোগ করবে; এখন বর্ত্ত-মানের ফল বর্ত্তমানে ভোগ কর; ভদ্রাবতীরাজ্যের সেনাপতি আমি নই—যুবরাজ সুধন্বা প্রধান সেনাপতি। রাজকুমার

সুরথ সহকারী সেনাপতি। মাত্র আজকার যুদ্ধে তাঁরা আমায় সৈন্য পরিচালনের ভার দিয়াছেন। আমি তাঁদের দাস, সেনাপতি নই। আমার এই একদিনের সৌভাগ্য দেখে তোমাদের মনে ঈর্ষ্যা জন্মেছে? সেই ঈর্ষ্যার তৃপ্তি সাধন ক'র্‌বার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা, রাজবিদ্রোহিতা মহাপাপে লিপ্ত হ'তেও কুণ্ঠিত হ'চ্ছ না? উত্তম! পাপের ফল ভবিষ্যতে ভোগ ক'রো, কিন্তু দোষের দণ্ড এখনই গ্রহণ কর। বর্ত্তমানক্ষেত্রে সুধন্বা সুরথের প্রতিনিধিস্বরূপ আমি তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত। যুদ্ধ-নীতি-শাস্ত্রে বিশ্বাসঘাতক বিদ্রোহী সৈন্যের প্রাণদণ্ডের বিধি আছে। অগ্রসর হও, আমার হস্তে দণ্ড গ্রহণ কর।

১ম সৈ। পশুর মত প্রাণ দিতে পার্‌ব না। সকলেই সশস্ত্র। যুদ্ধ কর; হয় বিশ্বাসঘাতকের দণ্ড দাও, নয় আমাদের মনের কণ্টক দূর হোক্। (২য় সৈন্যের প্রতি) কি বল নরসিং! কথা কও না যে? সকলে নীরব কেন? সকলের কথা আমি একা বল্‌তে পারি, কিন্তু সকলের কাজত আমি একা ক'র্‌তে পারি না! অস্ত্রধর! যুদ্ধকর! দণ্ডগ্রহণ বা দান কর।

২য় সৈ। শোন ভাই মুরারি! ভদ্রাবতীর সমুদয় পদাতিক সৈন্যের সম্মিলিত শক্তি একা হরিদাসের সমকক্ষ নয়। বিশেষতঃ সুধন্বা সুরথ হরিদাসের পশ্চাতে আছেন, সুতরাং ভদ্রাবতীর সমুদয় সৈন্য অপেক্ষা একা হরিদাস অধিক বলবান্। সেইহরি দাসের বিরুদ্ধে আমাদের এই সামান্য কয়জনের অস্ত্র-

ধারণ করা আত্মহত্যার চেষ্টা মাত্র। হরিদাসের উন্নত সৌভাগ্যে মনে ঈর্ষ্যার উদয় হ'তে পারে ; কিন্তু সেই ঈর্ষ্যার জন্য আত্ম-হত্যা ক'র্‌তে পারি্ না।

হরি। এস মুরারি! প্রস্তুত হও! বর্ত্তমানে আমার হস্তে দোষের দণ্ড গ্রহণ কর। ভবিষ্যতে ভগবানের হস্তে পাপের দণ্ড গ্রহণ ক'র।

২য় সৈ। ভাই হরিদাস! আমাদের কয়জনকে হত্যা করা তোমার পক্ষে অতি সহজ কর্ম্ম। সহজ কর্ম্ম সাধন করায় গৌরব নাই। একটি কঠিন কর্ম্ম সাধন কর। তোমার সেনা-পতিত্বের গৌরব বৃদ্ধি কর। মাত্র বাহুবলে সেনাপতি হওয়া যায় না। বিদ্যাবল, বুদ্ধিবল, বাহুবল—তিনই চাই। ব্যাধিগ্রস্ত শরীর নষ্ট করা অপেক্ষা ব্যাধির মূলোচ্ছেদ করা ভাল। আমা-দের প্রাণদণ্ড না ক'রে আমাদের মনের ঈর্ষ্যা দূর কর। এমন মহত্ত্ব দেখাও যেন তোমার প্রতি কা'রও মনে ঈর্ষ্যার উদয় না হয়। আমরা অশিক্ষিত, অল্পবুদ্ধি ; তুমি শিক্ষিত, বুদ্ধিমান্। আমরা রোগী ; তুমি চিকিৎসক। রোগী নষ্ট না ক'রে রোগ নষ্ট কর। তুমি বুঝিয়ে দাও এ ঈর্ষ্যা আমাদের অন্যায়। ঈর্ষ্যা, হিংসা, দ্বেষ মানুষের স্বভাবের ধর্ম্ম। এ দোষে তুমি কতজনকে হত্যা ক'র্‌বে বল ?

হরি। ভাই নরসিং! তোমার সরল কথায় বড় সুখী হ'লাম। আজকার মত তোমাদের দোষের বিচার স্থগিত রইল। যুদ্ধের অবসানে যুবরাজ আর রাজকুমারের নিকটে তোমাদের

দোষের বিচার হ'বে। আজকার যুদ্ধক্ষেত্রে আমি তাঁদের প্রতিনিধি সত্য, আমি সমুদয় সৈন্য পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হ'য়েছি সত্য, কিন্তু কোন দোষের বিচার বা দণ্ডদানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হই নাই। তা না হ'লেও এটি নিশ্চিত জেনো যে যুদ্ধক্ষেত্র প্রচারিত বিশেষ নীতি অনুসারে আমি সৈন্য পরিচালনার সময় বিদ্রোহী সেনার যে কোন দণ্ডদান ক'র্‌তে পারি। বল দেখি ভাই! আমার প্রতি তোমাদের ঈর্ষ্যা কেন? আমার সত্বর পদোন্নতির জন্য? ইচ্ছা হ'লে তোমরাও সত্বর পদোন্নতি সাধন ক'র্‌তে পার। আমার এই পদোন্নতি আমারই কঠোর সাধনার ফল। দৈবাৎ প্রাপ্ত ফল নয়।

১ম সৈ। তোমার এই দুর্ল্লভ ফলে কি রাজানুগ্রহের সাহায্য নাই?

হরি। বিন্দুমাত্র না। অনুমাত্রও না। আমার সম্পূর্ণ স্বীয় সাধ্য ফল। মহারাজ হংসধ্বজকে কিম্বা মহাপ্রাণ সুধন্বা সুরথকে যে পক্ষপাতী ব'লে সে স্বয়ং সত্যের অবতার হ'লেও আমি তাকে মিথ্যাবাদী বলি। আমি তদ্গত, তন্ময়চিত্ত হ'য়ে, যোগস্থ হ'য়ে, অস্ত্রবিদ্যা সাধন ক'রেছি। আমার এ প্রণালীর শিক্ষক রাজকুমার সুরথ। ভাই! প্রত্যয় না হয় পরীক্ষা কর। আমি রাজকুমারদের তোষামোদকারী চাটুকার কিম্বা মহারাজের বিদূষক নই যে, পুরস্কার স্বরূপ উচ্চপদ লাভ করেছি। আমি নিজের সাধনায় নিজে সিদ্ধিলাভ ক'রেছি। তা'তে তোমাদের ঈর্ষ্যার কোন কারণ নাই। সে সাধনার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র

আজ তোমাদের সম্মুখে। নিজ নিজ বাহুবলে ইচ্ছামত সিদ্ধি-লাভ কর।

১ম সৈ। মহারাজ হংসধ্বজ আত্মগৌরব বৃদ্ধির জন্য অনর্থক পাণ্ডবের সঙ্গে বিরোধ ক'র্‌ছেন। তা'দের অশ্বমেধ যজ্ঞের বাধা দান ক'রে ভদ্রাবতী রাজ্যের কি শ্রীবৃদ্ধি সাধন হ'বে? মহারাজের এ অন্যায় যুদ্ধের পোষকতা করা কি প্রজার কর্ত্তব্য?

হরি। কর্ত্তব্য নয় কেন? রাজার গৌরববৃদ্ধির জন্য প্রজার আত্মদান করা কর্ত্তব্য নয় কেন?

১ম সৈ। এ যুদ্ধে রাজ্যের অনিষ্ট হ'বে না কি? শান্তিভঙ্গ হ'বে না কি?

হরি। অনিষ্ট অপেক্ষা ইষ্ট অধিক। শান্তিভঙ্গ হ'বে সত্য কিন্তু শ্রীবৃদ্ধি হ'বে। শান্তি অপেক্ষা শ্রীর গৌরব অধিক নয় কি? শীত ঋতুতে বিবরবাসী ভেক শান্তিতে বাস করে। আর উন্নতকেশর কেশরীকুল বন বিলোড়ন ক'রে মৃগমাংসে ক্ষুধা তৃপ্তি ক'রে পরিপুষ্ট দেহে উজ্জ্বলতর মার্জ্জিত কান্তিতে বন বিচরণ করে। কা'র গৌরব অধিক? ভেকের না সিংহের? শান্তির না শ্রীর?

১ম সৈ। ভাই হরিদাস! আর অধিক ব'ল্‌তে হবে না। রাজার নামে শপথ ক'রে ব'ল্‌ছি; আজ হ'তে রাজার নামে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ ক'র্‌লেম। সমস্বরে, একস্বরে, বল সবে—"জয় মহারাজ হংসধ্বজের জয়! জয় মহারাজ হংসধ্বজের জয়!!"

২য় সৈ। সেনাপতি হরিদাস! অনুমতি দাও, আমরা

অগ্রসর হই। হৃদয় চঞ্চল হ'য়েছে, প্রাণ অস্থির হ'য়েছে, অনুমতি দাও!

হরি। যাও! অগ্রসর হও! রাজার নাম মুখে রেখে, রাজার মূর্ত্তি মনে রেখে, নির্ভয়ে অগ্রসর হও। তোমাদের পশ্চাতে আমি আছি। আমার পশ্চাতে মহাবীর সুধন্বা সুরথ আছেন। আর সকলের পশ্চাতে স্বয়ং ভগবান্ মধুসূদন আছেন! যাও, নির্ভয়ে অগ্রসর হও।

[অগ্রে হরিদাস এবং পশ্চাতে সৈনিকগণের শ্রেণীবদ্ধভাবে প্রস্থান।

(কিছুক্ষণ পরে বৃষকেতু এবং কামদেবের প্রবেশ)

বৃষকেতু। ভাই কৃষ্ণকুমার! ভদ্রাবতী সৈন্যের কি সুন্দর সুশিক্ষা! সামান্য পদাতিক হ'তে অশ্বারোহী বা রথী পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই যেন আশৈশব কোন মহাযোদ্ধা অস্ত্রগুরুর নিকটে শিক্ষালাভ ক'রেছে। আমি মনে করেছিলাম অতি অল্পায়াসে সুধন্বা সুরথকে পরাজিত ক'র্‌ব। এখন দেখ্‌ছি, বিশেষ সতর্ক না হ'লে, বিশেষ চেষ্টা না ক'র্‌লে, কৃতকার্য্য হ'তে পার্‌ব না। ভাই প্রদ্যুম্ন! আমার এই সংস্কারে তুমি অনুমোদন কর কি না?

কামদেব। ভাই বৃষকেতু! আমরা যুদ্ধ ক'র্‌তে আদিষ্ট হ'য়েছি, যুদ্ধই ক'র্‌ব। পরিণাম ফলে তোমার আবশ্যক কি? মনের উদ্যম অধ্যবসায়ের শেষ সীমায় দাঁড়াও। বাহুবলের শেষ আয়োজন অবলম্বন কর। অস্ত্রশিক্ষার শেষ সন্ধান স্মরণ

কর। জীবনের শেষ চৈতন্য মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ কর। পরিণাম ফল নিয়ন্তার হস্তে পূর্ব্ব হ'তেই সঞ্চিত আছে।

গীত

ও ভাই সত্য পথে কর্ম্ম কর কর্ম্মফল যা' হয় হবে।
তব ভাগ্যের বলে ভোগ্য সুফল যোগ্য ভাবে সদা রবে॥
এই যে কর্ম্ম ভূমি,—
যথায় এসেছ তুমি,
(এসে, কর্ম্ম ভুলে থেকো না)
(কর্ম্মের শেষের সীমা কেও পাবে না)
সেই কর্ম্মের পরে, ধর্ম্মের তরে, মর্ম্মের ব্যথা দূরে যাবে॥
কর্ম্মবীর হয়ে কর্ম্ম-যোগ পথে—
কর্ম্মের সাধনা কর।
ফলাফল সব দাও ভগবানে অভয় চরণ ধর॥
ফলে কামনা কেন? পদে নিবেদিত ফলে কামনা কেন?
অভয় চরণ ধর।
এই মানব জীবন, ভীষণ যুদ্ধ যেমন,
(যুদ্ধে পরাজিত হ'ও না)
(দাও কর্ম্মফল ভগবানে)
কেহ বঞ্চিত নহে সঞ্চিত ফলে, বাঞ্ছিত রতন পাবে॥

(সশস্ত্র সুধন্বার প্রবেশ)

সুধন্বা। সুনবীন যুবক যুগল! আপনারা কে? বীরভাণ্ডার পাণ্ডবকুলের কোন্ তরুণ বীররত্নযুগলকে আজ আমি সম্ভাষণ কর্‌বার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হ'য়েছি?

বৃষকেতু। তুমি অভ্যাগত। তোমার পরিচয় অগ্রে জান্‌তে চাই। তোমার ভাষায় যেন কেমন ব্যঙ্গ মাখা। তুমি যেই হও, শ্লেষ ব্যঙ্গ ত্যাগ কর। তোমার সত্য পরিচয় দান কর।

সুধন্বা। বালক! আপনার কোন্ কথার উত্তর অগ্রে দিব? প্রথম কথা—আমায় "তুমি" সম্ভাষণ। আমি আপনাকে "আপনি" সম্ভাষণ কর্‌ছি,—আর আপনি আমায় "তুমি" সম্ভাষণ কর্‌ছেন! কেন বালক? আমার আকৃতি পরিচ্ছদে কি আমায় অসভ্য ইতর শ্রেণীর বর্ব্বর ব'লে বোধ হয়? দ্বিতীয় কথা—আমি অভ্যাগত। আমার পরিচয় অগ্রে আবশ্যক। আমি অভ্যাগত? না আপনারা অভ্যাগত? আমি হস্তিনাপুরী আক্রমণ কর্‌তে হস্তিনায় এসেছি? না আপনারা ভদ্রাবতী আক্রমণ কর্‌তে এখানে এসেছেন? বলুন নবীন বীরবর! অভ্যাগত কে? তৃতীয় কথা—আমার ভাষায় ব্যঙ্গ মাখা! কেন? আপনাদের দু'জনকে সভ্যতাভদ্রতার রীতি অনুসারে "আপনি" সম্ভাষণ করায় আমার ব্যঙ্গ করা হয়েছে? আপনারা পাণ্ডবসৈন্যের প্রধান সেনানায়ক। আকৃতিতে, অন্ততঃ পরিচ্ছদে কোন উচ্চবংশীয় রাজকুমার ব'লে বোধ হচ্ছে। যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য সম্ভাষণ ক'র্‌লে কি ব্যঙ্গ করা হয়? কৈ? এ কথা আমাদের ভদ্রাবতী ভদ্র সমাজে ত কখনও শুনি নাই। কি জানি! হয় ত ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভাষার ভিন্ন অর্থ! চতুর্থ কথা—আমার সত্য পরিচয়। বংশ পরিচয়ের সত্যাসত্য

জানি না; আমি ভদ্রাবতীর মহারাজ হংসধ্বজের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধন্বা। এ অপেক্ষা সত্য পরিচয় আর আমার কিছুই নাই।

কামদেব। বীরবর! বালকের কথায় বিরক্ত হ'বেন না। অনর্থক তর্ক বিতর্কে কোন ফল নাই। হস্ত কিম্বা রসনার কর্ম্ম প্রত্যেকেই স্বাধীন। হস্তের কার্য্য রসনায়, কিম্বা রসনার কার্য্য হস্তে সম্পন্ন হয় না। আপনি কি ভাবে যুদ্ধ কর্‌তে ইচ্ছুক জান্‌তে ইচ্ছা করি।

সুধন্বা। বীর যুবক! আপনার সদালাপে সন্তুষ্ট হ'লাম। আমি আর বাগ্‌বাহুল্যের আবশ্যক মনে করি না। আমি এখন আপনাদের উভয়ের সঙ্গে একযোগে অসি যুদ্ধ কর্‌তে ইচ্ছা করি। কেন না তীরযুদ্ধের উপযুক্ত দূরত্ব ব্যবধান এখন আর নাই। আমি আপনাদের সৈন্য শ্রেণী ভেদ করে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছি। আমার পিতৃদেবনির্দ্দিষ্ট যুদ্ধ সময় অতি অল্প। সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যুদ্ধ শেষ করে তাঁ'র আদেশ পালন কর্‌তে হ'বে। অতএব অনুগ্রহ ক'রে আপনারা উভয়ে আমার সহিত অসি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হোন্‌।

বৃষকেতু। আপনার পিতার কি আদেশ আমরা জান্‌তে পারি কি?

সুধন্বা। আমার পিতার আদেশ এই যে, বৃষকেতু, কামদেব, সাত্যকী আর ভীমার্জ্জুন এই পাঁচ জন বীরের সঙ্গে দশদণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ শেষ ক'রে দিবার চারি দণ্ড শেষ থাক্‌তে পিতার চরণ বন্দনা কর্‌তে হ'বে।

বৃষকেতু। (সহাস্যে) এই পঞ্চবীরের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে তুমি জীবিত প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌তে আশা কর নাকি? জগৎ-প্রসিদ্ধ মহাযোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করা কি চিরদিন কাব্যশাস্ত্রের কল্পনা চক্ষে দেখে আস্‌ছ নাকি? কার্য্যক্ষেত্রে কখনও দেখ নাই কি? পাঁচটি বালকের সঙ্গে খেলা কর্‌তেও যে এর অধিক সময় আবশ্যক হয়। ভদ্রাবতীর রাজকুমার! যুদ্ধ কালে গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করুন। বীররসের পূর্ব্বে হাস্যরসের অবতারণা কর্‌বেন না।

সুধন্বা। পাণ্ডবকুমার! আপনি এখন পাণ্ডবক্রোড়ে আনন্দ দুলাল, আদরের পুতুল। হাস্যরস আপনারই শোভা পায়। আমরা এখন পীড়িত আক্রান্ত। আমাদের মনের জ্বালায় হাস্যরস শুষ্ক হ'য়ে গেছে। আর বাগাড়ম্বর বৃদ্ধি কর্‌বেন না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ দর্শন করুন। আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি— আপনাদের দু'জনার সঙ্গে আমি দু'দণ্ডের অধিক যুদ্ধ কর্‌ব না। আপনাদের উভয়ের যুক্ত বীরত্বে সহস্র চেষ্টাতেও এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাকে কিছুতেই পরাজিত কর্‌তে পার্‌বেন না। আসুন, যুদ্ধ আরম্ভ করুন। আর বিলম্বে আবশ্যক নাই। (অসি নিষ্কাসন)।

বৃষকেতু। এক সময়ে একজনের সঙ্গে দু'জনার যুদ্ধ, এ কৌতুক মন্দ নয়! দেখা যাক্।

(যুদ্ধারম্ভ।)

সুধন্বা। (ক্ষণেক বিরত হইয়া) অন্ধ রাজকুমার? আপনি

আমার বাম পার্শ্বে অবস্থান করুন। আপনার অসির আঘাত দুর্ব্বল হস্তের ব'লে বোধ হচ্ছে। আপনি আমার দক্ষিণ হস্তের আঘাত ধারণ কর্‌তে পার্‌বেন না।

বৃষকেতু। (তথাকরণ) (পুনঃ যুদ্ধারম্ভ)

সুধন্বা। (বৃষকেতুর প্রতি) আপনাকে অত্যন্ত শ্রান্ত ব'লে বোধ হচ্ছে। একটু বিশ্রামের ইচ্ছা করেন কি?

কামদেব। ধন্য বীরবর! ধন্য আপনার অসি-চালন কৌশল। প্রথমে আপনার প্রস্তাবকে রহস্যময় কৌতুক ব'লে মনে হয়েছিল। সত্যই আপনি আমাদের উভয়ের যুক্তবলের সমকক্ষ বীর। বৃষকেতু! কৌতুকের কল্পনা ত্যাগ কর। সাবধানতা অবলম্বন কর। (যুদ্ধ)

বৃষকেতু। ভয় কি ভাই কামদেব! বোধ হয় অদ্যকার যুদ্ধে পরাজয়ের কলঙ্ক কেবল আমাদের দু'জনারই ভাগ্য নয়। সম্ভবতঃ প্রত্যেকেরই অংশ গ্রহণ কর্‌তে হ'বে। (যুদ্ধ)

(ঘোর যুদ্ধ এবং বৃষকেতুকামদেবের মূর্চ্ছিতাবস্থায় পতন)

সুধন্বা। (উভয়ের দেহ পরীক্ষা) উভয়ের শরীরের কোন মর্ম্মস্থানে ক্ষতকারী আঘাত কর্‌বে না ব'লে বিশেষ সতর্ক হয়েছিলাম। না, কোথায়ও কোন ক্ষত হয় নি। রক্তপাত হয় নি। শ্রান্তির আতিশয্যে মূর্চ্ছা হ'য়েছে। (তূর্য্য ধ্বনি)

(হরিদাসের প্রবেশ)

সুধন্বা। হরিদাস।

হরি। আজ্ঞা করুন!

সুধন্বা। পতিত বীরযুগলের পার্শ্বে প্রহরী ভাবে অবস্থান কর। যতক্ষণ না এঁদের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়, ততক্ষণ এ স্থান ত্যাগ ক'রো না। শ্রান্তির মূর্চ্ছা। সত্বরই চৈতন্য হ'বে। আমি পাণ্ডব-সৈন্যের মধ্যভাগে অগ্রসর হ'লাম।

[প্রস্থান।

হরি। যাও বীরকুমার! অগ্রসর হও। আজ মা বিজয়-লক্ষ্মী অঙ্ক প্রসার ক'রে তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি মধ্যভাগের অর্দ্ধপথ শত্রুশূন্য ক'রে রেখে এসেছি। আজ কার সাধ্য সুধন্বার সম্মুখে একদণ্ড যুদ্ধে স্থির ভাবে অবস্থান করে। অগ্নিপরীক্ষিত বিশুদ্ধ পবিত্র দেহে আজ মা মহাশক্তি পূর্ণ মূর্ত্তিতে বিরাজ করছেন। চতুররাজ বীরচূড়ামণি! এতদিনে আমাদের শিক্ষাদানে এত কৃপণতা কেন ক'রেছিলে? এত অগণ্য অস্ত্রচালন-কৌশল, এত অসংখ্য সন্ধান-নীতি আমরা এতদিন অতি সামান্য মাত্র শিক্ষা ক'রতে পারি নাই। অহো! আজ জানলাম মানবের জ্ঞান ও ক্ষমতা অসীম। বিদ্যা অসীম।

(সতর্কভাবে ধীরে ধীরে রঞ্জনলালের প্রবেশ)

রঞ্জন। (স্বগতঃ) কোথায় যাই! দু'দণ্ড গা ঢাকা দিয়ে থাকবার একটা স্থান পেলাম না। যেখানে যাই, সকলেরই চোক যেন আমার দিকে চেয়ে আছে। কেন রে বাপু! আমি কি আজ বিয়ের বর না কি? একবার ভেবেছিলাম, কোথায়ও

মরে পড়ে থাকি। তাতেও নিস্তার নাই। যদি কোন সোয়ার ছুটে যায়; আর তার ঘোড়ার সেই লালবাঁধা পা এনে পেট্‌টার উপর চাপায় তাহ'লে পট্‌ করে মাছের পট্‌কার মতন পেট্‌টা ফেটে যাবে। ধর; ঘোড়াইবা ছুটে যাবার আবশ্যক কি? যদি মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেন মহাশয় সেই পথে এসে তাঁর সেই হাল্‌কা পা খানি চাপিয়ে দেন, তা' তখন উপায় কি? গোঘাসী গোবরের সঙ্গে পরাণটা কোন্‌ পথ দিয়ে বেরিয়ে যাবে ভাব দেখি! হায়! হায়! এত সাবধান হ'য়ে বেড়াচ্ছি তবুও পায়ে একটা তীরের খোঁচা লেগেছে। আঃ! শালার তীর-গুলোর মুখে আবার লোহা দিয়েছে। আঃ। মানুষ মার্‌বার কত ফন্দী দেখ। মারামারি কেন রে বাপু! সকলেই মনের সুখে বেঁচে থাক। খাও, দাও, ঘুমোও, বস্‌। একজনকে মেরে তুমি বড় হ'বে; কেন বল দেখি? সেও ভগবানের জীব, তুমিও ভগবানের জীব। আজ তুমি একজনকে মেরে বড় হ'চ্ছ, কাল আবার একজন এসে তোমাকেও মার্‌তে পারে? হাঁ! যদি সকলকে মেরে তুমি মরার হাত থেকে বাঁচ্‌তে পার ত ক্ষতি নাই। খুব মার! কিন্তু তাত হ'বে না। মরণের কাছে পক্ষপাত নাই। তার কাছে কোন ভাব পীরিত খাটে না। সে তার সেই ভয়ঙ্কর মুখ হাঁ করে আছে। সকলকেই সেই হাঁয়ের ভিতর ঢুক্‌তে হবে। দু'জনকে ঠেলেঠুলে আগে জোর ক'রে ঢুকিয়ে দিয়ে মনে করো না যে তুমি পালিয়ে যাবে। তবে আছে;—মরার হাত থেকে বাঁচ্‌বার এক উপায় আছে।

অর্জ্জুনের মত সেই কাল ছোঁড়াকে এনে যদি যুদ্ধের সময় রথের সারথি ক'র্‌তে পার, তবে দিন কতক ডঙ্কা মেরে বেড়ান যায়। (হরিদাসকে দেখিয়া) এ কি বাপু! এ কি তুমি নিজে? এখানে কেন? তুমি এই পাণ্ডবসৈন্যের মধ্যে নির্ভয়ে একা দাঁড়িয়ে আছ কেন? মতলব কি? এরা দু'জন শুয়ে আছেন কেন? গুরুতর আহারান্তে বিশ্রাম কর্‌ছেন না কি?

হরি। আহার গুরুতর বটে। ডা'ল রুটি নয়। তরবারির আঘাত। বিশ্রামের সঙ্গে একটু ক্ষণস্থায়ী নিদ্রাও আছে। আমার অস্ত্রগুরু সুধন্বা তোমাদের এই নবীন সেনাপতি দু'জনার একটু অঙ্গসেবা ক'রে গেছেন। তাইতে অতিশয় আরামে একটু নিদ্রাকর্ষণ হয়েছে।

[বৃষকেতু ও কামদেবের মূর্চ্ছাভঙ্গপূর্ব্বক উত্থান এবং ধীরে ধীরে প্রস্থান।

রঞ্জন। হরিদাস! আমার ত বিশ্বাস হচ্ছে না।

হরি। কি?

রঞ্জন। একা সুধন্বা, একজন নগণ্য না জানা বীর সুধন্বা, এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন মহাযোদ্ধা দু'জন বৃষকেতু কামদেবকে পরাজয় ক'রে চলে গেল।

হরি। তুমি কি বল?

রঞ্জন। আমি বলি বৃষকেতু কামদেব কোন গূঢ় কৌশল স্থির ক'রে যুদ্ধত্যাগ করে শুয়ে পড়ে ছিলেন।

হরি। কিম্বা হয় ত তোমার প্রতি কার্য্যভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুয়েছিলেন।

রঞ্জন। পরিহাস ক'রো না। এখনি দেখ্‌তে পাবে। তোমরা সসৈন্যে বন্দী হ'বে। রক্তপাত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"—"মা হিংসা সর্ব্বভূতানি।" জাননা কি? জীবহিংসা করা মহাপুরুষের লক্ষণ নয়।

হরি। এ ধর্ম্মের গুরু বোধ হয় তুমি? তুমি বোধ হয় বাল্যকাল হ'তে কখনও জীবহিংসা কর নাই। অতএব সকলের আগে তোমার স্বর্গলাভ হ'বে। চল, আমি তোমাকে স্বর্গ-যাত্রার পথ দেখিয়ে দিব। চল, আমার সঙ্গে চল।

রঞ্জন। কোথায় যাব?

হরি। স্বর্গে! পাণ্ডবের অহিংসা পরমোধর্ম্মের গুরু তুমি স্বর্গে যাবে না?

রঞ্জন। সময় পূর্ণ হ'লে স্বর্গে যাব বই কি? তোমাদের মত জীবহিংসার পাপ বৃদ্ধি ক'রে বেড়াব না কি? তবে অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠান করা হ'য়েছে; যজ্ঞ পূর্ণ হ'লে দেখ্‌তে পাবে আমরা দলে দলে স্বর্গে যাব।

হরি। দাদা! তুমি ঘোড়ার ঘাস কেটে এ সব অহিংসা-ধর্ম্মনীতি কেমন ক'রে শিখ্‌লে?

রঞ্জন। ভাই! বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান যা কিছু বল, সব গরীবের পেটেই থাকে। বড় বড় লোকের যত সব ভুঁড়ী দেখ্‌তে পাও, ওর মধ্যে কেবল টাকার সুদ! ঐ সুদের থলের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধি

ঢুক্‌বার যায়গা পায় না। ভগবান্ যে মানুষকে মানুষের মত গুণ কিছুই দিবেন না মনে করেন, তাকে টাকা দিয়ে ভুলিয়ে রাখেন।

হরিদাস। দাদা! ঐ শোন, তোমাদের মধ্যভাগের সৈন্য-কোলাহল! বোধ হয় মহাবীর সুধন্বা মধ্যভাগ ভেদ ক'রে অগ্রসর হয়েছেন! চল দাদা! সুধন্বা মহাযোদ্ধার যুদ্ধ কৌশল দেখ্‌বে চল! কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ দেখেছ; আর আজ সেই কুরুক্ষেত্র বিজয়ী ভুবন বিখ্যাত মহাবীরগণের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌ছেন একাকী একজন নবীন যুবা!

[উভয়ের প্রস্থান।

(অন্যদিক দিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে
সাত্যকী এবং সুধন্বার প্রবেশ)

সাত্যকী। নবীন বীরবর! বীরের সম্মান বীরে জানে। বীরের নিকটে বীরত্বের মর্য্যাদারক্ষা হয়। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর্‌ছি; তোমার হৃদয়ে প্রকৃত বীরত্ব আছে। তোমার বাহুতে প্রকৃত বল আছে। তোমার জ্ঞানে প্রকৃত অস্ত্র-কৌশল সঞ্চিত আছে। কুরুক্ষেত্র মহাসমরে আমি তোমার ন্যায় অতি অল্প সংখ্যক বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। আমার মানসিক অন্যায় উত্তেজনায় দুইবার অস্ত্রচালনে ত্রুটি ঘটে ছিল। দুইবারই তুমি আমাকে অস্ত্রাঘাত কর্‌বার সুযোগ পেয়েও সে সুযোগ উপেক্ষা করে আমাকে অস্ত্রাঘাত কর নাই। বীরযুবক! ঐটুকুই বীরের মহত্ব! ঐ মহত্বেই তুমি আমাকে মুগ্ধ করেছ!

সুধন্বা। দেখুন বীরবর! বিনা নিষ্ঠুরতায় কি বীরধর্ম্ম পালন করা যায় না? বিনা রক্তপাতে জয়লাভ করা বীরের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। আপনি আমা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণ রণ-পণ্ডিত। প্রত্যেকেরই প্রত্যেক কার্য্যে ক্রুটি- সম্ভব। যদি আপনার সেই, ক্রুটিকে সুযোগ মনে ক'রে, তখনি আমি অস্ত্রাঘাত করি তাহ'লে হয় ত আপনি দুর্ব্বল হয়ে পরাজিত হ'তে পারেন। কিন্তু সমযোগী সম্মুখস্থ বীরের রক্তাক্ত দেহ, বিষাদ-মলিন অধোবদন, লজ্জিত পাদক্ষেপ দেখ্‌লে মনে বেদনার পরিবর্ত্তে কি তৃপ্তি বোধ হয়? যার মনে তৃপ্তি বোধ হয় সে ক্ষুদ্রচেতা, বীরত্বদ্বেষী নিষ্ঠুর! সে মহাযোদ্ধা হ'তে পারে, কিন্তু বীরপদবাচ্য নয়।

গীত

পরের বেদনা দেখে কাঁদে না হৃদয় যার।
মানব আকৃতি দানব প্রকৃতি, জীবনে সুকৃতি নাহি হ'বে তার॥
তব শত্রু হ'তে তুমি বলবান,
ভেবে আপনারে তৃপ্ত কর প্রাণ,
কিন্তু তোমায় যদি, হীন করেন বিধি, ভেবে দেখ তখন কি হবে তোমার॥
জয় পরাজয় চিরস্থায়ী নয়,
সর্ব্বলোকপিতা তিনি দয়াময়,
আমায় কাঁদাবে, তোমায় হাসাবে, নাহি হেন ভাবে, তাঁর অবিচার॥
সম্পদ বিপদ দু'দিনের তরে,
মূর্খলোকে বৃথা অহঙ্কার ক'রে,
আজ সুখে হাসি, কাল দুঃখে ভাসি, ভগবানের এই বিচার॥

সাত্যকী। তা'হলে তুমি আমাকে কি উপায়ে পরাজিত করবে স্থির ভেবেছ ?

সুধন্বা। আপনি রণ-শ্রান্তিতে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হ'লে আপনাকে পরাজিত করবো।

সাত্যকী। ততক্ষণ তুমিও শ্রান্ত হবে না কি ?

সুধন্বা। না।

সাত্যকী। কেন ?

সুধন্বা। আমার স্বাভাবিক আক্রমণে আপনাকে অস্বাভাবিক তেজে আত্মরক্ষা ক'রতে হ'বে।

সাত্যকী। কেন ? তোমার মনে কি স্থির বিশ্বাস যে তুমি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীর ?

সুধন্বা। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আপনা অপেক্ষা, ভীমার্জ্জুন অপেক্ষা আমি শ্রেষ্ঠ বীর। এটি আমার সত্য বিশ্বাস। মাত্র বাহুবলে যুদ্ধ করা যায় না। হৃদয়ের বল চাই! সকল বীরের সকল ক্ষেত্রে সমান বলের সঞ্চার হয় না। যার যুদ্ধের দায়ীত্ব যত অধিক, তার হৃদয়ের বল তত অধিক। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবের আশ্রয়, জীবন আর ধর্ম্মের দায়ীত্ব ছিল। সেই হৃদয়ের বল অধিক ছিল। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সেইপ্রকার দায়ীত্ব আমাদের। সেইজন্য হৃদয়ের বল আমাদের অধিক। বিশেষতঃ কৃষ্ণ, কৃষ্ণশূন্য পাণ্ডব একশূন্য শূন্যের মত। সেইজন্য আমার দৃঢ় বিশ্বাস য়ে বর্ত্তমান যুদ্ধে আমি নিশ্চিত জয়ী হ'ব। দেখুন দেখি কত লক্ষ লক্ষ প্রজার জাতি কুল মান ধর্ম্ম আজ আমার হাতে! কত

জনের উৎকণ্ঠিত হৃদয় আমার জয় কামনা ক'র্‌ছে! সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহের কারণ আমার পিতার আশীর্ব্বাদ! পিতার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি যে আজকার যুদ্ধে আমি পাণ্ডবপক্ষ পরাজয় ক'র্‌ব!

সাত্যকী। ভীমার্জ্জুনের বীরত্বকীর্ত্তি ত্রিজগদ্বিখ্যাত। তুমি তাঁদের দু'জনকে পরাজয় ক'র্‌তে সাহসী হ'য়েছ, অথচ তুমি পৃথিবীতে অপরিচিত আছ, এর কারণ কি?

সুধন্বা। ঘটনাচক্রে পড়ে, মানুষের যশোরাশি বৃদ্ধি হয়। পাণ্ডবেরা যদি পিতৃরাজ্য হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে দুর্য্যোধনের প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু না হতেন, তবে কি তাঁদের কীর্ত্তি বিস্তার হ'ত? কৌস্তুভ-মণি নারায়ণের বক্ষে থাকে ব'লে সেই কৌস্তুভমণির এত কীর্ত্তি! কিন্তু হয়ত পৃথিবীর গর্ভে অন্ধকার খণিতে কিম্বা গভীর সাগরতলে কোথায় কত কৌস্তুভমণি অজ্ঞাতভাবে পড়ে আছে তাহা কি কেহ জানে? বীরবর! স্বীকার করি যে ভীমার্জ্জুন, সাত্যকী, বৃষকেতু, কামদেব সকলেই আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবীর; কিন্তু কখনও কোথাও পরাজিত হন নাই এমন অপরাজিত পুরুষ, সেই একমাত্র অপরাজিত পুরুষ, শ্রীকৃষ্ণ বই আর কেহ কি পৃথিবীতে আছেন? পৃথিবীর যে বীরত্ব ইতিহাসে ভীমার্জ্জুনের বীরত্ব কাহিনী বর্ণিত থাক্‌বে, সেই ইতিহাসের কোন এক পত্র পৃষ্ঠার এক প্রান্তে সুরথ সুধন্বার নাম কিঞ্চিন্মাত্র বর্ণিত থাক্‌বে না, এ কথা কে বল্‌তে পারে? মহাশয়! আর বাক্‌বিস্তারের সময় নাই। আমার কর্ম্মকাল সীমাবদ্ধ। আমায় যুদ্ধ দান করুন।

যুদ্ধকালে আপনার যে কোন প্রকার সুবিধা সুযোগ আবশ্যক হয়, আমি জান্‌তে পার্‌লে তন্মুহূর্ত্তেই আপনাকে দান ক'র্‌ব। বীরপুরুষ পৃথিবীতে দুর্ল্লভ বস্তু। সে দুর্ল্লভ বস্তুর প্রতিষ্ঠা বই উচ্ছেদ কামনা করা বীরের কর্ত্তব্য নয়।

সাত্যকী। তবে বালক! সাবধানতার সঙ্গে আত্মরক্ষা কর। অযথা আত্মবিশ্বাসে অন্ধ হ'য়ে প্রাণ হারাইও না।

[উভয়ের ঘোর যুদ্ধ এবং ক্রমশঃ দূরে প্রস্থান।

(অন্য দিক্ দিয়া ভীম এবং তৎপশ্চাৎ হরিদাসের প্রবেশ)

হরি। মধ্যম পাণ্ডববীর! আমি মহাবীর সুধন্বার অধীনস্থ একজন সেনানায়ক। তাঁর দূত হ'য়ে আপনাকে একটি সংবাদ দিতে এসেছি।

ভীম। কি সংবাদ, দূত? সন্ধির প্রস্তাব? সুধন্বার পরাজয় না মৃত্যু সংবাদ? কি সংবাদ?

হরি। ঠিক আপনার অনুমানের বিপরীত সংবাদ। মহারথ সুধন্বা বৃষকেতু কামদেবকে পরাজয় ক'রে সাত্যকীর সঙ্গে যুদ্ধারম্ভ ক'রেছেন। সাত্যকীর পরাজয়ও সুনিশ্চিত। তিনি রণ-শ্রান্তিতে দুর্ব্বল হ'য়ে শত হস্ত পশ্চাৎপদ হ'য়েছেন। আমি সুধন্বার আদেশমত আপনাকে প্রস্তুত হ'বার জন্য সংবাদ দিতে এসেছি।

ভীম। দূত! তোমার প্রভুর সৌজন্যে সন্তুষ্ট হ'লাম। তাকে ব'ল আমি প্রস্তুত আছি। আর বলো যে দ্বিতীয় পাণ্ডব

ভীমসেন তাকে সমযোগী বীর ভেবে এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হ'য়েছে, এতক্ষণ আমার দুশ্চিন্তার বিষয় এই ছিল যে, না জানি একটা অপগণ্ড বিলাসী রাজপুত্রের রক্তে হস্ত কলঙ্কিত ক'র্‌তে হয়। তিনি যখন বৃষকেতু, কামদেব, সাত্যকীকে পরাজিত ক'রেছেন তখন নিশ্চিত একজন বীরপুরুষ। শত্রু হ'লে কি হয়, বীরের গৌরব রক্ষা করা বীরের কর্ত্তব্য। দূত! আর একটি বিষয়ে আমার চিন্তা দূর কর। তোমার প্রভু সুধন্বা আহত কিম্বা ক্ষতঅঙ্গ হন নাই ত?

হরি। মহাপুরুষ! ধন্য আপনার বীরহৃদয়! শত্রুর প্রতি সমবেদনা মহাবীরের লক্ষণ। আহা! আজ জান্‌লাম, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কখনও অযোগ্যপাত্রে ভালবাসা দান করেন না। মহাবীর! আপনার হৃদয়ের মহত্ব দেখে চরিতার্থ হ'লেম। আমার প্রভু সুধন্বাবীর আহত বা শ্রান্ত হন নাই। বরং ক্রমশঃ প্রফুল্লভাব ধারণ ক'র্‌ছেন।

ভীম। দূত! আমার আর একটি বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে। তুমি একজন সেনানায়ক?

হরি। আমি দশসহস্রী সেনানায়ক; কিন্তু অদ্যকার যুদ্ধক্ষেত্রে আমি সুধন্বাবীরের অধীনস্থ সমুদয় সেনার সেনাপতি।

ভীম। আরও উত্তম! তোমার প্রভু যুদ্ধের সময় অন্য অনেক দৌত্যোপযুক্ত ব্যক্তি থাক্‌তে, তোমার মত একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে—যোদ্ধাকে, দৌত্যে নিযুক্ত ক'রেছেন কেন? এ ব্যবস্থায় যুদ্ধের অঙ্গহানি হ'য়ে ত্রুটি ঘট্‌তে পারে?

হরি। আজকার যুদ্ধক্ষেত্রে পদমর্য্যাদায় আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আপনিও একজন শ্রেষ্ঠ মহাবীর। আপনার নিকট ক্ষুদ্রপদস্থ ব্যক্তিকে দূতভাবে পাঠালে আপনার অবমাননা করা হয়। সেই জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন।

ভীম। ধন্য! বীরের বীরসম্মানের উন্নত রুচি! তিনি শত্রুভাবে আমার সম্মুখে উপস্থিত হবার পূর্ব্বেই আমাকে তাঁর মহত্ত্বে মুগ্ধ ক'র্‌ছেন! মনে হ'চ্ছে, এমন উচ্চহৃদয় গুণবান্ শত্রুর সঙ্গে কিরূপে নিষ্ঠুরভাবে যুদ্ধ ক'র্‌ব! রাক্ষস, দৈত্য-দানবের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ অনেক ক'রেছি কিন্তু আজ শত্রুর রূপে গুণে মুগ্ধ হ'য়ে কেমন ক'রে তা'র শরীরে অস্ত্রাঘাত ক'র্‌বো, তাই ভেবে ব্যাকুল হ'চ্ছি। যা হোক্,—দূত! এখন ত তোমার দৌত্যকার্য্য শেষ হ'য়েছে; অমি একজন প্রধান শত্রু তোমার সম্মুখে উপস্থিত আছি; তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ না ক'রে ফিরে যাবে কেন?

হরি। আপনি আমার প্রভুর সমযোগী বীর, আমার প্রভুস্থানীয়। প্রভুর সঙ্গে ভৃত্যের যুদ্ধ করা মহাধৃষ্টতা। ক্ষমা করুন, মহাপুরুষ! আমি সামান্য অবস্থা হ'তে উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়েছি। আর আমার ক্ষুদ্র হৃদয়কে মহাপরীক্ষায় পাতিত ক'র্‌বেন না। সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন আমার প্রভুর আদেশ। নমস্কার।

[নমস্কারান্তে প্রস্থান।

ভীম। (স্বগতঃ) আমি কল্পনা চক্ষে সুধন্বাকে দেখ্‌তে

পাচ্ছি। ভগবান্ সুযোগ্য পাত্রে মুক্তহস্তে গুণের উপযোগী রূপ, আর রূপের উপযোগী গুণ সবই দিয়েছেন। আমার কল্পনার অনুমান কখনই মিথ্যা হ'বে না। সুধন্বা নিশ্চয়ই রূপগুণের যুক্তমূর্ত্তির পূর্ণ অবতার। এখনইত সে তার সেই দেবনিন্দিত দিব্য কান্তি, ভুবনমোহন রূপরাশির প্রাণবান সাজান ডালি ল'য়ে আমার সম্মুখে উপস্থিত হ'বে। তার কোন্ দোষে আমি তাকে শত্রুভাবে দেখ্‌ব! সে ক্ষত্রিয় বীরকুমার হ'য়ে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালন ক'রেছে। কাপুরুষের মত আমাদের নাম শুনে ধৃত অশ্বের রজ্জু হস্তে ক'রে, দন্তে তৃণ ধ'রে, আমাদের পদতলে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে নাই। এই তার দোষ? কেন? কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় কি কেবল পাণ্ডবেরই অধিকার? হায়! হায়! কি নিষ্ঠুরতা! কি স্বার্থপরতাকে আশ্রয় ক'রে আজ আমরা ভারতের সম্রাট্ হ'তে ব'সেছি! ভারত বীরশূন্য হ'চ্ছে! বিধবা অপুত্রকের হাহাকারে ভারত-শ্মশান প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে; ধর্ম্মরাজ-যুধিষ্ঠির শ্মশান সম্রাট্ ব'লে পরিচিত হ'ন,—এই কি বিধাতার ইচ্ছা? কখনই নয়!

গীত

শুধু স্বার্থ ভরা এ সংসার, হায় কি অবিচার।
সুখে সুখসাগরে আমি ভাসি,
তুমি কর হাহাকার॥
আমি রাজা হ'ব ভাই, তোমার রাজ্য আমি চাই,

তোমার সোণার সংসার শ্মশান হ'বে তাতেও ক্ষতি নাই,
আজ তুমি দুর্ব্বল আমি সবল, সুখে আমার অধিকার॥
আজ পাণ্ডব সম্মান, ইন্দ্রের সমান, কিন্তু সে রাজত্বে ভারত হ'য়েছে শ্মশান,
দেখো, সে সৌভাগ্য অস্তে যাবে শেষে উদয় হ'বে কে আবার॥
এই যে দু'দিনের হাসি, হ'বে দু'দিনে বাসি,
এই টাট্‌কা বাসি কান্না হাসি, যায় পাশাপাশি
কেন দিন ভুলে যাও, পরকে কাঁদাও, শত্রুমিত্র কেবা কা'র॥

(সুধন্বার প্রবেশ এবং মস্তকে নিজ তরবারি
স্পর্শপূর্ব্বক ভীমসেনকে প্রণাম)

ভীম। (প্রতি নমস্কার এবং তরবারিদ্বারা সুধন্বার মস্তক-স্পর্শপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ) কে তুমি বৎস! তোমার সসম্মান সম্ভাষণে সন্তুষ্ট হ'য়ে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ছি, তোমার মনস্কাম পূর্ণ-হো'ক্।

সুধন্বা। মহাপুরুষ! আমাকে অমন সস্নেহ সম্ভাষণে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বেন না। আমি আপনাদের বর্ত্তমান শত্রু ভদ্রাবতীর জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সুধন্বা।

ভীম। শত্রু হ'লেই তাকে ঘৃণার চক্ষে দেখ্‌তে হ'বে? আমি ত তোমার আততায়ী শত্রু; তবে তুমি আমাকে সসম্মানে নমস্কার ক'র্‌লে কেন?

সুধন্বা। বীরপূজা আমার বীর জীবনের একটি ব্রত! একদিনের শত্রুতায় আপনার চিরদিনের প্রাপ্য বস্তু আপনাকে সম্প্রদান ক'র্‌তে আমি বিমুখ হ'ব কেন? মহাসমরত্রক্ষে

কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবপক্ষে স্বাধীন স্বাবলম্ব বীর মাত্র আপনি একা। আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র বীরসন্তানগণের বীরপূজা আপনার প্রাপ্য রাজকর। সুতরাং প্রাপ্য বস্তু গ্রহণ ক'র্‌তে আপনি কেন বৃথা কুণ্ঠিত হ'চ্ছেন ?

ভীম। বীরকুমার! "তোমার মনস্কাম পূর্ণ হ'ক" ব'লে তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'রেছি ; আমি তোমার কামনা পূর্ণ কর্‌ব! অস্ত্রধারণ কর, যুদ্ধকালে সর্ব্বসমক্ষে তোমার প্রদত্ত অস্ত্রাঘাত আমি পুষ্পাঞ্জলির মত গ্রহণ কর্‌ব! এস বৎস! প্রস্তুত হও।

সুধন্বা। মহাত্মন্! আমি প্রস্তুত হ'য়েই এসেছিলাম, কিন্তু একটি অনুতাপে আমার হৃদয় একটু দুর্ব্বল ব'লে বোধ হচ্ছে। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে আমার ভিন্ন প্রকার সংস্কার ছিল। যে ব্যক্তিকে পূর্ব্বে পাষাণস্তূপ ব'লে বিশ্বাস ছিল, তাঁকে এখন সুকোমল কুসুম স্তূপের ন্যায় বোধ হচ্ছে। আপনার সম্মুখে শত্রুভাবে উপস্থিত হ'য়ে হৃদয়ে বড় ধিক্কার বোধ হচ্ছে। প্রথমে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম-নীতি অনুসারে নিজের বীরত্ব গৌরবে মত্ত হ'য়ে আপনাদের যজ্ঞাশ্ব আবদ্ধ ক'রেছিলাম। পরে যৌবনসুলভ অহঙ্কারে অন্ধ হ'য়ে যুদ্ধের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'লাম। তখন মনে মনে শত্রুর মূর্ত্তি কল্পনায় অঙ্কিত ক'রেছিলাম যে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ভীমার্জ্জুন কুরু-ক্ষেত্র-সমরজয়জাত অহঙ্কারবশে আমাকে প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হ'য়ে না জানি কত অসহ্য কর্কশ ভাষায় অজস্র গালি বর্ষণ কর্‌বেন! আমিও প্রত্যুত্তরে কত গর্ব্ব অহঙ্কার গৌরবজনক

বাক্ কৌশল বিস্তার ক'র্‌ব! তখন বুঝ্‌তে পারি নাই যে এমন দেবতার ন্যায় মহাপুরুষের সম্মুখে শত্রুভাবে উপস্থিত হ'তে হ'বে। আমি ভাগ্যবান্! এমন গুণবান্ জগৎযশস্বী প্রতিপক্ষ যুদ্ধার্থী হ'য়ে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান!

ভীম। বৎস! জীবের মনোবৃত্তিগুলি নিজ নিজ সমজাতি চিন্‌তে পারে। তুমি যাকে ঘৃণা বা শ্রদ্ধার চোখে দেখ, সেও তোমাকে সেইরূপ ঘৃণা বা শ্রদ্ধাচক্ষে দেখ্‌বে। আজ যদি তুমি আমি শত্রুভাবে যুদ্ধার্থী হয়ে পরস্পর সম্মুখীন না হ'তাম তা হ'লে আমাদের পরিচয় আজীবনস্থায়ী আত্মীয়তায় পরিণত হ'ত।

সুধন্বা। তা'র কারণ কি মহাশয়? ঘৃণার ক্ষেত্রে এ অভাবনীয় স্নেহের সঞ্চার কেন? অথচ এ ভাবের সত্যতায় কোন সন্দেহ থাক্‌তে পারে না। কারণ আমি আপনার অপেক্ষা হীনতর যোদ্ধা। বিশেষতঃ আপনি একজন প্রসিদ্ধ বীর পুরুষ, আপনার বীরজীবনে কখনও কোন কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। বলুন, মহাপুরুষ! আমাদের উভয়ের মনে পরস্পরের প্রতি এমন অসময়োচিত ভাবের বিকাশ কেন?

ভীম। বীরকুমার! সত্য কথা শত্রুকেও ব'ল্‌তে বাধা নাই। আমি তোমার মুখে একটি হারাণ বস্তুর ছায়া দেখ্‌তে পেয়েছি।

সুধন্বা। অহো! কি ভাগ্যবান্ আমি! বলুন দেবপুরুষ! সে বস্তুটি আপনার কি?

ভীম। সুধন্বা! পাণ্ডব সংসারের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডারের একটি ত্রিলোকদুর্ল্লভ অমূল্য রত্ন ছিল! কুরুক্ষেত্রে, অন্যায় সমরে সেটি হারিয়ে আমরা দরিদ্র হ'য়েছি। সে রত্নটির নাম শুনেছ কি?

সুধন্বা। সে ত্রিজগৎপরিচিত রত্নের নাম কে না জানে? তিনি আমাদের নবীন বীরকুলগৌরব একমাত্র তরুণ বীরত্বের আদর্শ অভিমন্যু মণি! কিন্তু আমার মুখে তাঁর ছবি! পেচকের মুখে গরুড়ের ছবি! অসম্ভব!

ভীম। কিছু মাত্র অসম্ভব নয় বৎস! সে আমাদের যা' ছিল, তুমি আমাদের তাই। সে তুলনার কথা আর তুলো না বৎস। অধিকন্তু সে ছিল একটি, তোমরা দুটি ভাই, তোমাদের যুগল অভিমন্যু! আজ আমরা তোমাদের পিতামাতার বুকে আমাদের সেই শোকের প্রতিহিংসার শক্তিশেল আঘাত করতে এসেছি। আজ আমরা শত জয়দ্রথের অপকর্ত্তব্য সাধন করতে এসেছি! আর না বৎস! প্রস্তুত হও! ঘাতুকের কার্য্য করতে এসেছি; পুত্রের পিতার হৃদয়ছবি কল্পনা করছি কেন? বল সুধন্বা! কি নিয়মে, কোন্ অস্ত্রধারণ ক'রে যুদ্ধ করতে চাও?

সুধন্বা। মহাপুরুষ! আপনার নয়নে ঐ অশ্রুধারা দেখা দিয়েছে! আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারব না! এই দেখুন বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার ক'রে আমি আপনার শ্রীচরণে আমার তরবারি ত্যাগ করলাম। (ভীমের পাদমূলে

তরবারি রক্ষা) আমি ক্ষত্রিয় কুমার, যুদ্ধ করতে এসেছি ; চণ্ডালত্বের পরিচয় দিতে আসি নাই ! ভদ্রাবতী রাজ্যে কিম্বা পাণ্ডবসমাজে আমার কলঙ্ক বিস্তার হয় হোক ! আমি আমার হৃদয়-স্রোতের প্রতিকূলতারচরণ করতে পারব না। অন্তর্য্যামী ভগবন্ তুমি সাক্ষী ! এই যুদ্ধকালে অস্ত্রত্যাগ করায় যদি আমার ভদ্রাবতী রাজ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা মহাপাপ করা হয়, তবে আমি নরকবাসেও প্রস্তুত ; তথাপি এমন পিতৃতুল্য স্নেহময় শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে অগ্রবর্ত্তী হ'তে পারব না। জয় মা জননি জন্মভূমি ! চেয়ে দেখ মা ! তোমার ক্রোড়ে, শত্রুবেশে কি পুণ্যময় মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে !

ভীম। সুধন্বা ! বিনয় করি ; বর্দ্ধমান অনলে আর ঘৃতাহুতি দিও না। আমাকে উভয় সঙ্কট হ'তে রক্ষা কর। সুকোমল মনোবৃত্তি হ'তে মনে যে দুর্ব্বলতা জন্মে বীরের পক্ষে তাও কাপুরুষতা। অতএব কাপুরুষতাকে আশ্রয় ক'রো না। অস্ত্রধর, যুদ্ধকর। তুমি আমি উভয়েই কর্ত্তব্যপালনে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ। এস বৎস ! কর্ত্তব্যপালন করি। বোধ হয় অনুমান ক'রতে পেরেছ যে কি ভাবে আমি যুদ্ধ ক'রব। তুমি বোধ হয় জান না যে ভীমের রাক্ষসহৃদয় পূর্ণ প্রতিহিংসার শেষ ক্রোধ-সীমায় উপস্থিত না হ'লে যুদ্ধ ক'রতে পারে না। তুমি নির্ভয়ে যুদ্ধ কর। তোমার জয় অবশ্যম্ভাবী। অসুর ভীম এ জীবনে কোন শত্রুকে জীবিত দেহে জয় দান করে নাই।

আজ আমি সানন্দচিত্তে তোমার সেই সঞ্চিত দুর্লভ ধনকে তোমাকে হেলায় দান ক'রে তোমার গুণের পুরস্কার দান ক'র্‌ব। আজ ভীমজয়ী সুধন্বার যশে শত্রু মিত্র পুলকিত হ'ক্‌। এই আমার ইচ্ছা। প্রস্তুত হও বৎস! পুনঃ অস্ত্র গ্রহণ কর।

সুধন্বা। মহাত্মন্! আপনার ব্যাকুলতায় আমি আত্মহারা হ'য়েছি। যা'হক্‌ আর সদসৎ বিচারের সময় নাই। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। আমি পুনরায় অস্ত্রগ্রহণ কর্‌লাম। কিন্তু আমার একটী বাসনা পূর্ণ কর্‌তে হবে দয়াময়! আমি আপনার সঙ্গে প্রথমে গদাযুদ্ধ ক'র্‌ব। গদাযুদ্ধে আপনি ত্রিজগৎ শ্রেষ্ঠ। যদি বর্ত্তমান যুদ্ধে জীবিত থাকি তবে অনেক প্রকার নূতন গদাচালন-কৌশল শিক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ব।

ভীম। বৎস! গদাযুদ্ধে আমি দৈববর-প্রভাবে চিরদিন অজেয়। বলরাম আর তাঁর প্রিয় অস্ত্রশিষ্য দুর্য্যোধন ব্যতীত আমার সমযোগী গদাযোদ্ধা পৃথিবীতে কেহ নাই। আজ আমি তোমার জন্য আমার সেই আজীবন সঞ্চিত কীর্ত্তি ক্ষয় ক'র্‌ব। এস বৎস! গদা গ্রহণ কর।

(সুধন্বার গদাগ্রহণ এবং ভীমের সহিত কিছুক্ষণ যুদ্ধ)

সুধন্বা। (ক্লান্ত হইয়া) বীরশ্রেষ্ঠ! আমি এ জীবনে এমন দ্রুতগদাচালন-কৌশল কখনও কোথায়ও কারও হস্তে দেখি নাই। কিন্তু আপনি এতক্ষণ ছলপূর্ব্বক আমাকে আঘাত না ক'রে মাত্র আত্মরক্ষা ক'র্‌ছেন। আত্মরক্ষা-কৌশলের সঙ্গে

আঘাতের কৌশলও দেখ্‌তে ইচ্ছা করি। আমার বাসনা পূর্ণ করুন।

ভীম। না, সুধন্বা! ক্ষান্ত হও। আমার দক্ষিণ হস্তের মাংসপেশীগুলি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটু উত্তেজিতের ন্যায় ভাব ধারণ ক'রছে। আমার স্বভাবের আসুরিকতা এই যে আমি পূর্ণ উত্তেজনায় আত্মহারা হই। ধৈর্য্যচ্যুত হই। এস, অগ্রসর হও। একটু অন্তরালে যেয়ে যুদ্ধশেষ করি। তোমার গন্তব্যপথ মুক্ত। আনন্দগতিতে অর্জ্জুনের সম্মুখীন হও।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

(অন্যদিক দিয়া অর্জ্জুন এবং তৎপশ্চাৎ সাত্যকীর প্রবেশ)

অর্জ্জুন। (সাত্যকীর প্রতি) ভাই! তুমি সুধন্বার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত, এ যে অসম্ভবের শেষ দৃষ্টান্ত! তাকে বালক ব'লে তাচ্ছিল্য ক'রে কিম্বা তার নবীন বয়সের মুখশ্রী দেখে স্নেহবশে তা'কে প্রাণভিক্ষা দিয়েছ কি? নতুবা কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবের দক্ষিণ হস্ত জগজ্জয়ী যাদবকুলের সেনাপতি সাত্যকীকে সম্মুখ ন্যায় যুদ্ধে পরাজিত ক'রে এমন বীর পুরুষ যে ভারতে আছে আমার আদৌ তা বিশ্বাস হয় না।

সাত্যকী। ভাই, ধনঞ্জয়! আমারও হৃদয়ে যে ঐ বিশ্বাস কতকটা ছিল না, এমন নয়। শত্রু হ'লেও বীরের বীরত্ব গোপন করা কাপুরুষতা। সুধন্বা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের শত্রু; কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর্‌ছি; সুধন্বার মত অস্ত্রচালন-কৌশল

একা তুমি বই এ পৃথিবীতে অন্য কারও আছে, এমন আমার বিশ্বাস হয় না। আজ আমি সম্পূর্ণ ন্যায় যুদ্ধে, সুস্পষ্ট দিবালোকে আমার শক্তির শেষসীমা পর্য্যন্ত অস্ত্রধারণ ক'রে সুধন্বার নিকট পরাজিত হ'য়েছি। সে পরাজয়ের বিরুদ্ধে আমার কিছুমাত্র তর্কযুক্তি নাই।

অর্জ্জুন। ভাই! আর গত বিষয় আলোচনায় ফল কি? মধ্যমাগ্রজ বোধ হয় এতক্ষণ যুদ্ধত্যাগ করেছেন। আজ যেন তোমরা সকলেই একযোগে সুধন্বাকে শ্রেষ্ঠ ক'রে বর্ত্তমান যুদ্ধের জয় পরাজয়ের মীমাংসার ভার আমার প্রতি অর্পণ ক'রে সকলে নিশ্চিন্ত হ'লে। আরও জান্‌লাম সুধন্বা দুর্ব্বল শত্রু নয়। ভদ্রাবতী সৈন্যের অস্ত্রশিক্ষা অতি সুন্দর দেখ্‌লাম। প্রত্যেকেই এক একজন স্বাধীন শিক্ষিত যোদ্ধা! কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নয়। কুরুক্ষেত্র যে দ্বাপরের বীরত্বলীলার চরমক্ষেত্র, এ ভ্রম আজ দূর হ'ল। জনশ্রুতিতে শুন্‌লাম, সুধন্বা অপেক্ষা সুরথ শ্রেষ্ঠতর যোদ্ধা। কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সমরাবসানে ভেবেছিলাম এ জীবনে আর বোধ হয় কোথায় কোন সমকক্ষ যোদ্ধার সম্মুখীন হ'তে হ'বে না। (দূরে কর্ণপাত করিয়া) যাদব-সেনাপতি! ঐ না ভদ্রাবতী সৈন্যের জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে! নিশ্চয়ই মধ্যমাগ্রজ যুদ্ধত্যাগ ক'রেছেন! ঐ যে সুধন্বা বীর জয়োৎফুল্ল হাসি মুখে ধীরপদবিক্ষেপে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হচ্ছে! আমরি! সৌন্দর্য্যের সঙ্গে বীরত্বের সুন্দর সম্মিলন আর কোথায়ও যে দেখ্‌তে পাব এ বিশ্বাস ছিল না। ওহো! অদ্বিতীয়

অভিমন্যুর দ্বিতীয় আজ দেখ্‌তে পেলাম। কিন্তু বিধাতঃ! এমন দুর্ল্লভ বস্তু শত্রুভাবে সম্মুখে উপস্থিত কর্‌লে কেন?

(সুধন্বার প্রবেশ এবং সাত্যকীর প্রস্থান)

সুধন্বা। অহো! ভাগ্যবান আমি। আমার ভাগ্যে জীবনের চির অভিলষিত জগদেক আদর্শ বীরের পুণ্যদর্শন লাভ হ'ল। নারায়ণ-সখা নররূপী-নর-নারায়ণের শ্রীচরণে আমার বীরপূজার প্রণাম যদি গ্রাহ্য হয়, তবে হে পুণ্যদর্শন! আমায় অনুমতি করুন।

অর্জ্জুন। বীর যুবক! আপনি বোধ হয় ভদ্রাবতী বীর-রাজকুমার সুধন্বা? আপনার মূর্ত্তি আর বর্ত্তমান বীরসাধ্য কর্ম্মই আপনার অগ্রবর্ত্তী পরিচায়ক। আপনার প্রণাম গ্রহণে আমার সম্পূর্ণ অধিকার এখন নাই! বীরত্বক্ষেত্রে বীরত্বের শ্রেষ্ঠতাই প্রণম্য বস্তু। অতএব পরীক্ষার পূর্ব্বে আত্মশ্রেষ্ঠতা স্বীকার ক'র্‌তে পারি না। কিন্তু আপনার বিনয়গুণে বড় মুগ্ধ হ'লাম। ঐ বিনয়গুণ মিত্র অপেক্ষা শত্রুকে অধিকতর মুগ্ধ করে।

সুধন্বা। আপনার পূর্ব্বকীর্ত্তিই ত আপনার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন ক'রে রেখেছে।

অর্জ্জুন। পূর্ব্বকীর্ত্তির স্মরণ অলস অকর্ম্মণ্যের লক্ষণ। কীর্ত্তিদেবীকে প্রতিষ্ঠা ক'রে নিত্য পূজা ক'র্‌তে হয়। কর গ্রহণ ক'রতে নাই।

সুধন্বা। কর গ্রহণ ক'র্‌তে নাই, কিন্তু প্রসাদ গ্রহণে দোষ কি?

অর্জ্জুন। তবে আমার পূর্ব্বকীর্ত্তির গৌরবে মুগ্ধ হ'য়ে আপনি বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করেন নাই কেন? যুবক! বিনয়ের সীমা অতিক্রম কর্‌লে ভণ্ডামির ভাব প্রকাশ পায়।

সুধন্বা। ভণ্ডামি! একজন নপুংসককে অগ্রে রেখে বৃদ্ধ পিতামহ বীরর্ষি ভীষ্মদেবকে বধ করাকে যদি ভণ্ডামি না বলে, তবে একজন অপরিণতবয়স্ক ক্ষত্রিয় যুবক কুরুক্ষেত্র-নায়ক মহাপুরুষ অর্জ্জুনদেবকে সম্মুখে দেখে প্রণাম কর্‌বার ইচ্ছা প্রকাশ করাকে ভণ্ডামি কখনও কেহ ব'ল্‌বে না। মহাপুরুষ! আমার ক্ষণিক উত্তেজনা ক্ষমা করুন।

অর্জ্জুন। যুবক! বোধ হয় আপনি জানেন না যে আমার আমিত্ব আর কৃষ্ণের ইচ্ছা ভিন্ন বস্তু নয়। আমার সমুদয় বীরত্ব, সমুদয় কাপুরুষতা, সবই তাঁর। এ কলঙ্ক তাঁকেই অর্পণ করুন।

সুধন্বা। নিতান্তই যদি আমার বীরপূজার প্রণাম গ্রহণ না করেন, তবে আমার একটি নিতান্ত আগ্রহের নিবেদন গ্রহণ করুন।

অর্জ্জুন। মুক্তকণ্ঠে বলুন।

সুধন্বা। আপনার সঙ্গে আমার যুদ্ধের পরিণাম ফল যদি স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হয়, তবে আমার পরাজয় বা মৃত্যু স্বভাবসম্ভব। সেই মরণোন্মুখ শত্রু আমি আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান। মৃত্যুসম্মুখ ব্যক্তির মৃত্যুকালীন অনুরোধ সকলেই রক্ষা ক'রে থাকেন।

অর্জ্জুন। নিশ্চয়।

সুধন্বা। আমার প্রথম অনুরোধ আমাকে "আপনি" শব্দে সম্ভাষণ না ক'রে "তুমি" শব্দে সম্ভাষণ করবেন।

অর্জ্জুন। স্বীকৃত হ'লাম। প্রথম থাকলেই দ্বিতীয় অবশ্য আছে। পর্য্যায়ক্রমে ব্যক্ত কর।

সুধন্বা! আমার দ্বিতীয় অনুরোধ, বর্ত্তমান যুদ্ধ অতি সত্বর শেষ করবার যদি আবশ্যকতা না থাকে, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে দু' দণ্ড সময় দিন। আমি কতকগুলি প্রহেলিকার গূঢ় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে ইচ্ছা করি। আজ ভাগ্যক্রমে বীরত্ব, জ্ঞান আর ভক্তির অবতার আপনাকে সম্মুখে পেয়েছি। মানব মাত্রেই জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও তত্ত্বজ্ঞান লাভের অধিকারী।

অর্জ্জুন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় যেন তোমার বাক্ কৌশল অপেক্ষা অস্ত্রকৌশল আরও সুন্দর হয়। তুমি সরলমনে প্রশ্ন কর। আমি সন্তুষ্টচিত্তে উত্তর দান কর্‌ব।

সুধন্বা। আপনাদের পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে বীরসমাজে ভীমার্জ্জুন শ্রেষ্ঠ বীর ব'লে বিখ্যাত। কিন্তু আপনাদের দু'জনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর কে? আপনি? না ভীমসেন?

অর্জ্জুন। মধ্যমাগ্রজ ভীমসেন।

সুধন্বা। কেন?

অর্জ্জুন। আমার বীরত্ব সম্পূর্ণ দেবানুগ্রহমূলক। আমার শ্রীকৃষ্ণ সারথি। কপিধ্বজ রথ। পাশুপত অস্ত্র। অক্ষয়

তূণ। স্বর্গীয় শিক্ষা। অস্ত্রগুরুর পক্ষপাত। সমুদয় দৈবানুগ্রহমূলক। কিন্তু মধ্যমাগ্রজ ভীমসেন সম্পূর্ণ আত্মবলমূলক বীরত্বতেজে স্বাধীন স্বাবলম্ব বীর। তিনি আমা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

সুধন্বা। তবে পাণ্ডব পক্ষের নায়কত্ব আপনি গ্রহণ করেছিলেন কেন?

অর্জ্জুন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায়। দৈববল ব্যতীত অসাধ্য সাধন করা যায় না। সেই দৈববলের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন ক'রে বীর সমাজে উদাহরণ দেখাবার জন্য সখা শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সেই নায়কত্ব দান করেছিলেন। বিশেষতঃ ভীমসেন স্বেচ্ছায় অপরিজ্ঞাত, নিষ্কাম কর্ম্মযোগী। তিনি অগ্রজের উদ্দেশে কর্ম্মযোগ সাধনা ক'রে সেই যোগলব্ধ কর্ম্মফলে যে গৌরব তা অনুজের প্রতি স্নেহের উপহার স্বরূপ আমাকেই দান করেছেন। তিনি এ জীবনে নিজের জন্য কিছুই করেন নাই। তিনি তাঁর সমুদয় আমিত্বকে দুইভাগে বিভক্ত ক'রে ভক্তির ভাগ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে, আর স্নেহের ভাগ আমাকে দান ক'রে নির্লিপ্ততার মূর্ত্তিমান বিগ্রহস্বরূপ বিরাজ করছেন। তাঁর মহত্ত্ব মানবশক্তির ধারণার বহির্ভূত।

সুধন্বা। বর্ত্তমান যুদ্ধে আপনাদের সৈন্যশ্রেণী যে ভাবে বিভক্ত ক'রে ভদ্রাবতীপুরী অবরোধের ব্যূহ রচনা করেছেন তাতেও ত শ্রেষ্ঠ বীরের স্থান আপনিই অধিকার করেছেন?

অর্জ্জুন। এও তাঁর ইচ্ছা। কুরুক্ষেত্রে তাঁর বীর-জীবন

যুদ্ধের শেষ হ'য়েছে। এখন তিনি যা' কিছু করেন সে সকল আমাদের অনুরোধে বাহ্যদৃশ্যের অভিনয় মাত্র। নইলে, সুধন্বা! তুমি কি তাঁকে এত সহজে গদা যুদ্ধে পরাজিত ক'রে অতিক্রম করতে পার? গদাযুদ্ধে তিনি পৃথিবীতে এতদিন অপরাজিত আছেন।

সুধন্বা। নরদেব! বর্ত্তমান যুগে আপনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব। কিন্তু ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে সারথ্যে নিযুক্ত ক'রে আপনি প্রাণে বেদনা পান নাই কি?

অর্জ্জুন। সুধন্বা! আমি ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে সারথ্যে নিযুক্ত করি নাই। আমার সখা শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় আমার সারথ্য গ্রহণ করেছিলেন।

সুধন্বা। বর্ত্তমান যুদ্ধে আপনি সেই সারথিশূন্য হ'য়ে এসেছেন কেন?

অর্জ্জুন। যুদ্ধের গুরুত্ব অনুসারে সারথি নির্ব্বাচন করতে হয়। তিনি আমার কুরুক্ষেত্রের সারথি। ভদ্রাবতী ক্ষেত্রের ন'ন।

সুধন্বা। তবে ত ভদ্রাবতীর ভাগ্যে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লাভ হ'বে না!

অর্জ্জুন। ভদ্রাবতীর যুদ্ধের উদ্দেশ্য যদি তাই হয়, তবে নিশ্চয়ই সে আশা পূর্ণ হ'বে। আমার বিশ্বাস, সুধন্বা! ভদ্রাবতী কৃষ্ণভক্তি-যোগের সাধনা-ক্ষেত্র। তুমি একজন অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। কৃষ্ণভক্তির বল না থাকলে এ যুদ্ধে তুমি এতদূর

অগ্রসর হ'তে পার্‌তে না। পরমুখাপেক্ষী হইও না। আত্ম-কৃতিত্বে আত্ম-পক্ষের উদ্দেশ্য সাধন কর।

সুধন্বা। শ্রীকৃষ্ণের মহিমায় আমি বৈষ্ণব নামে যদিও কদাচিৎ পরিচয় দিতে পারি কিন্তু ভাগবতপ্রধান নরনারায়ণ অর্জ্জুনের সম্মুখে আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, কীটানুকীট। আপনি শ্রীকৃষ্ণ-পূজায় সংসার সর্ব্বস্ব, জীবন সর্ব্বস্ব, যা' কিছু আপনার আত্মসর্ব্বস্ব সমুদয় উৎসর্গ দান ক'রে, তবে ত তাঁকে রথে বেঁধে রেখে কর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছিলেন! কিন্তু আমি এ জীবনে কিছু মাত্র উৎসর্গ দিতে কোন মাত্র সুযোগ পাই নাই। আজ সেই আজীবনবাঞ্ছিত শুভ সুযোগ অনায়াসে সম্মুখে উপস্থিত পেয়েছি। অনেক দিনের কার্য্য আজ একদিনে সম্পন্ন কর্‌বো। যাঁকে উৎসর্গ দান কর্‌ব তাঁকে সম্মুখে পাই ত ভাগ্য বল; নচেৎ আপনি তাঁর উপযুক্ত প্রতিনিধি—আপনি দীনের প্রতি দয়া ক'রে তাঁর বস্তু তাঁর জন্য গ্রহণ কর্‌বেন। এই আমার সর্ব্বপ্রধান অনুরোধ।

গীত

তুমি নররূপে নরনারায়ণ।
দিব নারায়ণে দেহ জীবন॥
মায়া সুরাপানে মত্ত ছিলাম, ভুলে সত্যতত্ত্ব সে নিত্যধন॥
মদমত্ত মন, অণুক্ষণ বিস্মৃত চেতন;—
আমি ভুলেছিলাম নিজস্ব ধন;—
বুকে জ্বলে অনুতাপের আগুন;—

এত সাধের মানব জীবন, গত হ'ল খেলার মতন,
মনে হ'লে জ্বালা বাড়ে দ্বিগুণ ;—
কৃষ্ণে বিকাইব অসার জীবন।
আমার অসার জীবন, সুসার হ'বে,
সেই সারাৎসারে হ'লে মিলন॥

অর্জ্জুন। সাধু সুধন্বা! আমি তোমার উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে পেরেছি। এ সংকল্প তোমাতেই সম্ভবে। আমি অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার কর্‌ছি—তুমি আমা অপেক্ষা কৃষ্ণভক্তি-সোপানের অনেক উচ্চস্তরে উন্নীত হয়েছ।

সুধন্বা। মহাপুরুষ! আমার কথার শেষ, কর্ম্মের আরম্ভ। আর বিলম্ব অনাবশ্যক। মনে বিষয়ান্তরের উদয় হ'লে হয় ত এই পবিত্র উদ্দীপনায় মলিনতা আশ্রয় কর্‌তে পারে। আজ আমার জীবন ব্রতের উদ্‌যাপন। দেব নরনারায়ণ! স্বয়ং নারায়ণের উদ্দেশে আমার বর্ত্তমান উৎসর্গের আয়োজন। তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে হাতে হাতে উৎসর্গ দানের জন্য সাধনার শেষ সীমায় সাধনা ক'র্‌বো! যদি নিতান্তই তাঁকে ধ'রে না আন্‌তে পারি, তবে তাঁর প্রতিনিধি আপনি—হে নর-নারায়ণ! আপনি আমার হ'য়ে তাঁর পায়ে প্রাপ্য নৈবেদ্য তাঁকেই দান কর্‌বেন! আজ আমি স্বয়ং নারায়ণকে আন্‌বার জন্য নরনারায়ণকে একটু বিপন্ন করি, তবে হে বিজয়ভূষণ! এ জীবনে একবারের জন্য ভূষণহীন হ'য়ে যেন ক্ষুব্ধ হবেন না। আমার নবীন যৌবনসুলভ ঔদ্ধত্যকে ক্ষমা করতে হবে!—নমঃ

নারায়ণ! নমঃ নরনারায়ণ! নমঃ অভেদ ভক্ত ভগবান্!—মহাত্মন্ তবে প্রস্তুত হ'ন, যুদ্ধ-কাব্যের বৈকুণ্ঠ দৃশ্য ত্যাগ ক'রে এখন একবার মর্ত্ত্য দৃশ্যে অবতরণ করুন! বীরবর! আপনি আমাদের ভদ্রাবতী রাজধানী অবরোধ ক'রে রাজ্যের শান্তি ভঙ্গ কর্‌ছেন কেন? পিতৃরাজ্য হারিয়ে পররাজ্য উৎপীড়ন করা কি আপনাদের চিরদিনের স্বভাব?

অর্জ্জুন। (মৃদুহাস্যে) ভদ্রাবতীর শান্তিভঙ্গ আমরা করি নাই, তোমরাই করেছ। তুমি কেন আমাদের যজ্ঞাশ্ব আবদ্ধ কর্‌লে?

সুধন্বা। আপনারা কোন্ সাহসে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেছেন? পৃথ্বীজয়ী একছত্রী সম্রাট্ অশ্বমেধের অধিকারী।

অর্জ্জুন। পৃথিবী জয় অপেক্ষা কুরুক্ষেত্র জয় শতগুণে দুঃসাধ্য।

সুধন্বা। কুরুক্ষেত্রে কোন্ বীরকে ন্যায় যুদ্ধে জয় করেছেন? ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এঁরা সকলেই ত কৃষ্ণের কুমন্ত্রণায় আপনার অন্যায় যুদ্ধে হত হয়েছিলেন।

অর্জ্জুন। অন্যায় যোদ্ধা কখনও পাশুপত অস্ত্রাধিকারী, কৃষ্ণসখা, কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রার স্বামী হ'তে পারে না।

সুধন্বা। আপনার সকল সৌভাগ্যের মূল শ্রীকৃষ্ণ। আপনার নিজের কৃতিত্ব কিছুই নাই। আজ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখুন—যতক্ষণ না শ্রীকৃষ্ণ সারথি বেশে আপনার রথে অবতীর্ণ হ'ন, ততক্ষণ আপনি সহস্র চেষ্টাতেও জয়লাভ কর্‌তে পার্‌বেন না।

অর্জ্জুন। সুধন্বা! তা'হলে, অর্থাৎ তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে আজ আমার শ্রীকৃষ্ণ সাহায্যের আবশ্যকতা দেখালে আমি সর্ব্বসমক্ষে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'র্‌বো যে তুমি সুধন্বা, আমি অর্জ্জুন অপেক্ষা লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ বীর, শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্ত, শ্রেষ্ঠ দৈববলে বলী।

সুধন্বা! তবে কেন বৃথা কালক্ষেপ! আসুন! মহাপুরুষ! উপযুক্ত ক্ষেত্র সম্মুখে। পরস্পরের ভ্রান্তি দূর করি।

(সহসা ভীমের প্রবেশ)

ভীম। আমি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তোমাদের কার্য্যপ্রণালীর সাক্ষী স্বরূপ উপস্থিত রহিলাম।

সুধন্বা। উত্তম সুযোগ। শ্রেষ্ঠ সংযোগ। আসুন! সরল-প্রাণ সত্যবাদী পুরুষবর! আপনিই আমাদের হৃদয়ের মনোবৃত্তি আর হস্তের কর্ম্ম উভয়ের সাক্ষীস্বরূপ বিচারক। আমাদের এক পার্শ্বে অবস্থান করুন। আপনার বামে দক্ষিণে আমরা দু'জন; একজন আমি বর্ত্তমান প্রতিযোগী শত্রু, আর একজন আপনার সহোদর ভ্রাতা। কিন্তু তবুও আমার বিশ্বাস আপনি নিরপেক্ষ ধর্ম্মপ্রাণ সত্যসাক্ষী।

অর্জ্জুন। কিন্তু সুধন্বা! আমার বিশ্বাস তোমার প্রতি এই নিরপেক্ষ সাক্ষীর পক্ষপাত সঞ্চার হ'বে। কেন না, তোমার মত একজনের প্রতি আমার মধ্যমাগ্রজের আজীবন সঞ্জাত স্নেহপক্ষপাতের কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

সুধন্বা। সে জন্য যদি আপনার মনে অবিশ্বাস জন্মে

তবে আরও একজন সাক্ষী উপস্থিত আছেন। তিনি আমার রথের সারথি না হ'লেও আমার সম্মুখে আছেন। আপনার রথের সারথি হ'লেও আপনার পশ্চাতে আছেন। তিনি সম্মুখে আছেন। তিনি দূরে আছেন। নীচে আছেন, উপরে আছেন, এখানে আছেন, সেখানে আছেন। তিনি রথে ঘোড়ার সারথি। মাঠে গরুর রাখাল। জলে নৌকার মাঝি। তিনি আছেন। তিনি ছিলেন। তিনি থাক্‌বেন। তিনি সব। সবই তিনি। তিনি আমাদের উভয়ের সাক্ষী, আর না! বীরবর! অস্ত্রধারণ করুন।

(উভয়ের অস্ত্রধারণ এবং যুদ্ধ)

অর্জ্জুন। সুধন্বা! তোমার অসিচালন-কৌশল বড় সুন্দর! আমি কুরুক্ষেত্রে অনেক রণপণ্ডিত মহাবীরের অসিচালন প্রত্যক্ষ দর্শন ক'রেছি। দ্রোণাচার্য্য আর অভিমন্যু বই এমন লঘু অথচ ক্ষিপ্রহস্ত আর কারও দেখি নাই! কুমার! তোমার অস্ত্রগুরু কে?

সুধন্বা। আমার অস্ত্রগুরুর পরিচয় আমি জানি না। তিনি ছদ্মবেশে প্রতিদিন নিশীথে আমাকে অস্ত্রশিক্ষা দিতেন। তিনি বিনা দক্ষিণায় আমাকে শিক্ষা দিতেন। তাঁর নিকটে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম যে কখনও তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার্‌ব না।

অর্জ্জুন। তাঁর মূর্ত্তি কিরূপ? একবার সংক্ষেপে বল দেখি?

সুধন্বা। তাঁর মূর্ত্তি—

"কোটি সূর্য্য প্রতীকাশং।
বিদ্যুৎ পুঞ্জসমপ্রভং।
নীল মেঘ নিভং প্রাংশু।
জটা মণ্ডল মণ্ডিতং।
ধনুঃ পরশু পাণিঞ্চ।
সাক্ষাৎ কালমিবাণ্ডকম্॥"

অর্জ্জুন। বীরকুমার! ছদ্মবেশে তিনি অপর কেহ নন। তিনি জামদগ্ন্য পরশুরাম। স্বয়ং ভগবানের বীরমূর্ত্তি। তোমার উচ্চ শ্রেণীর অস্ত্রচালন-কৌশল, তোমার অস্ত্রবিদ্যার শ্রেষ্ঠতা আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি। আমি তবুও আর একবার চেষ্টা ক'র্‌বো! (ভীমের প্রতি) দাদা তোমার কি অনুমান?

ভীম। আমি যদিও একটি বিশ্বাসের স্থিরনিশ্চয়তা লাভ ক'রেছি, তবুও আর একবার তোমাদের অসি যুদ্ধ না দেখে আমার সে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত ক'র্‌বো না। অতএব আর একবার উভয়ের শেষ শক্তিতে অস্ত্র চালন কর।

অর্জ্জুন। তাই হোক। (উভয়ের পুনঃ ঘোর যুদ্ধ)

সুধন্বা। উভয়ের সম্পূর্ণ উত্তেজনা উপস্থিত হ'বার পূর্ব্বে আমি একটী অনুরোধ জানাতে ইচ্ছা করি।

ভীম। কি অনুরোধ বৎস! সরলমনে বল।

সুধন্বা। যিনি প্রকৃত ন্যায়বান্ বীরপুরুষ, তিনি সম্মুখ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধকালে কিছুক্ষণ অস্ত্রচালনা করেই শিক্ষার সীমা বুঝ্‌তে

পারেন। পরস্পর পরস্পরের গুণবত্তা বুঝ্‌তে পারেন। তবে কেবল অসার বাহ্য সম্ভ্রমের দায়ে কেহ প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেন না। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা সে প্রকৃতির যোদ্ধা কেহই নই। অতএব অকারণ বীররক্তে যুদ্ধ ক্ষেত্র কলুষিত না ক'রে প্রতিযোদ্ধার শ্রেষ্ঠতা দর্শন মাত্রই অস্ত্র ত্যাগ করতে হ'বে।

অর্জ্জুন। সুন্দর প্রস্তাব! আমি সরলমনে অনুমোদন কর্‌লাম। এস বীরকুমার! সত্বর যুদ্ধ শেষ করি। আমি এ যুদ্ধের পরিণাম ফল বুঝ্‌তে পেরেছি। আজ অপরিজ্ঞাত মেঘাবৃত গুপ্ত মেরুশৃঙ্গের নিকটে বিন্ধ্যগিরির মস্তক নত করা লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা।

(উভয়ের পুনঃ ঘোরযুদ্ধ)

ভীম। (উভয়ের মধ্যস্থ হইয়া উভয় হস্তে উভয়ের অসি ধারণপূর্ব্বক) স্নেহের অর্জ্জুন, আজ আমি ন্যায়ের পরীক্ষা ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। ভ্রাতৃস্নেহ কিংবা শত্রুবিদ্বেষ কিছুতেই বিচলিত হ'ব না। আমার হৃদয় সর্ব্বজন অপেক্ষা তোমার অধিক পরিচিত। অতএব আমার মীমাংসিত সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয়েছে। তুমি অগ্রে অস্ত্র ত্যাগ কর ফাল্গুনি! তোমার উত্তেজনা পূর্ণ, অথচ হস্ত ক্ষীণতর। আর না, এখন শোণিত পাতের সম্ভব।

অর্জ্জুন। বীরকুমার সুধন্বা! বর্ত্তমান দ্বন্দ্বযুদ্ধে আজ তুমি জয়ী। আমি পরাজিত। আমার পরাজয়ের চিহ্ন স্বরূপ আমার তরবারি তুমি গ্রহণ কর। তোমার জয়চিহ্ন তুমি কোটিদেশে

ধারণ কর। (নিজের অসি সুধন্বার কোটিদেশে পরাইয়া দেওন) যাও বীরবর! স্ফীতবক্ষে বীর সমাজে অর্জ্জুন জয়ের চিহ্ন দেখাওগে। বল, বৎস! এর অধিক আর কি পুরস্কার চাও ?

সুধন্বা। এর অধিক এই পুরস্কার আমায় দান করুন যে, আমার প্রধান বাসনা পূর্ণ কর্‌বার জন্য একবার পূর্ণমূর্ত্তি নরনারায়ণ ভাবে আমায় দেখা দিন। আমার আজীবনের আশা পূর্ণ করুন। যে মূর্ত্তিতে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ জয় করেছিলেন, সেই নরনারায়ণ মূর্ত্তিতে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হ'ন। বালক-ভুলান খেলার মত আমাকে অসার জয় দান ক'রে পালাবেন না। (অর্জ্জুনের পদধারণ) শ্রীচরণের দাস বালক আমি! আপনি আমার বীরধর্ম্মের পিতৃদেব। যদি আমার আশা পূর্ণ না ক'রে পদ মাত্র গমন করেন, তবে আপনার প্রদত্ত এই পুরস্কার অসি আমি বক্ষে আমূল বিদ্ধ কর্‌বো! (অসির অগ্রভাগ দ্বারা বক্ষস্পর্শ পূর্ব্বক অবস্থান)

অর্জ্জুন। (সুধন্বার হস্ত ধারণপূর্ব্বক উত্তোলন) ধন্য হৃদয় তোমার অর্জ্জুন-জয়ী সুধন্বা! শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির দ্বন্দ্ব-যুদ্ধেও আজ তুমি আমাকে পরাজিত কর্‌লে! আজ জান্‌লাম যে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীর, শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্ত পৃথিবীতে আছে। এস বীরশ্রেষ্ঠ, ভক্তশ্রেষ্ঠ! হৃদয়ে এস! তোমার পবিত্র দেহ স্পর্শে আমার হৃদয়ের অহঙ্কারের অন্ধকার দূর হো'ক। (সুধন্বাকে আলিঙ্গন)

সুধন্বা। (ভীমার্জ্জুনকে প্রণামপূর্ব্বক) এ স্নেহে আমি

ভুল্‌ব না দেব! আমার আশাপূর্ণ না হ'লে আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর হ'বে না। সেই নরনারায়ণ রূপ, সেই কপিধ্বজ রথে উপবিষ্ট, সম্মুখে সারথি "দ্বিভুজ মুরলীধর, শ্যামঅঙ্গে পীতাম্বর"—সেই রূপ; যে রূপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মদেব শরশয্যা গ্রহণ করেছিলেন—সেই রূপ দেখে আমি আজ আমার অসার জীবনের সার আশা পূর্ণ কর্‌বো।

গীত

রণে, নর সনে নারায়ণ, করিতে আজ দরশন,
বাসনা হয়েছে মম মনে। (হায়রে)
সেই নব নীল নীরধর, তনুরুচি তমোহর,
(যিনি তড়িতাভা পীতাম্বর।)
(শ্যাম ত্রিভঙ্গ মুরলীধর।)
হবেন বিরাজিত তব রথে, যেন নীলগিরি বিন্ধ্যসনে॥
আজি এ জীবন যুদ্ধে যুগল শত্রু প্রতিবাদী।
(আমার বড় সাধের আয়োজন।)
(আমার জন্মশত্রু আমরা দু'জন।)
আমি চড়েছি এই দেহ রথে; জ্ঞানধনু ধরেছি হাতে;—
ভক্তি নাগপাশে শত্রু বাঁধি; (আমি)
আমার সে বন্ধনে বাঁধা রবে।—
আমি ছাড়িব না বিনা পণে॥

অর্জ্জুন। ভক্তপ্রধান সুধন্বা! তোমার উদ্দেশ্য, তোমার অভিপ্রায়, তোমার সাধনা, আমি সম্পূর্ণরূপে বুঝ্‌তে পেরেছি।

আমি জীবনপণে তোমার মত নররত্নের আশা পূর্ণ করবো। কিন্তু একটু অপেক্ষা করতে হবে। তুমি যেমন অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পবিত্র সংস্কৃত দেহে যুদ্ধ যাত্রা করেছ, আমি তেমনি কোন একটি আত্মশুদ্ধিজনক প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করবো। তুমি কিছুক্ষণ, অন্ততঃ এক প্রহরকালের জন্য আমার সঙ্গ ত্যাগ কর।

সুধন্বা। যে আজ্ঞা! তাই হোক।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। মধ্যমাগ্রজ দেব! তুমি একবার আমাদের পক্ষের নিরুৎসাহী সৈন্যগণের সম্মুখে যাও। ভগ্নব্যূহ আবার শ্রেণিবদ্ধ কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)





সপ্তম অঙ্ক।

ভদ্রাবতীর রাজান্তঃপুর

(প্রভাবতী এবং বিভাবতীর প্রবেশ)

বিভা। এখন দেখ দিদি! তোমার আদেশ মত কাজ করেছি কি না? সকলের চেয়ে উজ্জ্বল পট্টবসন খানি পরেছি। বহু মূল্য অলঙ্কারগুলি বেছে বেছে পরেছি। তবুও সকল হয় নি। নিজে নিজে সকল পরতে জানি না। দিদি! তুমি এই মাথার ফুলগুলি পরিয়ে দাও। (প্রভাবতীর নিকটে উপবেশন) সখী পরিচারিকাদের কোন কথা বলি নাই। পাছে কেহ জিজ্ঞাসা করে—"এত বসন ভূষণ কেন? কোথায় যাবে?"

প্রভা। (বিভার মস্তকে ফুল পরাইতে পরাইতে) দেখ বিভা! এ সব সাজ সজ্জা কেন তা জান? যুদ্ধক্ষেত্রে স্বামীদেবের মঙ্গলের জন্য। তাঁ'রা প্রবল শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। আমরা ঘরে উজ্জ্বল শোভাময়ী সধবা সজ্জায় তাঁ'দের পরমায়ুবৃদ্ধির কামনা করি।

বিভা। দিদি! তাঁদের মঙ্গল কামনা করলেত আর এক জনের অমঙ্গল কামনা করা হয়। পাণ্ডববীর অর্জ্জুনের অমঙ্গল না ঘট্‌লেত আমাদের স্বামীর মঙ্গল হ'বে না। অর্জ্জুনের মৃত্যু না হ'লেত আমাদের পক্ষে জয় লাভ হ'বে না। দিদি! এ অমঙ্গল কামনায় যে স্বার্থপরতা পাপ ঘটে। তাদেরও ত আমাদের মত সুখের সংসার আছে।

প্রভা। স্নেহের ভগিনি! তুমি স্বর্গের মানুষ, এ স্বার্থ-ময় সংসারে এসেছ কেন? যদি এসেছ তবে সেই স্বর্গের কতকটা অংশ মর্ত্ত্যধামে আন্‌লে না কেন? বিভা! যার মঙ্গল সেই কামনা করে। তাদেরও অন্তঃবাসিনী সতীরা আমাদের মত তা'দের মঙ্গল কামনা কর্‌ছেন। তবে যার যেমন কর্ম্মফল ভগবান্ তার তেমনি মঙ্গলামঙ্গল বিধান কর্‌বেন।

বিভা। তবে আমরা ভেবে মরি কেন? সেই মঙ্গলা-মঙ্গলের কর্ত্তা ভগবানের হাতে সব ভার দিয়ে আমরা চুপ করে বসে থাকি না কেন?

প্রভা। চুপ করে যে থাকা যায় না বিভা!

বিভা। যদি না থাকা যায় তবে এক কাজ কর। পাণ্ড-বের মঙ্গল আমরা চিন্তা করি, আর আমাদের মঙ্গল পাণ্ডবেরা চিন্তা করুক। তা হ'লে কাজে উভয়ের মঙ্গল চিন্তা করা হ'বে। অথচ স্বার্থপরতা প্রকাশ করা হ'বে না।

প্রভা। পাণ্ডব পুরবাসিনীরা যদি আমাদের মঙ্গল চিন্তা না করে?

বিভা। না করে, না করুক। আমাদের কাজ আমরা করি। দিদি! মানুষের মনটা বড় ছোট। আপনার চিন্তার পরে আর পরের চিন্তার স্থান থাকে না। যাক্, ও কথা যাক্ দিদি! অন্য কথা বল।

প্রভা। বিভা! তোমার মাথার আর সব অলঙ্কার কোথায়? এই কয় খানি মাত্র এনেছ? সে বড় পদ্মরাগ-মণির ফুলটি কৈ? যেটি সে দিন সুরথ তোমায় পরিয়ে দিয়েছিল? আহা! সেটি বড় সুন্দর! মূল্যবান্ অলঙ্কারগুলি রেখে অল্প মূল্যের গুলি এনেছ? পাগল! আজ যে আমাদের সাজ্‌বার দিন!

বিভা। কোনটা কি তা আমি জানি? যারা কথা কয় না, তাদের মধ্যে কে বড় কে ছোট কি করে বুঝ্‌ব? মনে করেই নাওনা কেন এই গুলিই মূল্যবান্। আর এর চেয়ে ভারি মোট আমি বইতে পার্‌ব না। ভাল কথা, দিদি! দেখ দেখি, আমরা যদি এক সুখে সুখিনী না হতেম, তবে কি আজ দুঃখের ভয়ে এত কাতর হ'তাম? আমি বলি—অধিক সুখে দুঃখের ভয় অধিক।

প্রভা। ভগবান যা দিয়েছেন তার অন্যথা কি আমরা কর্‌তে পারি?

বিভা। তবে ভগবানদত্ত সকল বস্তু সমান আদরে মাথা পেতে নাও না কেন? সুখের বেলায় হাসি আর দুঃখের বেলায় কেঁদে মরি কেন? দু'য়েতে সমান সুখ মনে করি

না কেন ? দিদি ! আজ তোমার একটি নূতন ভাব দেখ্‌ছি কেন ? অন্য দিন তোমার কথায় কত জ্ঞান-শিক্ষার বিষয় থাকে, আজ যেন তুমি আমা অপেক্ষা অল্পবুদ্ধির মত কথা বল্‌ছ ? দিদি ! তোমার উদ্দেশ্য কি ?

প্রভা। বিভারে ! আজ তোকে মুখ ফুটবার অবকাশ দিয়েছি। আজ তুই প্রাণের ঢাকা খুলে বল্‌বি, তোর মনে দুশ্চিন্তার ভার সহ্য হ'বে না বলে আজ তোকে মুখ ফুটবার অবকাশ দিয়েছি।

বিভা। দিদি ! এখন কি আমার মাথার ফুলবসান শেষ হয় নি ? মাথায় আমাদের স্বর্ণমণির ফুল অলঙ্কারের কোন আবশ্যক হ'বে না। একবার ভাল করে সীমন্তের সিন্দুর উজ্জ্বল ক'রে দাও। সে শোভায় সকল শোভা ঢেকে যাবে।

প্রভা। বিভা ! সিন্দূরকৌটা এনেছ কৈ ?

বিভা। ঐ যাঃ ! সেইটিই আন্‌তে ভুলে গেছি। যাই ! ছুটে যাই ! এখনই লয়ে আস্‌ব ! (গমনোদ্যম)

(পুষ্পমাল্য এবং সিন্দূরকৌটা-হস্তে কুবলয়ার প্রবেশ)

কুবলয়া। (হাস্যমুখে) আর ছুট্‌তে হ'বে না রে পাগলি ! আমি তোমার সে ভুল সেরে এসেছি। এই দেখ, তোমাদের সে সিন্দুরকৌটা আমিই এনেছি। আরও এনেছি এই ফুলের মালা ! এই দেখ, কেমন গেথেছি। তোমাদের মণি-মাণিক্যরত্ন হার, এর সঙ্গে তুলনায় মলিন দেখাবে। কাছে এস ! মনের

সাধে দু'জনকে সিন্দূর পরিয়ে দি। (প্রভা ও বিভার সীমন্তে সিন্দূর দান)

বিভা। এ সুন্দর ফুলের মালা কি হ'বে দিদি ?

কুবলয়া। পূজা কর্‌তে হ'বে। ফুলের মালা যিনি ভালবাসেন, তাঁকে ফুলের মালা দিয়ে পূজা কর্‌তে হ'বে। বনমালীকে বনমালা দিয়ে পূজা কর্‌তে হ'বে।

বিভা। দিদি! আমরা পূজার ধ্যানমন্ত্রত কিছুই জানি না!

কুবলয়া। সে জন্য ভাবনা কি! ধ্যানমন্ত্রের কোন আবশ্যক নাই। মনে মনে তন্ময় হয়ে সেইরূপ চিন্তা কর্‌লেই পূজা করা হ'বে। এস! তিন জনে একসঙ্গে একসঙ্গে পূজা করি। এক শ্রেণী হয়ে বস, নয়ন মুদ্রিত কর। (সকলের তথাকরণ)

কুবলয়া। দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে মালা ল'য়ে দুই হস্ত যুক্ত কর। (সকলের তথাকরণ)

কুবলয়া। এখন মনে সেইরূপ চিন্তা কর—সেই নীল মেঘের মত নীলবর্ণ সে বর্ণ নয়; নবজলধর শ্যামবর্ণ। ত্রিভঙ্গঠাম। চরণে মণিময়নূপুর। কটিতটে সৌদামিনী সম পীতবসন। তদুপরি পীতধড়া। করে মুরলী। অধরে সুহাসি। বাঁকা নয়নে ত্রিভুবনমোহন অপাঙ্গ ভঙ্গি। শিরে অলকাবলি মুক্ত কেশরাশি। তদুপরি শিখিপাখা চূড়া! মরি! মরি! কিবা রূপ! ঐ দেখ, আমাদের ফুলমালা পর্‌বেন বলে কণ্ঠে বনমালা নাই। মরি! এত ভালবাসা তোমার প্রেমময় ?

(ধীরে ধীরে নিঃশব্দে কালোর প্রবেশ। এবং সকলের হস্ত হইতে ফুলমালা লইয়া কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক ত্রিভঙ্গভাবে দণ্ডায়মান)

প্রভা। দিদি! সত্যই যেন আমার হাত থেকে কে মালা তুলে নিলে? বড় ধীরে তুলে নিয়েছে।

বিভা। আমারও হাতের মালা তুলে নিয়েছে! চোখ মেলে দেখ্‌ব কি?

কুবলয়া। হাঁ! দেখ্‌বে বই কি? দেখে নয়ন সার্থক কর। (সকলের নয়ন মেলিয়া কালোকে দর্শন)

বিভা। ও হরি! কালো তুমি? আমি বলি সত্যই বুঝি দিদির আয়োজনে বনমালী এসে মালা পর্‌লেন!

কালো। মনে যদি ভালবাসা থাকে, তবে সকল বস্তুতেই সেই ভালবাসার বস্তু দেখা যায়! সকলই যেন সেময় হয়ে থাকে! মনে নাই ভালবাসা বাইরে পূজার ধূম। তাতেই ত বনমালীর ভাঙ্গে নাক ঘুম!

কুবলয়া। কালো! কেন তুমি আমাদের পূজা নষ্ট করলে?

কালো। আমি পূজা নষ্ট করি নাই; তোমরাই নষ্ট পূজা করেছ।

প্রভা। কে নষ্ট কালো? বনমালী?

কালো। হাঁ, সেই বনমালী কৃষ্ণ! সে নষ্ট, সে দুষ্ট, সে ভ্রষ্ট, সে কষ্ট, সে অনিষ্ট, সে অশিষ্ট, সে অস্পষ্ট। তিনভাঙ্গা

মূৰ্দ্ধণ্য "ষ" এর উপর তিনভাঙ্গা "ট" দিয়ে যত কিছু তিনভাঙ্গা হয় সবই সেই তিনভাঙ্গা কৃষ্ণ।

কুবলয়া। দেখ কালো! আজ আমাদের হৃদয়ের সুখ সন্তোষ সমুদয়ই সেই যুদ্ধস্থলে। আমরা যুদ্ধের মঙ্গলের জন্য বনমালা দিয়ে বনমালীকে পূজা কর্‌ছিলাম, তুমি পূজায় বাধা দিয়ে বড় অন্যায় করেছ।

কালো। তুমি যাও, তোমার সঙ্গে কথা কইব না। তোমার কথায় কথায় মান। রাণী সই! ছোট সই! তোমরা আমার কথার উত্তর দাও। স্বামীর মঙ্গলের জন্য কৃষ্ণ পূজা না ক'রে স্বামীকে কৃষ্ণ ভেবে পূজা কর না কেন? স্বামী থাক্‌তে অন্য পূজা ব্যভিচার। শুধু মালায় পূজা হয় না। অন্য উপচার নাই। মনে মনে ধ্যান কর।

প্রভা। তবে দাও, মালা ফিরিয়ে দাও! তাঁর ধ্যান করি।

কালো। এ মালায় আর কাজ হ'বে না। উচ্ছিষ্ট হয়েছে। সই! বল দেখি, স্বামীর ধ্যান করা কা'কে বলে?

প্রভা। মনে মনে স্বামীর মহিমা চিন্তা করা।

কালো। কোন্ বস্তুর মহিমা জানা যায় কখন?

প্রভা। সেই বস্তুর অদর্শনে,—অভাবে।

কালো। তাহ'লে ত ভাব চেয়ে অভাব ভাল।

প্রভা। নিশ্চয়।

কালো। তবে তোমরা স্বামীর অভাবে কাতরা হও কেন?

প্রভা। ক্ষণিক অভাবে কাতরা হই না। চির অভাবে কাতরা হই। সে কাতরতাও ভোগের স্বার্থ।

কালো। যাক্, ওকথা যেতে দাও। (বিভার প্রতি) দেখ ছোট সই! আজ যেন তুমি একটু বড় হয়েছ! আজ এক দিনেই যেন তোমার পাঁচ বৎসর বয়স বৃদ্ধি হয়েছে। কেন বল দেখি?

বিভা। অধিক ভার বইতে অধিক শক্তির আবশ্যক। তাইতে বয়সটা আজ একটু বাড়িয়ে নিয়েছি। বয়সে যেমন শক্তি আর জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, অভাবেও তাই হয়। ধনীর চেয়ে দরিদ্র অধিক বলবান্, অধিক জ্ঞানবান্।

কালো। তুমি একদিনে তোমার এত অভাব কিসে জান্‌তে পার্‌লে?

বিভা। দেখ ভাই কালো! কবে আশ্বিনমাস, কবে দুর্গোৎসব, কবে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পূজা, তা হয়ত অনেক লোকে জানে না। কিন্তু বিজয়ার পরদিন শূন্য চণ্ডীমণ্ডপ দেখে সকলেই বুঝ্‌তে পারে যে আজ একাদশী। কালো! আমার সপ্তমীর দিনে বিজয়া হয়েছে বলে, অষ্টমী, নবমী দুইদিন শীঘ্র বাড়িয়ে নিয়েছি।

প্রভা। কালো! স্থির জলে আর তরঙ্গ তুল্‌ছ কেন? স্থির জল কি তুমি দেখ্‌তে পার না?

কুবলয়া। (স্বগতঃ) এত ঝড় বাতাসে কি জল স্থির থাকে! কিন্তু যার নৌকা ভাল, মাঝি ভাল, তরঙ্গে তার

ভয় কি ? ভগবন্! এইটুকু পার হ'তে পার্‌লেই বাঁচি। পারি যদি এপারে আর আস্‌ব না। এলে ত পারের বেলা এই লাঞ্ছনা! যিনি যতই কেন ঐশ্বর্য্য লয়ে এপারে আসুন না, এপারে এসেই সব খোঁয়াতে হয়। পারের কড়ি একপণ, তাও হাতে থাকে না।

(রাজা ও রাণীর প্রবেশ)

রাজা। রাণি! রাজসভায় আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লেম না। কোন দূত এখনও আসে নাই। অতি দূরে আমাদের সৈন্যের জয়ধ্বনি শুন্‌তে পাচ্ছি। প্রতি দুইদণ্ড গতে চারিবার জয়ধ্বনি শুন্‌তে পেয়েছি। শেষবারের উচ্চ কোলাহল প্রায় অর্দ্ধদণ্ড-কাল স্থায়ী ছিল। কিন্তু কোন দূত এখনও ফিরে এল না কেন ? অন্তঃপুরে আমার বালিকা মায়েরা, বিশেষতঃ, তুমি না জানি কত অস্থির হয়েছ, তাই দেখ্‌তে এলাম। প্রবল ঝড়ের সময়ে নাবিকেরা সকল নৌকাগুলি ল'য়ে একস্থানে মিলে মিশে থাকে। কেন না বিপদ হয়, একসঙ্গে হ'বে। পরস্পরের মুখ চেয়ে অনেকটা সাহস পাওয়া যায়।

রাণী। আমার মন এখন অনেকটা স্থির হ'ল। এতক্ষণ মন যেন অকূল আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল। এখন একটি আশ্রয়-তরু পেলাম। মহারাজ! এত আত্মবিসর্জ্জন দিয়ে তবে ধর্ম্ম-রক্ষা করতে হয় বলে, অনেকে ধর্ম্মের পথে যেতে পারে না। ঐ চেয়ে দেখ! মায়েদের আমার সকলেরই মুখে মেঘাচ্ছন্ন

আকাশের ছায়া পড়েছে। কেবল আনন্দময়ী কুবলয়া, আর আনন্দদুলাল কালো আমার সদাই আনন্দ হাসিতে ভেসে ভেসে সকলকে আনন্দ দান করছে। দেশে যেন নিরানন্দের বন্যা এসেছে!

রাজা। রাণি! আমার রাজপুরীর আকাশের চন্দ্রসূর্য্য দুটিই মেঘে ঢাকা পড়েছে। আমি বিষম অন্ধকারে আর কোথায়ও স্থান পেলাম না। ভাব্‌লাম অন্তঃপুরে ত আমার সন্ধ্যার প্রদীপ দুটি জ্বল্‌ছে। যাই, তাদের শীতলালোকে প্রাণ জুড়াই গে। তাই রাণি! তোমার অন্তঃপুরে এলাম। (প্রভা ও বিভার প্রতি) এস মা, আলোকরূপিণী যুগলপ্রদীপ আমার আঁধার নয়নে এস!

(প্রভা ও বিভার রাজা-রাণীকে প্রণাম।)

রাণী। (বিভার চিবুক ধরিয়া) মহারাজ! এইটি আমার আধ-ফুটন্ত মল্লিকাফুল! (প্রভার চিবুক ধরিয়া) আর এইটি আমার ফুল-কুলেশ্বরী শতদল সরোজিনী। পূর্ণ প্রফুল্ল। আমার অঞ্চলের শীতল ছায়ায় যত আমি এদের লুকিয়ে রাখি ততই মহারাজ! তুমি তোমার ধর্ম্মের প্রখর তাপ বিস্তার করে শুকিয়ে দাও।

কালো। (জনান্তিকে কুবলয়ার প্রতি) সই! বাবা বল্‌ছেন সন্ধ্যার প্রদীপ। মা বল্‌ছেন ফুল। কিন্তু যে মেঘে তাঁর চন্দ্রসূর্য্য ঢাকা পড়েছে, সেই মেঘের ঝড় উঠ্‌লে ত প্রদীপও নিবে যাবে, ফুলও ঝরে যাবে। কি বল সই! কয়টি প্রদীপে

দেবতার আরতি হয়? কয়টি ফুল দেবতার পায়ে পড়ে? শতের মধ্যে একটি!

নেপথ্যে। রাণী মা! বউরাণি! তোমরা কোথায়?

রাণী। কুবলয়া! দেখে এসত, কে বাইরে আমাদের ডাক্‌ছে!

(একজন গ্রাম্য-বালিকার প্রবেশ)

গ্রাম্য বালিকা। রাণীমা! আমি আজ অভাগিনী হয়েছি। আমার আর কেউ নাই মা! আমায় আশ্রয় দিতে হ'বে। সংসারে আমি আজ একা।

রাণী। তোমার কি বিপদ বাছা? অভয় দিচ্ছি সরল মনে বল। আহা! তোমার যে বিধবার বেশ দেখ্‌ছি! তুমি কে?

গ্রা-বালিকা। মা! আমরা আপনার প্রজা। রাজপুরীর কাছেই বাস। আমার মা বাপের আমি এক সন্তান। ছেলে বেলায় মা মরে গেছেন। আমার বিয়ে দিয়ে আমার স্বামীকে আমাদের বাড়ীতে বাস করিয়ে আমার বাবা গেল বৎসর মারা গেছেন। আমার নাম চন্দ্রা। আমরা চাষী ক্ষত্রিয়। আজকার প্রথমযুদ্ধে দেড় প্রহরের সময় আমার স্বামী মারা গেছেন। আপনাদের সেনাপতি হরিদাস তাঁকে মর মর অবস্থায় লোক সঙ্গে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাড়ী এসেই মারা গেলেন। সেই লোক জন দিয়ে সৎকার ক'রে বাড়ী এসে ঘর দু'খানি চাবি বন্ধ ক'রে আপনাদের কাছে এলাম। পাড়ায়

পুরুষ কেহ নাই। তাই আমি এখানে এসেছি। আমায় কিছু দিন আশ্রয় দিতে হ'বে।

রাণী। আহা! বাছা! তুমি যে তের চৌদ্দ বৎসরের কিশোরী বালিকা। তোমার এই দশা! হায়! হায়! কি নিষ্ঠুর রাজধর্ম্ম তোমার মহারাজ! এক গৃহস্থের একজন পুরুষ। এই বালিকার স্বামী, অভিভাবক, প্রতিপালক, সবই সেই একা পুরুষ,—তাকেও যুদ্ধে যেয়ে প্রাণ হারাতে হ'বে। হায়, মহারাজ, তোমার রাজ্যে এমন কত শত বালিকা, কত শত যুবতী যে বিধবা হবে, তার সংখ্যা হবে না। একজনের সৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্য কতজন ভাগ্যহীন হবে। এই স্বার্থ-পরতার নাম রাজধর্ম্ম!

বিভা। (চন্দ্রার হস্তধারণপূর্ব্বক) এস চন্দ্রা! তুমি আমার কাছে থাক্‌বে এস! ভগিনি! আমরাও ভাগ্যের সীমায় দাঁড়িয়ে আছি। তোমার স্বামীর কত বয়স হয়ে'ছিল?

গ্রা-বালিকা। কুড়ি বৎসর। কিন্তু দেখ্‌তে চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের মত ছিলেন। তোমাদের বড় ঘরের ছেলের মত বেশ সুশ্রী ছিলেন। বাবা অনেক খুঁজে কোশল দেশ থেকে তাঁকে এনেছিলেন। তাঁরও মা বাপ ছিল না। তিনি যুদ্ধ কর্‌তে বেশ ভাল জান্‌তেন। তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে যেতে চাহিলেন। পাড়ার অনেকে বারণ ক'রেছিল। কিন্তু আমি বারণ করি নাই। রাজার রাজ্যে বাস, রাজার কাজে, দেশের কাজে যুদ্ধে যাবে না? সে কি কথা! আমি আপনি সাজিয়ে দিয়ে

প্রণাম করলাম। তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে চলে গেলেন। মরবার সময়েও তাঁর হাসিমুখ ছিল। আমায় বলে গেলেন,—"চন্দ্রা! আমি ক্ষত্রিয়। সম্মুখযুদ্ধে ম'লাম! এই দেখ, পিঠে আমার অস্ত্রাঘাত নাই! আমি ভাগ্যবান্। স্বর্গে চল্‌লাম। তুমি রাজান্তঃপুরে যেয়ে আশ্রয় নাও। একা থেকো না।" তাই,—তাঁর আজ্ঞায় এখানে এসেছি।

রাণী। আহা! বাছা! তোমার চোখ ছুটি মুছিয়ে দিবারও কেহ নাই?

গ্রা-বালিকা। চোখ মুছাবে কেন রাণীমা! আমার চোখে কি জল দেখা যাচ্ছে? আমি ত কাঁদি নাই! কাঁদ্‌ব কেন? তিনি তাঁর ধর্ম্ম বজায় রেখে স্বর্গে চলে গেছেন। আমি স্বর্গবাসী দেবতার স্ত্রী। আমি রাজরাণীর চেয়েও ভাগ্যবতী। যত দিন বাঁচি, ভগবান করুন যেন, অধিক দিন বাঁচি; যত দিন বাঁচি—তাঁর পূজা ক'র্‌ব! প্রতিদিন শেষ বেলায় হবিষ্যান্ন খাব! মোটা গড়া কাপড় পর্‌ব। নির্জ্জলা একাদশী ক'র্‌ব। বাবার যা' সঞ্চিত আছে, তাতে ভিক্ষা ক'র্‌তে হবে না। কোন কাজ করে খেতে হবে না। কেবল তাঁর ধ্যান ক'র্‌ব। পূজা ক'র্‌ব। এই ভাবে শেষ বয়সে আমার পাপ ক্ষয় হবে। আমি তাঁর মত দেবতা হয়ে স্বর্গে যেয়ে তাঁর পাশে ব'স্‌ব। তখন আর আমাদের কোন অস্ত্রে, কোন যুদ্ধে, কোন রোগে মর্‌বার ভয় থাক্‌বে না। রাণীমা! আমি ত ভাগ্যবতী। আমি কাঁদ্‌ব কেন?

রাজা। চন্দ্রা! তুমি এ বালিকা বয়সে ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'র্‌তে পার্‌বে?

গ্রা-বালিকা। কেন পার্‌ব না? আমরা ক্ষত্রিয়ের মেয়ে; মর্‌তে জানি। তাইতে একবার ভেবেছিলাম, তাঁর জ্বলন্ত-চিতায় ঝাঁপ দি!—কিন্তু সে ভাল নয়। তাতে পাপ হয়। এই ব্রত পালনে মনে কত আনন্দ হবে!

কালো। (কুবলয়ার প্রতি) সই! যে দেশের প্রজার মেয়েরা বিধবা হয়ে কাঁদে না, সে দেশের রাজার ঘরের মেয়েরা স্বামী যুদ্ধে গেলে এত ভয়ে মরে কেন?

প্রভা। কাকে ভয়ে মর্‌তে দেখ্‌লে তুমি কালো? কে তোমার হাত ধ'রে কাঁদ্‌ছে? ভাই! যেখানে অধিক সুখ, সেই খানে অধিক দুঃখ! আমরা রাজরাণী, আমাদের সুখ দুঃখ, সুখ দুঃখের রাজা। কোন্ মহাগুরুর শিষ্যা আমি তা তুমি জান? তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে কত তীক্ষ্ণ অস্ত্র বুক পেতে ধারণ ক'র্‌ছেন, সত্য;—কিন্তু আবশ্যক হ'লে আমরাও বুক পেতে বজ্রাঘাত ধারণ কর্‌তে পারি।—যাক্ সে কথা এখন আর কি বোল্‌ব!

কুবলয়া। কালো! এই বিধবা বালিকাটিকে ভগবান আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন কেন জান? বল্‌তে পার?

কালো। যদি আমাকে একটা পাথরের জিভ্ গড়িয়ে দিতে পার ত ব'ল্‌তে পারি।

কুবলয়া। আ মরি! এত দয়ার শরীর, সুকোমল শরীর তোমার কবে হ'ল?

গীত।

দয়া তোমার জেনেছি ভাল।
দয়ার গুণে নাম ধরেছ ত্রিভঙ্গ কুটিল কাল॥
পিতা মাতা দয়া পেয়ে,
বুকে পাষাণ চাপা দিয়ে,
কারাগারে ছিল শুয়ে,
জন্মের মতন ঃ—
বাল্যসখী ছিল যারা,
জন্মের তরে কাঁদে তারা,
জীবনে আনন্দ-হারা,
সুখের হাসি কোথায় গেল॥
সরলা রাজনন্দিনী,
তোমার দয়ায় কলঙ্কিনী,
কুল-ধর্ম্ম-বিরাগিণী
বনবাসিনী ঃ—
তোমার দয়া যে পেয়েছে,
জন্মের তরে কেঁদে গেছে,
আমাদের যা' ভাগ্যে আছে,
আজ হতে আরম্ভ হ'ল॥

(চণ্ডালকন্যা চুণীর প্রবেশ)

চুণী। হাঁরে রাণীমা! তোদের রাজবাড়ীতে কই বিধবা জানানা আছে? হামারা একঠো জরুর দরকার আছে, বোলে দেনা মা!

রাণী। কেন রে চুণী? বিধবার কাছে কি প্রয়োজন্‌?

গ্রা-বালিকা। (অগ্রসর হইয়া) আমি বিধবা রাজ-বাড়ীতে এসেছি,—তোমার কি আবশ্যক বলত্‌?

চুণী। সেই যে রাণীমা! তোদের পুরুত বামুনটা ছিল! ঐ হামকে সাদী করেছিল। তাকে আজ লড়াইতে যানে বোলেছিনু;—মুই তাকে বাত্‌লে দিনু, "রে বেইমান! কত্তো কাল রাজার রোটি খেয়েছিস্‌, যা' না; লড়াই করগে যা! আর তু ত বামুন আছিস না,—চণ্ডাল হোয়ে গেছিস্‌!—চণ্ডাল ত লড়াই করে!—যা, তু যা, লড়াই কর।" তাই সে গেল,—গেল আর মরিয়ে পড়্‌ল! সব্বাই মিলে তারে জ্বালিয়ে দিলে! আমি বরাবর হেতা সুধুতে এলাম বামুন ক্ষেত্রীর ঘরে কেমন ক'রে বিধ্‌বা রাঁড়ীরা খাওয়া দাওয়া করে। হামারা আই বল্লে—"চুণী! তোর পহেলা উমের! হামারা চণ্ডালের দস্তুর আছে, তুই ফিন্‌ সাদী কর।" হামি ত আর সাদী কর্‌বে না! ওহি বামুন হামারা বর!—বোলে দে রাণীমা! বিধবা তোদের কৈসে খায়, কৈসে পিঁধে?

গ্রা-বালিকা। চুণী! তুই চণ্ডালের মেয়ে সে সব ক'রতে পার্‌বি? মাছ মাংস খেতে পাবি না। তিনবার খেতে পাবি না। ভাল কাপড়, গওনা পর্‌তে পাবি না। পরপুরুষকে বয়স অনুসারে বাপ, ভাই, বেটার মত দেখ্‌তে হবে। আর সেই ভয়ানক কথা;—একাদশীর দিন ছাতি ফেটে ম'লেও একবিন্দু জল খেতে পাবি না। সে সব তুই পার্‌বি?

চুণী। কেনো পার্‌বে না? জরুর পার্‌বে! সব কৈ পারে, হামি কেন পার্‌বে না? বেমারি হ'লে কি করি? পহিলা স্থুরু কর্‌তে কছু মুস্কিল হ'বে। হামারে ভরসা দে ভাই, হামি ঠিক পার্‌ব।

গ্রা-বালিকা। এস ভাই চুণী! আমার সঙ্গে এস! আমি তোমায় সব শিখিয়ে দিব।

[চন্দ্রা ও চুণীর প্রস্থান।

রাজা। হা ধর্ম্ম! তোমার কি সূক্ষ্মগতি! রাজপুরোহিত ব্রাহ্মণের চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি আর চণ্ডাল-কন্যার বৈধব্যে ব্রহ্মচর্য্যে আগ্রহ!

প্রভা। হাঁ মা? (রাণীর প্রতি) ঠাকুরদাদা ত এখন আমাদের কুলপুরোহিত?

রাণী। হাঁ বাছা! কেন?

প্রভা। আমি জানি, ঠাকুরদাদা জ্যোতিষশাস্ত্র ভাল জানেন। তাঁকে একবার অন্তঃপুরে আনাতে হ'বে। তাঁর কাছে বেশ আহ্লাদ আমোদে থাক্‌বো। তাঁর মুখে যুদ্ধের ফলাফল সবই সত্য শুন্‌তে পাব। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে স্থপণ্ডিত অথচ মূর্খের ন্যায় বাহ্যভাণ।

রাজা। আমিই যাই! তাঁকে সঙ্গে ক'রে ল'য়ে তোমাদের নিকট আস্‌ব। মা প্রভাবতী, বিভাবতী! আমি আজ যেন তোমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তোমাদের মুখের দিকে চাইতে পার্‌ছি না। যেন কত গুরুতর অপরাধের ভার আমার মস্তকে চেপে

আস্‌ছে। হায়! হায়! কি ক'র্‌তে কি ক'র্‌লেম? কোথায় যাই।

[প্রস্থান।

কালো। (রাণীর প্রতি) মা! আমি যুদ্ধ দেখ্‌তে যাব, যাব কি?

রাণী। যাবে ত সুধন্বা সুরথের সঙ্গে গেলে না কেন? না বাবা! এখন তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে যেও না। সকলগুলিকে ছেড়ে বুকখানা খালি ক'রে পাষাণীর মত থাক্‌তে পার্‌ব না। অন্ততঃ তুমিই কাছে থাক!

কালো। মা! আমায় দেখে দাদাদের মুখ ভুলে থাক্‌তে পার্‌বে?

রাণী। না পেরেই বা কি ক'র্‌ব? নৌকাডুবির সময় লোকে ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড পেলেও তাই ধ'রে ভাসে।

কালো। মা! আমি যাই। এখনি ফিরে আস্‌ব! কোন দূত ফিরে এল না, সকলেই চঞ্চল হচ্ছেন। আমি যুদ্ধের শুভ সংবাদ ল'য়ে এখনি ফিরে আস্‌ব। একবার যেতে দাও মা! আমার মনের মধ্যে কে যেন ডাক্‌ছে।

রাণী। ভাল! যদি নিতান্তই যাও, তবে একটু বিলম্ব কর। পুরোহিত মহাশয় অন্তঃপুরে এলে যেও। ততক্ষণ একটু প্রভা বিভার কাছে থাক।

বিভা। কালো! আমার বোধ হয় তোমার এখন যাবার সময় হ'য়েছে। যুদ্ধ দেখার ছল ক'রে চলে যাবে। হয় ত

এই যুদ্ধের শেষে আমাদের ভাগ্যে অনন্ত দুঃখের ভার চাপ্‌বে। সে দুঃখভারের অংশগ্রহণের ভয়ে পালাতে চাচ্ছ! কেমন নয়?

কালো। ছোট সই! তোমার কথাগুলি সূঁচের মত। সময়ে সময়ে মনে বড় বিঁধে যায়। ক্ষমা কর, আর আমি যুদ্ধ দেখ্‌তে যাব না। (অধোবদনে অশ্রুমোচন)

কুবলয়া। এ কি ক'র্‌লে বিভা! কালোর চখে যে জল! আহা! বালকের সরলকথার অমন কর্কশ অর্থ ক'র্‌তে নাই। অকারণে কারও প্রাণে ব্যথা দিতে নাই।

কালো। আমি পরের ছেলে। আপনার হ'লে প্রাণে ব্যথা দিতে প্রাণে ব্যথা পেতেন। যাক্, আর আমার সে কথায় কাজ কি? ভালমন্দ সকল কথাই আমার সমান।

রাণী। কুবলয়া! ঐ পুরোহিত মহাশয় এসেছেন। তোমরা তাঁর কাছে যুদ্ধের ফলাফল গণনা কর। আমি বিষ্ণু-মন্দিরে যেয়ে প্রায়োপবেশনে ব'স্‌লাম।

[প্রস্থান।

(রমণলালের প্রবেশ)

বিভা। (রমণলালের হাত ধরিয়া) ঠাকুরদাদা! এস! আজ আমাদের কাছে তোমাকে অনেকক্ষণ থাক্‌তে হ'বে। দাদা! আমি অনেকক্ষণ হাস্‌তে পাইনি, মনটা কেমন ক'র্‌ছে!—তুমি যুদ্ধের ফল গণনা করে বল;—আমরা শুনি। ঠাকুরদাদা? কি আয়োজন কর্‌তে হ'বে?

রমণ। হা নির্ম্মম কাল! এমন স্বভাব-সরলা আনন্দময়ী বালিকাদের শারদ-পূর্ণিমার আকাশের মত নির্ম্মল মুখে বিষাদের ছায়া অঙ্কিত করেছ! বিভা! তুমি না ব'ল্‌তে যে কোন দুশ্চিন্তা তোমাকে নিরানন্দ ক'র্‌তে পারে না। দেখ দেখি,—সহসা কি পরিবর্ত্তন! নটবরের নাটকে কত প্রকার ভিন্নভাবের অঙ্ক গর্ভাঙ্ক!

প্রভা। ঠাকুরদাদা! আমরা একটু হাস্‌ব ব'লে তোমায় আন্‌লাম, আর তুমি এসে অধ্যাত্ম দর্শনের পশরা খুলে ব'স্‌লে! তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুরদাদা, একটু হাস।

রমণ। ভাল! ভাল! ধন্য! তোমাদের নারী হৃদয় প্রশান্ত-মহাসাগরের মত। এস, যুদ্ধের ফলাফল গণনা করা যাক্,—একটি স্ফটিক পাত্রে গঙ্গাজল রাখ। আমি সেই জল মন্ত্রঃপূত করি। মন্ত্রশক্তি বলে সেই গঙ্গাজলের বর্ণ পরিবর্ত্তন হবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জলের স্বাভাবিক বর্ণ থাক্‌বে ততক্ষণ জান্‌বে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ভাগ্য তোমাদের অনুকূল। যদি দেখ, জলের বর্ণ গাঢ় রক্তবর্ণে পরিণত হয়েছে, তখনই বুঝ্‌বে ভাগ্য তোমাদের প্রতি-কূলে দাঁড়িয়েছে।

(কুবলয়া কর্ত্তৃক স্ফটিক পাত্রে গঙ্গাজল আনয়ন)

রমণ। (পাত্রস্থ জলে অঙ্গুলি সঞ্চালন পূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ) এই মন্ত্রপূত গঙ্গাজল এই ভাবে স্থির থাক্। তোমাদের কেহ একজন মধ্যে মধ্যে জল পরীক্ষা করে দেখ্‌বে। আমি চ'ললাম,

কুবলয়া! তুমিও এস, রাণীমা বিষ্ণুমন্দিরে প্রায়োপবেশনে বসেছেন। আমাদের প্রহরী হয়ে থাক্‌তে হবে। প্রভা! একান্তমনে ভগবানকে ডাক। তিনি আনন্দময়, তাঁর রাজ্যে কেহই নিরানন্দ থাক্‌বে না।

[কুবলয়া এবং রমণলালের প্রস্থান।

বিভা। (কালোর হস্তধারণপূর্ব্বক) ভাই! আমায় ক্ষমা কর। আর আমি তোমার মনে বেদনা দিব না। তোমার চোখে জল দেখে মনে বড় কষ্ট হয়েছে। কি জানি যদি তোমার ঐ চোখের জল সংক্রামক হ'য়ে দাঁড়ায়।

কালো। ছোট সই! ও কথা ভুলে যাও। আমি জলের বর্ণ পরীক্ষা করি। (জল পরীক্ষা) ভয় কি সই! বুক বাঁধ। কোন্ ভাগ্যবান, কোন্ ভাগ্যবতী চিরসুখের আশা ক'র্‌তে পারে? কখনও কাঁদ্‌বে না, কি কখনও হাস্‌বে না এমন মানুষ সংসারে কেহ নাই।

প্রভা। কালো ভাই! আমরা যে কখনও কাঁদ্‌তে শিখি নাই, সেই জন্য যা একটু ভয়। আর ভয়, আর ভয় আমার এই হাসির পুতুলটির জন্য (বিভার কণ্ঠধারণ) বিভা! যুদ্ধ ক'র্‌তে পার্‌বি?

বিভা। পার্‌ব। কার সঙ্গে?

প্রভা। শত্রুর সঙ্গে।

বিভা। কে সে শত্রু, দিদি? ভীমার্জ্জুন?

প্রভা। না বিভা! ভীমার্জ্জুন নয়! তাঁদের সঙ্গে ত

তোমার আমার স্বামীদের যুদ্ধ হচ্ছে! অন্য শত্রু, ভীমার্জ্জুন অপেক্ষাও দুর্জ্জয়।

বিভা। বলনা দিদি! তাদের নাম কি? কোথায় তারা?

প্রভা। শত্রু দুই জন। দুর্ভাগ্য আর বৈধব্য! বিষাদ তাদের সেনাপতি। সৈন্য অগণ্য। (বিভার মুখ ধরিয়া) স্নেহের ভগিনি রে! যুদ্ধ কর্ত্তেই হবে! নইলে উপায়ান্তর নাই! আমরা বীরাঙ্গনা বীরনারী। এ যুদ্ধে বিমুখী হ'লে লোকে আমাদের অসতী বল্‌বে। বিভা! আয় ভাই, যুদ্ধসাজে সাজি।

বিভা। দিদি! যদি পরাজিতা হই।

প্রভা। কখনই পরাজিতা হ'ব না। নিশ্চয়ই শত্রুজয় ক'র্‌ব।

বিভা। দিদি! কি জন্য তোমার এই দৃঢ় বিশ্বাস? আমরা যে অবলা জাতি।

প্রভা। বিভা! একজন চিরজয়ী মহাবীর আমাদের সহায় আছেন। তাঁর সাহায্যে নিশ্চয়ই আমরা শত্রুজয় ক'রব।

বিভা। কে সে মহাবীর? তাঁর নাম কি দিদি?

প্রভা। তাঁর নাম মৃত্যু! তিনি চিরদিন চিরজয়ী।

বিভা। দিদি! আমি নিশ্চয়ই তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ ক'রব। আমি বীরসাজে সাজ্‌তে পার্‌ব না। সাজ্‌তে জানি না। তুমি সাজিয়ে দাও। কিন্তু একটু অপেক্ষা ক'র্‌তে হ'বে। যতক্ষণ না গঙ্গাজল রক্তবর্ণ হয়, ততক্ষণ যুদ্ধ যাত্রা ক'র্‌ব না! কালো! ভাই! জল পরীক্ষা কর।

কালো। (জলপরীক্ষা) আগেকার মতই আছে।

প্রভা। বিভা! আজ আমাদের বীরত্ব দেখে ভীমার্জ্জুন স্তম্ভিত হবেন। সাবধান ভগিনি! বুক যেন কাঁপে না।

কালো। রাণীসই! আমাকে সঙ্গে নেবে?

প্রভা। তুমি কোন সাহায্য ক'র্‌তে পার্‌বে?

কালো। পার্‌ব! সকলের শেষে আমার সাহায্য পাবে।

বিভা। দিদি! যুদ্ধে যাব ব'লে মনে বড় উৎসাহ হয়েছে। মনে আর কোন ভয় নাই। জলের বর্ণ ঘোর রক্তবর্ণ হ'লেও আর ভয় পাব না। হে অদৃষ্ট দেব! হে নিয়তি দেবি! আর তোমাদের ভয় করি না। যতই কেন জলের রক্তবর্ণে বিভীষিকা দেখাও না;—আর তোমাদের ভয় করি না; কালো ভাই! জল দেখ!

কালো। (জল পরীক্ষা করিয়া) ছোট সই! এইবার তৃতীয় বার। এবারও জল আগেকার মত আছে চারিবার দেখা শেষ ক'র্‌ব।

প্রভা। জয় বন্ধু মৃত্যুরাজ! জয় দেব মৃত্যুঞ্জয়! অবলার সহায় হও। দূরে যাও ভয় তুমি; তুমি আমাদের শত্রুর দূত হ'য়ে এসেছ! তোমার প্রভুকে ব'লো—আমরা চিরজয়ী বীরবন্ধুর সাহায্য পেয়েছি। কালো! শেষে তোমার সাহায্য পা'ব ত?

কালো। নিশ্চয়ই পাবে। আমি তোমাদের নিকটে চিরঋণী।

প্রভা। কালো! তবে এইবার শেষবার জল পরীক্ষা কর। ঐ দেখ! স্ফটিক পাত্রে রক্তবর্ণের বিকাশ দেখাচ্ছে। কালো! জল তুলে দেখ!

কালো। সই! সাজ! যুদ্ধে চল! ঐ দেখ গঙ্গাজল ঘোর রক্তবর্ণ। রক্তবর্ণ কি? যেন সত্যই রক্ত! উঃ! চল! সই! যাত্রা কর! যুদ্ধ জয় ক'রে জগতে বীরাঙ্গনার আদর্শ দেখাও!

প্রভা। বিভা! বুক বেঁধেছ?

বিভা। বেঁধেছি! খুব শক্ত করে বেঁধেছি! চল দিদি! এস কালো!

[সকলের প্রস্থান।





অষ্টম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যুদ্ধস্থল

(বৃষকেতু, কামদেব, সাত্যকী ও ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সুরথের প্রবেশ এবং ঘোর যুদ্ধ)

সুরথ। (নিরস্ত হইয়া) আপনারা অস্ত্র ত্যাগ করুন। বৃথা বলক্ষয়, অস্ত্রক্ষয় ক'র্‌বেন না। আজ আমার গতিরোধ করতে পারে, পৃথিবীতে এমন মানবশক্তি কোথায়ও নাই। আমি আজ দৈব বলে বলী।

ভীম। কে তোমার ইষ্টদেব। কোন্ দেবতার বর প্রভাবে আজ তুমি দৈব বলে বলী ?

সুরথ। মহাপুরুষ সুধন্বা আমার ইষ্টদেব। তিনি আমার অগ্রজ। তিনিই আমার গুরুদেব। তিনি আমার ইষ্টদেব। তাঁর জন্য আমার মন চঞ্চল হয়েছে। অধিকক্ষণ তাঁ ছাড়া হ'য়ে আমি থাক্‌তে পারি না। বোধ হয় তাঁ ছাড়া হ'য়ে থাক্‌তে পারি না। বোধ হয় তাঁর কোন বিপদ ঘটেছে। না হ'লে

আমার মন চঞ্চল হ'বে কেন? আমি তাঁর সঙ্গে মিলিত হ'তে যাচ্ছি,—আমি সমুদ্র মুখে অজয় নদের মত যাচ্ছি! আপনারা কেহ আমার গতিরোধ করতে পারবেন না। আমি কল্প বেগে যাচ্ছি। আজ আমার সম্মুখে আপনারা কেহই স্থির থাক্‌তে পারবেন না। বর্ত্তমান যুদ্ধে আপনারা সকলেই ত পরাজিত হয়েছেন? তবে কেন পুনঃ অস্ত্রধারণ করেছেন?

গীত

জ্ঞান কল্পতরু, পুরুষ সুচারু
কর্ম্ম দীক্ষাগুরু, অগ্রজ আমার।
মম স্নেহবশে, ভবধামে এসে,
সহোদর বেশে প্রকাশ তাঁহার॥
তিনি মম শিব শক্তি নারায়ণ,
তিনি মম যোগ পূজন সাধন,
তিনি মোক্ষ মুক্তি, কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি,
কোটি বারাণসী চরণে বিস্তার।
তাঁর সঙ্গবাসে মম স্বর্গবাস,
আমি তাঁর ভ্রাতা-সখা-শিষ্য-দাস,
তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, গুরু বন্ধু পিতা,
এ সংসারে সর্ব্ব সম্বন্ধের।
তাঁর পদে মম সর্ব্বস্ব-সঙ্গতি,
কার সাধ্য আজি রোধে মম গতি,
রণজয়ী হ'য়ে, তাঁর পাশে যেয়ে,
ঘুচাইব তাঁর রণশ্রান্তিভার॥

সাত্যকী। পরাজিত বীরের পুনরায় অস্ত্রধারণ ন্যায়যুদ্ধের রীতি নয় তা' জানি। কিন্তু সুধন্বার ইচ্ছাতেই আবার যুদ্ধারম্ভ হয়েছে। প্রথম বারের জয়লাভ তাঁর তৃপ্তিজনক হয় নাই। আমরা ত নগরাবরোধ ত্যাগ করবার অনুমতি ঘোষণায় প্রস্তুত হয়েছিলাম।

সুরথ। প্রথম বারের জয় তাঁর তৃপ্তিজনক হয় নাই কেন?

সাত্যকী। সুধন্বা শ্রীকৃষ্ণ সারথির সহিত পূর্ণ নরনারায়ণ মূর্ত্তি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ ক'র্‌তে চান। সেই জন্য এই পুনরায়োজন।

সুরথ। তবে আসুন! যুদ্ধ করুন! আপনারা ভারত যুদ্ধ-জয়ী লব্ধপ্রতিষ্ঠ বীর; আমার কথায় বিনা যুদ্ধে কেন অস্ত্র ত্যাগ কর্‌বেন?

ভীম। বালক! আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার কর্‌ছি; তুমি প্রকৃত মহারথ মহাবীর। পৃথিবীতে কারও এমন ক্ষমতা নাই যে আমাদের চারিজনের মিলিত শক্তির সম্মুখে এতক্ষণ স্থির-ভাবে যুদ্ধ করে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রণালীতে একজনের সঙ্গে চারিজনের এ ভাবে যুদ্ধ করা আমাদের পক্ষে কলঙ্কের কথা। আমরা চারি জনে প্রত্যেকে যুদ্ধস্থলে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করি সেও বরং স্বীকার কর্‌তে পারি, কিন্তু এ কলঙ্ক স্বীকার কর্‌তে পারি না। সুরথ! আমার কথা রাখ, একে একে যুদ্ধ কর।

সুরথ। ক্ষমা করুন মহাবীর! আমি সত্য কথায় স্বীকার কর্‌ছি, আপনাদের চারিজনের মধ্যে আপনি বই আমার সমযোগী

যোদ্ধা কেহ নাই। আপনি পাণ্ডবগৌরব ভারতের মহাবীর। আমার কথার সত্যাসত্যতার বিচার করুন। আমি শূন্যগর্ভ সাহঙ্কার গরিমা প্রকাশ কর্‌ছি না। আপনারা ত স্বেচ্ছায় এভাবে যুদ্ধ কর্‌চেন না। আপনারা মিলিত শক্তিতে আমার গতিরোধের চেষ্টা কর্‌চেন। মহাবীর! পায়ে ধরি,—ক্ষমা করুন। আমার মন অতিশয় চঞ্চল হ'য়েছে। বৃথা আড়ম্বরে আর কালক্ষয় কর্‌বেন না। এস ভাই বৃষকেতু! তুমি আমার সমবয়স্ক। অগ্রে তোমাকে আক্রমণ করি। তোমাকে রক্ষা কর্‌তে সকলেই অগ্রসর হবেন। (বৃষকেতুকে আক্রমণ)

(সম্মিলিত যুদ্ধ)

বৃষকেতু। (অস্ত্রত্যাগ)

(সম্মিলিত যুদ্ধ)

কামদেব। (অস্ত্রত্যাগ)

(সম্মিলিত যুদ্ধ)

সাত্যকী। (অস্ত্রত্যাগ)

ভীম। সুরথ! সত্যের গৌরব গোপন কর্‌ব না। আমরা পরাজিত। তোমার গতিপথ মুক্ত। যাও নদ ব্রহ্মপুত্র! দামোদরে মিলিত হওগে। আজ পাণ্ডবের কুরুক্ষেত্রলব্ধ-গৌরব চূর্ণ হ'ল। লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। (অস্ত্রত্যাগ)

সুরথ। অন্য সকলের পরাজয় প্রত্যক্ষ দর্শন কর্‌লাম। কিন্তু আপনার নিজের বিষয় আমার বিশ্বাস হ'লোনা। ভীম

পরাজয় আমার পক্ষে এত সহজ নয়। আপনার সেই স্বভাবজাত উত্তেজনার বিন্দু মাত্রও আজ দর্শন গোচর হ'ল না। যাহোক,—আজ আমার ভাগ্য অনুকূল। আমার একটি প্রস্তাব আপনাদের স্বীকার কর্‌তে হবে। আপনাদের পরাজয়ের চিহ্নস্বরূপ প্রত্যেকের এক একটি ভূষণ আমাকে দান কর্‌তে হবে।

ভীম। বিজয়ী বীরকে সম্মান দান করা বীরধর্ম্ম। বীরকুমার! তোমার ইচ্ছামত ব্যক্তির নিকট হ'তে ইচ্ছামত বস্তু গ্রহণ কর।

সুরথ। (বৃষকেতুর প্রতি) আপনার উষ্ণীষ চাই।

বৃষকেতু। (উষ্ণীষ দান)

সুরথ। (কামদেবের প্রতি) আপনার কণ্ঠহার চাই।

কামদেব। (কণ্ঠহার দান)

সুরথ। (সাত্যকীর প্রতি) আপনার তরবারি।

সাত্যকী। (তরবারি দান)

সুরথ। (ভীমের প্রতি) আপনার সহিত আমার কর্ণভূষণ কুণ্ডল বিনিময় ক'রব। (কর্ণ হইতে কুণ্ডল উন্মোচন করিয়া) এই নিন, আমার কুণ্ডল।

ভীম। (কুণ্ডল বিনিময়)

সুরথ। আপনারাও চলুন! এখানে আর কোন বীরের জন্য অপেক্ষা করতে হ'বে না। আমাদের পক্ষে আপনাদের সমযোগী বীরপুরুষ কেহ নাই। আজ জগদেক বীরেন্দ্রকুলরত্ন নরদেব

অর্জ্জুনের সম্মুখে জীবনের শেষ বীরত্ব দৃশ্য অভিনয় ক'রব! আপনারা নিরপেক্ষ দর্শক হ'য়ে বিচার করবেন। সেইখানেই বর্ত্তমান যুদ্ধের শেষ মীমাংসা স্থির হবে। আসুন।

[প্রস্থান।

সাত্যকী। মধ্যম পাণ্ডব! হৃদয় প্রাণ স্তম্ভিত হ'য়ে গেল যে! কি অমানুষিক বীরত্ব! কি সুন্দর অস্ত্রশিক্ষা! কি ভয়ঙ্কর আসুরিক বাহুবল!

ভীম। যাদব সেনাপতি! তোমরা জান যে ভীমার্জ্জুন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর, কিন্তু শ্রীভগবানের লীলা-ক্ষেত্রে কোথায় কত ভীমার্জ্জুন গুপ্তভাবে সঞ্চিত আছে তা কে জানে। এস ভাই, যাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

যুদ্ধস্থল—অপর প্রান্ত

(একাকী অর্জ্জুনের পাদচারণ)

অর্জ্জুন। (স্বগত) সখা শ্রীকৃষ্ণ! আর বিলম্ব কেন? এখন এস একবার! তোমার উদ্দেশ্য ত সিদ্ধ হ'য়েছে! ইচ্ছা ত পূর্ণ হয়েছে! আমার গৌরব, পৃথিবীর বীরসমাজে আমার বীরত্ব গৌরব;—যা' মাত্র তোমা হ'তে উন্নত;—আমার সে

উন্নত গৌরব ত চূর্ণ হয়েছে! চিরজয়ের আনন্দ প্রফুল্ল মুখে ত কলঙ্কের কালিমা মেখেছি! তবুও, এখনও কি তোমার মনোমত হয় নাই? সখে! অশ্বমেধ যজ্ঞ পণ্ড হবে। ধর্ম্মরাজ ব্যর্থ মনোরথ হ'য়ে হয়ত আত্মহত্যা ক'রবেন, ইন্দ্রপ্রস্থ শ্মশান হবে!—আমরা জীবিত থাকি ত সেই শ্মশানবাসী হ'ব! এসব না দেখে কি দেখা দেবে না সখে! আর তা' না হ'য়ে যদি আমার গৌরব চূর্ণ করাই তোমার ইচ্ছা হয়;—তবে সে ইচ্ছা ত পূর্ণ হ'য়েছে! এখন এস! আর ত বিলম্বের কারণ নাই! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার দৃশ্য যদি স্বচক্ষে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে চাও ত এস!

(ধীরে ধীরে হাসিমুখে সারথিবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। এসেছ! পাণ্ডব গৌরবগিরির যশোশৃঙ্গে স্বহস্তে যে কীর্ত্তি-ধ্বজা স্থাপিত করেছিলে, আজ তার দন্ত ভগ্ন, পতাকা ছিন্ন হয়েছে, তাই স্বচক্ষে দেখ্‌তে এসেছ সখা! পাণ্ডবোদ্যানে যে মহাতরু করেছিলে, আবার নিজে প্রলয়ের ঝড় সৃষ্টি ক'রে সেই মহাতরুর কেমন শাখা পল্লব ভগ্ন হয়েছে,—তাই দেখে হাস্‌তে এসেছ? এস সখা! আজ চিরজয়ী অর্জ্জুনের পরাজয়,—একজন অপরিচিত বালকের হস্তে পরাজয়,—দেখে হাস্‌তে এসেছ! এস!

শ্রীকৃষ্ণ। সখে! ভাল আছত?

অর্জ্জুন। বেশ আছি! বড় সুখে আছি! এখন একবার

বল দেখি, অর্জ্জুনের ক্ষত হৃদয়ে প্রক্ষেপ দিতে কতটুক্‌ লবণ এনেছ ?

শ্রীকৃষ্ণ। (অর্জ্জুনের হস্তধারণ) সখা! আমায় ক্ষমা কর! এত অভিমান কেন? আমি তোমার কি ক্ষতি করেছি ?

অর্জ্জুন। না করেছ কি? অর্জ্জুনের অর্জ্জুনত্ব লোপ করেছ! আমার বীরত্ব-গৌরবোন্নত শিরে পরাজয়ের কলঙ্ক ভার চাপিয়েছ ;—না করেছ কি ?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি করেছি ?

অর্জ্জুন। হৃদয়ের হৃষীকেশ! তুমি না করালে কি আমি করেছি ?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার কৃত সকল কর্ম্মই কি আমার ?

অর্জ্জুন। হাঁ সখে! চির দিনই তোমার! আমার স্বতন্ত্র আমিত্ব কিছু আছে কি জান ?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার সকল কর্ম্মই যদি আমার,—তবে কেন কর্ম্মফল তুমি গ্রহণ কর? বর্ত্তমান পরাজয়ের বিষাদটুকু আমায় না দিয়ে নিজে ভোগ ক'রছ কেন? তুমি জান না কি পঞ্চপাণ্ডব আমার ভালবাসার প্রধান আধার ?

অর্জ্জুন। সেই ভালবাসার ফলে আজ সুধন্বার হস্তে অর্জ্জুনের পরাজয় ?

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ সখা এ পরাজয়ও আমার পাণ্ডব-প্রীতির ফল। এ পরাজয় তোমার শিক্ষার জন্য! আজ যদি এ শিক্ষা

না পেতে তা হ'লে তোমার নিশ্চয়ই পতন হ'ত। যে ভালবাসার শক্তিতে কুরুক্ষেত্রে জয়লাভ করেছ, রাজসূয়-যজ্ঞ পূর্ণ করেছ, পিতৃরাজ্য উদ্ধার করে আজ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছ, সেই ভালবাসার বিকারে অন্ধ হ'য়ে আজ আমার প্রধান ভক্ত পরম বৈষ্ণব সুধন্বার অঙ্গে—অস্ত্রাঘাত করেছ! তুমি কি লোকমুখেও শোন নাই যে সুধন্বা আমার পরম ভক্ত?

অর্জ্জুন। সুধন্বা কৃষ্ণ ভক্ত বৈষ্ণব তা আমি জানি,—কিন্তু অর্জ্জুন অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠভক্ত এ কথা আমার বিশ্বাস হয় নাই। দ্বাপরে মাত্র অর্জ্জুনই নরনারায়ণ!

শ্রীকৃষ্ণ। দ্বাপরে তুমি নরনারায়ণ হ'তে পার কিন্তু চারি যুগে ভক্ত স্বয়ং ভগবান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, নরনারায়ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

অর্জ্জুন। অর্জ্জুন অপেক্ষা সুধন্বা শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ-ভক্ত?

শ্রীকৃষ্ণ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শন কর।—দেখ,—আমার জন্য তোমার সর্ব্বস্ব প্রাপ্তি, সুধন্বার সর্ব্বস্ব ত্যাগ। যে পার্থিব সুখের জন্য তোমরা যত্নবান্, সেই পার্থিব সুখ পূর্ণ মাত্রায় সুধন্বা স্বহস্তে পেয়েও পুষ্পাঞ্জলির মত আমায় দান কর্‌তে প্রস্তুত হয়েছে। সংযতাত্মা ভক্ত যোগস্থ হয়ে এক মুহূর্ত্তেই ঈশ্বরত্ব লাভ কর্‌তে পারে। সুধন্বা সেই উপায়ে শক্তির ঈশ্বরত্ব লাভ করে অমিততেজে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে! সুতরাং তুমি সে শক্তির সমকক্ষ নও! তোমাকে পরাজয়ের মনস্তাপ দেওয়া তার ইচ্ছা ছিল না। আমাকে দেখ্‌বার জন্য তোমাকে মন-

স্তাপ দিয়েছে। তার জীবনসুখের পূর্ণ মাত্রা উপস্থিত। আজ তার সুখের পূর্ণিমা তিথি! তাইতে আজ রাসলীলার উপলক্ষে কৃষ্ণ দর্শন করে মানবজীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রবে!

অর্জ্জুন। তবে কি সখা! সুধন্বা সত্যই আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ-ভক্ত?

শ্রীকৃষ্ণ। নিশ্চয়। তোমার কৃষ্ণভক্তির গৌরব কি? আমি তোমার বাল্যসখা। তুমি আমার ভগিনীপতি, পিতৃস্বস্‌-পুত্র। তোমার কৃষ্ণ-ভক্তি সহজে জন্মাতে পারে। কিন্তু সুধন্বার কৃষ্ণ-ভক্তি সাধনা-সাধ্য, নিষ্কাম।

অর্জ্জুন। সুধন্বার বাহ্য লক্ষণে ত কিছুই জানা যায় না। এমন শ্রেষ্ঠ ভক্ত এমন গুপ্তভাবে অবস্থান করে কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। সখে! ভক্তি মনের বস্তু; বাইরে আসলে মলিন দেখায়। দীনতা ভক্তের লক্ষণ। সেই ভক্ত-সাধু লোক চক্ষুর অগোচরে থাকে।

অর্জ্জুন। তবে আমার সুধন্বা-হিংসা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

শ্রীকৃষ্ণ। প্রায়শ্চিত্ত অনুতাপ! এ হিংসার ফল পরাজয়। পরাজয়ের ফল শিক্ষা। কি শিক্ষা পেয়েছ বল দেখি সখা?

অর্জ্জুন। আমা অপেক্ষা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব জীবসমাজে কেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণ। সাধু! সাধু! এই গুণেই তুমি নরনারায়ণ। সখে! বল দেখি, সুধন্বার স্বভাব কেমন?

অর্জ্জুন। দেবতার মত। সুধন্বার দেবস্বভাবের দ্বিতীয় এই মর্ত্ত-ধামে নাই। সুধন্বা মানবরূপে দেবতা।

শ্রীকৃষ্ণ। সখে! ভক্তির গুণ দেখ। ভক্তির বিকাশে মানুষ দেবতা হয়। সেই ভক্তির অভাবে দেবতা দানব হয়।

গীত

ভক্তির মহিমা কেবা জানে।
স্পর্শমণি যোগ, হয় সুযোগ,
যেন লৌহ সনে ;—
জনমে সুবর্ণ, হলে ভক্তিপূর্ণ,
দেবত্ব মানব প্রাণে॥
ভক্তিহীন দ্বিজ চণ্ডালের প্রায় ;—
ভক্তিতে চণ্ডাল ব্রাহ্মণত্ব পায়,
ভক্তি প্রাণে যার, মুক্তিপদ তার,
নিত্য ধন ভগবানে॥
ভক্তের নয়নে সুন্দর সংসার,
ভগবানে দেখে বিরাট আকার,
ভক্তিহীন জনে, আঁধার নয়নে,
শূন্য দেখে শূন্য পানে॥

(সুধন্বার প্রবেশ)

সুধন্বা। হাঁ! এই বার আমার আশা পূর্ণ হয়েছে। মানব দেহ সার্থক হয়েছে। রে অসার দেহ! অষ্ট অঙ্গ আজ পবিত্র কর। যে ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের যুগল চরণকমল

প্রস্ফুটিত হয়েছে সেই ভূমিতে বিশ্রাম কর। (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম) ভক্তবৎসল ভগবন্! আজ জান্‌লাম যে অভেদ শক্তি শক্তিমান্। য়া' আমার সাধনার অতীত, তাই সাধক-শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন দ্বারা সিদ্ধ করলাম। আজ বীরত্ব বিনিময়ে বীরের সঙ্গে সখ্যস্থাপন ক'রে অর্জ্জুন-সখা রূপে ইষ্টদর্শন লাভ হ'ল। সখার বিপদে সখার আবির্ভাব, সুতরাং ভক্তের সম্পদে ভগবানের আবির্ভাব।

শ্রীকৃষ্ণ। (সুধন্বার নিকটস্থ হইয়া হস্তধারণ) দাদা! কে কার সখা? কে কার ইষ্টদেব? দাদা! আমি যে তোমাদের কালো! আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ দেখি।

সুধন্বা। সে কি! কালো তুমি? তুমি এখানে কেন? এ সারথির বেশ কেন? এ বেশে যেন তোমাকে একটু বড় দেখাচ্ছে। কালো! এ কি রহস্য!

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা! আমি, মা, বাবা, আর সইদের চঞ্চলতায় ব্যাকুল হ'য়ে তোমাদের সংবাদ জানবার জন্য যুদ্ধ দেখতে এসেছি। যুদ্ধ ত ক'র্‌তে জানি না, তাই যুদ্ধের বেশ প'রে আসিনি;—ঘোড়া চালাতে জানি,—তাই সারথির বেশ প'রে এসেছি। যদি যুদ্ধস্থলে তোমার কোন কাজে আস্‌তে পারি।

সুধন্বা। তুমি যদি আমাদের সেই কালো; তবে আমার শত্রু অর্জ্জুনের কাছে ছিলে কেন? আমাদের ঘরের কালো; অন্যের কাছে কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমায় না দেখে অর্জ্জুনের কাছে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম।

সুধন্বা। তা, বেশ করেছ! ভাই! যখন তোমায় ভুল বশেই হোক;—আর বিশ্বাস বশেই হোক,—যখন তোমায় অর্জ্জুন-সখা শ্রীকৃষ্ণ, আর সুধন্বার ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ ব'লে ডেকেছি, তখন তুমি নিশ্চয়ই সেই অর্জ্জুনের,—সেই সুধন্বার শ্রীকৃষ্ণ। আর ছলনার চেষ্টা ক'র না। ছলনায় বৃন্দাবনের রাখাল ভোলে, গোপী ভোলে,—পাণ্ডব ভোলে,—কিন্তু সুধন্বা ভোলে না। কোথায়ও যেতে পাবে না। আমার কাছে দাঁড়িয়ে থাক। দেখি তুমি আমাদের সেই কালো কিনা?

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা! আমি যে যুদ্ধ দেখতে এসেছি।

সুধন্বা। বেশত! যুদ্ধ দেখ্‌তে এসেছ যুদ্ধ দেখ! আমার কাছে দাঁড়ালে কি যুদ্ধ দেখা যায় না?

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা! অর্জ্জুন ত আমাকে চেনে না। তোমার কাছে দাঁড়ালে যদি সে তোমায় বাণ মার্‌বার সময় আমার বুকে বাণ মারে? সে আমায় দয়া ক'রে অব্যাহতি দেবে কেন? তাই বল্‌ছিলাম যে অর্জ্জুনের কাছে দাঁড়ালে তার বাণ আমায় লাগবে না। আর তুমি আমায় ভালবাস, তুমিও আমায় মারবে না।

সুধন্বা। এই জন্যই কি—এই বাণের ভয়েতেই কি,—কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের রথে দাঁড়িয়েছিলে?

শ্রীকৃষ্ণ। কে অর্জ্জুনের রথে কবে দাঁড়িয়েছিল? সে যে অর্জ্জুনের রথের সারথি দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণ! আমি কেন

সেখানে দাঁড়াব ? আমি যে দাদা! তোমার ভাইটি—সেই "কালো"!

সুধন্বা। তবে আজ আমারই পাশে থাক! আমি অর্জ্জুনের যুদ্ধে আত্মরক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ব আর তোমাকে রক্ষা ক'র্‌তে পারব না ?

শ্রীকৃষ্ণ। আত্মরক্ষা আর আমায় রক্ষা! তুমি আপনাকে ছেড়ে আগে আমাকে রক্ষা ক'র্‌বে ? যুদ্ধকালে আপনাকে ভুলে আমায় রক্ষা ক'র্‌বে ? যুদ্ধকালে তুমি আমাকে এতদূর ভালবাসতে পার্‌বে ? আমায় এত ভালবাস ?

সুধন্বা। তুমিত দূরের কথা, কালো! আমি আপনা অপেক্ষা ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গকে'ও অধিক ভালবাসি! তোমাকে ত আগেই ভালবেসেছি।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি দাদা! আমাকে ভালবাস কেন ?

সুধন্বা। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুন পিতৃরাজ্যউদ্ধারে প্রবল বিপক্ষের সম্মুখে বিপন্ন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার রাজা। সেইজন্য অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন! (অর্জ্জুনের প্রতি) কেমন সখা,—(জিব কাটিয়া) আঃ! না না! কেমন মহাশয়? সত্য কিনা ?

অর্জ্জুন। (সহাস্যে) অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে আগে ভালবাসেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ আগে অর্জ্জুনকে ভালবেসেছিলেন! কেন, না;—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের পিতৃষ্বসার পুত্র। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের

ভগিনীপতি। পিতৃস্বসা আর ভগিনীর তৃপ্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ভালবাস্‌তেন। সেই ভালবাসার প্রতিদানে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সামান্য একটু ভালবাস্‌তেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার রাজা ব'লে অর্জ্জুন ভালবাসতেন না। শ্রীকৃষ্ণ কারাগারবাসী বসুদেবের পুত্র ;—আর অর্জ্জুন সুরলোকপতি দেবরাজের মানস পুত্র,—সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ভালবাস্‌তেন।

সুধন্বা। যা হোক্‌,—যিনি যতই বলুন, কালো! আমি আজ তোমায় কোথায়ও যেতে দিব না। এক কথায় স্পষ্ট ক'রে বলি শোন,—তুমি যেই হও,—আমার সেই কালো কিম্বা অর্জ্জুনের সারথি শ্রীকৃষ্ণ,—যেই হও,—আজ তোমায় আমার কাছে থাক্‌তেই হবে। সহজে না থাক, বেঁধে রাখব! শঠ-শিরোমণি! তুমি অর্জ্জুন-সারথি শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয় ;—এতদিন ছদ্মবেশে কালো আমার কাছে ছিলে। কেন না কৌশলে আমাকে পাণ্ডবের শত্রু ক'রে আমার গৃহ-ছিদ্র জেনে, আমার সর্ব্বনাশ সাধন কর্‌বার উদ্দেশ্য। এমনি ক'রে কত জনের সর্ব্বনাশ ক'রে শেষে আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে এসেছিলে ?

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা! এত চেষ্টাতেও ত তোমার সর্ব্বনাশ সম্পূর্ণ ক'র্‌তে পার্‌লাম না! এখনও তোমার আমিত্ব নাশ ক'র্‌তে পারি নাই। দাদা! সর্ব্বনাশ সম্পূর্ণ কর। সর্ব্বেশ্বরে সর্ব্বস্ব দিয়ে সর্ব্বনাশের জীবনযুদ্ধে জয়লাভ কর। সম্পূর্ণ সর্ব্বনাশ যিনি কর্‌তে পেরেছেন সেই সর্ব্বজয়ী আদর্শ মহাবীর

তোমার সম্মুখে প্রতিযোদ্ধা বেশে দণ্ডায়মান। সর্ব্বনাশের এ সুযোগ ত্যাগ ক'রো না।

সুধন্বা। তবে দাঁড়াও ভাই, কালো! আমার সর্ব্বনাশের সাক্ষী স্বরূপ আমার সম্মুখে অর্জ্জুনের পাশে দাঁড়াও! আমি যুদ্ধ করি,—তুমি দেখ।

(শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনপার্শ্বে গমন)

সুধন্বা। (অর্জ্জুনের প্রতি) বীরবর! আসুন! অস্ত্রধারণ করুন। যুদ্ধ আরম্ভ করুন। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'য়েছে। এখন আমি অতি সহজে পরাজিত হ'ব।

অর্জ্জুন। তবে যুদ্ধেরইবা আবশ্যক কি? অনর্থক এমন পবিত্র শোণিত পাতে বসুন্ধরা কলঙ্কিত ক'রে কি লাভ? তুমি নিজ মুখে পরাজয় স্বীকার ক'রে আমাদের যজ্ঞাশ্ব প্রত্যর্পণ কর। ভদ্রাবতীর ভূষণ বীররাজবংশ অক্ষত থাকুক।

সুধন্বা। সে কি কথা ক্ষত্রিয়রত্ন? দু'দণ্ডের তরেও লোকে যে স্থানটিতে দাঁড়ায়, সেস্থান সে অপরিষ্কৃত বা গ্লানিময় করে না। আর আমি এত কাল যে উন্নত বংশে জন্ম গ্রহণ ক'রে প্রতিপালিত হয়েছি, সে বংশে গৌরবের পরিবর্ত্তে কলঙ্কের গ্লানি মাখিয়ে যাব? আপনি কৃষ্ণসখা, আপনার সবই সাজে। পরাজিত দেহ ল'য়ে আবার যুদ্ধ করচেন। আমি কৃষ্ণপ্রেমে ক্ষত্রিয় জীবন ল'য়ে ততদূর বিকারশূন্য হ'তে পারি নাই যে স্বহস্তে পরাজিত শত্রুর জয় ঘোষণা ক'রে বেড়া-

বার জন্য আপনার অনুগৃহীত জীবন বহন কর্‌ব। যুদ্ধ করুন, আপনার সারথি-সখাকে নিজ বীরত্ব দেখান। ক্ষমতা থাকে ত আমায় বধ করুন। কিন্তু আমি সত্য কথা বলি শুনুন;— সুধন্বা জীবিত পরাজিত হবে না।—মহারথ! আপনি আজ সুধন্বাকে বধ ক'র্‌তে পার্‌বেন সত্য, কিন্তু যুদ্ধে তাকে পরাজিত ক'র্‌তে পারবেন না। আমার কথা সত্য কি না পরীক্ষা করুন। সম্মুখে অনন্তের সাক্ষী শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমান!

অর্জ্জুন। ওঃ! কি স্পর্দ্ধা! কি অসহনীয় স্পর্দ্ধা! সখা শ্রীকৃষ্ণ! সাক্ষী থাক! আজ অর্জ্জুন-বীরত্বের শেষ দিন! (একটি ভল্ল ধারণ পূর্ব্বক) শোন সুধন্বা! এই অস্ত্র দেখ! আজ যদি এই অস্ত্রে তোমাকে বধ করতে না পারি তবে আমি স্বহস্তে তোমার সম্মুখে আত্মদেহ ধ্বংস ক'রব। পরাজিত গ্লানিময় জীবনের শেষ ক'রব! সুধন্বা! আত্মরক্ষা কর। দেখ, সখা শ্রীকৃষ্ণ! অর্জ্জুন বীরত্বের আর একটি কীর্ত্তি দেখ!

শ্রীকৃষ্ণ। সখা পার্থ! তুমি ও দেখ;—অহঙ্কারে ধর্ম্মহানি বলক্ষয়ের একটি উদাহরণ প্রত্যক্ষ দেখ।

সুধন্বা। শুনুন! পাণ্ডবনায়ক ধনঞ্জয়! আমিও প্রতিজ্ঞা ক'রচি ঃ—আপনার ঐ অস্ত্র আজ আমি ব্যর্থ কর্‌ব! যদি না পারি;—তবে যেন আমার জীবনব্যাপী সাধনা সিদ্ধ কৃষ্ণভক্তি নষ্ট হয়। এই আমার বর্ত্তমান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ। বীরবর! একটু অপেক্ষা করুন,—আমায় অর্দ্ধদণ্ডের অবকাশ দিন। (তূর্য্যধ্বনি) (হরিদাসের প্রবেশ) হরিদাস! একবার

রাজপুরীতে যাও! ত্বরিতপদে বায়ুগতিতে যাও! আমার পিতাকে যেয়ে বল,—"যে সুধন্বা পিতৃআজ্ঞা পালন করেছে। স্বচক্ষে দেখ্‌বেন, আসুন! বলো, যে বেলা যায়; ঘাটে নৌকা প্রস্তুত। কর্ণধার এসেছে। পারে যাবেন ত আসুন। যে যে যেতে চায় ল'য়ে আসুন।"—যাও। (হরিদাসের প্রস্থান) আসুন বীররত্ন! পুরুষত্বে পুরুষার্থ দেখান। প্রতিজ্ঞা পালন করুন। (যুদ্ধ)

অর্জ্জুন। (ভল্ল ধারণপূর্ব্বক) এই তোমার মৃত্যু অস্ত্র! সাবধান! আত্মরক্ষা কর। (ভল্লত্যাগ)

সুধন্বা। (অসি আঘাত দ্বারা ভল্ল ভূতলে পাতন) এই দেখুন,—আপনার অস্ত্র ব্যর্থ হ'ল কি না?

অর্জ্জুন। পাণ্ডব সখা কৃষ্ণ! এ কি এ? আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হ'ল না? এর অর্থ কি?

শ্রীকৃষ্ণ। অতি অহঙ্কারে বলবান দুর্ব্বল হয়। সখা! এ তোমার অহঙ্কারের ফল।

অর্জ্জুন। তবে দেখ সখে! আমি কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করি। তুমিও কৃষ্ণ, আজ হ'তে নিশ্চিন্ত হও। (নিজ বক্ষে তরবারির অগ্রভাগ স্থাপন) সাধু বীর সুধন্বা! শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তর ভক্ত! সুধন্বা! চেয়ে দেখ আমি আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি।

সুধন্বা। একটু অপেক্ষা করুন। আপনার নিক্ষিপ্ত অস্ত্র এখনও অচল বা গতিহীন হয় নাই; এখনও গতি আছে। ঐ দেখুন ধরাপৃষ্ঠস্থ মহাঅস্ত্র এখনও কম্পিত হচ্ছে। আমি

আমার সমুদয় শক্তিযোগে তাকে আমার আঘাতে নিরস্ত ক'রে রেখেছি ; যতক্ষণ না অস্ত্র গতিহীন হয়, ততক্ষণ তার ব্যর্থতা প্রমাণিত হবে না। পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! বোধ হয়, জানেন না যে আমি ইচ্ছামৃত্যু। আমি যোগবলে মৃত্যুকে ইচ্ছাধীন করেছি। আমার ইচ্ছা নয় যে আমার ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত বীরত্ব মন্দিরের উন্নত মস্তক নত করি। চিরজয়ী অর্জ্জুনের নামে পরাজয়ের কলঙ্ককালি লেপন ক'রব না। এই আমি আপনার নিক্ষিপ্ত অস্ত্র হৃদয়ে ধারণ ক'রে প্রাণায়াম যোগে সমাধি গ্রহণ করলাম!—(অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত অস্ত্র বক্ষে ধারণপূর্ব্বক) নম নারায়ণ! নম নারায়ণ!! নম নারায়ণ!!! (মৃত্যু)

(সহসা পশ্চাদ্দিক হইতে সুরথের প্রবেশ
এবং সুধন্বার দেহ ধারণ)

সুরথ। কোথা যাও অগ্রজ দেব! জীবনের সখা! মরণের সহচর! সুরথের দেহ থাক্‌তে ভূতলে কেন? এস ভাই! ভূতলে কেন? ইষ্টদেব, আমার এই রথতলে দেহরক্ষা ক'রে একবার বিশ্রাম কর! নয়নের শেষ দৃষ্টিতে সাক্ষী হয়ে একবার তোমার বড় ভালবাসার সুরথের প্রতিহিংসার যুদ্ধ দেখ! দুই ভাই এক কর্ম্ম-ক্ষেত্রে এক পথে এসেছি। আবার দুই ভাই, এক সঙ্গে সেই এক পথে ফিরে যাব। তুমি আগে আমায় ফেলে কোথায় যাবে? গুরুদেব! স্থির হ'য়ে ব'সে

তোমার শিষ্যের যুদ্ধ দেখ। (সযত্নে সুধন্বার দেহ রক্ষা) (অর্জ্জুনের প্রতি) অর্জ্জুন কে, তুমি? আমার ভ্রাতৃদেবহন্তা তুমি? মানবদেহধারী দেব হত্যা করেছ, তা বুঝেছ? তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব—তোমার মত শত শত অর্জ্জুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবকে হত্যা করেছ। শ্রীকৃষ্ণের উপরোধে ছলপূর্ব্বক হত্যা করেছ! তা' বুঝ্‌তে পেরেছ? কুরুক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতার তৃপ্তিসাধন না ক'রতে পেরে, এতদূর পর্য্যন্ত এসেছ! সুকুমার কোমল দেহ খুঁজ্‌তে এতদূর পর্য্যন্ত এসেছ। শ্মশানের শকুনি শৃগালেরাও রক্তপিপাসা শান্ত ক'রে, এতদিন নিজস্থানে ফিরে যেতো। তোমার রক্তপিপাসা তাদের অপেক্ষাও অধিক?

অর্জ্জুন। তুমি সুধন্বার কনিষ্ঠ সহোদর সুরথ?

সুরথ। ভ্রাতৃত্ব, দাম্পত্য, অপত্য—এ সমুদয় কোমল সম্বন্ধের সন্ধান কেন তোমার? তুমি নরঘাতক, নররক্তজীবী অসুর! মানুষের কোমল বৃত্তির তত্ত্বজিজ্ঞাসায় আবশ্যক কি তোমার? আমার নাম সুরথ! আমি সুধন্বা হত্যার প্রতিহিংসা প্রার্থী সুরথ! তোমার আজীবনবর্দ্ধিত পাপরাশির শাসনকারী দণ্ডবিধাতা সুরথ আমি!

অর্জ্জুন। তুমি কোন্ ছলনা কৌশল অবলম্বন ক'রে, কোন্ গুপ্তপথে আমার সম্মুখে এসেছ? কোন্ ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে অদ্বিতীয় যোদ্ধাগণ পরিরক্ষিত পাণ্ডবসৈন্য ব্যূহ ভেদ ক'রতে সক্ষম হয়েছ?

সুরথ। যে কৌশলে তুমি ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বধ করেছ,

শ্রীকৃষ্ণের যে কৌশলে জয়দ্রথ বধে সমর্থ হয়েছ, সে সমুদয় ঘৃণিত কৌশলের শিক্ষা অন্য ক্ষত্রিয় বীরসমাজে প্রচলিত নাই! আমার কৌশল সম্মুখ যুদ্ধ। এই দেখ, তোমার অদ্বিতীয় যোদ্ধাগণের পরাজয় চিহ্ন। এই ধর তোমার প্রথম সেনাপতি বৃষকেতু কামদেবের উষ্ণীষ আর কণ্ঠহার! এই ধর তোমার দ্বিতীয় সেনাপতি যাদববীর সাত্যকীর তরবারি! আর এই আমার কর্ণে তোমার অগ্রজ বীর ভীমসেনের কুণ্ডল! (উষ্ণীষ, কণ্ঠহার, তরবারি ও কুণ্ডল ভূতলে রক্ষা) তোমরা কুরুক্ষেত্র প্রত্যাবৃত্ত বীর। ছল চাতুরী মিথ্যা কথা তোমাদের স্বভাব। সেই জন্য তোমাদের বীরগণের পরাজয় নিদর্শন সংগ্রহ করেছি। ঐ দেখ, তাঁরাও উপস্থিত হয়েছেন। সকলকে আমার কৌশলের পরিচয় জিজ্ঞাসা কর।

(ভীম, সাত্যকী এবং তৎপশ্চাৎ বৃষকেতু কামদেবের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। মধ্যমাগ্রজ দেব! আপনারা সত্যই কি সকলে একে একে সুরথের যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন?

ভীম। একে একে নয় অর্জ্জুন। সুরথ—একাকী একেবারে আমাদের চারিজনের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে জয় লাভ করেছে। আমাদের পরাজয়ের চিহ্ন স্বরূপ ঐ সব নিদর্শন দান করেছি। সুরথ সুধন্বা অপেক্ষা চতুর্গুণ বীরত্ববান্ দুর্জ্জয় মহাবীর একথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করচি। বীরের সম্মান বীরের প্রাপ্য বস্তু। বীরকে প্রাপ্য সম্মান দানে বিমুখ হওয়া বীরধর্ম্ম নয়।

অর্জ্জুন। অসম্ভব! কল্পনার অপেক্ষাও অসম্ভব। আমাকে চমৎকৃত কর্‌বার জন্য আপনারা বোধ হয় কোন প্রকার ষড়যন্ত্র করেছেন!

সুরথ। অসম্ভব কি সম্ভব একবার স্বয়ং স্বহস্তে পরীক্ষা কর না? বীরত্ব কোথায় দেখেছ? কুরুক্ষেত্রে? কুরুক্ষেত্রে বীর কে? কুরুক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণের পুতুল খেলার ক্ষেত্র। বীরত্বের বিন্দুমাত্র বিরাজিত ছিল, বৃদ্ধবীর ভীষ্মের দেহে। তারই প্রভাবে তিনি, অর্জ্জুন! তোমার সঙ্গে যুদ্ধকালে প্রতিদিন প্রতিজ্ঞা ক'রে তোমার দশ সহস্র সৈন্য ধ্বংস করতেন। তুমি একদিনও সে প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ কর্‌তে পেরেছিলে? তুমি মনে কর কি কুরুক্ষেত্রে তুমি যুদ্ধ করেছিলে? জ্ঞাতিরক্তে ব্রাহ্মণ-গুরুর রক্তে নিজের রক্তপিপাসার তর্পণ করেছিলে! সম্মুখ ন্যায়যুদ্ধের কি জান তুমি? সে যুদ্ধ জীবনে কখনও দেখ নাই। যদি তুমি আমার সমকক্ষ যোদ্ধা হ'তে তবে তোমাকে আজ সে যুদ্ধের ছায়ামাত্র দেখাতাম! যা' হোক! তুমি এস! আমি তোমাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করছি। কি করি স্থির থাক্‌তে পার্‌ছি না। ভ্রাতৃহত্যার প্রতিহিংসায় হৃদয় অস্থির হয়েছে; কথঞ্চিৎ তৃপ্তি সাধন করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে অধিক-ক্ষণ যুদ্ধ করতে পাব না! তুমি আমার সঙ্গে দ্বিতীয় পরিক্রমণেই পরাজিত হবে। সত্য মিথ্যা এই দেখ! অস্ত্র ধর! প্রস্তুত হও।

অর্জ্জুন। কি আশ্চর্য্য! কোন্ সাহসে বালকের এতদূর ঔদ্ধত্য? উন্মাদ নাকি? (অস্ত্রধারণ)

(যুদ্ধ)

সুরথ। অর্জ্জুন! তোমার তরবারি অকর্ম্মণ্য হয়েছে। দ্বিতীয় অস্ত্র গ্রহণ কর।

অর্জ্জুন। (দ্বিতীয় তরবারি গ্রহণ)

(যুদ্ধ)

সুরথ। অর্জ্জুন! তোমার দক্ষিণ হস্ত দুর্ব্বল হয়েছে। তুমি সব্যসাচী। বাম হস্তে অসি গ্রহণ কর। নচেৎ আহত হবে।

অর্জ্জুন। (তথাকরণ) (যুদ্ধ)

সুরথ। আর না অর্জ্জুন, ক্ষান্ত হও। তোমার উভয় হস্ত অবশ হয়েছে। এখন যুদ্ধ কর্‌লে সাংঘাতিক রূপে আহত হবে। এই বাহুতে গাণ্ডীব ধর? জানি না তোমার সে দৈব-বলের কখন কেমন মহিমা!

শ্রীকৃষ্ণ। (সুরথের প্রতি) দাদা! চেয়ে দেখ দেখি আমি কে?

সুরথ। এ কি ভাই? কালো? তুমি এখানে? আমি এতক্ষণ ভাবছিলাম তুমি অর্জ্জুন-সারথি শ্রীকৃষ্ণ। যেন সেই রকমটি সেজেছ! যুদ্ধ দেখতে এসেছ, চঞ্চল?

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ দাদা! তুমি এমন মহাবীর তা' আমি আগে জান্‌তাম না।

সুরথ। ভাই! কালোরে! ঐ দেখ সুধন্বাসূর্য্য মধ্যাহ্নে অস্তগত হয়েছেন। আর যে তোমায় আমায় আবার

দেখা হবে সে আশা আর আমার নাই। আমি যাত্রা ক'রে এসেছি।

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা! আমি কোথায় যাব? এ নিরাশ্রয় বালকের গতি কি হবে?

সুরথ। ভাই কালো! তোমার মধুর স্বভাবের গুণে তোমার আশ্রয়ের অভাব হবে না। তোমার হৃদয়ে ভালবাসার চুম্বক আছে। যেখানে থাক, তোমার ভালবাসার অভাব হবে না। কিন্তু ভাই! আমাদের দু'ভাইকে মনে রেখো। লোকে আমাদের কথা জিজ্ঞাসা করলে ব'ল, যে সুধন্বা সুরথ দুটি ভাই শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত পাণ্ডবের স্বার্থসাগরে ভেসে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবকে শ্রেষ্ঠ কর্‌বার জন্য যত শ্রেষ্ঠকে নষ্ট করেছেন, তার মধ্যে আমরা দু'ভাই অন্যতম! অনেক কথা বল্‌বার ছিল; কিন্তু সময় নাই। তুমি একদিন আমার বিভা সেজেছিলে মনে আছে। যেখানে থাক সেই বালিকাকে এক এক বার দেখা দিও। আর না কালো! আসি এখন!

শ্রীকৃষ্ণ। আমার কাছে, দাদা! একটি বিষয়ে ঋণী আছ, মনে আছে?

সুধন্বা। মনে আছে ভাই! কিন্তু ঋণমুক্তির সময়ও নাই, উপায়ও নাই।

শ্রীকৃষ্ণ। সময়, উপায়, উভয়ই আছে। যুদ্ধ কর, সময় হ'লেই বলব!

সুরথ। (অর্জ্জুনের প্রতি) অর্জ্জুন! তুমি শ্রীকৃষ্ণের যত্নে বীরনামে সংসারে পরিচিত। কিন্তু তোমার সঙ্গে তুলনায় আমার বর্ত্তমান অবস্থা অনেক হীন! তুমি আক্রমণকারী; আমরা আক্রান্ত। আমি জ্যেষ্ঠ সহোদর সুধন্বার বিয়োগে ভগ্নহৃদয়;—তুমি কুরুক্ষেত্রজয়ী গৌরবান্বিত ঐশ্বর্য্যবান্। আমি ক্ষত্রিয় সন্তান। আমার একটি যুদ্ধ সাধ পূর্ণ কর। আমি পুনরায় তোমাদের সকলকে একযোগে আহ্বান করছি। তোমাদের পঞ্চজন বীর—ভীমার্জ্জুন, সাত্যকী, বৃষকেতু, কামদেব এই পঞ্চ জন বীরের সঙ্গে আমি একযোগে একাকী যুদ্ধ করব। ভ্রাতৃহিংসার প্রতিহিংসায় আমার হৃদয়ে মৃত্যু-যন্ত্রণা অপেক্ষা শতগুণ তীব্র যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে। আমি জীবিত দেহে এ জীবনে সুস্থির হ'তে পার্ব না। দয়া ক'রে আমাকে ভ্রাতৃহীন যন্ত্রণাময় জীবন ভার হ'তে মুক্তিদান কর। এস! সকলেই প্রস্তুত হও। তোমরা কলঙ্কের ভয়ে আমার প্রস্তাবে অস্বীকার করলেও আমি যে কোনপ্রকারে হোক্—সকলকে অপমানসূচক অস্ত্রাঘাত ক'রে কিম্বা অন্য প্রকারে হোক্,—আমিই আমার প্রস্তাবিত প্রণালীতে যুদ্ধের সূত্রপাত করব! অতএব ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া যুদ্ধারম্ভ কর। (একবারে সকলকে আক্রমণ)।

ভীমার্জ্জুন, সাত্যকী বৃষকেতু ও কামদেবের সহিত সুরথের যুদ্ধ।

বৃষকেতু }
কামদেব } (অস্ত্রত্যাগপূর্ব্বক অধোমুখে অবস্থান)

সাত্যকী। বীরকুমার সুরথ! আমার হস্ত দুর্ব্বল হ'য়েছে, আর আমি যুদ্ধ কর্‌তে ক্ষমবান্ নই। আমি অস্ত্রত্যাগ করলাম। (অস্ত্রত্যাগ)

ভীম। কুমার! আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি!—আমি পরাজিত। (অস্ত্রত্যাগ)

অর্জ্জুন। (নীরবে অস্ত্রত্যাগ)

শ্রীকৃষ্ণ। (সুরথের হস্তধারণপূর্ব্বক একটু দূরে গমন) দাদা! এই আমার সুযোগ। এই আমার সময়। তুমি এক দিন প্রতিজ্ঞা করেছিলে আমার তিনটি কথা রাখ্‌বে। দুইবার দু'টি কথা রেখেছ। আজি এই শেষ দিন শেষ কথাটি রাখ।

সুরথ। আমি প্রতিজ্ঞা অবশ্য পূর্ণ ক'র্‌ব। বল ভাই! তোমার শেষ কথাটি কি? আমি এখনই পূর্ণ ক'র্‌ব।

শ্রীকৃষ্ণ। নিশ্চয়? সত্য?

সুরথ। (শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে হাত দিয়া) সত্য! সত্য!! সত্য!!!

শ্রীকৃষ্ণ। অজিত বীরকুমার! তুমি স্বেচ্ছায় সরল মনে বর্ত্তমান যুদ্ধে অর্জ্জুনের হস্তে প্রাণত্যাগ কর।

সুরথ। তথাস্তু!—এস অর্জ্জুন! আর একবার যুদ্ধ কর। এইবার তোমাকে জয় ক'র্‌ব। এই তৃতীয় যুদ্ধে তোমার শত্রু-ক্ষয় হবে। এস! (শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুনের পার্শ্বে দেখিয়া) একি ভাই কালো? তুমি অর্জ্জুনের পার্শ্বে কেন? আশ্রয়হীন হবার পূর্ব্বেই আশ্রয় গ্রহণ করেছ? আশ্রয়দাতার প্রাণহন্তার

কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছ ? তুমি কে ? সত্য বল। কৃতঘ্ন ! অকৃতজ্ঞ ! তুমি কে ?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি তোমাদের প্রতিপালিত সেই কালো ! আমি অর্জ্জুনের সারথি কৃষ্ণ !

সুরথ। তা'হোক। তুমি চতুররাজ ! শঠশিরোমণি, চাতুরী ছলনা তোমাতেই সাজে। আমি স্বেচ্ছাকৃত সত্য অবশ্যই পালন ক'রব। এস অর্জ্জুন ! আর সন্দেহ ক'র না। আমার মিথ্যা চিন্তা, মিথ্যা কর্ম্মের সময় নাই। (সুধন্বার মৃতদেহ লক্ষ্য করিয়া) একটু দাঁড়াও দাদা। আর আমি বিলম্ব ক'রব না। আমি তোমার অকৃতজ্ঞ অনুজ নই। অর্জ্জুন ! অর্জ্জুন ! স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছ ? আমার অক্ষত দেহের মৃত্যুযন্ত্রণা দেখছ ? এস ! যুদ্ধারম্ভ কর। আর না হয় বল,—আমি অস্ত্রদ্বারা তোমাকে আহ্বান করি ! এস ! এস !! (অর্জ্জুনকে আক্রমণ)

(যুদ্ধ—সুরথের পতন এবং ধীরে ধীরে
সুধন্বার মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক শয়ন এবং মৃত্যু)

শ্রীকৃষ্ণ। সখা ! ধনঞ্জয় ! তোমার অনায়াসলব্ধ অসাধনা-সিদ্ধ সৌভাগ্য-ভোগে যে অহঙ্কার জন্মেছিল, তার পরিণাম এই স্বচক্ষে দেখ্‌লে ত ? শ্রেষ্ঠ হ'তে শ্রেষ্ঠতর আছে ; বীর হ'তে মহাবীর আছে ; ভক্ত হ'তে পরম ভক্ত আছে ;—তা' আজ প্রত্যক্ষ দর্শন কর্‌লে ত ? দেখ দেখি সখা ! তোমার একটি ভ্রম দূর

ক'র্‌তে যেয়ে কি ভয়ানক নিষ্ঠুর কার্য্য নির্ব্বাহ কর্‌তে হ'ল। এখনও নিষ্ঠুরতার শেষ দৃশ্য উপস্থিত হয় নাই। অর্জ্জুন, প্রস্তুত হও। বুকে পাষাণ বাঁধ। নয়নে উত্তপ্ত মরুভূমির বালুকারাশি চাপা দাও। অভিমন্যু বধের যুগল-দৃশ্য একসঙ্গে দর্শন কর।

অর্জ্জুন। একি কথা সখে! আজ আবার নূতন কথা বলছ কেন? কুরুযুদ্ধের পূর্ব্বে আমি গুরুজ্ঞাতি বধ পাপের ভয়ে অস্ত্রত্যাগ করলে উভয় সৈন্যের মধ্যস্থানে দাঁড়িয়ে তুমি না আমায় ব'লেছিলে; যে—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং
ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

(সিন্দুর পাত্র ও মুক্তকঙ্কণহস্তে বিধবার বেশে প্রভাবতী ও বিভাবতীর প্রবেশ এবং সর্ব্বপশ্চাৎ সালঙ্কারা কুবলয়ার প্রবেশ)

(কিঞ্চিদ্দূরে শরীররক্ষক হরিদাসের অবস্থান)।

গীত

প্রভাবতী }
বিভাবতী }

হেররে নয়ন, নর নারায়ণ,
পুণ্য সনে ধর্ম্ম একত্র মিলন।
শোণিত তর্পণে, অশ্রুনীর সনে,
এস সবে করি চরণ বন্দন

প্রভাবতী। চেয়ে দেখ বিভা ঐ ধনঞ্জয়,
বিভাবতী। কালরূপে যাঁর এ দেশে উদয়,
অর্জ্জুন। (উত্তরীয় বসনে নয়নাবরণ)
উভয়ে। ওহে মহাত্মন্, ঢেকোনা নয়ন,
চেয়ে দেখ নিজকীর্ত্তিনিদর্শন ॥
প্রভাবতী। ভদ্রাবতী রাজ্যে চন্দ্রসূর্য্য যাঁরা,
(সুধন্বা সুরথের মৃত দেহ লক্ষ্য করিয়া)
বিভাবতী। দ্বিপ্রহরে আজ অস্তগত তাঁরা
উভয়ে। কাল রাত্রি বেশে, কেন তুমি এসে,
ঘোর অন্ধকারে ঘেরিলে গগন ॥
উভয়ে। তব পুণ্য যজ্ঞ পূর্ণ হবে ;—
শত বিধবার সহস্র মাতার, নিত্য হাহাকার রবে ॥
প্রভাবতী। আমরা এ দুটি বালিকা ভগিনী,
বিভাবতী। তব পুণ্য তরে চির অভাগিনী,
উভয়। (এই) সিন্দূর কঙ্কণ, সধবার ভূষণ,
উপহার নাও তবে ॥
উভয়। অভিমন্যু পুত্র তব পড়ে কি মনে ?
সমান বেদনা সবার প্রাণে।
প্রভাবতী। বিধবা কিশোরী উত্তরা সুন্দরী,
বিভাবতী। মনে ভেবে তাঁরে, হের আমা দু'জনারে,
উভয়। দেখ দেখি জলবিন্দু আসে কি নয়নে ?
অর্জ্জুন। (অশ্রুমোচন)
প্রভাবতী। কি আর বলিব তুমি ভাগ্যবান,
বিভাবতী। কুরুরাজপুরী করেছ শ্মশান,

উভয়। সতীর নিশ্বাসে, রাজ সুখ বাসে,
শান্তি-তৃপ্তি প্রাণে পাবে না কখন ॥

কুবলয়া। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) কালো! স্বস্থানে এসে বিশ্রাম লাভ করেছ? বঁধু হে! আর কেন? চল বৃন্দাবনে যাই। আজ সুখময়ী রাসপূর্ণিমা তিথি! অনেক দিন বঁধু রাসলীলা দেখি নাই। চল! ঐ চেয়ে দেখ! কুলত্যাগিনী পাগলিনী গোপকুলাঙ্গনাযুগল তোমার প্রেমে জীবনজ্বালা জুড়াতে এসেছে। বঁধু! তাদের চরণাশ্রয়ে স্থান দাও। আজ এরা সত্যই কুলত্যাগিনী। প্রেমময় বঁধু হে! আমি তোমার প্রেম-মহিমা ঘোষণা ক'রে তোমার দূতীর কার্য্য সাধন করছি! এই কিশোরী যুগলের প্রেমময় হৃদয় বড় কোমল। এরা প্রকৃত প্রেমিকা। তোমার অনন্ত প্রেমের দুটি বিন্দু, এঁদের শূন্যহৃদয়ে দান কর। এরা অসার সংসারবঁধুর আশ্রয়ত্যাগিনী হ'য়ে, নিত্য শাশ্বত সনাতন বঁধুর প্রেমের আশায় এসেছে! প্রেমময়! প্রেমিকার প্রেমের আশা পূর্ণ কর। (প্রভা ও বিভারপ্রতি) এস প্রভা! এস বিভা! প্রেমময়ের চরণে আত্মসমর্পণ কর। (শ্রীকৃষ্ণের পাদমূলে তিন জনের প্রণাম এবং সুধন্বা সুরথের পদ-দ্বয় ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক প্রভা ও বিভার উপবেশন)

(অঞ্চলাবৃতনয়না রাণীর প্রবেশ)

রাণী। (উদ্দেশে উচ্চৈঃস্বরে) ভদ্রাবতী রাজ্যের জীবিত প্রাণী এখানে কেহ উপস্থিত আছ?

হরিদাস। (অগ্রসর হইয়া) আমি আছি মা! আমি হরিদাস।

রাণী। হরিদাস! নরনারায়ণ কোথায়? আমাকে তাঁদের সম্মুখে ল'য়ে চল।

হরিদাস। এই যে মা! তাঁরা আপনার সম্মুখে। মুখের অঞ্চল দূর করুন; দেখতে পাবেন।

রাণী। নরনারায়ণ! কৈ? কোথায় তোমরা? আমি মুক্ত নয়নে স্পষ্ট দৃষ্টিতে তোমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রব না। আজ আমার নয়ন-যুগলে পুত্র-শোকের মূর্ত্তিমান অনল জ্বল্‌ছে। যাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রব তিনি ভস্মীভূত হবেন। সাবধান, নরনারায়ণ! তোমরা সকলে বিমুখ হ'য়ে অবস্থান কর। রণস্থলে পাণ্ডবপক্ষীয় যাঁরা উপস্থিত আছেন; সকলেই বিমুখ হ'য়ে অবস্থান করুন। সতীর বাক্য! সুধন্বা সুরথের মাতার বাক্য! বর্ণমাত্র মিথ্যা নয়!

(শ্রীকৃষ্ণ, ভীমার্জ্জুন, সাত্যকি, কামদেব ও বৃষকেতুর বিমুখ ভাবে অবস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। (অর্জ্জুনের প্রতি) সখে! রাণী নারায়ণীর কথা মিথ্যা নয়! সত্যই তাঁর নয়নে আজ অনলদেবের আবির্ভাব হ'য়েছে। এ অনল নির্ব্বাপণের উপায় চিন্তা কর। নতুবা পাণ্ডবপক্ষীয় সকলেই ভস্মীভূত হ'বে।

অর্জ্জুন। সখে! এ অনল নির্ব্বাপণের উপায় তুমি চিন্তা

কর! আমি বর্ত্তমান দৃশ্য দেখে আত্মহারা ও স্তম্ভিত হ'য়ে জড়ের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছি। সত্যই রাণীর শরীরে অনলতেজ অনুভূত হচ্ছে! সখে! এ বিপদে রক্ষা কর; উপায় স্থির কর।

শ্রীকৃষ্ণ। সখে! এ অনলতেজ শান্তির অন্য উপায় নাই। এস! তুমি আমি নির্ব্বিকার সরলমনে পুত্রশোকাতুরা রাণীকে মাতৃ সম্ভাষণে সম্বোধন করি। এই মাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। আরও বলি; মনে রেখো, মাত্র সম্ভাষণ নয়—রাণী নারায়ণীকে কুন্তীদেবীর দ্বিতীয়া মূর্ত্তি মনে ক'রে, আজ হ'তে চির জীবনের মত তাঁর পুত্রস্থানীয় হও। তা'হলে বর্ত্তমান নিষ্ঠুর পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হবে। এস!—

শ্রীকৃষ্ণ। (রাণীর সম্মুখে যাইয়া) মা! মা!

অর্জ্জুন। (রাণীর সম্মুখে যাইয়া) মা! মা!

রাণী। (সবিস্ময়ে) একি? একি? এ যে সুধন্বা সুরথের কণ্ঠস্বর! সেই মধুর স্বরের মা, মা শব্দ! কে তোমরা? কে আমায় মা বলে ডাক্‌লে? স্নেহের পুত্র সুধন্বা সুরথ! তোমরা কি আমার জন্য তোমাদের সেই মধুর স্বর কারও কাছে রেখে গিয়েছ, বাবা!

শ্রীকৃষ্ণ। মা! আমরা দুজন কৃষ্ণার্জ্জুন! মা! তোমার সুধন্বাসুরথের ভিন্ন মূর্ত্তি কৃষ্ণার্জ্জুন! তোমার পুত্রেরা সাধু মহাপুরুষ, অমর, আজ ভিন্ন মূর্ত্তি ধ'রে তোমার অঞ্চল ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে মা! চেয়ে দেখ! যুগল পুত্রকে স্নেহ সম্ভাষণ কর।

রাণী। (নয়ন মেলিয়া অঞ্চলাপসরণ পূর্ব্বক) হরি! হরি! এ যে সেই নরনারায়ণ মূর্ত্তি কৃষ্ণার্জ্জুন! আমার পুত্রহন্তা কৃষ্ণার্জ্জুন। সত্য যদি তোমরা আমার সুধন্বা সুরথ, তবে আমার পুত্রহন্তার মূর্ত্তিতে কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার পুত্রহত্যা পাপের ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য মা!

রাণী। সত্য বল! নরনারায়ণ আমার পুত্রহন্তা হ'তে পারেন; কিন্তু মিথ্যাবাদী হ'তে পারেন না। সত্য বল! সত্য বল! সত্যই কি তোমরা আমার মৃত পুত্র সুধন্বা সুরথ?

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ মা! সত্য বল্‌ছি!—তোমায় স্পর্শ ক'রে সত্যকথা বল্‌ছি;—আজ হ'তে কৃষ্ণার্জ্জুন তোমার সুধন্বা সুরথ! মা! মা!! মা!!! সত্য! সত্য!! সত্য!!!

(উদ্‌ভ্রান্তভাবে রাজা হংসধ্বজের প্রবেশ এবং স্তম্ভিতের
ন্যায় নীরবে, নিষ্পন্দভাবে দণ্ডায়মান;
রাণীর কিঞ্চিদ্দূরে অবস্থান)

রাজা। অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! পুণ্যময় পুরুষ স্বয়ং নারায়ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থ্যে ইন্দ্রপ্রস্থে অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। আজ সে পুণ্যগর্ভ যজ্ঞ তোমার পূর্ণ হ'ল ত? আমিও নরনারায়ণ দর্শনের জন্য, নরনারায়ণের প্রীতির জন্য স্বয়ং পুত্রমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলাম। এখন বল দেখি নরনারায়ণ! আমার পুত্রমেধ যজ্ঞ পূর্ণ হয়েছে কি না? অর্জ্জুন! তুমি যজ্ঞেশ্বর। বল যজ্ঞেশ্বর! আমার যজ্ঞে প্রসন্ন হ'য়েছ কি?

বল দেখি,—কা'র যজ্ঞে 'উৎসর্গের মূল্য অধিক ? তোমার ? না আমার ? তোমার যজ্ঞের উৎসর্গ একটি সামান্য মূল্যের অশ্ব ! আর আমার উৎসর্গ দেখ দেখি ! অমূল্যরত্ন ! ত্রিজগদ্দুর্ল্লভ অমূল্যরত্ন ! অমূল্যনরকুলরত্ন ! আমার শেষ জীবনের অবলম্বন ! আমার সর্ব্বস্ব সারধন দুটি 'পুরুষরত্ন ! ওহো ! রত্ন বলে রত্ন ! কোন্ ভাগ্যবান রাজরাজেশ্বরের ভাণ্ডারে এ হেন রত্ন আছে ? অর্জ্জুন ! রাজসূয়যজ্ঞ পূর্ণ ক'রতে পৃথিবীর সমুদয় রাজভাণ্ডার মন্থন করেছিলে ;—অনেক যত্নে একটি মাত্র রত্ন লাভ করেছিলে, সেটিকে পিতৃরাজ্য উদ্ধার যজ্ঞে উৎসর্গ করে যজ্ঞপূর্ণ করেছিলে,—সেই রত্নটিকে যে স্থানে রাখ্‌তে সেই বুক খানায় একবার হাত দিয়ে দেখ দেখি ! অন্যের বুকের শূন্য ভাব তোমার অপেক্ষা দ্বিগুণ শূন্যভাব এখনও বুঝ্‌তে পার কি না ?

অর্জ্জুন। মহারাজ !

রাজা। নিরস্ত হও; মহাপুরুষ ! নিরস্ত হও। কি ? আমাকে প্রবোধ দিয়ে সান্ত্বনা ক'রতে ইচ্ছা কর ? তার পূর্ব্বে একবার আত্মকথা স্মরণ কর। তুমি বলবান মহারথ। শ্রীকৃষ্ণ সারথির ছলনা-সাহায্যে সূর্য্যাস্তের চারিদণ্ড পূর্ব্বে সন্ধ্যার আবির্ভাব ক'রে জয়দ্রথ বধ করেছিলে ! আর আমি দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র, তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে, যুগল পুত্ররত্নহন্তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁকে আমার যজ্ঞেশ্বর নরনারায়ণ বলে স্তব ক'রচি ! ওহো ! কি অসার, কি অসার আমি ! হৃদয়ে প্রতিহিংসার সঞ্চার ! ধিক্ ! ধিক্ আমায় ! (ক্ষণেক স্থির হইয়া)

নর-নারায়ণ ! আমায় ক্ষমা কর। এখনও মানবত্ব, অসার মানবত্ব ভুল্‌তে পারি নাই। যে নরনারায়ণ মূর্ত্তি দর্শন ক'রব বলে এমন দুঃসাধ্য যুগল পুত্রমেধযজ্ঞ পূর্ণ ক'রলাম,—সেই মূর্ত্তির দুর্ল্লভ দর্শন লাভ করেও অসার আসুরিক ভাব,—পুত্রহত্যার প্রতিহিংসার ভাব ভুল্‌তে পারলাম না ! দেব নরনারায়ণ ! আমায় ক্ষমা কর। আমি সত্য কথা বল্‌ছি,—আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈষ্ণব ;—আমার রাজ্য বৈষ্ণবের ব'লে বিখ্যাত। আমি মিথ্যাবাদী নই। সম্মুখে ঐ নারায়ণ মূর্ত্তি সাক্ষী,—আমি মিথ্যাবাদী নই। আমি নরনারায়ণ দেব দর্শন ক'রব বলে এই যুদ্ধ আমন্ত্রণ করেছিলাম। আমার সেই অভিলাষ সম্পূর্ণ ক'রতে, আমার দু'টি পুত্র আত্মদান করেছে ! বল,—এখন বল দেব নরনারায়ণ ! আমার সংসারমুক্তিলাভ হবে কি না ?

রাণী। (অগ্রসর হইয়া) মহারাজ ! কা'কে অনুযোগ ক'রচ ? কা'র কাছে দৈন্য দেখাচ্ছ ?—তোমার নরনারায়ণ আমার পুত্র হয়েছেন ! আমার সুধন্বাসুরথের বিনিময়ে আমি কৃষ্ণার্জ্জুন,—তোমার নরনারায়ণকে সুধন্বাসুরথের স্বরূপ পুত্র লাভ করেছি। মহারাজ ! পুত্রশোক বিস্মৃত হও ! তুমি সুধন্বা-সুরথ দান ক'রে শতগুণ শ্রেষ্ঠ সুধন্বাসুরথকে পেয়েছ। আমরা অর্থ দিয়ে পরমার্থ পেয়েছি। বিসর্জ্জন দিয়ে প্রতিষ্ঠাকে পেয়েছি। (কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রতি) বাবা ! নরনারায়ণ পুত্র আমার ! শোকার্ত্ত স্বামীকে আমার, আমার ভাগ্যগৌরব প্রত্যক্ষ দেখাও। আবার সেই ভাবে সুধন্বাসুরথের মত আবার

সেই ভাবে,—আমায় মা, মা, বলে ডাক। আমার স্বামী সম্মুখে, আমায় স্বর্গের ছবি দেখাও!

শ্রীকৃষ্ণ। মা! মা!

অর্জ্জুন। মা! মা!

শ্রীকৃষ্ণ } (রাজার প্রতি) পিতঃ! আমাদের পিতৃসম্ভাষণ
অর্জ্জুন } গ্রহণ করুন! (প্রণাম)

রাজা। (কৃষ্ণার্জ্জুনের হস্তধারণ পূর্ব্বক) নরদেহে স্বর্গপতি দেবরাজ ইন্দ্রভাগ্য আজ আমার! আজ নরপুত্র বিনিময়ে আমি দেবপুত্র লাভ ক'রলাম! চল, রাণী! পুত্র লয়ে ঘরে যাই।

কুবলয়া। বাবা, এতদিন পুণ্যের সংসার তোমার রাজ সংসারে ঐহিক সুখ ভোগ করেছ! আজ চল, সেই গৃহ সংসারে কৃষ্ণের সংসার প্রতিষ্ঠা ক'রে পারত্রিক পরমার্থ সুখ লাভ কর। আজ ধরাধামে বৃন্দাবন ধামের আবির্ভাব হবে। বাবা! ধরাধামে ইহ সংসারে যার শ্রীকৃষ্ণমুখী ভক্তি আছে, তার পরিণামে বৃন্দাবন ধামে শ্রীকৃষ্ণের সংসারে পুণ্যলোক প্রাপ্তি হবে। চল বাবা! গৃহে যেয়ে বৃন্দাবন দৃশ্য দেখ্‌বে চল!

রাজা। মা কুবলয়া! তুমি আমার কন্যারূপে মূর্ত্তিমতী ভক্তি। আজ মা তোমা হতে আমার পরমার্থ পরম পদ লাভ হ'ল। (হরিদাসের প্রতি) হরিদাস!

হরিদাস। আজ্ঞা করুন।

রাজা। হরিদাস! আমি আজ হ'তে পার্থিব সম্বন্ধ ত্যাগ করলাম। আমার বর্ত্তমান পুরোহিত রমণলালকে

আমার ভদ্রাবতী রাজ্য দান করলাম। এ রাজ্য এখন হ'তে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে তাঁর! আর তুমিও পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে এ রাজ্যের রক্ষক, সেনাপতি, মন্ত্রীস্বরূপ অর্দ্ধাংশ ভোগ করবে। আমাকে ইহজীবনের মত বিদায় দাও!

(নন্দীর প্রবেশ)

গীত

কেন রে কামনা,—বিফল বাসনা,
এ সংসার, নয় তোমার, তোমার শুধু যাতনা,—
যাঁর সর্ব্বস্ব তাঁরে দিয়ে কর তাঁর সাধনা॥
যিনি বিশ্বেশ্বর, তিনি যাদুকর,— যাদু করা পুতুল আমরা)
তিনি কর্ম্মসূত্র ধ'রে, খেলান শূন্য ভরে, যার যেমন সূত্রযোজনা॥
প'ড়ে মায়ার ফাঁদে, মরি হেসে কেঁদে, সবই তাঁর খেলার রচনা;—
সেই খেলার ছলে, যাব যেদিন চলে, সঙ্গে কেহ যাবে না,—
তবে কেন মায়া, কেন ধর ছায়া, (তবে কেন বল সব আমার)
(ঐ) আমার ভুলে যাও, তাঁরই পানে চাও,
দূরে যাবে কুমতির ছলনা॥

নন্দী। (সুধন্বা সুরথের শবদেহের হস্তধারণ) উঠ সুধন্বা সাধু! উঠ সুরথ মহাপুরুষ! মৃত্যুর ক্ষণিক মোহের জড়ভাব ত্যাগ কর। তোমরা মুক্ত পুরুষ, মৃত্যুর অনধীন অমর। মুক্ত দেবদেহ ধারণ ক'রে অনন্ত বৃন্দাবন ধামে চল। তোমরা রাসলীলাময় শ্রীকৃষ্ণের সাঙ্গোপাঙ্গ। চল, স্বপদে চির-প্রতিষ্ঠিত হবে, চল।

(সুধন্বা এবং সুরথের উত্থান এবং নন্দীর হস্তধারণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে প্রস্থান)

[সকলের প্রস্থান।

ক্রোড় অঙ্ক

ভদ্রাবতী রাজান্তঃপুরে

শ্রীবৃন্দাবনধামের আবির্ভাব

(পূর্ব্বভাব)

(নন্দীর পশ্চাতে রাজা ও রাণীর প্রবেশ)

নন্দী। হংসধ্বজ ! নারায়ণি ! এই স্থানে অপেক্ষা কর। নিত্য বৃন্দাবনধামের ক্রমবিকাশ দর্শন কর।

(মহাদেবের হস্তধারণপূর্ব্বক রাখালমূর্ত্তি সুধন্বার প্রবেশ)

নন্দী। ঐ দেখ রাজরাণি ! তোমার পুত্র সুধন্বা আর সুরথের দেবমূর্ত্তি রাখালবেশ। পরম বৈষ্ণব মহাদেবের কৃপায় বর্ত্তমান সুন্দর দেবদেহ প্রাপ্ত হয়েছে।

মহাদেব। সুধন্বা সুরথ ! তোমরা পরম কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব ছিলে। সেই পুণ্যফলে আজ তোমরা আমার চিরসহচর হ'য়ে শিবলোকে বিরাজ কর। যে কৃষ্ণভক্তিতে মানবজন্ম সফল করেছ, সেই কৃষ্ণভক্তির মোক্ষফল শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বৃন্দাবন-লীলার সঙ্গলাভ কর। সেইজন্য তোমাদের এখন রাখালমূর্ত্তি দান করলাম। যাও, শ্রীকৃষ্ণের লীলাসহচর হ'য়ে বৃন্দাবন বিলাস কর।

[প্রস্থান।

(উত্তর ভাব)

দাস্য— ১। রাজার সম্মুখে বাধামস্তকে শ্রীকৃষ্ণ।
বাৎসল্য—২। রাণীর ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণ।
মধুর— ৩। মানিনী কুবলযার পদধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ।
সখ্য— ৪। রাখালবেশী সুধন্বা-সুরথের কণ্ঠধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ।
শান্ত— ৫। কৃতাঞ্জলিবদ্ধহস্ত উপবিষ্ট অর্জ্জুনের সম্মুখে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হস্তে শ্রীকৃষ্ণ।

নন্দী। রাজা- হংসধ্বজ! ঐ দেখ, তোমার সংসারে শ্রীকৃষ্ণের সংসার। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই পঞ্চ-ভাবপূর্ণ নিত্য বৃন্দাবনলীলা দর্শন কর। আর মুখে বল হরি-বোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

(ব্রজ রাখাল ও সখীগণের আবির্ভাব)

গীত

সখীগণ। মানিনী কিশোরী ত্যজ লো মান।
রাখালগণ। সুখে সাধে যারে, সে সাধে পায়ে ধরে,
দান ফিরে চাহে প্রতিদান॥
সখীগণ। আপনা ভুলোনা,—কি ছার তুমি ত নারী,
নাহি হয় সুরেশ্বরী শ্যামে তুলনা;—
রাখালগণ। মান পরিণামে, নাহি পাবে শ্যামে,
প্রেম হবে ক্রমে অবসান॥
সখীগণ। কি করবে মান;—যারে নারীকুলমান,
হেলায় করেছ দান, শুনে বাঁশীর গান;—
রাখালগণ। যে প্রেমময় প্রাণ, যে প্রেমময় জ্ঞান,
সেইপ্রেমময়ে দিয়ে, হও একপ্রাণ॥

যবনিকা পতন।